INDEX.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

——0——

WEDNESDAY, THE 17TH FEBRUARY, 1982.

The HOUSE met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 17th February, 1982.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 38 (thirty eight) Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যাবহার্য্য ছাপানো রসিদ বই নাই, সেজন্য হাতে লিখা রসিদ দেওয়া হয়।

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে কত দিনের মধ্যে সেই অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। যত শীঘ্র সম্ভব ছাপানো বই সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় নূতন নূতন আর কয়টি সাব-রেজিষ্টার অফিস খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা আসে না। আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, প্রয়োজনীয় রসিদ পত্র এখনও ছাপানোর বাকী আছে, না হয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু ছাপানো হয়েছে এবং যা হয়েছে তা বিভিন্ন বিভাগে পাঠান হয়েছে। এখনও কিছু ছাপান বাকী আছে।

শ্রী বাদল চৌধুরি :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, সাব রেজিষ্টার অফিসে দলিল রেজিষ্টি হয়ে যাওয়ার পর তারা রসিদপত্র পাচ্ছেনা এবং দলিল পাচ্ছেনা এটা ঠিক কিনা এবং ঠিক হলে যাতে তারা পেতে পারেন তার জন্য সরকারী কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অবশ্য একটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন কিন্তু আমি বলতে পারি যে দলিল সম্পর্কে আমরা একটা আইনের সংশোধন করার ব্যবস্থা করছি যাতে রেজিষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে তারা আরেক কপি দলিল পেতে পারে। এটা অবশ্য প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এটা হবে আসলে আমরা এটা এই বিধানসভায় গ্রহণ করব। বর্তমানে আমাদের সাব-রেজিষ্টার অফিসে যে ষ্ট্যাম্প আছে তাতে বেশ কিছু পরিমান দলিল, মানে যেগুলি ইমেডিয়েটলি দেওয়ার দরকার সেগুলি এখন দিতে কিছু অসুবিধা আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, রসিদ বই ছাপানোর বিলম্ব হওয়াতে কি এটা হচ্ছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরি :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বা ৭৭।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যাব, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭।

প্রশ্ন

১। ল্যাণ্ড ট্যাক্স চালু হলে পরে কত জমির উপর কি কি হারে কর বসবে ?

২। সাড়ে সাত কানি পর্য্যন্ত কোন জমির মালিককে কোন প্রকার কর দিতে হবে কি ?

৩। যদি দিতে না হয় তাহলে কত লোক জমির খাজনা মুক্ত হবে ?

১। ল্যাণ্ড ট্যাক্সের হার এখন নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২। মিউনিসিপ্যালিটি অথবা নোটিফায়েড এলাকা বর্হিভূত অঞ্চলে ৩ একর পর্য্যন্ত কৃষি হোলডিং এর উপর কোন ল্যাণ্ড ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে না।

৩। আনুমানিক ২,৭২,৭৪৬ পরিবার খাজনা মুক্ত হবে।

শ্রী বীরেন দত্ত :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, ল্যাণ্ড ট্যাক্স এখনো ধার্য করা হয়নি অথচ বিভিন্ন দিক থেকে খাজনার জন্য চাপ আসছে, এই বৎসর খরায় ফসল নষ্ট হয়ে গেছে তাই এই বৎসর খাজনা আদায় স্থগিত রাখা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত : মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার, শ্রী সমর চৌধুরী ও শ্রী হরিচরণ সরকার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬।

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কতজন বর্গাদারের নাম ১-১২-৮১ ইং পর্য্যন্ত নথীভুক্ত হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। নথীভুক্ত বর্গাদারগণ সরকারের কাছ থেকে কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন?

৩। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বর্গাদার উচ্ছেদের কোন ঘটনা সরকারের জানা আছে কিনা :

উত্তর

১। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	নথীভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা।
সদর	৯০৪
খোয়াই	২৩৫
সোনামুড়া	১৭৬
কৈলাসহর	৩৪০
কমলপুর	৭৫৩
ধর্ম্মনগর	২৩১
উদয় পুর	৬৩৭
বিলোনিয়া	৩৬৮
সাব্রুম	৫৫
অমরপুর	৬৮
	৩,৭৬৭

৩,৭৭৬ জন বর্গাদার হিসাবে এবং ৬৬৯ জন কোর্ফা হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। বর্গা এবং কোর্ফা বর্তমানে এক।

২। যে সব বর্গাদার দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলায় জড়িত হন তাহাদিগকে মামলা পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহার্য্য দেওয়া হয়।

৩। খোয়াই মহকুমা হইতে এরূপ একটি ঘটনা গোচরে আসিয়াছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এসমস্ত রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারদের একটা বিরাট সংখ্যা আজও জমির দখল পাননা, যদিও তাদের হাতে পচ্চা আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, খোয়াই থেকে এরকম একটা কেইস রেফার

করা হয়েছে। যদি কোন বর্গাদার রেকর্ড হওয়ার পর স্বত্ব পাননা এরকম কোন কেইস থাকলে সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করার ব্যবস্থা করবেন কি, যে সমস্ত বর্গাদার রেকর্ড হয়েছে, পর্চা পেয়েছে অথচ তাদেরকে উচ্ছেদ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরকম অনেকগুলি মামলা চলছে ২০০-এর উপর। কোর্টে এসব বর্গাদারদের বিরুদ্ধে কেইস চলছে, কেইসের খরচ চালানোর জন্য তার সরকার থেকে টাকা পাচ্ছেন অথচ জমি তাদের দখলে নেই। তদন্ত করে জুডিশিয়েল কোর্ট থেকে রেভেনিও কোর্টে সে সমস্ত মামলা আনার কি ব্যবস্থা করা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন তাতে যে সেকশানটা কার্য্যকরি করলে পর মামলাগুলি জুডিশিয়েল কোর্ট থেকে রেভেনিও কোর্টে আনা যায় সে সম্পর্কে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। আর অন্যান্য যে মামলাগুলির কথা বলছেন মাননীয় সদস্য সেগুলি সাধারনত: আমরা জানি বিভিন্ন ফৌজদারি মামলা বা টাইটেল স্যুইট। যে কোন লোক এমনকি আমরা সম্পত্তির উপর আরেক লোক মামলা করতে পারে। কিন্তু বর্গাদারের উপর যে ঘটনার কথা মাননীয় সদস্য হাউজে বলছেন তারজন্য নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক বিভাগে তদন্ত করব যে রেকর্ড হওয়ার পর কেউ উচ্ছেদ হয়েছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলছিল তখনও বর্গাদাররা তাদের নাম সরা সরি নথিভুক্ত করতে পারেন নি কারণ জোতদাররা তাদের নানাভাবে ভীতি দেখাচ্ছিল। এমন কি পরিবর্তীকালেও দপ্তর প্রধান বর্গাদরদের নাম নথিভুক্ত করবার জন্যে বিশেষভাবে ইনক্যুয়ারী করেন কিন্তু তা সত্বেও বর্গাদাররা বর্গাদার হিসাবে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে সাহস পাননি এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বর্গাদারদের তাদের ব্যক্তিগতভাবে ট্যান্যাণ্ট দেবার পরও এই সকল ঘটনা ঘটেছে। তবে বর্তমানে বর্গাদাররা তাদের সাহস ফিরে পেয়েছেন এবং এখন তাদের নাম নথিভুক্ত করাচ্ছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভিন্ন জুডিসিয়াল কোর্টে গভার্ণমেণ্ট বর্গাদারদের যে পরচা দিয়েছেন তা অস্বীকার করে বর্গাদারদের বিরুদ্ধে সমন জারি করছেন এবং রায় দিচ্ছেন এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ রকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। একটা কেসে সরকার পক্ষ থেকে মামলা করা হয়েছিল জজ কোর্টে এবং জজ কোর্টের রায় হয়েছে যে যারা বর্গাদার হিসাবে যার কাজ করছেন তাদের জমির উপর টাইট্যাল দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সরকার থেকে যে সকল বর্গাদারদের পরচা দেওয়া হল সেই পারচার উপর ভিত্তি করে জোতদার এবং কায়েমী স্বার্থন্বেষীরা বর্গাদার দের বিরুদ্ধে যে মামলা করছে সেই সকল কেসে সরকার বর্গাদার পক্ষে বিবাদী হবার জন্য কোন ভাবনা করছেন কি না?

শ্রীবীরেন দত্ত : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে আলোচনা হয়েছে তাতে ঠিক করা হয়েছে যে, যে অফিসার বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করবেন তাদের বর্গাদারদের বদলে বিবাদী পার্টি হিসাবে ধরা হবে এবং তারা মামলা পরিচালনা করবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার দেখা গেছে, বর্গাদাররা বর্গা স্বত্ব পাবার পরও জমির মালিকরা তাদের জমি অন্য পার্টির কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন এবং বর্গাদারদের তাদের স্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করছে এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সদরে এ রকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। এই ব্যাপারে রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে বলা হয়েছে যে, জমির মালিক অন্য পার-সেজারের নিকট জমি বিক্রি করতে পারেন কিন্তু উক্ত জমির বর্গাদার যদি উক্ত জমি ক্রয় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তাকে জমি ক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু বর্গাদার যদি জমি কিনতে না পারেন তবে জমির নুতন মালিক পুরাতন বর্গাদারকেই জমির বর্গা দিতে হবে। এখানে আরো বলা হয়েছিল যে, এই ক্ষেত্রে জমির মালিক জোতদার বর্গাদারকে স্বত্ব হিসাবে জমির একটা অংশ দিতে হবে অর্থাৎ সাত কানি জমি যদি বর্গাদার বর্গা হিসাবে চাষ করে থাকে তবে তাকে জমির অন্তঃত তিন কানির মত জমি দান পত্র করে বর্গাদারকে দিতে হবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রিভিনিউ ডিপার্টমেণ্টকে কে বর্গা স্বত্ব লাভ করার পরও জমির মালিকরা জোর করে বর্গাদারদের উচ্ছেদ করবার জন্যে আগরতলার জর্জকোর্টে মামলা করছে।

শ্রীবীরেন দত্ত:— স্যার, এ ব্যাপারে আমি আগেই আলোচনা করেছি।

মি: স্পীকার :— সার, মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এবং শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬০।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬০।

প্রশ্ন

১। বামফ্রণ্ট সরকার চার বছরে রাজ্যের কতজন বেকারকে বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী দিয়েছেন।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে কত জনের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে,

৩। বর্তমানে রাজ্যের মোট কত জন রেজিষ্ট্রিকৃত বেকার রয়েছেন ?

১। ৪৭টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে বামফ্রন্ট সরকার সরকার মোট ২০,৩৫৩ জনকে চাকুরী দিয়েছেন, বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। ৪৬টি দপ্তর (পূর্ত্ত দপ্তর বাদে) হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে আর মোট ৩৫০১ জনের কর্মসংস্থান হইতে পারে। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে রেজিষ্ট্রি-কৃত বেকারের সংখ্যা মোট ৮২,৭৮৫ জন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে তথ্য প্রদান করা হয়েছে এটা দপ্তর ভিত্তিক হওয়ায় কতজন বেকারের চাকুরী হয়েছে তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে আমি বলতে পারি সরকার পরিচালিত সংস্থা যেমন জুট মিল, খাদি এবং কো-অপারেটিভ ইত্যাদিতে অনেক বেকারের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আমি আনুমানিভাবে বলতে পারি যে এপর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ বেকারের চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমানিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, এমপ্লেয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বিভিন্ন দপ্তর থেকে নিদ্ধারিত পোষ্টের প্রার্থীদের নাম পাঠাবার জন্যে অনুরোধ আসে তখন বামফ্রণ্ট সরকার প্রচলিত যে নিয়ম—সিনিয়রিটি ভিত্তিতে বেকারদের নাম পাঠাতে হবে—সে নিয়মকে লংঘন করে দপ্তর প্রধানরা নিজেদের ইচ্ছা মত প্রার্থীদের নাম পাঠান। উত্তর এবং দক্ষিণ জেলায় যে এমপ্লয়মেণ্ট সিনয়রিটি মানা হচ্ছে না ফলে যাদের সিনিয়রিটি আছে তারা কোন প্রকারইনটা রভিউ পাচ্ছেন না। এই ব্যাপার সরকার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন করেছেন তা আমাদের গোচরে এসেছে। বিশেষভাবে দক্ষিণ এবং উত্তর জেলার কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলি থেকে নাম পাঠাবার ক্ষেত্রে। আমরা এ ব্যাপারে অনেক অভিযোগ পেয়েছি এবং বিভিন্ন বেকার সমিতিগুলিও এই ব্যাপারে অনেক অভিযোগ এনেছেন। এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ একটি অলোচনা হয় এই কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

দক্ষিণ জেলার কেন্দ্রের পুরানো যে লিষ্ট আছে তাতে দেখা গেছে ১৯৭২-৭৩ সাল পর্য্যন্ত বেকারদের নাম আছে। কিন্তু উত্তর জেলার ১৯৭১ পর্য্যন্তও নামের লিষ্ট আছে। এই ব্যাপারে কর্ম্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের অফিসারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। তারা বললেন যে, যারা এখন ইন্টারভিউ পাচ্ছেন তারা চাকুরী পান বা না পান তাদের নাম আর ছয় মাসে পাঠান হবে না। তবে হাল সিনিয়রিটির ভিত্তিতে যাতে নাম পাঠান হয় তারজন্য ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ভাবে যে নামগুলি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে আসছে এবং এই সম্পর্কে কিছু কিছু দুর্নীতির খবরও পাওয়া যাচ্ছে যে টাকা পয়সার বিনিময়ে নাম ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে নিয়ম পদ্ধতি করা হয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি দপ্তরে নাম যাতে আসে সেজন্য কোন কমিটি করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা এবং যদি চিন্তা করে থাকেন কবে নাগাদ সেটা হতে পারে ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সহ এই বিষয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীবিমল সিন্হা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিলেন ১৯৮১ এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই হিসাব কি হ্যাণ্ডিক্যাপড সহ দিয়েছেন ? যদি তা হয় তাহলে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ

করতে পারি যে কমলপুরে বিরাট একটা হ্যাণ্ডিকেপের সংখ্যা তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করার জন্য গিয়েছিল। এই সংখ্যাটা অ্যাবজর্ব করার কোন স্পষ্ট নীতি আছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত :—আমাদের প্রতিবন্ধীরা নাম লেখানোর জন্য আগ্রহী ছিলনা। আমাদের যে ৮৯১। খুবই কমই। এখন এই প্রতিবন্ধী বর্ষে আমরা একটা বিষয় নিয়েছি যাতে তাদের নাম রেজিষ্ট্রি হয়। এখন প্রতিটি ব্লকে নাম রেজিষ্ট্রি করার জন্য অফিসার নিযুক্ত করেছি এবং এই সময়ের মধ্যে যে কয় জনের নাম এসেছে, একটা নির্দিষ্ট সার্কুলার আছে যে প্রত্যেক দপ্তরে এই সখ্যায় নিতে হবে এবং সেই হিসাব করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এমন অনেক কেস আছে যে ট্রাইবেল অঞ্চলে ইণ্টারভিউ কার্ড গেছে, কিন্তু ২/৩ দিন পরে পৌঁছে ইণ্টারভিউ-এর পরে। সেই ক্ষেত্রে ইণ্টারিয়রের ছেলেরা এসে ইণ্টারভিউ দিতে পারেনি। এমন কি অফার অব অ্যাপয়েণ্টমেণ্টও যে দিন জমা দেওয়ার কথা তার পরে গিয়ে পৌঁছায়। ফলে তারা সেগুলি জমা দিতে পারে না এবং চাকুরীও হয় না। এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কিনা?

শ্রী বীরেন দত্ত :—না, এমন কোন ষড়যন্ত্র নেই। যদি তাঁরা নামগুলী পাঠিয়ে দেন তাহলে তাদের আবার অফার অব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হবে।

শ্রী মানিক সরকার :—এমনও দেখা যায় যে একজন লোক বেশ কয়েকটা এণ্টারভিউ দিয়েছে এবং তার কাছে অনেকগুলি অফার অব অ্যাপয়েণ্টম্যাণ্ট যাচ্ছে। এই অবস্থায় ডিপার্টমেণ্টকে বিব্রত বোধ করতে হয়। কাজেই যারা চাকুরী পেয়ে গেলেন তাদের এমপ্লয়মেণ্ট কার্ডটা সীজ করার ব্যবস্থা আছে কিনা?

শ্রী বীরেন দত্ত :—এই রকম একটা ব্যবস্থা আছে। অফিসের নিয়ম হলো সেখানে তার কাছ থেকে এটা জমা রাখতে হয় এবং অফিস সেটা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে পাঠিয়ে দেয়। না হলে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে গিয়ে নিয়ে আসে। তবে সেখানে এখনও কো-অর্ডিনেশান হয় নি।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :—কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলি যেগুলি ত্রিপুরাতে কাজ করে যে গ্রীফ ইত্যাদি সেই সমস্ত দপ্তরে নিয়োগের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের কোন মতামত দেওয়ার অধিকার আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে বাইরে থেকে যে হাজার খানেক লেবার আনা হলো ত্রিপুরার ম্যান পাওয়ার এবং এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সঙ্গে কোন রকম কন্সালটেশান ছাড়াই এবং লেবার মাইগ্রেশান একটকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়েছে কিনা এই ক্ষেত্রে?

শ্রী বীরেন দত্ত :—গ্রীফের ব্যাপারে যাদের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম না নিয়েই চাকরী দেওয়া হয়েছে তাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রির করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন যে তারা অ্যানাউন্স করার পর আমাদের লেবার কমিশনার সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন নি। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয়েছে। উনি সেটা পরিষ্কারভাবে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্নটা করেছেন, তার খুবই গুরুত্ব আছে। তার দুইটি দিক আছে, একটা হচ্ছে অনেকগুলি কেন্দ্রীয় সংগঠণ আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে কাজ করে, যেমন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ও, এন, জি, সি আরও বিভিন্ন রকমের সংস্থা এখানে কাজ করছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে অন্যান্য কোন রাজ্য হলে, তারা সান অব দি সয়েলর শ্লোগান তুলে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করত এবং দাবী করত যে এই রাজ্যের কাজে এই রাজ্যের লোকদের নিযুক্ত করতে হবে। আমরা কিন্তু এই নীতিতে বিশ্বাসী নই, কারণ ভারতবর্ষ একটা দেশ, এর যে কোন অংশের মানুষ যে কোন জায়গায় কাজ করবার অধিকার আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের রাজ্যের ছেলেরা এই সব সংস্থাগুলিতে কাজ করার সুযোগ পাবে না। আমরা এর আগেও দেখেছি যে এই রাজ্যের ছেলেদের রাজ্যের বাইরে গিয়ে ইন্টারভিও দিতে হত, কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি যে এই রাজ্যের মধ্যেই ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে, কারণ আমাদের ছেলেরা যারা বেকার রয়েছে তারা যাতে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাজ পায়, সেই ব্যবস্থা আমাদের দেখতে হবে। কাজেই এই ধরনের সুযোগ রাজ্যের মধ্যেই সৃষ্টি করে দিতে হবে। এখানে ও, এন, জি, সির চেয়ারম্যান যখন এলেন, তাঁর সঙ্গেও এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে এবং রেল ওয়ের কাজ যেটা কুমারঘাট পর্য্যন্ত হচ্ছে, সেখানে ইঞ্জিনীয়ারদের সংঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে যেখানে এই রাজ্যের মধ্যে এত বেকার রয়েছে, সেখানে যে কাজ আমাদের লোকেরা করতে পাবে, অন্তত: লেবার শ্রেণীর বাইরে থেকে আনা যাবে না। কন্ট্রাকটারদেব সঙ্গে এই রকম চুক্তি করতে হবে যে স্থানীয় লোকদের নিযুক্ত করতে হবে। এছাড়া বর্ডার রোড এবং অন্যান্য যেসব সংস্থা আছে, যাদের কাজ বিশেষ করে দুর্গম এলাকাতে করতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি অন্য রকম। কারণ বর্ডার রোড এলাকায় যেটা মানিকপুর থেকে গোবিন্দবাড়ী, সেটা অত্যন্ত দুর্গম এলাকা, সেখানে শ্রমিক পাওয়া খুবই কঠিন, সেই এলাকাতে যেসব উপজাতি আছে, তাও কাজের জন্য তারা যথেষ্ট নয়। সেখানে কোটি কোটি টাকার কাজ হচ্ছে। সেখানে যদি বাইরে থেকে শ্রমিক এনে কাজ না করা যায়, তাহলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধে সেই রাস্তার কাজ শেষ করা যাবে না। কাজেই এটা বিবেচনা করে আমাদের তাদেব ক্ষেত্রে কিছুটা রিলেক্সজেসান দিয়েছি। কাজেই আমি আশা করব যে যে সব কেন্দ্রীয় সংস্থা ত্রিপুরাতে কাজ করছে, তারা কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের যেসব বেকার ছেলে আছে, তাদের কাজ করার পূর্ণ সুযোগ করে দেবে, প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে হলেও তাদের ইন্টারভিউ নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে তাদেব সংস্থাগুলিকে এই ধরনের নির্দেশ দিবেন।

মি: স্পীকার :—শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :—প্রশ্ন নং ৬৩।

শ্রী বীরেন দত্ত :—প্রশ্ন নং ৬৩,

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে কয়টি বাজারে শেড তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

২) তার মধ্যে কয়টির কাজ শেষ হয়েছে ?

৩) বাকীগুলি কবে নাগাদ আরম্ভ করা যাবে ?

উত্তর

১) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা সরকার কৃষি বিভাগের সহায়তায় মোট ৩৪টি বাজারে শেড তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এতদ্ব্যতীত আগরতলা পৌরসভা এবং নোটিফাইড এরিয়া অথরিটির পরিচালনায় যথাক্রমে মোট ২টি এবং ৩টি বাজারের শেড তৈরীর পরিকল্পনা আছে ?

২) ৩৪টি বাজারের মধ্যে কৃষি বিভাগ মোট ৩টি বাজারের শেড তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেছেন। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির পরিচালনাধীন মোট ২টি বাজারের শেড তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩) বাকী শেডগুলি কতকগুলি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে এবং কতকগুলি আগামী আর্থিক বৎসরে আরম্ভ হতে পারে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—এই যে শেডগুলি তৈরী করা হয়েছে, তার মধ্যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে কয়টি বাজারের শেড তৈরী করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্নটা হচ্ছে কৃষি দপ্তর সম্পর্কিত কাজেই কৃষি দপ্তরকে প্রশ্ন করলে এর উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তৈদু বাজারে শেড তৈরী করার পরিকল্পনা ছিল কি এবং তা তৈরী করা হয়েছে কি জানতে পারি কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় সদস্য, এই প্রশ্নটা কৃষি দপ্তরকে করলে উত্তর পেতে পারেন।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে মোট ৩৪টি বাজারে শেড তৈরী করার পরিকল্পনা আছে। সেগুলি কোন কোন বাজারে তৈরী করা হবে জানতে পারি কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটাও কৃষি দপ্তরকে করুন, তাহলে উত্তর পাবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—প্রশ্ন সং ১০৩।

শ্রী বীরেন দত্ত :—প্রশ্ন নং ১০৩,

১) ইহা কি সত্য যে আগরতলায় অবস্থিত কের চৌমুনির সংলগ্ন কের-বট গাছের আশে পাশে ভূমি কে বা কাহারা বে-আইনী ভাবে জবর দখল করিয়া আছে ?

২) সত্য হইলে দখল কারীদের নাম কি ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) শ্রী অনাদি রঞ্জন দত্ত এবং শ্রী অরুন রঞ্জন দত্ত।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই দখলীকৃত সম্পত্তি হচ্ছে দেবত্তর সম্পত্তি এবং বে-আইনি দখল সম্পর্কে সরকার কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—অভিযোগ আছে বলেই ইতিমধ্যে টি, এল, আর এবং এল, আর এ্যাক্ট এর সাব-সেক্শন—১৬ অনুসারে তাদের নামে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে জায়গাটা জবর-দখল করা হয়েছে সেই জায়গাতে প্রতি বছরই পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং জায়গাটি জবর দখল থাকার জন্য ঐ এলাকার লোকেরা সেখানে পূজা অনুষ্ঠান করতে পারছেন না। কাজেই এসম্পর্কে জরুরী কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা জানতে পারিকি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— এই জায়গায় কোন রকমের পূজা-অনুষ্ঠান করা হয় না। বরং সেই জায়গাতে যে সব কাঁটা গাছ ছিল, সেগুলি পৌরসভা থেকে রিমুভ করা হয়েছে এবং সেখানে আগে থেকে যে একটা শেড করা হয়েছিল, তাও রিমুভ করা হয়েছে। এখন যখন কোন একটা গোষ্ঠী সেটাকে জবর দখল করে আছে, তখন আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে. কারণ তারা যেমন আমাদের সরকারকে হয়রাণ করতে চায়, আমরাও আইনের আশ্রয় নিয়ে তাদের হয়রাণ করতে চেষ্টা করছি, যাতে তারা সহজে জবর দখল জায়গাটা ছেড়ে দেয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— প্রশ্ন নং ১০৯।

শ্রীবীরেন দত্ত :— প্রশ্ন নং ১০৯,

১) ত্রিপুরাতে ভূমিহীন, গৃহহীন ও ভুমিহীনদের সংখ্যা কত ?

২) ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কত ভুমিহীন, গৃহহীন, ক্ষেতমজুর, জুমিয়া এবং গৃহহীন ও ভুমিহীন পরিবারকে কত পরিমাণ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে (পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

৩) গত চার বছরে কতজন বর্গাদারের বর্গাসত্ব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। রেজিষ্ট্রিকৃত যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ভুমিহীন—	৩২,৫২৩
গৃহহীন—	১৬,১৮৬
ভূমিহীন ও গৃহহীন—	৬২,৮৫৬

২।

	সংখ্যা	জমির পরিমাণ
ভুমিহীন	১২,৮২৮	২০,৫৪৮.২৪ একর
গৃহহীন	৪,৬১২	৯৫৪.৮৫ একর
ভুমি ও গৃহহীন	১২,০০৬	২৭,৯০১.০১ একর

৩। ২,২৩০ জন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জরুরী অবস্থার সময় এমন অনেক খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে যাদের প্রচুর জমি আছে এবং পরবর্ত্তী সময়ে এসব জমি ভেকেট করার জন্য সরকারের কাছে কোন আবেদন করা হয়েছে কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রিভিশান অব রেকর্ডস এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল যারা খাস জমি বন্দোবস্ত পেতে পারে না তাদের জমি দেওয়া হয়েছে কি না। কাজ চলার নিয়মে অনেক কেস ধরা পড়েছে যাদের জমি থাকা সত্ত্বেও খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা নূতন ভাবে গাঁও সভার মাধ্যমে সেগুলি বের করার চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, ভূমিহীনদের যে সমস্ত জমি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কত অংশ চাষযোগ্য সমভূমি আছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যাদের জমি দেওয়া হয়েছে আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী কাউকেই এমন জমি দেওয়া হয় নাই যেখানে ফসল করা যাবে না। আমাদের কর্ম-চারীদের সঙ্গে গাঁও সভার সদস্যগণও মিলিতভাবে মন্তব্য দিতে হয় তারপরই সেই সব জমি এলটমেণ্ট হয়। যে সব জমিতে ফসল করা যাবে না সেই সব জমি এলটমেণ্ট দেওয়া হয় না।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে সকল ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হয়েছে এবং যাদের টিলা জমি দেওয়া হয়েছে আধাকানি এককানি করে সেই সমস্ত পরিবার ব্যাংক বা প্যাকস থেকে ঋণ নিতে পারছে না। তাদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন যাতে হতে পারে সেইজন্য কি ধরণের ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যাদের জমির উপর রাইট আছে তাদের বি. ডি. সি. র মারফত ফলের বাগান, হাস-মুরগীর চাষ ইত্যাদির জন্য সাহায্য করার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীবিমল কুমার সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জবাবে জানিয়েছেন যে ২৩,৫৪৮.৫৪ একর জমির উপর ১২,৮২৮টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে—সেই পরিবারগুলি এখনও সেখানে আছে না অন্যত্র চলে গিয়েছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা চলে গিয়েছে এমন খবর আমাদের কাছে নাই কাজেই তারা সেখানে আছে এটাই ধরে নিতে হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিয়েছেন কিছু সংখ্যক ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এটা কি মন্ত্রী মহোদয় জানেন যে বিভিন্ন গাঁও সভায় খাস জমি মোটেই নাই এবং সেখানে ভূমিহীন এবং গৃহহীন যারা আছেন তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া যাচ্ছে না তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার সরকার কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে পুনর্বাসন দেওয়া যায় না। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়—সেখানে আপনারা প্রশ্ন করলে জবাব পেতে পাবেন। রেভিউনিউ ডিপার্টমেণ্টে শুধু এলটমেণ্ট দেওয়ার ব্যাপারটাই ডিল করেন।

শ্রীবিমল কুমার সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এলটমেণ্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকার অফিসার এবং কর্মচারী ভূমিহীনদের জায়গা নিজেদের নামে এলট করিয়ে নিচ্ছে—

কমলপুরের কায়েমীছড়াতে ২৫টি পরিবারের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু যেখানে মাত্র ৮টি পরিবারকে পর্চা দেওয়া হয় আর বাকী পরিবারগুলিকে পর্চা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পর্চা ছাড়া তারা ব্যাংক থেকে ঋণও নিতে পারে না—পর্চা না থাকলে ব্যাংক ঋণ দেয় না। সেখানে ৮টি পরিবার আছে এবং বাকী পরিবারগুলি সেখান থেকে চলে যায়। এবং তাদের সেই জমিতে দুই জন তহশীলদার আছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্যি কথা যে আমরা একটা দেবতার প্রশাসন নিয়ে বসে নাই। এই সব ব্যাপারে যদি আমাদের কাছে সঠিক তথ্য আসে তাহলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। তবে আমার ধারণা যদি স্থানীয় গাঁও সভাগুলি যদি আরও সক্রিয় হন তাহলে এইগুলি বন্ধ করা সম্ভব হবে নইলে শুধু সরকারী কর্মচারী দ্বারা এটা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

শ্রীবিমল সিংহা :—স্পালিমেনটারী স্যার, এই জাতীয় অভিযোগ এই সেটেলমেন্টের ডরেক্টর এবং রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের ডি, এম, এ, ডি, এমের কাছে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখন ও দেখছি তারা বহাল তবিয়তে আছে। সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নাম দুইটা এবং সঠিক তথ্য দিলে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্পালিমেন্টারী স্যার, এমন অনেক পরিবারকে ফরেসট এলাকা থেকে ব্লকের বি, ডি, ও ট্রেন্সফার করে অন্য জায়গায় পুনর্বসতি দিয়েছে এবং এইভাবে ফরেসট এলাকাকে অ্যাস্কটেনশন করা হয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা বসে গেছে তাদেরকে তুলব না এবং যাদেরকে আমরা জায়গা দিয়েছি তাদেরকে তুলব না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, ইদানিংকালে পনচায়েতগুলিকে অস্বীকার করে ভূমিহীনদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য প্রশাসন থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ধরণের পুনর্ব্বাসনের জন্য জায়গা বনদোবস্ত দেয়া হয়েছে যেগুলি সম্পর্কে পঞ্চায়েত থেকে প্রতিবাদ উঠেছে। কাজেই সরকারের ঘোষিত নীতি কার্য্যকর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বনদোবস্ত দেওয়ার আগে সিগনেচার নিয়ে নির্ভুলভাবেই জমি বনদোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। যাহাই হোক মাননীয় সদস্য যখন এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তখন আমরা ডিপার্টমেনটেলী চেকিং করার জন্য চেষ্টা করব।

মি: স্পীকার :—শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১১৯। (অ্যাডমিটেড) রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১১৯।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়া ব্লক তুইচিংরাম বাড়ী গাঁও সভা অন্তর্গত দক্ষিণ প্রমোদ-নগর নামে পরিচিত এলাকাকে দুর্গাপুর মৌজার সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে।

২) যদি সত্য হয় তাহার কারণ এবং

৩) ঐ এলাকাকে দক্ষিণ প্রমোদনগর নামে প্রথম রেভেনিউ মৌজা হিসাবে ঘোষনা করা হইবে কি ?

উত্তর

১) ইহা সত্যি নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

তবে একটা কথা এই যে মাঝখানে আমাদের যখন না কি এগ্রিকালচার সেনসাস আরম্ভ হয় তখন এগ্রিকালচার অফিসাররা বিভিন্ন এলাকা তদন্ত করতে থাকে। তার ফলে অনেকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে মৌজাগুলির বুঝি পরিবর্ত্তন হচ্ছে এটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীখগেন দাস।

৫

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন ১২৩ রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১২৩।

প্রশ্ন

১) বামফ্রণ্ট সরকার সাড়ে সাতকাণি পর্য্যন্ত জমি নিষ্কর ঘোষণা করার ফলে ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কতজন গরীব কৃষক উপকৃত হয়েছেন ?

উত্তর

১) ২,৭২,৭৪৬টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১২৫, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীখারবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১২৫।

প্রশ্ন

১) গত চার বছরে কত হেক্টর জমি বনায়নের আবও তায় আনা হয়েছে ?

২) এর মধ্যে কত হেক্টর রাবার বাগানের আওতায় এসেছে ?

৩) ১৯৮০-৮১ সালে বন বিভাগের আয় কত ?

উত্তর

১) গত চার বছরে ১৯,১২৯,৩১ হেক্টর জমি বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

২) ২৫১৬,৬৩ হেক্টর অরিরিক্ত জমি রাবার বাগানের আওতায় এসেছে।

৩) ১,৪,৫০,০০০ টাকা।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—স্পালিমেন্টারী স্যার, ১২,০২৯,৩৭ হেক্টর জমি ত্রিপুরাতে বনায়নের আওতায় আসার ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলি পুনর্বাসন ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছে কি না ?

শ্রীঅরবের রহমান :— অনেক ভূমি হীন এবং জুমিয়া পরিবার উপকৃত হয়েছে। সেখানে অনেক শ্রম দিবসের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং অনেকগুলি ফরেস্ট ভিলেজ আছে যেখানে ভূমি-হীনরা গরু, ছাগল, গাভী শূকর সরকার থেকে পেয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ফরেষ্টের মধ্যে এমন অনেক পরিবার আছে যারা ফরেস্ট আওতাভুক্ত জায়গায় বনদোবস্ত পান নি । এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীআরবের রহমান :—স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই । তবে ফরেস্টের মধ্যে যারা জুমিয়া পরিবার তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। তাই সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব নয় ।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্ন উত্তরেব সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই সেইগুলির লিখিত এবং তারকা বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দেরকে অনুরোধ করছি ।

রেফারেন্স প্রিয়ড

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স প্রিয়ড্। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর নিকট হইতে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয় উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি হচ্ছে :—

"সিধাই থানা এলাকায় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত ৮টায় উপজাতি যুব সমিতি সমর্থিত উগ্রপন্থীদের দ্বারা ৪ ব্যক্তি অপহরণ সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে ১৮.২.৮২ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী ১৮.২.৮২ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন। আমি আজ ১ (একটি) নোটিশ মাননীয় বিধায়ক শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী মহাশয় হতে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৮২ইং রাত্রে টি. ইউ.
জে. এস-এর দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক কল্যাণপুর থানার
অন্তর্গত পূপশ্চিম কল্যাণর গাঁওসভার আশারাম

সর্দ্দার পাড়ার যোগেন্দ্র দেববর্মা ও তাহার
ভ্রাতুষ্পুত্র রবীন্দ্র দেববর্মা (ওরফে) লুইচরণ
দেববর্মাকে গুলিবিদ্ধ করে খুন করা সম্পর্কে।”

আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— “গত ১৭-১-১৯৮২ইং রবিবার রাত্রে টি. ইউ. জে. এস-এর দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম কল্যাণপুর গাঁওসভার অন্তর্গত আশারাম সর্দ্দার পাডার যোগেন্দ্র দেববর্ম্মা ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র রবীন্দ্র দেববর্মা (ওরফে) লুইচরণ দেববর্মাকে গুলিবিদ্ধ করে খুন করা সম্পর্কে।”

মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ১৭।১৮-১-৮২ইং রাত্রি প্রায় ১২টা। ১২॥ ঘটিকায় কল্যাণপুর থানান্তর্গত আশারাম সর্দ্দার পাড়ার অভিযোগকারী শ্রীবরুন দেববর্মা, পিং মৃত জয়মোহন দেববর্মা গুলির আওয়াজ শুনিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে। ভয়ে তিনি নিঃশব্দ থাকেন। ৩।৪ মিনিট পরে তিনি তাঁহার বাডীর পশ্চিম পাশে কান্নার শব্দ শুনিতে পান এবং বাডী হইতে বাহিরে আসিয়া যোগেন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে তাহাকে গুলির আঘাতে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। যখন তিনি তাহার পিতার নিকট শুনিতে পান যে, রবীন্দ্র দেববর্মা ওরফে লুইচরণ দেববর্ম্মাও খুন হইয়াছেন। তখন তিনি সার্ব্বাং সি. আর. পি. ক্যাম্পে যাত্রা করেন ঘটনা গোচরীভূত করার জন্য।

ইহার ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে এবং ২৫ (এ) আর্মড অ্যাক্ট অনুসারে কল্যাণপুর থানায় ১৪(১)৮২নং কেইস নথীভুক্ত হয়। কিছু সংখ্যক বন্দুকের খালি কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। যোগেন্দ্র দেববর্মা এবং লুইচরণ দেববর্মার মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষার জন্য পাঠানো হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

(১) শ্রীচিত্তরঞ্জন দেববর্মা, পিং মৃত কুসুম দেববর্মা, সাং পুরাতন সাবাং

(২) শ্রীমোহন দেববর্ম্মা, পিং মৃত নকুল দেববর্মা, সাং পুরাতন সাবাং।

(৩) শ্রীঅরুন দেববর্ম্মা, পিং মৃত বলরাম দেববর্মা, সাং মনাইছড়া, থানা—খোয়াই।

(৪) শ্রীরামপ্রসাদ দেববর্ম্মা, পিং মৃত নাগর দেববর্মা, সাং মনাইছড়া, থানা—খোয়াই।

(৫) শ্রীপ্রভাত দেববর্মা, পিং মৃত, খেপাংরাই দেববর্মা, সাং পদ্মবিল, থানা—খোয়াই।

সমস্ত গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিগণকে কোর্টে হাজির করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারীকৃত লোকগণ উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থী কর্মী ও সমর্থক বলিয়া জানা যায়। ঘটনার এখনো অনুসন্ধান চলছে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান। এই ঘটনা ঘটার পর এইসব দুষ্কৃতকারীরা চিঠিপত্র লিখছে এবং তারা ত্রিপুরা রিভিউলিউশান পার্টির লোক বলে লিখছে এবং সেই সাথে আরো লিখছে, এই রকম ঘটনা নাকি তারা আরো করবে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, তদন্তের স্বার্থে এই সব তথ্য এখানে প্রকাশ করার অসুবিধা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই যে লোকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদের টি. ইউ. জে. এস. সমর্থিত বলে এখানে বলা হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরা টি. ইউ. জে. এস-এর লোক নয়। ২য়তঃ যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের পুলিশ কি অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ওরা টি. ইউ. জে. এস-এর লোক কিনা পুলিশ ঐ এলাকার তদন্ত করে এবং বিভিন্ন তথ্য থেকেই এই মত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা আগেই বলেছি। ভারতীয় সংবিধানের ৩০২ ধারায় এবং অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর অভিযোগের ভিত্তি কি তা আদালতে জানা যাবে। অ্যাসেম্বলী আদালত নয়।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোনামুড়ায় পুলিশ কর্তৃক লাঠি চার্জ ও
কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামীকাল ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিবৃতি দেবেন।

আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরাধারমণ দেবনাথ, এম. এল. এ. মহাশয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি। প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য আমি সম্মতি দিয়েছি।

প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক ১১টার সিধাই থানার
এ. এস. আই. শ্রীশচীন্দ্র দেবনাথ সোনাই বাজারের নিকট
দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক উক্ত আহত হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃটি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়াব জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এই সম্পর্কে ১৯শে ফেব্রুয়ারী জবাব দিতে পারব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেবেন।

আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি। প্রস্তাবটি উত্থাপনে আমি সনম্তি দিয়েছি। প্রাস্তাবটির বিষয়বস্তু হল ,—

"গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়ার কাঠালিয়াছড়া বাজারে আগুন, লুটপাট, ও সাধারণ মানুষকে মারধর করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই সম্পর্কেও আমি ১৯শে ফেব্রুয়ারী হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী লেবাছড়া গাঁওসভার প্রধান কম: গনেশ সাহার মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মি: স্পিকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ২৬.১১.৮১ ইং তারিখে আনুমানিক রাত্রি ১২-৩০ মি: এর সময় কতিপয় দুষ্কৃতকারী শালগড়া হাই স্কুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শালগড়া হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী সুখরঞ্জন চক্রবর্তীর অভিযোগক্রমে রাধাকিশোরপুর থানায় মোকদ্দমা নং ২৩(১১)৮১ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় পুলিশ লিপিবদ্ধ করেন।

গত ৭।৮.১২.৮১ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১২ টায় কতিপয় দুষ্কৃতকারী কিল্লা থানার অধীন নোয়াবাড়ী হাইস্কুলে আগুন লাগায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ নং ধারায় পুলিশ মোকদ্দমা নং ৩(১২) ৮১ কিল্লা থানায় নথিভুক্ত করেন।

গত ৩.২.৮২ ইং তারিখ আনুমানিক রাত্রি ৯-৩০ মি: কতিপয় দুষ্কৃতকারী গামারিয়া হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের অভিযোগমূলে পুলিশ রাধাকিশোর পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪(২) ৮২ নথীভুক্ত করেন।

গত ৩১.১.৮১ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকার সময় কতিপয় দুষ্কৃতকারী পিত্রা হাইস্কুলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পিত্রা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের অভিযোগক্রমে পুলিশ রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(২)৮২ নথিভুক্ত করেন।

উক্ত ঘটনায় পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছেন। মোকদ্দমা গুলি পুলিশের তদন্তে আছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিয়মান হয় যে, সমস্ত আগুন লাগানোর ঘটনা গুলি দুষ্কৃতকারীরা অসৎ উদ্দোশ্য প্রনোদিত হয়ে করেছে।

মিঃ স্পীকার :—আজ আরও দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৬ ই জানুয়ারী লেবাছড়া গাঁওসভার প্রধান কমঃ গনেশ সাহার মৃত্যু সম্পর্কে। "

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামল সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ১৬ ই জানুয়ারী ১৯৮২ ইং তারিখ লেবাছড়া গাঁও সভার প্রধান শ্রী গনেশ সাহা ও অন্য চারজন উপজাতি ব্যক্তি সহ কোয়াই উচাই পাড়ার হাতি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতিপুরণের তদন্তের জন্য যতনবাড়ী ডিভিশান্যাল ফরেষ্ট অফিসার সহ উক্ত অফিসারের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন। সেইদিন বেলা প্রায় তিনটার সময় যতনবাড়ী ডিভিশান্যাল ফরেষ্ট অফিসার গাঁও প্রধান শ্রী সাহা ও অন্যান্য গন সহ লেবাছড়া হইতে নিজেই তাহার গাড়ীটি চালাইয়া ফিরিতে ছিলেন। গাড়াটি যখন কোয়াই উচাই পাড়া পাহাড়ের উপর উঠিতেছিল তখন হঠাৎ থামিয়া যায় এবং পিছনের দিকে নামিতে থাকে। শ্রী গনেশ সাহা গাড়ীতে উপবিষ্ট ছিলেন তিনি ভয় পাইয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়েন এবং এর ফলে আহত হন। আহত অবস্থায় তাহাকে নূতন বাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তিনি সেই দিন সন্ধ্যায় মারা যান।

ঘটনাটি নূতন বাজার থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯।৩০৪ (ক) ধারা মুলে মোকদ্দমা নং ২(১) ৮২ নথিভুক্ত করা হয়।

অভিযুক্ত ডিভিশান্যাল ফরেষ্ট অফিসার শ্রী আর. এল শ্রী বাস্তবকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

মটর ভিহিকেল বিশেষজ্ঞর অভিমতে অপেক্ষায় তদন্ত কার্য্য সাময়িক ভাবে স্থগিত আছে।

শ্রী শ্যামল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে যে ডি. এফ. ও শ্রী গনেশ সাহাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিজে গাড়ী চালিয়ে গিয়েছিলেন, গাড়ী চালানোর অভিজ্ঞ তাঁর জন্য তার কোন লাইসেন্স ছিল না। তথাপি দেখা যায় সরকারী গাড়ী উনি নিজেই চালিয়ে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন এবং বেলা প্রায় তিনটার সময় ফেরার পথে কোয়াই উচাই পাড়া পাহাড়ে গাড়ীটি একসিডেন্ট করে এবং সেখানে ডি.এফ.ও. আহত প্রধানকে

ফেলে রেখে তিনি খতনবাড়ীতে ফিরে আসেন এবং বেলা সাড়ে চারটা পর্যন্ত যথারীতি তার অফিসের কাজকর্ম করেন। এই ঘটনা তিনি কাউকে প্রকাশ করেন নি। বেলা সাড়ে তিনটার সময় যে চার জন উপজাতি গাড়ীতে ছিলেন তারা আহত প্রধানকে খতনবাড়ী হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করান। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করার পরও সেই ঘটনাটি একশত গজের মধ্যে অবস্থিত নূতন বাজার থানাতে জানানো হয় নি। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় যখন প্রধান মারা যান তখন ঘটনাটি প্রকাশ পায়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের অভিযোগ আমরা পেয়েছি এবং এ সম্পর্কে তদন্তও করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যকে আমি আশ্বাস দিতে পারি যে এ সম্পর্কে সরকার পূর্ণ তদন্ত করবেন এবং এটা দুঃখজনক যে প্রয়াত প্রধান, যারা ক্ষতিগ্রস্থ ছিলেন তাদেরকে সাহায্য দানের জন্য দীর্ঘদিন যাবত সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছিলেন। মাঝখানে আমাদের দুটো নির্ব্বাচন হয়। একটি, বিধান সভার উপনির্ব্বাচন, এবং অপরটি স্ব-শাসিত জেলাপরিষদ নির্বাচন। এই জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে নির্বাচনের মধ্যে কাউকে টাকা দেবনা। কারণ তাতে আপত্তি উঠতে পারে। নতুবা এই টাকা তাদের হাতে দিলে এই দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটত না। প্রয়াত গাঁও প্রধান এই এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। গরীব মানুষের জন্য তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। মৎসজীবি এবং অন্যান্য অংশের মানুষ তাঁর যথেষ্ট আস্থাশীল ছিল। এমনও হতে পারে যে তাঁর এই জন কল্যানমূলক কাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়তন্ত্র করা হয়েছে, সেগুলি আমরা তদন্ত করে দেখব। গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য কায়েমী স্বার্থন্বেষীরা তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল। এই সব ঘটনা আমরা তদন্ত করে দেখব, এ সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিচ্ছি। প্রয়াত গাঁও প্রধানের পরিবারের প্রতি সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর পরিবারের সাহায্য করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই সিদ্ধান্ত আমরা কার্য্যকরী করব।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচি হলো—

"দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অফ ১৯৮২)" উত্থাপন। আমি এখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, আই বেগ টু মোভ ফর লীভ টু ইনট্রোডিউস দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউনসিল (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮২)।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—

"দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮২)। এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হয়।)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচি হলো—

"১৯৮১-৮২ ইং সালের সাপ্লিমেন্টারী ব্যায় বরাদ্দের দাবীর উপর সাধারন আলোচনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নাম দেওয়া হয়েছে। সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী প্রস্তাব সমূহ সভার কর্য্যসূচীর সংগে সদস্য গনের কাছে দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সমূহ এবং ছাটাই প্রস্তাব গুলি একসঙ্গে হাউসে উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে, আলোচনা চলা কালে তারা যেন তাদের দপ্তর সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দের দাবীর সীমাবদ্ধ রাখেন। প্রথমে ডিমাণ্ড গুলির এবং কাট মোশন গুলির উপর একসংগে আলোচনা হবে এবং আলোচনা শেষে কাটমোশান গুলি প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর মূল ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি প্রথমে যে ডিমাণ্ডগুলি আজকে এসেছে সেগুলি এক সঙ্গে আলোচনার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, যারা কাট মোশান এনেছেন তারা প্রথমে বক্তব্য রাখলে আমাদের আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে সুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি প্রথমেই আহ্বান করছি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াকে উনার কাট মোশনের উপর বক্তব্য রাখার জন্য।

(মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়াকে আহ্বান করছি উনার কাট মোশনের উপর বক্তব্য রাখার জন্য।

কক্-বরক :

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : মান গীনাও Speaker Sir, অরনি আর তিনি মোটামুটি দশটা Cut motion তুবুমানি। বিশেষ করে আং যেটা তুবুমানি বন' আলোচনা খীলাইমানি লগে লগে চিনি মানগীনাও সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া ব্রাউকুমার বিয়াং যে Cut motion তুবুমানি আবরগ-ন আলোচনা খালাই নাই। আনি পুইলা Cut motion Demand No. 9. Major Head 295—failure to Controll & eleminate wasetful expenditure on Republic day. চাং নকুখা যে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন District wise চেষ্টা খীলাই-দাকমস আব আং ইকগা আগি কংগ্রেস সরকারনি আমলে যেভাবে শুধুমাত্র বরকনি বরকন' লিখি নিমন্ত্রণ খীলাই আনি তাবুক বাম ফ্রন্টনি আদালত ব হাইন থ্। যে রকম ভাবে প্রধান রমনীমোহন, প্রধান সূর্য্য পাল, বক্তই রগ-ন' নিমন্ত্রণ রীয়া যই চেরাই চিকন লা নসে নিমন্ত্রণ খীলাই অ। কারণ আর বরক সিঅ যুব সমিতি ছাডা কেব কীরাই আপনি বাং বন মানা সুযোগ বীঅই তেই থামা অকীন গ্রাম পাড়া অ মাইচাই তংজানাই বরকন সুনদুরাই রীনানি হীনী খা কাথানি বরক বিভিন্ন জায়গায় প্রধান সর্দার বন। বাব রীঅই বরকনি দলনি ন নিমন্ত্রণ রীঅ। আর যে ভাবে ১৭ হাজার রাং নাই তংমানি মাবন তেইসা কামরীই রীপানি বাগীই দাবী মা খীলাইঅ। কারণ স্বাধীনতা উপভোগ খীলাইনানি অধিকার যতনিন তংগ,-অ অধিকারন

পর্য্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ম আচুকমানি পরে সাকোমানা নাইঅ। যদি না বামফ্রন্টনি নগে ভংখা হীনথে নাই। তেই কাইসা আনি Cut motion আংখা Demand No. 16 Major Head—277, Failure to control and eleminate wasteful expenditure on Scholarship and stipend. অরনিঅ ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা রাং নাইঅ। কিন্তু চাং নকুখা যে scholarship and stipend নি ব্যাপারে আরব হাইন সরকার success খীলাই মানয়া। কারণ, কতগুলি যারা জমি গীনাও, যারা উপযুক্ত বরক, বরকনে stipend মান।' অবতাই' কতগুলো প্রমাণ চিনি ইয়াগ' তংগ। কাজেই বরক রাং খারাচমানি সঙ্গে বরক চা হাই খীলাই তংমানি বাগাই চাও আমাক রাংনি সামুং নাংয়া হীনাই চাও অ cut motion মা তুবুখা। তেই কাইসা cut motion—Demand No 20 Major Head 337 আর নকুখা ৩ লক্ষ ২৫ হাজার রাং বরক সামানি। Cut motion নি কক আংখা এই Failure to control and eleminate wasteful expenditure on maintaince অরনিঅ চাও সুগ, যে লক্ষ লক্ষ বরক হক খীলাইনাই রগনি বাগাই কোন ব্যবস্থা নাজাকয়া বিভিন্ন ভাবে সেখানে সবচেবে অধ্যুষিত এলাকা তাবুক পর্যন্ত আরানস কোন ব্যবস্থা নগজাকয়া। উদয়পুর থেকে সগরিয়া অর্থাৎ উদয়পুর থেকে কিল্লা থাংনানি সামানি কোন ব্যবস্থা নজাকয়া। কারণ, গত ১২ তারিখ যে অধিবেশন আচুক কুরু অরনি যে পূর্তমন্ত্রী হীনমানি যে কিল্লা পর্য্যন্ত T. R T. C. চালই মানয়া। তামংগাই রাই মানয়া বনি কারণ হিসাবে ব সাখানন যে লাথা হামায় আবনি লামা তাবুক পর্য্যন্ত T. R. T. C. রানানি সম্ভব য়া। লাম হামায় ন কাহাম খীলাইনাই সাববা ? বামফ্রন্ট সরকার। অর সরকারনি দপ্তর। ও দপ্তর নি মন্ত্রী বন মা খীলাইনাই।

কিন্তু অরানঅ লামা হামায় নিজেন গাছই তংনা অথচ লামা কাহাম খীলাইনানি কোন ব্যবস্থা নায়া। যার ফলে নিজেন সাই তংখা যে লামা হামার নি ফলে T. R. T. C. চালই মানয়া। তেইব দাবী খীলাই তংফির অ বাং ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার নরক মা রাখাই। T. R. T. C. নি কক্ বুয়া সার্ভিসনি কক্-০ সায়া। অ হাইনেন চাং সুগ উদয়পুরনি যে লামা আবব তাবুক পর্য্যন্ত কোন পুল আংয়া যার ফলে উদয়পুরনি সিমি আঠারবুলা পর্য্যন্ত কোন যোগাযোগ নি ব্যবস্থা কীরাই। গাড়ী, সাইকেল, রিক্সা থাংনানি কোন সুবিধা কীরাই। যে সব ইট বজাকমানি আবরগ বেবাগ-ন উঠক যাংবাইখা। পুল তংমানব আব বুফুরু বাইথাং বান কোন নিশ্চয়তা কীরাই। ব পুস হাইন হাই কাহাব খীলাই কিনানি কোন চিন্তা কীরাই। আবনি বাংন বামফ্রন্ট সরকার যে বেশী বাংনাই তরমানি অ রাং আমরগ পুরোপুরি সামুংগ নাংগ হীনাই গছেই নাইছে মানয়া। কাজেই, অবতাই খীলাই আং কাইনাই কাইখাম উদাহরণ রাখা। অমহাই খীলাইসারা ত্রিপুরা অন চাং লামা হাময়া স্কুল হাময়া সুগ তংগ। কাজেই এই ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার রাং বরক সানমানি আব বেলাইন পথকয়া। চাং গছেই নাই মানয়া। তেই কাইসা Cut motion আংখা Demand No. 31 Major Head 30 of আ, র চাও নকুরা রাং সানমানি। তামা হীনাই রাং সান হীমালে যেভাবে থাংগাই তংখা তাই কুসে কুলগলিয়া হাইনি রাং সাম'। আরনিঅ তামা হীন, Need to extend Soil and water conservation scheme in Remote Tribal areas. পাহাড়ী এলাকা-অ বিশেষ করে যেখানে উপজাতি এলাকা তাবুক পর্য্যন্ত কোন Water conservation নি ব্যবস্থা নাজাকয়া। যে রকম বীত সুগ কিল্লা বাজারনি উত্তরে .

কিম্বা কিগি যেছড়া কাইমানি সেই গংগোরাই ছড়া ও ছড়া যে রকম স্রোত সেই স্রোত কীবাংনি ফলে আরনি সমস্ত ক্ষেত ন ভাসি বীঅই যে ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ খীলাই অনা আরনি কৃষকরগ ন। যদি আর বাঁধ কাইসা থেলাই হীনথেলাই অনেক কাহাম আংখামু। আবনিবায় কোন উদযোগ গ্রহন কীলায়াথু বামফ্রন্ট সরকার। যদি অ গাংগোরাই ছড়া ন যেঅই ক্ষেতরগ রক্ষা খীলাইনানি। ব্যবস্থা নালাই হীনথেলাই যদি সুনির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী নাখা হীনখে বনি স্রোতবাই হারুয়াক কাকমানি তেইব কম আংখামু। হাইখে অনেক জাগা কৃষিনি উপযুক্ত খীলাই মানখামু। হাইখো বিভিন্ন জাগা হাযন আঠার বীলা দিগে ০ যেইন, আঠার-বীলা বাজারনি লগে যে ছড়া থাং তংমানি অর ছড়া বাঁধ রখা হীনখেইন আরনি সমস্ত ক্ষেত রগ-ন কাহামখে রক্ষা খীলাই মানখামু। কৃষকরগ তেইসা উপকৃত আংখামু তাবুক তীইনি কোন সুবিধা খীলাই মানয়া, কৃষিনিব কোন ব্যবস্থা খীলাই মানলিয়া। এবং চাষবাষনিব কোন সুবিধা কীরীইখা। হাইখে কাহাম কাহাম সামু' খীলাই লাহাই হীনখে লাই চাঙ তাইসা পুইতু থাংনামু রাং সানমানি আব কাহামনি বায় ন নাইতী। তেইব হাই, সেই কুপিলঙ গাঁও সভানি কাতি গাঙ ছড়া আবন ১৯৭৮-৭৯ সাল থবানি সামুং পানজামানি তাবুক পর্য্যন্ত পাইয়াথু এবং বাহাই খে খেবীনাই যে জাগানি থাবনি গাঁও প্রধান কুলমনি জমাতিয়া পূর্ব্বকুপিলঙ গাঁও সভানি প্রধান ব কত দরবার খীলায়খা, আফিস অদালত থাংখা কিন্তু তাবুক পর্য্যন্ত পুরো-পুরি ভাবে বন খেনানি কোন ব্যবস্থা নায কারন ববক খা কাঙ বন বনলাই হীনখেলাই বিশেষ করে এলাকানি যুব সমিতিরগ, নেতা বাং বাগনাই।

যুব সমিতিনি সি কাহাম আংনাই হাইনি বাং ববক কাইন অসম্পূর্ণ খীলাই নিকলাই তংগ। কাজেই অব হাই খীলাই তেই পিত্রা দিগে চাং নুগ জাযং ছড়া যে কাইমানি আবন বাঁধ থেঅই তীই তিসাই নারীকনানি কোন ব্যবস্থা নাজাকযা। যে ভাবে অরনি সমস্ত চাষীরগ নি ক্ষতি খীলাই তংমানি অ ক্ষতি ন বোধ খীলাই না বারনে অরনি ব Soil conservation Scheme. চালু খীলাই রীখে হামখামু। ববক খানাইয়া সম্পূর্ণ ভাবে। এই যে গ্রামামত যে সামুং না'মানি-বন বরক খীলাইয়া অই শুধু বাং মানে জীবাং বাই কোন লাভ আংয়া। হাইনি বাং যে ভাবে হোক বাংমাননানি। বাগীই কোন সানমানি কোন কাজ থারয়ানে বনি দরকার কীরীই। কাজেই, যাতে করে চিনি প্রত্যেকটি Cutmotion তংমানি বন বেবাগন খুব যুক্তিযুক্ত হীনাই আং খা কাঅ। অরনি অ Cutmotion তুবুমানি প্রত্যেকটি Cutmotion ন রীগ বাই-গছেই হাঅই আনি Cutmotion নি আলোচনা পাইবখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজকে এখানে মোটামুটি দশটি cut motion এনেছি। বিশেষ করে এ সমস্ত cut motion গুলো আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, দ্রাউকুমার রিয়াং যে সব cut motion এনেছেন সেগুলোও আমি আলোচনা করবো। আমার প্রথম cut motion হলো, Demand No—9 Meajore Head 295 Failure to control and eleminate Wasteful expenditwre on Republic day. আমরা দেখাই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় যে অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করা হয় যেখানে আগে

কংগ্রেসী আমলে যে ভাবে শুধুমাত্র নিজেদের লোকদের নিমন্ত্রন করা হতো এখন বামফ্রন্টের আমলেও সেই রকমই রয়ে গেছে। উপজাতি যুব সমিতির প্রধান রমনীমোহন, সূর্য্যপাল উদের কাউকেই নিমন্ত্রণ করা হয়নি নামমাত্র একজনকে করা হয়েছে যেহেতু এখানে সকলেই উপজাতি যুব সমিতির তাই একজনকেও না দিলে কি করে হবে এ চিন্তা নিয়ে জমাতিয়া অন্যান্য সর্দার প্রধানদের বাদ দেয়া হয়েছে এর জন্য যে ১৭ হাজার টাকা সেটাকে কমিয়ে দেবার জন্য দাবী করছি। স্বাধীনতাকে ভোগ করার অধিকার সকলেরই আছে বামফ্রন্ট সরকার সেই অধিকারকে নষ্ট করতে চাইছেনা যদি না বামফ্রন্টের সমর্থক যা হয়। আমার আর একটি Cut motion Demand No--16, Major Head 277 Failure to Control and eleminate Wasteful expenditure for Scholarship and Stipend. এখানে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই Scholarship and Stipend এর ব্যাপারেও সরকার সফল হতে পারেন নি। কারন যারা সমর্থ যাদের জমিজমা রয়েছে আর্থিক সঙ্গতি আছে তারাই এই সব Stipend পেয়ে থাকে এ ধরনের কতকগুলো প্রমান আমাদের হাতে রয়েছে। কাজেই এতো টাকা রাখা হয়ে এভাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে বলেই আমরা এ টাকা কমিয়ে আনার জন্য Cut motion এনেছি। আর একটি Cut motion Demand, No--20, Major Head 377, Failure to Control and eleminate Wastful expediure on mantainance, এখানে আমরা দেখতে পাঠান লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা জুম করে জীবিকা নির্বাহ করে বিশেষ করে জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকা সেখানে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। উদয়পুর থেকে ছবরিয়া অর্থাৎ উদয়পুর থেকে কিল্লা যাবার কোন রাস্তা নেই। গত ১২ তারিখের অধিবেশনে এখানকার মাননীয় পূর্তমন্ত্রী বলেছেন কিল্লা পর্য্যন্ত এখনো T.R.T.C. চালানো সম্ভব নয় কারন সেখানকার রাস্তা এখনো T.R.T.C. বাস চালানোর উপযুক্ত হয়নি। এই রাস্তাকে কে ভাল করবে? বামফ্রন্ট সরকার। এই সরকারের দপ্তর এবং এই দপ্তরের মন্ত্রীকেই সেটা করতে হবে। কিন্তু এখানে রাস্তা ভাল নেই নিজেই স্বীকার করছেন অথচ এটাকে ভাল করার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তার উপর দাবী করছেন আরো ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা দিতে হবে T.R.T.C. বাসের কথা নয় রাস্তা ভাল করার কথা নয় এভাবেই উদয়পুর থেকে আঠারবুলা যাবার কোন পুল নেই যার ফলে উদয়পুর থেকে আঠারবুলার যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। যেসব ইট বসানো হয়েছিলো তাও উঠে যেতে শুরু করেছে। পুল যেটা রয়েছে সেটাও কবে ভেঙ্গে যায় ঠিক নেই। এই পুলকে আবার ভালো করা হবে কিনা বই চিন্তা নেই অথচ আরো ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার দাবী করা হচ্ছে, এ টাকা পুরোপুরি ভালো ভাবে সঠিক জায়গায় সেরকম হবে এটা আমি বলে করাতে পারি না। এর জন্য আমি দুটি উদাহরন দিলাম। এরকম সারা রাজ্যে স্কুল ভাঙ্গা অবস্থায় আমরা দেখতে পাই। কাজেই এই তিন লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার টাকা যে তারা চাইছেন এটা সঙ্গতিহীন। এটাকে আমরা গ্রহন করতে পারি না। আমার আজ একটি Cut motion হলো Demand No. 31 Major Head 307. এখানেও আমরা টাকা চাইতে দেখেছি। কেন এ টাকার। না, তা থাক বেশী খরচ হচ্ছে আর কুলানো যাচ্ছে না তার জন্য। Need to extend Soil and water Conservation

scheme to Remark Tribal Areas, পাহাড়ী এলাকাতে বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় এখনো কোন Work Conservation scheme চালু হয় নি। যে রকম আমরা দেখেছি উদয়পুর কিল্লা বাজারের উত্তর দিকে যে ছড়া প্রবাহিত, যে রকম তার স্রোত সেই স্রোতের জন্য সমস্ত জমির শষ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যদি সেখানে একটা বাঁধের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বিরাট এলাকা লাভবান হতো, কিন্তু তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদি সেই গংগীরাই ছড়াকে বাঁধ দিয়ে জমি গুলোকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নেয়া হতো তাহলে স্রোতের ফলে মাটির ক্ষয় রোধ করতেও সম্ভব হতো। অনেক জায়গা কৃষির উপযুক্ত ধরা হতো। বিভিন্ন এলাকায় যেমন আঠারবলা বাজারের সঙ্গে যে নদী এটাকে বাঁধ দিলেও ভরাট এলাকা কৃষিকাজের নানা সুবিধা ভোগ করতে পারতো। বর্ত্তমানে জলের অসুবিধার জন্য কৃষকেরা চাষাবাদ করতে পারেনি। এভাবে ভালো ভালো কাজ করলে নিজেরই মানুষের বিশ্বাস হতো যে টাকা চাওয়া সেটা উপকারের জন্যই। আরো দেখুন সেই কুপিলঙ গাঁওসভায় কাতিগাঙ নদী। সেখানে গত ১৯৭৮-৭৯ সালে বাঁধ দেবার যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে সেটা এখনো শেষ হয় নি। এবং বাঁধ তদারকিতে কাজটা হচ্ছে পূর্ণ কুপিলঙ গাঁও সভার প্রধান কুলমনি জমাতিয়া, কত দরবার করেছেন অফিসে আদালতে কিন্তু এখনো সেটা পুরোপুরি বাঁধ দেবার কাজ হাতে দেয়া হয়নি। কারন তারা মনে করে এটাকে বাঁধ দিলে বিশেষ করে এলাকার যুব সমিতির নেতাদের সুনাম হবে। যুব সমিতির লোকদের ভালো হবে। এর জন্যই কাজটাকে অসম্পূর্ণ করে রাখছেন। কাজেই, এভাবেই আমরা দেখি পিত্রায় যে জম্বিং ছড়া আছে সেটাকেও বাঁধ করে জল আটক রাখার কোন পন্থা নেয়া হয়নি। যে ভাবে এখানকার সমস্ত বাড়ীঘর ক্ষতি করা হচ্ছে সেই ক্ষতিকে রোধ করতে হলে সেখানে Soil Conservation scheme চালু করা দরকার। গ্রামাঞ্চলে যা দরকার সেগুলো না করে শুধু মাত্র টাকা চাই বলে চিৎকার করলে সেই টাকায় কিছু হয় না। কাজেই, যেভাবেই হোক টাকা পাবে বলে চেয়ে কোন লাভ নেই। কাজেই, আমাদের প্রত্যেকটি Cut motion ই যুক্তি যুক্ত বলে আমি মনে করি। এখান কার এই সব Cut-motion সবটাই গ্রহন করে নেবেন বলে আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা কাট্ মোশান এনেছি। কাট্ মোশানটি হল ডিমাণ্ড নং ২১৫ মেজর হেড ২৮৪। সেখানে বিশেষ ভাবে নগর উন্নয়নের জন্য ৮ লক্ষ ১০ হাজার মত টাকা চাওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে আমরা দেখছি ছোট ছোট শহরগুলিকে নোটিফাইড এরিয়া হিসাবে নাম করে নগর উন্নয়নের জন্য টাকা চাইছেন। কার্য্যত আমরা দেখছি টাকা খরচ হয়েছে ঠিক কিন্তু শহর উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয় নি। বিলোনীয়াতে দেখে আসুন, উদয়পুরে দেখে আসুন প্রত্যেক শহরেই দেখুন একটা প্রশ্রাব খানার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নাই। প্রশ্রাব খানা ত দূরের কথা যারা গ্রাম থেকে বাজরে যায় তাদের পায়খানার জন্য অসুবিধায় পড়তে হয়। অন্য শহর কেন, আগরতলায় পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি পাহাড় থেকে যদি কেউ আগরতলায় আসে তাদের পায়খানার জন্য এম. এল. এ হোষ্টেলে যেতে হয়, কিংবা হোটেলে যেতে হয়। বামফ্রন্ট সরকার নগর উন্নয়নের জন্য টাকা

আর টাকা করেন। কিন্তু এত টাকা পেয়েও তারা নগর উন্নয়নের দিকে কোন নজর দেননা। শহর উন্নয়নের দিকেই বামফ্রন্ট সরকার নজর দিচ্ছেনা। আর গ্রামগুলিত নোটিফাইড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয় নি। সুতরাং গ্রামের কথা বাদ। গতকাল আমরা পি. ডব্লিউ. ডির ব্যাপারে বলছি, ফুডের ব্যাপরে বলছি এন, আর, ই, পির ব্যাপারে বলছি কোন ব্যাপারেই তারা ঠিকমত টাকা খরচ করছেন না। কিন্তু কেবল তারা টাকা টাকা করছেন।

তাদের ভাষায় তারা টাকা যত পাচ্ছেন তত্তই খরচ করছেন, আসলে কিন্তু কাজের কাজ তারা কিছুই করেন না। যেমন ধরুন সেচ ব্যবস্থাই বলুন, আর পুলিশ ব্যবস্থাই বলুন, আর ফুড ফর ওয়ার্কের কথাই বলুন না কেন, সব কিছুতেই দেখুন তাদের কত ত্রুটি রয়েছে। অথচ আমরা দেখেছি উপজাতি কলোনীগুলিতে তারা উন্নয়নমূলক কোন কাজই করেন নাই। ত্রিপুরার কলোনীগুলিতে গেলেই বুঝতে পারবেন যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে কতটুকু কাজ করেছেন। উপজাতি কলোনীগুলির মধ্যে যেমন ধরুন, দ্রুপদ কলোনী, কলমছড়া কলোনী, নিপেন্দ্রনগর কলোনী ইত্যাদি যে কোন উপজাতি কলোনীগুলিতে গেলেই দেখতে পাবেন যে যেখানে কতটুকু কাজ হয়েছে। এদের মধ্যে এমন কোন কলোনী নাই যেখানে সত্যিই কাজ হয়েছে, অথচ তারা শুধু বলেন যে দিল্লী থেকে কোন টাকা দিচ্ছে না। আমরা দেখেছি যে, কংগ্রেস আমলে তারা ২৪ কোটি টাকা আনত আর বামফ্রন্টের আমলে এরা এনেছেন ৪৫ কোটি টাকা, তবুও উনারা বলেছেন যে, দিল্লী থেকে টাকা দিচ্ছে না। এত টাকা এনেও তারা কোন কাজ করতে পারছেন না। আসলে এই টাকা যে কোথায় যাচ্ছে তা কিন্তু আমরা জানি, এই টাকা যাচ্ছে ঐ ১৮ কমরেড, ১৯ কমরেড, ২০ কমরেডদের বাড়ীতে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে এই টাকা তাদের বাড়ীতে যাচ্ছে। আমরা জানি রেশন-এর ডিলারের মাধ্যমে এই টাকা তাদের ঘরে যাচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখেছি যে, উপজাতি যুব সমিতির কোন প্রধান রেশন-এর কনট্রাক্ট করতে চাইলে বলা হয় যে না তোমরা পাবে না। এগুলি শুধু পাবে সি, পি, আই, এম এর প্রধানরা। এই ব্যাপারটা আমাদের এখানে উপস্থিত অনেক সদস্যরাই জানেন। মাননীয় সদস্য ব্রজবাবু নিশ্চয়ই জানেন যে, তার এলাকার শ্রীদাম পাল এই রেশন ডিলারের কনট্রাক্ট পেয়েছেন কি না? বিশেষ করে কাঠালিয়া ছড়ার দিকে সরকারের খুব কড়া নজর এই ব্যাপারে। কারণ সেখানকার প্রধান কংগ্রেস আমলে ছিলেন ঘোর কংগ্রেসী, আর বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে ঘোর লাল। তার সেখানে কোন ঘটনা ঘটলে সে বলে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরাই তা করেছে, অথচ আমি জানি যে দোষীরা গাঁও প্রধানের ঘরে আশ্রয় পেয়েছে। যাই হউক বামফ্রন্ট সরকার আর মাত্র এক বছর আছে। আমরা আশা করি এই উনারা সময়টাতে অন্তত কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করবেন। আমরা আশা করি এই সময়ে তারা কিছু নতুনপায়খানা তৈরী করাবেন। রাস্তার পাশের ড্রেনগুলিতে পরিস্কার করার ব্যবস্থা করবেন, যাতে সেগুলি থেকে কোন গন্ধ বাহির হইতে না পারে। কারণ কংগ্রেস সরকার যদি ২৪ কোটি টাকা এনে কাজ করতে পারেন, তাহলে ওনারা ৫০ কোটি টাকা এনে কেন কাজ করতে পারবেন না। আমরা দেখেছি পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের জন্য এই সরকার কেন্দ্র থেকে ২০ কোটি টাকা এনে তাদের জন্য খরচ করেছেন মাত্র ১০ কোটি টাকা। তার মানে আরও ১০ কোটি টাকা তাদের কাছে আরও জমা রয়েছে। যাই হোক সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করব এবং সরকারের

সমর্থক এম, এল, এ দের কাছে অনুরোধ রাখব যে, আপনারা আপনাদের সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। আপনাদের প্রধানরা যাতে ঘুষ খেতে না পাবে এবং আপনাদের সমন্বয় কমিটির সমর্থক কর্মচারী যাতে ঠিক ভাবে কাজ করেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন তাহলেই দেখবেন দেশের উন্নয়নমূলক কাজগুলি খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। কারণ আমরা দেখেছি আপনাদের প্রধানরা ঘুষ খায় এবং কর্মচারীরা ঠিক সময়ে অফিসে আসে না এবং অফিসে এলেও কোন কাজ করে না। এই বলেই আমি আমার কাট মোশনকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, সঙ্গে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়ার এবং নগেন্দ্রবাবুর আনা কাট মোশানকে সমর্থন জানাচ্ছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয়:—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াকে তার কাট মোশানের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, [illegible] র সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আমার কয়েকটা কাটমোশান আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইলেকশান ওয়ার্ক, এই ক্ষেত্রে ধরা হয়েছে ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমাদের এখানে ৩টি ইলেকশান হয়েছে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার এই ইলেকশান গুলিতে জয়লাভ করার জন্য কিভাবে কাজ করেছে। তাদের জয়লাভের এই চক্রান্তমূলক কাজটা ত্রিপুরার ইতিহাসে নজীরবিহীন হয়ে থাকবে। প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে সমন্বয় কমিটির লোকেরা এমনভাবে সমস্ত বেলট পেপার ফাঁস করে দিয়েছে, যার ফলে বৈজং নগরে আমাদের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি। সেখানে ৩৯১ টি ভোটে ইনভেলিট হয়েছে, আর আমাদের সদস্য শ্রী অমিয় দেব বর্মা পেয়েছে মাত্র ৮২ টি ভোট। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেখানে সমন্বয় কমিটির কর্মচারীরা ভোটদাতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি যদি না করত, তাহলে সেখানকার সমস্ত ভোট আমরা পেতাম। সমন্বয় কমিটির চক্রান্তের জন্যই আমাদের সেখানে জয়লাভ সম্ভব করা হয় নি। সমন্বয় কমিটি যদি চক্রান্ত না করত তাহলে আমি আজও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যে আমরা আজও সেখানে জয়লাভ করতে পারব! শুধুমাত্র সমন্বয়ের জন্যই তা করা সম্ভব হয় নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি কাঞ্চনপুর ও ছামনুতে সমন্বয় কমিটির লোকেরা আমরা বাঙ্গালী ও কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা করে উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী কাজ করছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতি যুব সমিতির যেসমস্ত এরিয়া সেসমস্ত এরিয়াতে মন্ত্রীরা টাকা পয়সা দিয়ে সি, পি, এমকে ভোট দিতে বাধ্য করছে। আমরা দেখেছি এই হাউজে বসে যে ক্ষমতাসীন দলের মেম্বাররা আমরা বাঙালীর বিরুদ্ধে, কংগ্রেস-আই এর বিরুদ্ধে কথা বলছেন কিন্তু আমি যদি প্রশ্ন করি যে কি করে আমরা বাঙালীর ভোট, কংগ্রেস-আই এর ভোট সি, পি, এমের বাক্সে গেল?

মি: ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য ইলেকশনের উপর কি আলোচনা হচ্ছে?

শ্রী কেশব মজুমদার:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইলেকশন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ-ভাবে হয়েছে বলে এই টি, ইউ, জে, এসেরাও বিবৃতি দিয়েছে আর এসেমব্লিতে এসে বলছে হয়নি। এতএব ওনার বক্তব্য একস্‌পাঞ্জড করা হউক।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই তাহলে পরে মহারাণীতে বহু ভোট নষ্ট হয়েছে কেন ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাদেব দলের মধ্যে কি রকম ঝগড়া আমি জানিনা এবং বুঝতেও পারছিনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যাব, সমন্বয় কমিটি এই চক্রান্ত করে আমাদের ভোট নষ্ট করেছে। এই বামফ্রন্ট সরকার জানা সত্ত্বেও দামাচাপা দিয়ে বলছে যে নিবাচন সুষ্ঠু হয়েছে। যদি সুষ্ঠুই হল তাহলে পরে কি করে এতগুলি ভোট নষ্ট হয়ে যায়। সমন্বয় কমিটি কি রকম চক্রান্ত করেছে সেটা জেনে নিজেদেব দোষ-ত্রুটি ঢাকার জন্য আজকে আপনার এসকল বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। আমার দ্বিতীয় কাটমোশান হচ্ছে ছুরুয়া গ্রামের নকশাল হত্যার এনকোয়ারী কমিশনের উপর। ছুরুয়া গ্রামে ৭ জন নকশালকে মেরে ফেলা হয়েছে। কমিশনেব নামে তাদেরকে হয়রানি করা হয়েছে। সেটি আমি পত্র পত্রিকায়ও দেখেছি। যারা সাক্ষী দিতে এসেছে তাদেরকে এরেষ্ট করা হয়েছে, তাদেরকে কোর্টে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। সি, পি এম কর্মীরা তাদের উপর অত্যাচার করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তদন্তের নামে প্রেসারের সৃষ্টি করছে। এই হত্যার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এনকোয়ারীর নামে মানুষকে ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। এভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়না। মানুষের উপর অত্যাচার করে, অবিচার করে বেশীদিন বামফ্রন্ট সরকার টিকে থাকতে পারেনা। নীরিহ মানুষের উপর অত্যাচার করে মানুষের সমর্থন পেতে পারেনা। যদি সত্যিকারের এনকোয়ারি হত তাহলে স্বাক্ষীদের উপর থেকে পুলিশের চাপ তুলে নেওয়া হত। সে ছুরুয়া গ্রামের ঘটনায় যেসমস্ত পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদের কে ঐ এলাকা থেকে বদলি করা হত। তাই এই টাকাটা নেওয়া অর্থহীন হয়ে পড়বে বলে আমি মনে করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যাব, আমার আরেকটি কাটমোশন হচ্ছে সেনসাস অপারেশনের উপর। আমরা দেখেছি ১২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা সেংশান করা হয়েছে কিন্তু রাইমাভ্যালি, ছামনু, ১৮ মুড়া, লংতরাই অঞ্চলে এখনও সেনসাস করা হয়নি। ছামনু বাজারের সেনসাস করছেন সমন্বয় কমিটির লোকেরা। সেখানে আমরা জানতে পেরেছি গনপদ জমাতিয়ার নাম ভোটার লিষ্টে তোলেনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এসব আলোচনা করবেন না। আপনি এসব আলোচনা করতে পারেন না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : —মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতি যুব সমিতির ভোটারদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। সাব্রুম, ঋষ্যমুখে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব চক্রান্ত চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকাব স্যাব, আমার আরেকটি কাটমোশন হচ্ছে ২১ নাম্বার ডিমান্ড, মেজর হেড ২৮৫। সেখানে ১ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। সে টাকাটা মন্ত্রী মহোদয়দের ডকুমেন্টারির কাজে লাগছে। রাইমাভ্যালিতে ইলেকশনের সভা করতে মন্ত্রী

মহোদয়গণ যাবে সেখানে ডকুমেণ্টারি দেখান হয়। আমি মনে করি তারা এই টাকাটা পুরো নির্ব্বাচন খরচে লাগিয়েছে। সেখানে এমন সব পোষ্টারিং করা হয় যা সি, পি, এমের শুধু গুণটাই তুলে ধরা হয়।

শ্রী বিমল সিনহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে প্রমাণ করতে হবে কোন মন্ত্রী এসব করেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : —মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন। আমাদের হাতে সময় কম।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি শান্তি সেনার যে পোষাক সে পোষাকগুলি বিতরন করে তারা ইলেকশনের কেম্পেইন করেছেঁ। তাই আমার কাটমোশনের যে প্রস্তাব আমি রেখেছি তাকে এখানকার যারা জন প্রতিনিধি তারা সবাই সমর্থন করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ এই সভা বেলা ২ পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

(AFTER PECESS AT 2 P. M.)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন সরকারকে উনার বক্তব্য রাখার জন্যে অনুরোধ করছি।

শ্রীজিতেন সরকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্টস্ এটা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ চেয়ে এখানে যে পেশ করেছেন তার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যগণ যে কাট মোশান এনেছেন আমি এই কাট্ মোশানের সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি এবং এর উপর আমার বক্তব্য রাখছি।

এখানে বিরোধী দলের নগেন বাবু তার বক্তব্য বলেছেন যে এই রাজ্যে যে ইলেকসানের ব্যয় বরাদ্ধের যে টাকা পয়সা চাওয়া হয়েছে এই টাকা পয়সা কেটে দেওয়া হোক। উনারা যদিও আপাততঃ নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন বস্তুতঃ তারা নির্ব্বাচন বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্য যে তারা বিশ্বাস করেছেন না। তারা বিশ্বাস করছেন অস্ত্রের লড়াই এর মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় আসবেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে তাদের যে নীতি সেই নীতিকে বাস্তবে রূপ দিতে চান। এই যে নির্বাচন হতে গেলে যে টাকা পয়সার দরকার আমরা জানি টাকা পয়সা ছাড়া নির্বাচনের খরচ কাজকর্ম ভোটার লিষ্ট তৈরী করা, কর্মচারীদের সেখানে পাঠান এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনতে হয় তার জন্যে নির্ব্বাচন বাবদ টাকার দরকার। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুরা বলেছেন যে বাই ইলেকসানের সময় তারা দেখেছেন যে পুলিশ দিয়ে নির্ব্বাচনে বামপন্থী লোকেরা যাতে ভোট দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা যখন একটা দল জনসাধারণ থেকে প্রত্যাখ্যাত হন তখন তারা এই বক্তব্য রাখা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই থাকে না। কারণ নগেনবাবুরা চান একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনগণের ভোটাধিকারকে খর্ব্ব

করতে। এটা বাপমন্থী মানুষের নয় ত্রিপুরার সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এইটা পরিস্কার। এই উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা এবং আমরা বাংলীরা এবং তাদের বন্ধু কংগ্রেস (আই) এর সমর্থকরা যারা তাদের সহযোগিতা করছে তারা এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনকে বানচাল করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এই উপজাতি যুবসমিতির লোকেরা বন্দুক কাঁধে করে নিয়ে তেলিয়ামুড়া, গণ্ডা ছড়ায় যারা ভোটার তাদের ধমকিয়েছেন এবং তারা বলেছেন যে তারা ভোট দিতে গেলে তাদের খুন করা হবে। এইভাবে সেখানকার শ্রীযোগেন্দ্র দেববর্মাকে তারা বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছেন। যোগেন্দ্র দেববর্মা পরে কোনরকমে পালিয়ে এসে আমাদের কাছে এসে এটা জানান এবং থানায় এন্টি দেন।

আমরা দেখেছি বিগত উপজাতি স্বাশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের সময় আমরা বাঙ্গালী দলের লোকেরা এবং তাদের সমর্থিত কর্ম্মচারী যারা ফেডারেশন করেন তারা ব্রহ্মছড়া নামক স্থানে যে কেন্দ্র আছে সেখানে গিয়ে তারা বাঙ্গালী লোকদের বলছেন যে তারা যদি ভোট দিতে যান তবে ঐ কর্মচারীরা এবং আমরা বাঙ্গালীর সমর্থনকরা তাদের বাড়ী ঘড় পুড়িয়ে দেবে। তারা যেন ভোট বয়কট করে। সুতরাং বামফ্রন্ট সরকার শান্তি প্রিয় মানুষের যে ভোটাধিকার তা রক্ষা করবার জন্যে এই পুলিশের জোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

(নেপথ্যে দ্রাউ কুমার রিয়াং :— তাহলে জিতেন বাবু স্বীকার করলেন যে পুলিশ দিয়ে জোর করে ভোট আদায় করা হয়েছে।)

শ্রীজিতেন সরকার :— এটা প্রয়োজন ছিল নগেন বাবু এবং দ্রাউ কুমার বাবুদের মত গণতন্ত্র বিরোধী লোকদের সায়েস্তা করা এবং তার জন্য জনসাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারকে, রক্ষা করবার জন্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নগেন বাবুরা বলেছেন যে তারা তাদের জন্ম লগ্ন থেকেই নাকি উপজাতি জেলা পরিষদের জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। কিন্তু এবং এর ফলশ্রুতিতেই নাকি উপজাতি জেলা পরিষদ গঠন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশিলের আয়তাভুক্ত উপজাতি জেলা পরিষদের দাবীতে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ সংগ্রাম করে আসছেন। আমার বয়স মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের মতই হবে। কিন্তু আমরা জন্মের পূর্ব্ব থেকেই গণ মুক্তি পরিষদ এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য সংগ্রাম করে আসছেন আর আজকে নগেন বাবুরা বলেছেন যে তারা বলছেন যে তারা নাকি তাদের জন্ম লগ্ন থেকেই স্বাশাসিত জেলা পরিষদের জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ যে সময় থেকে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য সংগ্রাম করে আসছিলেন তখন আমার বিরোধী দলের নগেন বাবুদের জন্মই হয়নি।

কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে মহৎ কাজ করেছেন তা সারা ভারতবর্ষের মানুষ স্বীকার করছেন। সুতরাং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে তার কাজকর্মের জন্য টাকা পয়সার নাকি প্রয়োজন নেই বলে নগেনবাবুরা মন্তব্য করেছেন। এটা তারা এই বিধান

সভায় না বলে বাহিরে তাদের পৃষ্ঠপোষক যারা বাবা নাম কেবলম আর যিশু নাম কেবলম করছে তাদের কাছে গিয়ে বললেই ভাল হবে।

দ্রাউ বাবুরা আরো বলেছেন যে, বিভিন্ন শহর উন্নয়নের জন্য সেখানে স্বাস্থ্য সন্মত লেট্রিন তৈরী করার জন্যে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটানাকি বাদ দিতে হবে। এরা সভ্য জগতের সঙ্গে মেশেন নি তাই তারা জানান নি তাই তারা জানেন না যে স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে পায়খানা তৈরী করলে কি উপকার হয়।

আমরা তো পেছন দিকে যেতে চাই না। আমরা চাই সমাজের যে ভাবে উন্নতি হচ্ছে সেটা যেন সর্ব্বদিক দিয়ে হয়। কিন্তু পেছন দিয়ে আমরা একটা বর্বর যুগে চলে যাবো সেটা তো আমাদের লক্ষ্য নয়। দ্রাউবাবু বলেছেন যে এটার দরকার নেই, টাকাটা কেটে দিন। উনি যদি কোন সময় বিপদে পড়ে যান তা হলে কি একটা লেট্রিন খোঁজ বেন না? কাজেই উনার জন্যেও এটার দরকার।

এখানে একটি এন্‌কোয়ারী কমিটির জন্য একটা টাকা ধরা হয়েছিল এবং তাঁরা এর প্রতিবাদ করেছেন। এখানে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কাঁরো গণতন্ত্রের উপর আঘাত বা কোথাও যদি জুর জুলুম বা এক্সেস হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে এন্‌কোয়ারী করা হবে এবং তার বক্তব্য রাখার অধিকার থাকবে। যেমন এ, কে, দে কমিশন গঠিত হয়েছে। সেখানে অভি-যোগ করা হয়েছে যে একদল লোকের উপর অন্যায় করা হয়েছে। ধর্মনগরে একটা ঘটনা ঘটে-ছিল। সেটা দরকার জনসমক্ষে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করার জন্য। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কত এক্সেস করেছিলেন ইমারজেন্সির সময়ে এবং তার বিরুদ্ধে কত কমিশন হয়েছিল। সে জন্য তাঁরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন। সেখানে যদি প্রমাণিত হয় তা হলে তাদের বন্ধুদের খবর বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য তারা সেখানে বলেছিলেন যে এটার দরকার নেই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন, আমার মতে সেই কাটমোশানগুলি আনা ঠিক হয় নি। আমি সেগুলির বিরোধীতা করি এবং এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে তার সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার :—মাননীয় বেভিনিউ মিনিষ্টার।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং আমার ডিমাণ্ড নং ১৫ মেজর হেড ২৮৪ নোটিফায়েড এরিয়া ৮ লক্ষ টাকা এবং সেণ্ট্রাল সেক্টরে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দের উপর ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব এনেছেন। এটা আমি বিস্মিত হচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে গত সেন্সারে যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখব যে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সেটা গ্রামের চেয়ে শহরে বেশী। গত ৩০ বছরে সাব-ডিভিশান হেড-কোয়ার্টারগুলিতে এমন কি জেলা হেডকোর্টারগুলিতেও কোন পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়ন হয়নি। সে জন্য এখানে জমি অ্যাকোয়ার করতে হয়। তাতে জমির উপর এখন যেমন চাপ তাতে খরচ ও বেশী পড়ে। কাজেই বিরোধী পক্ষের লোকেরা অন্তত: সুবিবেচনা প্রসূত বক্তব্য রাখবেন, এটা সবাই আশা করেন। এই যে লোক সংখ্যা বাড়ছে তার জন্য কিছু কিছু কাজ করা দরকার। এখন আগরতলায় একলক্ষ ত্রিশ হাজারের উপর লোক আছে; উদয়পুর ১৬,৯০০ বিলোনীয়াতে

১২ হাজার, কমলপুরে ৬,৩০০ ইত্যাদি। এই লোক সংখ্যার জন্য যেমন ধরুন পানীয় জল সরবরাহ, খেলাধূলার মাঠ, চলাফেরার জন্য রাস্তা ইত্যাদির দরকার। সে জন্য নোটিফায়েড এরিয়াতে বামফ্রন্ট সরকার কিছু কাজ হাত দেয় এবং তার ফলও হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার সুবিধা হয়। যেমন উদয়পুর শহরকে আমরা মিডিযাম টাউন হিসাবে তৈরী করতে চাই। তার পরিকল্পনাটা কি? তার পরিকল্পনাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিবর্তন, উন্নয়ন, ষ্টেডিয়াম ও খেলার মাঠ তৈরী, শিশু উদ্যান রচনা, শহরে নাগরিকের গৃহ নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, টাউন হল নির্মাণ, ড্রেনেজ এবং সেনিটারী লেট্রিন নির্মাণ। বলুন এর কোনটা খারাপ এবং তার জন্য অতি হিসাব করে আমরা টাকা দিয়েছি ১২,১৮,০০০ টাকা। আমি আশা করব যখনি কোন ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা হয় এবং সেই বিষয়টা কি এবং সেই সম্পর্কে কি করা উচিত, কার বিরুদ্ধে আমরা বলছি সেই বিষয়টা মাননীয় সদস্যরা বিবেচনা করবেন। এই ক্ষেত্রে শহরগুলির উন্নয়নে যদি আমরা হাত দিতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতে কোন কাজ হবে না। সুতরাং ১৯৮১-৮২ সালে আমাদের সাধ্যের মধ্যে যাতে করতে পারি সেই অনুসারে আমরা ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি এবং আমি আশা করি এর উপর কাটমোশন তারা প্রত্যাহার করবেন।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া: — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাবুক চিনি অর' ব্যয় বরাদ্দনি যে প্রস্তাব উঠক ফাইমানি আবন' মাও সার্থন খীলাইম তবে বিরোধী পার্টি নি সে সদস্যরগ, তিন জন সদস্য বা বাহিন খীলাই মা। তার চিনি ম ত্রিপুরা সংখ্যা নিগীর সেন। তাইব' কেন্দ্র সরকার নিথানি বাং কীবার খে তুই বনি উন্নয়নমূলক খীলাইনাসে কক্। তবে তিনি উপজাতি যুব সমিতি সভ, বরক চিন্তা খীলায়া। তিনি দেশন উন্নয়নমূলক খীলাইনানি কোন চিন্তা বরক নি কীরাই। বরক নি যুব সমিতি নি প্রধানরগ জাগা জাগা তাম হীনাই সা হীমালে বামফ্রন্টনি রাস্তা বোস্তয়া হাইনি চাসে চাই পান্দি। রাস্তা কোন জাগা কীবাই। চিনি বিলোনীয়া সাব-ডিভিশান' ২৪টা গাঁও সভা তংগ, আবনি বিসিং তিন টা গাঁও সভা তংগ যুব সমিতি নি, কাঠালিয়া, দেবীপুর, লক্ষ্মীছড়া এই তিনটা গাঁও সভা ম কোন রাস্তা সুগলাক। একমাত্র পি. ডব্লিউ. ডি ছাড়া সুগলাক। তাবুক পর্যন্ত কোন রাস্তা ফুরুক মানয়া। উন্নয়নকিন্তু চীং ২৪টা গাঁও সভাম, আও ন চেযারম্যান, পোপুলেশান হিসাবীই আর' ১৫টা সাবপ্ল্যান এরিয়া ম চীং বেশীর ভাগ খরচ খীলাই ম। বরক খীলাই তাম' নুগ, তিনি উপজাতি যুব সমিতিরগ চিনি রাস্তা ব কীবাই, পুল খীলাইনে র কাঠ চুরি খীলাই তীলাখা, তেইব বামফ্রন্টনি টিওর ওয়েল তাই তা নাংদি হীনাই তথাক খিরিম। সব জাগায় এ অবস্থা। তাছাড়া রতি মোহন চিনি বিধান সভানি সদস্য, ব সামানি কক্ যে ভূমি সংস্কার নি বাগাই বাং সকফাইমানি, আবন' সে রেবাগ সার্টিফিকেট রীঅই রাং ডু খীলাই খিবিবাইখা। কিন্তু জমি সীনাম জাগয়া। আবসীক অবস্থা। তাছাড়া যে বীবাইরগ সরকার নি বাং বাই, পাছড়া তাকরীমানি, সেই কিল্লাবাজার, আঠার বীলা, তোতা, শিলঘাটি আরনি বরকরগ আনি অর' ফাই রিপোর্ট'রী ফাইম, নবক রি তাক মানি বীসীক খীলাই মা? হীনখে তিনটা শাড়ী খে রাং ৩০ টাকা ৬০ পয়সা মা'। চীংলে বুক' ১৫ টাকা সে মান বীলে? এই যে সমস্ত রিপোর্ট আং মান' আহাই বরক নি আর' অবস্থা। তাছাড়া মিয়া ফুরু নগেন্দ্র যে কক সা মানি কাঠালিয়া

নি যে ঘটনা আব' একেবারে মিথ্যা অরনি বরক মাসা অব' ফাইনাই ন আও সীং সাই মান-মানি যে উপজাতি যুব সমিতিরগ জন বিচ্ছিন্ন আংগাই চুরি ডাকাতি খীলাইঅ তাই বিভ্রান্ত যে, বক বগ আরনিস পুলিশবাই রমজাগু। অ হাইখে গত উপ নির্বাচন' আর' তাম' আংখা হীমালে শ্যামাচরন থাং মিটিং খীলাইখা, আবনি পরে তিন জন গুম আংখা। হীনখে উপজাতি খীলাইজ বব ওয়ানসা ন কাঠালিয়া নি. হীনখে মগ মাসা নিখোঁজ। বনি পর তাম, আংখা মনীন্দ্র ত্রিপুরা পানথর বাখাক থাং ইয়াক সুই ফাইমাসে যোগাযোগ তংগ হীনাই রম তীলাং জাগু। কিন্তু তিন জন নিখোঁজ আং তং দে আরনি বরক রমজ গিয়া তংনাই। কাজেই রম জগনাইনা। এহ বাবু ত্রিপুরা ভোট নি দুই মাস পরে আনি অর ফাইখা আবন' ব রমাই তীলাং থাংখা তাবুক ফান' মানজাগয়া। আবনি পরে তাকু কাঠালিয়া অ নিখোঁজ। আর' পরে কারি আশ্রম' শ্যামারচন থাং মিটিং আংখা, আরনিঅ উপজাতি যুব সমিতিনি সমর্থকরগ-দাসা নি পরে কিছু কিছু ইয়ক ফাইনাইরগবাই মিটিং খীলাইখা, বনি পর চাং সুকথা যে চারটা ডিভিশান' ১০০ বরক ফান কাবিই মানলিয়া।

আব' তামংখা হীনবা মহু বাজার নি মার্কেট পোই আক্রমণ খীলাই ফুক গ্রামনি যারা কিছু কিছু ফিরগ ফাইনাইরগ রমজাগবাইখা। আব হাইথে বরক কেন্দ্র কাইসা কাইসা ভোট নানানি নাইঅ কিন্তু জন বিচ্ছিন্ন আং গী জাগা জাগা ডাকাতি খীলাই অ। হাইখে গ্রামনি যুবক রগ রম জাগবাই এব' পরে বরক আর' থাং সাইতেখা, তাবুক সুকথাদে বামফ্রন্ট সং হাইখে রম'। সব সময় আর' রামানন্দ সং আর' বরক আলোচনা খীলাইঅ। আর' বরক নি ঘাটি খীলাই নেতারগ খীংগাই নানা রকম আলোচনা খীলাইঅ। এই জিনিসটা উপজাতি যুব সমিতিরগ—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় সদস্য, পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মান গীনাও সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া, ব সামানি শ্যামাচরন থাং মিটিং খীলাই হীনমানি, যারা অ সামুং তাং নাইরগ বরক ও ব্রজমোহন জমাতিয়া নি নগ' সে তংবাইঅ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অর্ডার হয় না।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :— নির্বাচন নি আগে আর' শ্যামাচরন তাই দেবব্রত কলই আর' ফিলড খীলাইনা থাংখা তকমাঅ। আর' ১০ হাজার চাঁদা সানইখা। আবনি পরে মুসুক দুই জোড়া থক জগখা। আবনি ল্যাম্পস, ফরেষ্ট কর্পোরেশন অফিস ব লুট খীলাই-জাকখা। পরে বাগমানি শক্তিগুরু নি বাসালা, আং বুমুং মানয়া, ব যুব সমিতি খীলাইঅ, তামখের রমজাকখাবা? এই জিনিস আংখা বরক বরক জাগা জাগা মিটিং খীলাই হাইখে এলাকানি যুবক রগন বিভ্রান্ত খীলাই অ পরে- থেই রমজাকবাইঅ। এ ছাড়া বরক নি কোন কীরাই। তাছাড়া বরক গত চার বৎসর যাবত অনাহার মৃত্যু মানয়া ফসুগাই। গত ভোট নি সীকাং শ্যামাচরণ দিল্লী থাং ফুক ফীরাং রহব জাগখা যে গণ্ডগোল খীলাইদি। সামুং মা তাংনাই নগেন্দ্র সংরক। আবনি পরে বরক তাবুক জাগাজাগা চুরি হা রমাদি খীলাইঅ।

তাবুক চিনি যে ব্যবস্থা, ত্রিপুরা আংখা বিগীরা জাগা কেন্দ্রীয় সরকার কীবাংখে রাং রীঅই উন্নয়ন খীলাইনান হীনাই আও পাইরীখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখন আমাদের এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে প্রস্তাব উঠেছে তাকে আমি সমর্থন করি যেটাকে বিরোধী দলের সদস্যরা বাতিল করছেন। তবে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য হলো দরিদ্র রাজ্য। কেন্দ্র থেকে আরো অধিক হারে টাকা এনে এখানকার উন্নয়নকে আরো তরান্বিত করার দরকার। তবে আজকে উপজাতি যুব সমিতির উন্নয়নের কোন চিন্তা নেই। কোন চিন্তা তারা করে না। তাদের প্রধানরা বলছেন বাম-ফ্রন্টের রাস্তা ঘাট নয়, টাকা যা পাও খেয়ে ফেলো। রাস্তা কোন জায়গাতে নেই। আমাদের বিলোনিয়া সাব-ডিভিশানে ২৪টি গাঁও সভার মধ্যে তিনটি উপজাতি যুব সমিতির কাঠালিয়া, দেবীপুর, লক্ষীছড়া। এই তিনটি গাঁও সভায় কোন রাস্তা দেখতে পাবেন না। একমাত্র পি, ডাব্লিও, ডি-র রাস্তা ছাড়া। তারা এখন পর্য্যন্ত একটা রাস্তাও দেখাতে পারেন নি। উন্নয়ন কিন্তু আমরা ২৪ গাঁও সভায় জনসংখ্যা হিসাবে, আমাদের ১৫টি সাব-পেনল এলাকায় বেশীর ভাগ করেছি। তারা কি করছে আমরা দেখি, রাস্তা ঘাট নেই, পুল তৈরী করতে হলে আগেই কাঠ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বামফ্রন্টের টিওব ওয়েল থেকে জল খাবে না বলে সেটাকে ভেঙ্গে ফেলছে। সব জায়গায় এমন অবস্থা। তাছাড়া রতিমোহন, আমাদের বিধান সভার সদস্য, তিনি কিছু কিছু করে ভূমি সংস্কারের যে টাকা সেটাকে তুলে নিতে সাহায্য করেছেন, জমি তৈরী কিন্তু আদৌ হয় নি। এমন অবস্থা। তাছাড়া সরকারী সাহায্যে মহিলাদের যে পাছড়া তৈরী করানো হয় সেই কিল্লা, আঠারবুলা, তোতা, শিলমাটির লোকেরা আমার কাছে রিপোর্ট করেছে, আপনাদের সরকারী টাকা কত করে দেওয়া হয়? তিনটা শাড়ীতে ৩০ টাকা কই আমরা তো মাত্র ১৫ টাকা করে পাই। এই হলো তাদের অবস্থা। তাছাড়া গতকাল নগেন্দ্র জমাতিয়া কাঠালিয়ায় যে ঘটনার কথা বলেছেন সেটা একেবারে মিথ্যা কথা। সেখানকার মানুষের কাছে আমি জেনেছি যে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা জায়গায় চুরি ডাকাতি করছে, আর এলাকার যুবকরা বিভ্রান্ত কচ্ছে এবং পুলিশের কাছে ধরা পড়ছে। এভাবে গত নির্ব্বাচনে যুব সমিতির শ্যামাচরন ত্রিপুরা তকমায় গিয়ে মিটিং করার পর সেখানে তিন জন গুম হয়েছে। তারপর যুব সমিতি করেন তিনিও বাঙ্গালী এবং আর একজন মগ নিখোঁজ হয়েছেন। তারপর মনীন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক যুবক মাঠ থেকে ফেরার পথে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সেখানে যেখানে তিন জন মানুষ নিখোঁজ হয়েছে সেখানে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করবে না? আর কারবাবু ত্রিপুরা নামে আর এক জন গত নির্ব্বাচনের পরে আমার কাছে এসেছিলো তাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন পয্যন্ত তাকে পাওয়া যায় নি। তারপরে এখন আবার কাঠালিয়াতে নিখোঁজ। ফারি আশ্রমে শ্যামাচরন দাঙ্গার পরে জেল থেকে ফিরে আসা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের সঙ্গে গিয়ে মিটিং করেছে তখন দেখা গেল চারটা ডিভিশান মিলিয়ে ১০০ মানুষও তারা জোগার করতে পারেন নি। তখন মনু বাজার আউট পোষ্ট আক্রমন করার পরে মিটিং থেকে ফিরে আসা কিছু লোক ধরা পড়েছে। এভাবে তারা জায়গায় জায়গায় ভোটের জন্যে যাচ্ছেন এবং জন বিচ্ছিন্ন হয়ে চুরি ডাকাতি এসব সংঘটিত করছেন। পরে তারাই গ্রাম বাসীদের আবার এই বলে গিয়ে বুঝাচ্ছে, দেখেছ বামফ্রন্টরা এভাবে মানুষকে গ্রেপ্তার

করে? সব সময় সেখানে রামানন্দর বাড়ীতে আলোচনা করে। সেখানে তাদের নেতারা গিয়ে শলা পরামর্শ করে। এই জিনিসটা উপজাতি যুব সমিতিরা—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় সদস্য পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মান গীনাঙ সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া সামানি শ্যামাচরন আর থাং মিটিং খোলাইঅ হানোই, যাবা অ সামুং তাংনাইরগ, বরগ ও ব্রজমোহন জমাতিয়ানি নগ সে তংবাইঅ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অর্ডার হয় না।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :—নির্ব্বাচনের আগে সেখানে শ্যামা চরন এবং দেবব্রত কলই ফিলড করতে গিয়েছিলেন, ১০ হাজার টাকা চাঁদা চেয়েছিলেন। তারপরে সেখানে দুই জোড়া হালের বলদ চুরি হয়। সেখানকাঁর ল্যাম্পস্ এবং ফরেষ্ট কর্পোরেশানের অফিস লুট হয়। পরে বাগমার শক্তিগুরুর ছেলে, তার নাম আমি জানি না, সে যুব সমিতি করে, তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কেন? এই জিনিস টা হলো এরা জায়গায় জায়গার মিটিং করে এলাকার যুবকদের বিভ্রান্ত করে এবং তাতে করে এলাকার যুবকরা ধর পাকডের সম্মুখীন হয়। এছাড়া তাদের কিছুই নাই। তাছাডা তারা গত চার বছর যাবত অনাহার মৃত্যু দেখাতে পারে না। গত ভোটে আগে যখন শ্যামা চরনবা দিল্লী যায় তখন তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়, নগেন্দ্রদের শিখিয়ে দেওয়া হয়, তোমরা গণ্ডগোল শুরু করে দাও।

সে কারনেই এখন জায়গায় জায়গায় চুরি হারমাদি হচ্ছে। এখন আমাদের যে অবস্থা, ত্রিপুরা হলো একটি দরিদ্র রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বেশী করে আরো টাকা এনে উন্নয়ন মূলক কাজকে ত্বরান্বিত করার আবেদন রেখে আমি শেষ করছি।

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই এবং বিশেষ করে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এরজন্য তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বামফ্রন্ট রাজত্বেই মন্ত্রী যখন ইলেক্শানের কাজে বাইরে যান তখন তারা যে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন সেগুলিতে কত মিটার চড়লেন তার সঠিক হিসাব করে প্রতিটি মিটারের পয়সা সরকারী তহবিলে দিয়ে দিচ্ছেন এবং সেই টাকার সবটাই আমাদের পার্টি বহন করেছে (ইন্টারাপশান—ভয়েস—এ পর্য্যন্ত কত টাকা জমা দিয়েছেন) মন্ত্রীরা ইচ্ছা করলে (ইন্টারাপশান) বিশেষ করে নির্বাচন সম্পর্কে আমি বলব যে এই নির্বাচন ফেয়ার এণ্ড ফ্রী হয়েছে। এর চেয়ে ফেয়ার এণ্ড ফ্রী নির্ব্বাচন আর হতে পারে না। এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। এবং এই নির্ব্বাচনকে বান্চাল করার জন্য ঘন ঘন তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে আজকে নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে রেকর্ড সৃষ্টি হতে চলেছে জানিনা ভারতবর্ষে নির্ব্বাচন আর থাকবে কি না এবং আমরা তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারব কি না। কারণ বহুগুণা এক সময় শ্রী মতী গান্ধীর খুবই কাছের লোক ছিলেন সেটা আমরা জানি কিন্তু তার নির্ব্বাচনও কি ভাবে বান্চাল করে দেওয়া হয়েছিল সেটা মাননীয় সদস্যদের অবশ্যই জানা আছে। পশ্চিম বঙ্গের অবস্থাও আমরা দেখেছি সেখানে কি চলেছে সেটাও মাননীয় সদস্যদের জানা আছে। এবং এখানেই ধ্বনি তোলা হচ্ছে যে সমন্বয়ের লোকেরা ভোটার তালিকায় কারচুপী করেছে

বলে তারা দেখেছেন—অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নাম নাকি ভোটার তালিকায় লিষ্টভুক্ত করা হচ্ছে। কাজেই এখানেও পশ্চিম বঙ্গের মতই করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি ওদের বলতে চাই যে এখন নির্ব্বাচনের কাজকর্ম চলেছে এবং আমরা জনগনকে বলেছি যে কোন রকম ভুল ত্রুটি থাকলে এখন থেকেই সেটা সংশোধন করে নিন। কিছু দিন পর অজিত পাঁজার মত দাবী উত্থাপন করবেন এটা ত্রিপুরার জনগন বরদাস্ত করবে না। কাজেই সেই দিক থেকে আজকে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারছি শ্রীমতী গান্ধী কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এটা ধনতন্ত্রের নিয়ম পাশাপাশি বাংলাদেশে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেখানে গনতন্ত্রকে পদদলিত করে ধীরে ধীরে সেখানে আজ ডিক্‌টেটরশিপ-এর দিকে যাচ্ছে। ধনতন্ত্রের মধ্যে গনতন্ত্রের সংস্থান কোথায় কিন্তু অপর দিকে আমরা আমাদের ত্রিপুরার কি দেখেছি এখানে বিগত নির্ব্বাচনে যে পার্সেন্টেজে ভোট পরেছে এই পার্সেন্টেজে ভোট অন্যত্র আশা করা যায় না। কাজেই এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা খুব সংগতই হয়েছে। বিশেষ করে স্কলারশিপ এবং এড়ুকেশান ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যয় কমানোর জন্য যে কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলি সমর্থন জানাতে পারছি না। কারণ আমরা জানি যে সিডিউল্‌ড কাষ্ট এবং সিডিউল্‌ড ট্রাইব-এর যে সব ছাত্র ছাত্রী আছেন এবং যারা মেরিটরিয়াস ছাত্র তাদের যদি সঠিক ভাবে ডেভেলাপ করতে আমরা চাই তাহলে আমাদেব আরও অর্থের প্রয়োজন। এবং বামফ্রন্ট সরকার সেটা করতে চান বলেই সেই খাতে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে চান। বোর্ডিং সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলের ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া শিক্ষা করার উপযুক্ত সুযোগ দিতে হলে আমাদের আরও বোর্ডিং হাউস করতে হবে। কাজেই এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া সেটা সংগতই হয়েছে। আমরা মাননীয় বিরোধী গ্রুপ থেকে রি-পাব্‌লিক ডে'র উপর কাট মোশান আনা হয়েছে যে সেখানে ব্যয় কমানো হউক। আমরা আজকে দেখছি যে রিপাব্‌লিক ডে অবজার্ভ করার দিন আসামে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকাতে আগুন দিয়ে পুড়ান হয়েছে। উরাতো উদেরই বন্ধু উদেরই মত বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজেই রিপাব্‌লিক ডের খরচা কমানোর জন্য কাটমোশান আনা হবে এতে অবাক হবার কিছুই নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও দেখেছি বিশেষ করে হাউসিং স্কীমের ব্যাপারে (ইন্টারাপশান) কোন সুযোগ দিতে পারি না সেখানে আজকে তাদের জায়গা দেখা হয়েছে এবং ২/৩টি জায়গা সিলেকশানও করা হয়েছে সরকার সেখানে হাউস কন্‌ষ্ট্রাক্‌শান করতে চান। এবং শুধু আগরতলাতেই নয় আগরতলার সঙ্গে সঙ্গে অমরপুর, বিলোনীয়া, উদয়পুর হাউসিং স্কীম চালু করে দেখা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব স্কীমের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেগুলির উপরও বিরোধী গ্রুপের তরফ থেকে কাট মোশান আনা হয়েছে। কাজেই তারা মানুষকে কোন পথে নিতে চান সেটা আজকে ত্রিপুরার জনগনের কাছেই অত্যন্ত স্পষ্ট। কাজেই আমি এই সব কাট-মোশানের বিরোধীতা করে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। (ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় বন মন্ত্রীকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীআরবের রহমান :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডের উপর যে ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করি। আমাদের যে

টাকা ছিল সেটা খরচ হয়ে গেছে এবং আগামী কিছু দিনের জন্য আমাদের যে টাকা দরকার সেটাই এখানে ধরা হয়েছে। বনদপ্তর থেকে বিভিন্ন কাজে আমাদের অনেক টাকা খরচ হয় যথা ফরেষ্টের মধ্যে রাস্তাঘাট এবং সয়েল কনভাঁশনের জন্য। সয়েল কনজাভেঁশনে শ্রমিকদেরকে রোজ দশ টাকা করে দিতে হয় এবং আরও বিভিন্ন কাজ এখানে হচ্ছে। এখন ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের মধ্যেও অনেক কাজ হচ্ছে। তাছাড়া গাও সভাগুলিতেও অনেক কাজ হচ্ছে যার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকেও কিছু কিছু খরচ করতে হয়। রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যাতে শ্রমিকরা কাজ পায় সেই জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফরেষ্টের বিভিন্ন কাজের মধ্যে যাতায়তের জন্য রাস্তাঘাট এবং ফরেষ্ট ইত্যাদি তৈয়ার করার জন্য এবং বন জঙ্গল করার জন্যও আমাদের টাকা খরচ করতে হয়। এই সাপ্লিমেন্টটারী ডিমাণ্ড ফরেষ্টের উন্নয়নের জন্য ২২ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এই টাকা দিয়ে আগামী কিছু দিন যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যায় সেইজন্য এই টাকা রাখা হয়েছে। এই টাকার উপরে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া একটা কাট মোশন এনেছেন তিনি বলেছেন যে বরাদ্দ আরও কম হওয়া উচিত ছিল। তিনি কাট মোশন আনতে এই খুবই কম। এই ২২ হাজার টাকা এই সময়ের জন্য ধরা হয়েছে। এটা খুবই কম। এই টাকায় কুলোবে না। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশন এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখানে ব- ত চেয়েছেন যে বিশেষ করে যে কাট মোশান আনা হয়েছে সয়েল এবং কনজার্ভেশনের উপর সেখানে এটার দরকার নাই। রিমোট ট্রাইবেল এলাকাতে এই স্কীম এক্সটেনশনের অভিযোগ এনে তারা কুমিভরাশ্রু ফেলছেন। তাদের মধ্যে ট্রাইবেল দরদী ভাব উৎলে উঠেছে। বামফ্রন্ট সরকার যেখানে ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য বিভন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন তারা সেটাকে ব্যহত করে যাচ্ছেন বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। তারা যে যুক্তি দেখাচ্ছেন তা ভিত্তিহীন। আজকে আরও টাকার প্রয়োজন বিশেষ করে সয়েল কনজার্ভেশনের প্রশ্নে। যেখানে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমাবদ্ধ অর্থ নৈতিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে কাজ করে চলছেন সেখানে এই কাট মোশনের প্রশ্নই উঠে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়া একটা কাট মোশন এনেছেন মেইনটেন্সের ক্ষেত্রে। এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা না কি বেশী। আজকে ম্যানটেন্সের কাজটা অতি জরুরী। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে যোগা-যোগের জন্য রাস্তাঘাট মেরামত করা দরকার হয়েছে। কাজেই আরও বেশী টাকার প্রয়োজন।

আজকে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করার প্রশ্নে কাজ করার দরকার। তারজন্য আরো বেশী টাকার প্রয়োজন আছে। বাম ফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে আরো সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার জন্য টাকার প্রয়োজন রয়েছে। কাজে কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সব

প্রশ্নে এখানে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে তা আমি সমর্থন করতে পারছিনা বলেই বিরোধীতা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, দ্রাউকুমার বাবু একটি কাট মোশান এনেছেন নোটিফাইড এরীয়ার উপর। এখানে তিনি মাত্র একটি অসুবিধাই দেখলেন। তিনি ওখানে পায়খানা দেখতে পেলেন না। কিন্তু বাম ফ্রন্ট সরকারের গত ৪ বছর শাসন ক্ষমতার মধ্যে শহরে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তা দেখতে পেলেন না। আগে শহরে ড্রেন সিষ্টেম ছিল না আজকে সেখানে প্রতিটি জায়গায় ড্রেন হয়েছে। নোটিফায়েড এরিয়ার সাংস্কৃতির উন্নতির জন্য টাউন হল তৈরীর পরিকল্পনা হয়েছে, ষ্টেডিয়াম তৈরীর পরিকল্পনা হয়েছে, বেকার সমস্যা দূর করার জন্য দোকান ঘর নির্মান করা হচ্ছে। এই সব কাজ গুলি দ্রুত সম্পন্ন করতে গেলে আরো অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা সে দিকে দৃষ্টি আরোপ করবেন না। তারা জেগে ঘুমিয়ে আছেন। কাজে কাজেই দেখবেন কি করে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের সময় আমরা দেখেছি কি করে গ্রামাঞ্চলে টেরোরাইজ করে, প্রেসার সৃষ্টি করে মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেন নি। মাননীয় সদস্যরা মহারাণী অম্পির কথা বলেছেন। আমরা দেখেছি, সেখানে বন্দুকের নলের ভয় দেখিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়নি। তারা বলছেন, বাম ফ্রন্ট সরকারের আমলে ইলেকশান গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর হয় নি। কিন্তু আমরা বিগত সরকারের আমলেও ইলেকশান দেখেছি। দেখেছি তখন কিভাবে নির্ব্বাচন হত আর আজ বাম ফ্রণ্টের আমলে কি ভাবে নির্বাচন হচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা আছে বলেই যারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলায় তাদের ত্রিপুরার মাটি থেকে বহিস্কার করেছে। এই বাম ফ্রণ্ট সরকার গরীব মানুষের সংগ্রামী ঐক্যে বিশ্বাসী। এর জন্যই ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ বামফ্রণ্ট সরকারকে সমর্থন করছে। প্রতিটি নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরার মানুষ তা প্রমাণিত করেছেন। কাজে কাজেই বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

।। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য উমেশ নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি এবং এখানে বিরোধী গ্রোপের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। স্যার, নোটিফাইড এরিয়ার যে সমস্ত কাজ হয়েছে বাজেটে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কাট মোশান আনার অর্থই হচ্ছে রাজ্যের কাজ যাতে না হতে পারে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য কাট মোশান আনা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে যখন বাজেট পাশ করা হয় বা ধরা হয় তা রাজ্যের উন্নতির জন্যই করা হয়। কিন্তু বিরোধী গ্রোপের বন্ধুরা বিরোধীতা করার জন্য কাট মোশান এনেছেন। তাঁরা নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি এ ধরণের বক্তব্য রেখেছেন। নিরপেক্ষ কি ভাবে হয় তাঁরা

তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আমরা এই রাজ্যে আগেও নির্বাচন হতে দেখেছি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাম ফ্রন্ট সরকার কি ভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন তাও দেখতে পেয়েছি। সব গুলি নির্বাচনই নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের এই বক্তব্য যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে সুন্দর ভাবে ডেভেলাপ করার চেষ্টা করছেন। যদি রাজ্য সরকারের কাজকে এই ভাবে বিরোধীতা করা হয়, তাহলে শিক্ষাকে নস্যাৎ করে দিতে হবে। কাজে কাজেই মাননীয় বিরোধী গ্রোপের সদস্যদের কাট মোশনের বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

।। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী।

শ্রীব্রজগোপাল রায় ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার ১২ নাম্বার ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় বিধায়ক শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটি কাট মোশন এনেছেন "ফেইলুর টু কনট্রোল অ্যাণ্ড ইলিমিনেট ওয়াষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচার অন ট্রাভেল অ্যাক্সপেন্সেস" এর জন্য ১,০০,০০০ টাকা বাদ দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয়, মাননীয় বিধায়ক ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে, এই যে সেন্সাস ওয়ার্ক এটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার থেকে কো-অর্ডিনেট করে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট ১৯৮০ সালের সেন্সাস ওয়ার্কের জন্য আড়াই লক্ষ লোক কাজ করেছে। তাদের ডি. এ. বাবদ আমরা অতিরিক্ত টাকা চেয়েছি। আমরা এই টাকাটা সেণ্ট্রাল থেকে সেন্সাস ওয়ার্ক শেষ হলে পরে ঋণ বাবদ পাব। তার আগে ষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে খরচ বহন করতে হয়। তারজন্যই টাকাটা আমি দাবী করেছি। এখানে মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সেন্সাস অ্যাক্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন ভোটার লিষ্টের কথা। ভোটার লিস্টে কারচুপি হয়, সমন্বয়ীরা করে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা। আমি তাকে দোষ দিচ্ছি না। মানুষ মাত্রই ভুল করে। ভোটার লিষ্ট সরকার করেন না, করেন ইলেকশান কমিশন। সেটা আলাদা ব্যাপার। তিনি ভুল করতে পারেন। কারণ, সব কয়টি নির্বাচনে পরাজিত হয়ে এবং জনগণের প্রতি বিশ্বাস হারানোর ভয়েই আজকে খুন, ডাকাতি, রাহজানি ও লুটতরাজের আশ্রয় নিচ্ছেন। কাজেই নিরাশ্রয় হয়ে সেনসাসের কথা বলেছেন। একটার সঙ্গে আর একটা গুটিয়ে ফেলেছেন। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।"

আমি আশা করি মাননীয় বিধায়কদের এর পর আর কোন বিভ্রান্তি থাকবে না। তারা বুঝতে পারবেন যে সেনসাসের উপর আমাদের দেশের যাবতীয় পরিকল্পনা নির্ভর করে। এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে এই অর্থের প্রয়োজন আছে। কাজেই এই যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে আমি আশা করি মাননীয় বিধায়করা তার বিরোধিতা করবেন না এবং যে সমস্ত কাটমোশন উনারা এখানে এনেছেন সেগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন এই আবেদন রেখে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড হাউসে উপস্থাপন করেছেন সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি উনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টস এখানে উপস্থিত করেছেন, তার প্রত্যেক দফাওয়ারী যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে তার প্রতি আমার পূর্ণ সম্প্রীতি জ্ঞাপন করছি। যারা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করে এখানে বক্তব্য রেখেছেন, তাদের অধিকার আছে বিরোধীতা করার, কিন্তু জনকল্যাণ সাপেক্ষে খরচের জন্য যে টাকা সরকার মঞ্জুরীর জন্য দাবী উপস্থিত করেছেন তার বিরোধীতা করা মানেই হচ্ছে জনগণের কল্যাণমূলক কাজকে বিরোধীতা করা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা টাকা কমানোর জন্য প্রস্তাব দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে বুঝা যায় যে তারা নিজেরাই স্ববিরোধীতা করছে। তারা শিক্ষা দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর কাট মোশন এনে বক্তব্য রেখেছেন যে ষ্টাইপেণ্ডের নামে টাকা অপব্যয় করার জন্যই টাকা চাওয়া হয়েছে। সরকার ষ্টাইপেণ্ড অপব্যয় করে না, ছাত্ররা যদি ষ্টাইপেণ্ড অপব্যয় করে থাকে তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। কারণ ষ্টাইপেণ্ডের টাকা সম্পূর্ণ ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এটার নাম অপব্যয় নয়। এই খাতে টাকা চাওয়া হয়েছে ১,৩০.৫০ কোটি টাকা আর ১.৯২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে যে সমস্ত বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল রয়েছে সেগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আপনারা জানেন বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রাইভেট স্কুলগুলিকে একশত ভাগই সাহায্য করা হবে, শিক্ষকদের বেতন আর ছাত্রদের কাছ থেকে নিয়ে দেওয়া হবে না। সরকার যেহেতু সে টাকা প্রাইভেট স্কুলগুলিতে মিটিয়ে দেয়, সেহেতু এই ব্যয় মিটানোর জন্য ১.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আর সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির জন্য চাওয়া হয়েছে, ৬·৬৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে কর্মচারীদের কিছু বেতন বেড়েছে, জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের ফলেই কিছু টাকা ডিয়ারন্যাস এলাউন্স হিসাবে তাদেরকে আমাদের দিতেহয়েছে, যদিও পুরোটা দেওয়া সম্ভব হয় নি। ছাত্রদের বুক গ্র্যাণ্টের জন্য কিছু টাকা চাওয়া হয়েছে, এ ছাড়া ছাত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও আমরা এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল যে ছাত্রদের প্রয়োজনানুযায়ী বুক গ্র্যাণ্ট এখনও আমরা দিতে পারি নি, দিতে পারলে খুশী হতাম। তবে যতটুকু সম্ভব টাকা সংগ্রহ করে আমরা যাতে আরও কিছু নূতন বই তাদের সাপ্লাই করতে পারি, তজ্জন্য বুক গ্র্যাণ্ট হিসাবে ৬·৬৭ লক্ষ টাকা এখানে চাওয়া হয়েছে। তবে সবটাই বেসরকারী সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির জন্য। তারপর ১·৮৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে যা মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া বিরোধীতা করে বলেছেন টাকা আরও কমানোর দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে সিডিউলড্ কাষ্ট এবং সিডিউলড্ ট্রাইবস ছেলেমেয়েরা আগে মাসিক ৬০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড পেতেন। বামফ্রণ্ট সরকার এসে সে টাকাটা দৈনিক ৩ টাকা করে মাসে ৯০ টাকা বাড়িয়েছেন। কিন্তু জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাঝখানে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে দৈনিক ৪ টাকা হিসাবে মাসে ১২০ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মাসিক ১২০ টাকা করেষ্টাইপেণ্ড দিতে গেলে আরও অতিরিক্ত ১·৮৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন যা এখানে চাওয়া হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করছেন না কি এই ষ্টাইপেণ্ড কমিয়ে ছাত্রদের পেটকাটার জন্য উসকানি দিচ্ছেন বুঝতে পারছি না। বিরোধীতার জন্য বিরোধিতা নয়, কি ভাবে ব্যয় হয়েছে সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বক্তব্য রাখুন। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও সেটা বিচার করে দেখতে পারবে। তারপর এখানে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেণ্টার খোলা হয়েছে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তার ন্যুনতম চাহিদা মেটাতে গিয়ে এই অতিরিক্ত ৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যায় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি খুশী হতাম যদি কয়েক কোটি টাকা এই খাতে বরাদ্দ রাখতে পারতাম। তারপর ত্রিপুরা ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান এরিয়ার জন্য অতিরিক্ত ২ লক্ষ টাকা মুঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে, কারণ সেই এলাকাগুলির জুমিয়াদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ইতিমধ্যে জুমিয়াদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ৩০ লক্ষ টাকা জুম বীজ কিনা, বন্ধ দিয়ে মাছের চাষ করা এবং সেখানে অন্যান্য কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছে। আরও দিতে হবে। তারপর ৫টা সাবপ্ল্যান এরিয়াতে ২০ হাজার মুরগীর চারা দেওয়া হবে। তার জন্য টাকা লাগবে। এটা অপব্যয় কিনা আপনারা বলুন। তার জন্য কিছু টাকা লাগবে এটা অপচয় কিনা বলুন? স্কুল ঘর পুড়ানোর পিছনে কারণ যাই থাকুক না কেন, যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায় ইতিমধ্যে ৪২টি স্কুল ঘর পুড়েছে। সে দিন মুখ্যমন্ত্রীর তথ্যে ছিল ৩৩টি। আর গত কাল পর্য্যন্ত যে তথ্য এসে পৌছেছে সেটার সংখ্যা হচ্ছে ৪২টি। তার মধ্যে একমাত্র উদয়পুরেই ৪টি হাই স্কুল পুড়েছে একটা হচ্ছে নন্‌ট্রাইবেল এরিয়া আরবাকী তিনটি হচ্ছে ট্রাইবেল এরিয়া এখন কি মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীদ্রাউ বাবুরা চান সেই স্কুল ঘরগুলি আর উঠবে না? সেখানে ভুটাগাছ লাগানো হবে? আমরা সেখানে নূতন করে স্কুল ঘর তুলবো এখনই পাকা বাড়ী অর্থাৎ স্কুল তোলা যাবে না, কাচা ঘর ছনের ছাউনী দিয়ে তুলা হবে। তার জন্য অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই ভস্মীভূত স্কুল-গুলিকে যাতে চালু করতে পারে তারজন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কারণ ঐ সমস্ত স্কুল-গুলিতে শিক্ষার অনেক ক্ষতি হয়েছে। যাতে আর ক্ষতি না হয় তার জন্যা আমাদের চেষ্টা চালিযে যাচ্ছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা স্কুল ঘর তোলার জন্য যে বিরোধীতা করেছেন এটা কি ন্যায় সঙ্গত হবে? শিক্ষাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিরোধীদের কোন চিন্তা ভাবনা নেই। গঠনমূলক কাজে সাহায্য করার জন্য তাদের ভূমিকা নেই। বিরোধীতা করতে হবে তাই উনারা না বুঝেই বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। জনগণের প্রতি দরদী ও চেতনা সম্পন্ন মানুষ এটাকে সহ্য করবে বলে আমার মনে হয় না "চোরের মার তোবড় গলা চালিয়ে যেতে হবেই" তাই বিরোধীরাও বড গলায় সত্যকেও অসত্য প্রমানিত করার চেষ্টা করছেন। কনট্রাক-শানের জন্য ২ লক্ষ, ৭১ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে লবন পাওয়া যায় না, উধাও হয়ে যায় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার লবন সরবরাহ যাতে ঠিক মতো চালু রাখতে পারা যায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কখনও কখনও খোলা বাজার থেকেও লবন উধাও হয়ে যায় তার জন্য ভর্তুকী দিয়েও নির্দিষ্ট দাম করে দিয়েছে প্রতি এক কিলো লবন ৬০ পয়সা করে এবং সেই খরচটা সরকার ভরর্তুকী হিসাবে দিচ্ছে। তার জন্য অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। দেশের গরীব মানুষকে ৬০ পয়সা দিয়ে লবন খেতে দেওয়ার জন্য ২ লক্ষ টাকা কেন ৫ লক্ষ টাকা যদি খরচ করতে হয় তার জন্য আমাদের সরকার প্রস্তুত আছেন। গরীব জনগণের কাজে সেটা লাগবে, বড লোকের কাজে লাগবে না কারণ শতকরা ৯০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন তাই শতকরা ৯০ জন লোককেই এই ৬০ পয়সা মূল্যের লবন কিনে খেতে হয়। দ্রাউবাবুদের মত ষ্ট্যাণ্ডারের লোক শতকরা মাত্র ৫ ভাগ কি ১০ ভাগ আছেন তাই আমরা শতকরা ৯০ ভাগ কি ৯৫ ভাগ লবনের জন্য সাবসিডি দিচ্ছি। কাজেই আমাদের বেশী নজর হচ্ছে গরীবদের দিকে, বড় লোকের দিকে ততটা নয়। বাংলা দেশ থেকে আগত

শরনার্থীদের কথা বলেছেন এখানেও কি অপচয় হয়েছে? পরের শিশুকে লালন পালন করার দায়িত্ব কি আমাদের? মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত শরনার্থীরা এসেছেন তাদের জন্য আমরা নাকি কিছুই করি নি? আমাদের মানবতাবোধ আছে বলেইআমরা বাংলাদেশের শরনার্থীদের স্থান দিয়েছি, যতটুক সম্ভব আমরা তাদের সাহায্য করেছি। মাননীয় বিরোধী সদস্য ভ্রাউ বাবুরা কি অন্ধ? আপনারা যদি দয়া করে একটু চোখ খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন আসাম থেকে যে সমস্ত চাকমারা এসেছিলেন তারা কাগজে কি বলে গেছেন। কাজেই খবরের কাগজে আপনাদের বক্তব্য লোকে পড়বেন তখন আপনাদের লোকের হাসিব পাত্র ছাড়া আর কিছু মনে করবেন না। সাধারণ গরীব দুস্থ মানুষ অন্ধ এবং বিকলাঙ্গদের কিছু সাহায্য করার জন্য এই সরকার নূতন একটা সিদ্ধান্ত করেছেন। মাসিক ভাতা বা একস্‌গ্রেসিয়া যাই বলুন প্রতি মাসে ৩০ টাকা করে তাদের দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকরছেন। বাজেট যখন তৈরী হয়েছিল তখন এই সিদ্ধান্ত করা হয় নি। সেই দিন যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সে তথ্যে বলা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এই জন্য লেগেছে এবং সেটা স্যাংশান করা হয়েছে যাতে মার্চ পর্য্যন্ত চালিয়ে যেতে পারা যায়। আমি হাউসের কাছে জিজ্ঞাসা করছি কোন মানবিক চেতনা সম্পূর্ণ লোক কি বলবেন এই যে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটা কি অপচয়ের জন্যেই চাওয়া হয়েছে? কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। আমি বলবো কেউ যদি এর জন্য বিরোধীতা করে থাকেন তাহলে সেটা হৃদয়হীনতার পরিচয় হবে কাজেই বিরোধীতা করতে গিয়ে নিজেদের পায়েই কুড়াল মারছেন। আর একটি ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে অনাথ শিশু যাদের মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন কেহই নেই তাদের জন্য অনাথ শিশু নিকেতন খোলা হয়েছে। এই সব অনাথ শিশুরা প্রতিদিন তিন টাকা করে পেত কিন্তু বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বামফ্রন্ট সরকার সেটা বাড়িয়ে প্রতিদিন তাদের জন্য পাঁচ টাকা করে বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি এই টাকার পরিমাণ যাতে আরও বাড়ানো যায়। এই টাকা বাড়ানোর ফলেই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আরও একটি সুন্দর কাজ বামফ্রন্ট সরকার করেছেন সেটা হচ্ছে ২ হাজারের উপর বৃদ্ধদের পেনশন দেওয়া হয়েছে। এই বৃদ্ধদের পেনশন যাতে চালু রাখা যায় তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা যা চেয়েছি সেটা খুব ন্যায়-সঙ্গত ভাবেই চেয়েছি। এখন আমি আপনাদের কাছে বলবো আমাদের বিরোধী গোষ্ঠীদের চোখ যেন চিরকালই অন্ধ কিন্তু আসলে তারা অন্ধ নন্‌ কারণ চোখ না খুলে চোখ বুঝে বসে আছেন। তারা বলেছেন কংগ্রেস সরকার ২৪ কোটি টাকা দিয়ে সব কিছু করেছেন। তারা কংগ্রেসের প্রসংশা করতে গিয়ে নিজেদের পদস্খলন করছেন। আমরা ৪৫ কোটি টাকা এনেছি। তারা বলেছন আমরা ক্ষমতায় এসে উপজাতিদের জন্য কোন কলোনী করিনি। যা করেছে সব কংগ্রেস সরকার করেছে। বামফ্রন্ট সরকার এসে নাকি তাকেই পাহাড়া দিচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কি করেছে এগুলি তাদের চোখে পড়েনি। কংগ্রেস সরকার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, কংগ্রেস সরকার উপজাতি কলোনী করেছে; বৃদ্ধদের পেনসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে অর্থাৎ যতসব উন্নতি হয়েছে সবই কংগ্রেস সরকারের আমলে। এসব যারা কথা বলেন তাদের সম্পর্কে আমি কি বলব? বলার কিছু নাই। আমাদের সদস্যরা ব্যাঙের চোখে শহর দেখেন।

ব্যাঙের ইচ্ছা হয়েছে শহর দেখার। রওনা হল শহর দেখতে। ছোট ছোট পা নিয়ে লাফাতে লাফাতে এসেছে শহর দেখতে। কতক্ষণ লাফানোর পর ব্যাঙরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটি ব্যাঙ বলল থামুন সকলে। শহর আর কতদূর দেখা যাক্। তখন একটি ব্যাঙ আর একটি ব্যাঙের পিঠে উঠল। দাঁড়াতেই ব্যাঙের চোখ পিছনের দিকে গেল। ব্যাঙ দাঁড়ালে চোখটা পেছনের দিকেই হয়। সামনের দিকে হয় না। তাই দাঁড়ানো ব্যাঙটি শহর দেখতে পায়নি। দেখেছে কচুবন। যেখান থেকে তারা এসেছিল। যুব সমিতির বিধায়করা ব্যাঙের চোখে শহর দেখেছেন। এ রাত শহর দেখতে পাচ্ছেনা, কচুবন থেকে এসে কচুবনই দেখতে পাচ্ছে। সুতরাং আমি এদের সম্বন্ধে কি বলব? কংগ্রেসের উচ্ছিষ্ট নিয়েই তারা নাডাচাড়া করেছেন। এরা বলছেন এবার যে ভোট হয়ে গেল তাতে কারচুপি হয়েছে। অর্থাৎ কাগজের ভাঙ্গটা নাকি এমন করা হয়েছে যাতে করে বেশীর ভাগ ভোট বামফ্রন্টের পক্ষে পড়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ ৫২ সাল থেকে ভোট দিয়ে আসছেন। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে অবজ্ঞা করেছে। গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষ আজ তা বুঝতে পেরেছে। গণতান্ত্রিক চেতনার মানুষ আজকে প্রমান করে দিয়েছে "তোমরাই অজ্ঞ, তোমরা আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবেনা।" দাঙ্গার পরেও দু দুটো নির্ব্বাচন হয়ে গেল, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে তোমাদের মত সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপ আমরা বুঝে নিয়েছি। আমরা তোমাদের না। এই নির্বাচনেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তা বুঝিয়ে দিয়েছে। তবুও তাদের লজ্জা হয় না। তাদের সম্বিত হয়না। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিরোধী, ত্রিপুরায় ককবরক ভাষার উন্নতির বিরোধী "আমরা বাঙ্গালীর" দলের নেতা শ্রী ভুবন বিজয় মজুমদারের সঙ্গে তাদের গোপন শলা পরামর্শ ও গোপন আলাপ হয় এবং তাকে পত্রিকার বিবৃতি দিতে হয় যে দাঙ্গার সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতির কোন সম্পর্ক নেই ভুবন বিজয়ের মত এমন একজন ব্যারিষ্টারকে তারা পেয়েছেন যার উকালতির প্রয়োজন হয়। তাদের ভুবন বিজয় মজুমদারের সার্টিফিকেট লাগে। এই হল তাদের দুরবস্থা। নগেন্দ্র বাবুরা এই কথা হাউসে জবাব দিন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বচনের সময়ে অম্পিতে "আমরা বাঙ্গালীর" নেতার ঘরে রাত্রিবেলায় নগেন্দ্র বাবুদের সাথে "আমরা বাঙালী" দলের নেতাদের কি পরামর্শ চলছিল? এটা সারা ত্রিপুরার মানুষ বুঝে ফেলেছেন এবং জানতে পেরেছেন। তারপর আর বলার কিছু নাই। তাদের বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। তারা আর কিছু বলতে পারবে না। বামফ্রন্ট সরকার যে জনহিতকর কাজ করছে তা তাদের বলার শক্তি নাই। তারপর তারা প্রজাতন্ত্র দিবসকে দলীয় ভোজ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। বিরোধী দলেব সদস্যরা যাদের সেবাপূজা করেন সব সময় যাদেব শরনাপন্ন হন। সেই শ্রীমতি গান্ধীব দলের রাজত্বের সময়ে প্রজাতন্ত্র দিবস দলীয় ভোজ হিসাবে ছিল। এখন তা নাই। আগে এই প্রজাতন্ত্র দিবসে বিরোধী দলের সদস্যরা নিমন্ত্রিত হতেন না। নির্বাচনে কোন গাঁও প্রধানরা নিমন্ত্রিত হতেন। অথচ যারা তাদের দলের প্রার্থী অর্থাৎ কংগ্রেস প্রার্থী রূপে পরাজিত হয়েছেন তারা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হতেন। তখন সেটা ছিল দলীয় ভোজ। বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে পরিবর্ত্তন করেছে। সেটাকে একটা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মিলনক্ষেত্র হিসাবে পরিনত করেছে। তাই আমি বলতে পারি এটা দলীয় ভোজ নয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোজ। আজকে ওরা বলেছেন ককবরক ভাষার কোন উন্নতি হয়নি। ৪১৯ টা ককবরকের স্কুল আমরা ইনট্রডিউস করেছি আরও ৩০০টা করার ইচ্ছা

আছে। কাজেই কংগ্রেস আমলে কিছুই হয়নি। আর একটা জিনিষ আমরা অবাক হয়ে যাই যে বিরোধী দলের লোকরা উপজাতিদের দরদের কথা বলেন। কিন্তু কই কংগ্রেস রাজত্বাধীন যে সব রাজ্যগুলিতে হরিজন নির্যাতন চলছে তাদের বিরুদ্ধেত একটিও কথা বলেন না। গুজরাটে, অন্ধ্র প্রদেশে এখনও হরিজন নির্যাতন চলছে। হরিজন মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, হরিজনদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলছে। কিন্তু তাদের প্রতি তাদের কোন দরদ নেই। তাদের প্রতি তাদের কোন ধিক্কার নেই। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব, ধিক্কার দেব। স্বৈরাচারী শক্তি আজকে মাথাচারা দিয়ে উঠেছে, কাজেই আমাদেরকে সেদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, হরিজনদের এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজকে আমাদের সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে, তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে আরও বেশী করে সংগঠিত হতে হবে। আর তার জন্য ত্রিপুরার সমস্ত মানুষকে আজকে রুখে দাঁড়াতে হবে। কাজেই আজকে আমাদের এই অতিরিক্ত বাজেট-এর উপর যে ছাটাই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব, তাই আমরা তার বিরোধীতা করছি। বাজেটের উপর যে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে এই সভা সেগুলিকে বাতিল করে দিয়ে আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন জানাবে এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— আমি এখন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব ওনার ডিমাণ্ডের উপর যে ছাটাই প্রস্তাব এসেছে সেগুলি সম্পর্কে কিছু বলার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের মধ্যে আমার কয়েকটি মেজর হেড আছে। তার মধ্যে মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ডিমাণ্ড নং—২০, মেজর হেড ৩৩৭, সেখানে একটা কাট মোশান এনেছেন। তা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত রাস্তাঘাট আছে তা মেইনটেইন করার জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আজকে যে বক্তব্য রেখেছেন এবং গতকালকে জেনারেল ডিস্কাশন করতে গিয়ে বলেছেন যে, কিভাবে আমরা কাজ করছি। ছোট একটা উদাহরনের মাধ্যমে আমি বুঝাতে চেষ্টা করছি যে বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নমূলক কাজ কতটুকু করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মূলক কার্যসূচীকে রুপায়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর যেমন গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, পালন করেছে, আমার পূর্ত দপ্তরও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমরা যখন ১৯৭৮ এর জানুয়ারী মাসে ক্ষমতায় এলাম তখন ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাঘাটের সংখ্যা ছিল ৫৬১টি। তারপর বিগত চার বছরে আমরা প্রায় ৭০০টি রাস্তাকে পি, ডাবলিও, ডির তালিকাভূক্ত করেছি। মোট রাস্তার সংখ্যা হলো—১২৬১টি। এই রাস্তাগুলির মধ্যে অনেকগুলির কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর বাকীগুলির কাজ চলছে। গ্রামে গঞ্জে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যে সমস্ত রাস্তা ঘাট করা হয়েছে, সেগুলিকে বাদ দিলেও পূর্ত দপ্তর যে রাস্তার কাজ হাতে নিয়েছে সেগুলিকে মেইনটেইন করতে নিশ্চয় কিছু টাকার প্রয়োজন আছে। আলোচনার সময় দ্রাউবাবু বলেছেন যে, কংগ্রেস সরকার নাকি ২৪ কোটি টাকা নিয়েছিলেন, কিন্তু আমি জানি যে কংগ্রেস সরকার কোন আর্থিক বছরেই ২৪ কোটি টাকা টাকা আনতে পারে নি। ১৯৭২-৭৩তে ত্রিপুরায় মাত্র ৮ কোটি টাকা, ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বছরে ১১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরে ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক

বছরে ১২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, ১৯৭৬-৭৭ আর্থিক বছরে ১৪টি কোটি ৭৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, ১৯৭৭-৭৮ এ আর্থিক বছরে ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা কংগ্রেস সরকার নিয়েছিলেন। ১৯৭৮ এ আমরা ক্ষমতায় এসে মাত্র তিন মাস সময় পেয়েছি—আমরা নিয়েছি ১৯৭৮—১৩ কোটি টাকা, ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে ২৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ১৯৭৯-৮০তে ২৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, ১৯৮০-৮১ এ ৪০ কোটি ৩২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, আর আজকে ধরা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা। এই হিসাবটাই প্রমাণ করে যে কাজের ভলিয়ম বাড়ছে। আমি জানি না যে মাননীয় সদস্যরা রাস্তা দিয়ে হাঁটেন তখন তারা কি চোখ বন্ধ করে হাটেন, যে কিছুই দেখতে পান না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন জায়গায় গেলেই বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। আর ওনারা বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নমূলক কোন কাজই নাকি করেনি। তবুও আমাদেরকে আরও কাজ করতে হবে। কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, পূর্ত দপ্তরের জন্য আরও কিছু অর্থ দরকার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে,আরও কিছু অর্থ পূর্ত দপ্তরের জন্য দেওয়া যায় কিনা দেখুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত দুর্গম এলাকায় যাওয়া আসা করেন সেই সব জায়গাগুলিতে তারা কি কিছুই দেখতে পান না। তা সত্যকে অস্বীকার করে একটা এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে বিধানসভায় এসে দায়িত্বহীনভাবে কথা বলার কি কোন মানে হয়? দ্রাউবাবু ও নগেন্দ্রবাবু তেলিয়ামুড়ার অম্পির কথা বলেছেন সেখানে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার কাজ চলেছে। অম্পি নগরে পুল করার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে এবং তার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। দ্রাউ কুমার রিয়াং জানেন ঐ দেও নদীর উপর পারমানেন্ট ব্রীজ হচ্ছে সে এলাকাতে কাজকর্ম চলছে যে এলাকাটা খুবই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কাজেই সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে আমার যে ২০ নাম্বার ডিমাণ্ড এটা পাশ হলে পরে রাস্তাঘাট বাড়বে আর তারজন্য টাকা দরকার। কিন্তু ওদের কাটমোশন এটাই প্রমাণ করে যে ওনারা রাস্তাঘাট হউক চাননা। তা না হলে এখানে এসে বলবেন যে এই কাজ হচ্ছেনা আবার অন্যদিকে মঞ্জুরী চাইলে তার বিরোধিতা করবেন এটা কোন নীতি। কাজ হউক এটা ওনারা চাননা কারণ রাতের অন্ধকারে বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করতে যাতে পারে তারজন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাইনা কারণ মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় ওনাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরা এখানে আর্থিক বরাদ্দ চেয়েছি। আমাদের আরও টাকার প্রয়োজন। আমাদের আরও কাজ রয়েছে। আমরা ৭৩ কোটি টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু তা আমরা পাইনি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে দেননি। আমরা গত বছর নির্মাণ সামগ্রি চেয়েছিলাম কিন্তু তাও আমরা পাইনি। এ বছর আমরা কিছু পেয়েছি অতএব এ বছর আমরা একটু বেটার পজিশনে আছি। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা অর্থের অভাবে কাজ করতে পারিনা। তাই আমি আশা রাখছি যে সমস্ত কাটমোশনগুলি বাতিল করে দিয়ে আমার এই সাপ্লি-মেণ্টারি ডিমাণ্ড্ মঞ্জুর করবে। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি ব্যয় বরাদ্দের উপর ওনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এমন কোন দীর্ঘ বক্তব্য নেই শুধু ঐ ৬টি কাটমোশন প্রস্তাবকে বাতিল করার জন্য আমি হাউজের কাছে অনুরোধ করছি। হাউজের কাছে যে ব্যয়-বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে তাবজন্য আমি হাউজের সকলের সমর্থন চাইছি। যারা বিরোধী গ্রুপ রয়েছেন তাদেরকে অনুবোধ করছি মূলতঃ আপনারাও যেহেতু কাজ চান সেহেতু আপনাদের যে ৬টি কাটমোশন প্রস্তাব রয়েছে তা প্রত্যাহার করে। নিন যাতে আমরা আরও টাকা পেতে পারে, শ্রীমতী গান্ধীর সরকার যাতে আরও টাকা দেন। তারজন্য আপনারাও দাবী করুণ যদি আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে যেতে চান তাহলে পরেও আমরা রাজী আছি। ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যেসব কাজ এক্ষুনি হাতে নেওয়া দরকার তারজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যাতে আমরা পেতে পারি সেজন্য আসুন আমরা এক সঙ্গে চেষ্টা করি। কো-অপারেশনের সবচেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে এই বিধানসভা। নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁদের সকলের সহযোগিতা এই সরকার কামনা করেন এবং আমাদের সরকার সকল সহযোগিতা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—১৯৮১-৮২ইং সনের সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দিচ্ছি। প্রথমে কাটমোশনগুলি ভোটে দেবো পরে মুল ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দেবো।

Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 2 move by the Hon'ble Finance Minister, that.

a sum not exceeding Rs. 1,40,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 1,70,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 2 (Major Head 213—Council of Minister Rs. 1,40,000).

(The demand was put and passed by the voice vote).

Now the question before the House is the CUT MOTION moved by Shri Nagendra Jamatia Demand No. 3, Major Head—215.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 2,00,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failure to Control and eliminate wasteful expenditure on Election work".

(The motion was put and lost by voice vote)

Now the question before the House is the CUT MOTION moved by Shri Nagendra Jamatia Demand No. 3, Major Head—265.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 40,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Failire to Control and eliminate wasteful expenditure on Commission of Inquiry".

(The motion was put and lost by voice vote).

Now the question before the House is that the Demand for grant No. 3 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 20,54,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 36,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March 1982 in respect of Demand No. 3 (Major Head 215—Election Rs. 19,95,000/- and Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 59,000/-

(The demand was put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 20,54,000 excluding of charged expenditure of Rs. 36,000 be

granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 3 (Major Head 215—Election Rs. 19,95,000 and Major Head 265—other administration Services Rs. 59,000).

(The Demand is passed by voice vote).

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs..66,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981, to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 1 (Major Head 211—Parliament/State/Union Territory Legislature Rs. 66,000).

(The Demand is put to the voice vote and is passed).

Now the question before the House is that the CUT MOTION moved by Shri Rati Mohan Jamatia "That the amount of the Demand be reduced by Rs. 15,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on celebration of Republic Day."

(The cut motion is put to voice vote and is lost).

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 19,55,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March 1982 in respect of Demand No. 9 (Major Head 252—Secretariat General Services Rs. 16,61,000/- -Major Head 265—Other Administrative Services Rs 2,77,000/- and Major Head 295—Social & Community Services Rs 17,000/-).

(The Demand is put to voice vote and is passed)

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 85,72,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 11 (Major Head 2555—Police Rs 71,10,000, Major Head 260—Fire Protection and Central Rs 4,57,000 Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 7,20,000 and Major Head 344—Other Transport and Communication Services Rs. 2,85,000).

(The Demand is put to voice vote and is passed).

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 58,54,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March 1982 in respect of Demand No. 13 (Major Head 266—Pension and other Retirement Benefits Rs. 7,00,000 Major Head 268—Miscellaneous General Services Rs. 51,39,000 and Major Head 247—Other Fiscal Services Rs 15,000).

(The Demand is put to voice vote and is passed)

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,82,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, to 31st March 1982 in respect of Demand No. 22 (Major Head 288—Social Security and Welfare—2,82,000).

(The Demand is put to voice vote and is passed).

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 17,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to March 1982 in respect of Demand No. 28 (Major Head 314—Community Development Rs. 17,000).

(The Demand is put to voice vote and is passed).

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 38,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March 1982 in respect of Demand No. 41 (Major Head 505—Capital Outlay on Agriculture and Allied Services ; Rs. 38,00,000/-

(The Demand is put to voice vote and is passed).

Now the question befor the House is that a sum not exceeding Rs. 62,73,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March 1982 in respect of Demand No. 29 (Major Head 299—Social and Backward Areas Rs. 2,50,000, Major Head 305—Agriculture Rs. 60,23,000).

(The Demand is put to voice vote and is passed).

Mr. Speaker—Now, the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 6,67,000 exclusive of charged expenditure of Rs. 3,32,80,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 48 (Major Head 500—Investment in General GFinancial and Trading Institutions Rs. 6,67,000).

(The question was put and passed by voice vote)

Mr. Speaker —Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on the Demand No. 16, Major Head 277 'that the Demand be reduced by Rs. 10/- to represent the ecomomy that can be effected on the particular matter viz

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Scholarship & Stipends'.

(The Cut Motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker—Now, the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 1,51,81,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 16 (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 12,000, Major Head 277—Education Rs. 1,30 50,000, Major Head 278—Arts and Culture Rs. 1,21,000 and Major Head 309—Food Rs. 20,00,000).

(The question was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaker—Now, the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 12,48,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 23 (Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 12,36,000 and Major Head 309—Food Rs. 12,000).

(The question was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaker— Now the question before the House that a further sum not exceeding Rs 24,30,000 be granted to defray the charge whish will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 17 (Major Head 277—Education Rs. 9,80,000, Major Head—278—Arts and Culture Rs. 62,000 and Major Head 288—Social Security & Welfare Rs. 13,88,000).

(The question was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaker—Now, the question before the House that fruther sum not exceeding Rs. 2,71,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 24 (Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 2,71,000).

(The question was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaker—Now, the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 2,58,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 4 (Major Head 220—Collection of Taxes on Income and Expenditure Rs. 13,000, Major Head 229—Land Revenue Rs. 93,000, Major Head 230—Stamps and Registration Rs. 25,000 and Major Head 240—Sale Tax Rs. 1,27,000).

(The question was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaker— Now, the question before the House that a further sum not exceeding Rs. 51,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 5 (Major Head 239—State Excise Rs. 51,000).

(The question was put and Passed by voice vote).

Mr. Speaher— Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that "a further sum not exceeding Rs. 2,07,000/-, exclusive of charged expenditure of Rs. 5,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31 st March, 1982 in respect of Demand No. 10 (Major Head—253—District Administration).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next, I am putting the cut motions on the Demand No. 15 to vote.

The question befor the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that "the amount of the demand be reduced to by Rs. 50/- to represent the economy that can be effected on the particular matter vizl failure to control and eliminate wasteful expenditure on office expenses'.

(The cut motion was put to vioce vote and lost).

Next question before the House is the cut motion moved by Shri Drao Kumar Reang that "the amount of the demand be reduced by Rs. 8,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. failure to control and eliminate wasteful expenditure on Notified Areas (State Plan).

(The cut motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department that "a further sum not exceeding Rs. 18,39,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 15 (Major Head—284—Urban Development Rs. 14,93,000/- and Major Head—287—Labour and Employment Rs. 3,46,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed).

Next, question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department that "a further sum not exceeding Rs. 45,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 22 (Major Head—288—Social Security and Welfare /Re-settlement of Agri. Labourers 45,000/-."

(The motion was put to voice vote and passed)

Next, question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department that "a further sum not exceeding Rs. 19,42,000/- be gratnted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 26 (Major Head—289—Relief on occount of Natural Calamities Rs. 17,76,000/-, Major head—295—Other Social & Community Services

Rs. 15,000/- and Major head—304—Other General Economic Services Rs. Rs. 1,50,000/-—)."

(The motion was put to voice vote and passed)

Next, question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department that "a further sum not exceeding Rs. 55,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 28 (Major head 304—Other General & Economic Services Rs. 55,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next, wuestion before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department that a "further sum not exceeding Rs. 16,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 37—(Major head—482—Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 16,00,000/-)."

(The motion was put to voice vote and passed)

Next, question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department that "a further sum not exceeding Rs. 21,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 6 (Major head 241—Taxes on Vehicles Rs. 21,000/-).

(The motion was put to voice vote and passed)

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department that "a further sum net exceeding Rs. 29,95,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 14 (Major head 259—Public Works Rs. 29,15,000/-, Major head 288—Social Security and Welfare Rs. 60,000/- and Major head 310—Animal Husbandry Rs. 20,000/-)."

(The motion was put to voice vote and passed).

Next, I am putting the cut motion on Demand No. 20 to vote.

Mr. Speaker— Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia that " the amount of the demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. failure to control and eliminate wasteful expenditure on maintenance.

(The cut motion was put to voice vote and lost)

Next, question before the House is the motion moved by Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department that a further sum not exceeding Rs. 5,95,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of demand No. 20 (Major head 283—Housing Rs. 2,45,000/-, Major head 284—Urban Development Rs. 15,000/- and Major head 337—Roads and Bridges Rs. 3,35,000/-)."

(The motion was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker— Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 6,71,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 35 : Major Head 299—Special & Backward Areas Rs. 1,25,000 —Major Head 333—Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Project Rs. 77,000/- and Major Head 334—Power Project Rs. 4,69,000/-.

(It was put to voice vote and passed.)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 30,00,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 51,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 39—Major Head 537—Capital Outlay on Roads & Bridges Rs. 30,00,000/-.

(It was put to voice vote and passed.)

Now question before the house that a sum not exceeding Rs. 14,37,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 36—Major Head 477—Capital Outlay on Education, Art and Culture Rs. 11,27,000/- -Major Head—488—Social Security and Welfare Rs. 2,00,000/- and Major Head 511—Capital Outlay on Dairy Development Rs. 1,10,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 42. Major Head 738—Loans for Road and Water Transport Services Rs. 5,00,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 21 that the amount of the Demand No. 21 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. "failure to control and eliminate wasteful expenditure on other charges".

(It was put to voice vote and lost).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 18,61,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 21 Major Head 285—Information and Publicity Rs 17,45,000/- and Major Head 339—Tourism Rs. 1,16,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 60,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 28 Major Head 287—Labour & Employment-Craftsmand Training Rs. 60,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 60,62,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 34 Major Head 299—Special & Backward Areas Rs. 43,31,000/- and Major Head 321—Village & Small Industries Rs. 17,31,000/-.

(It was put to voice vote and passed.)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 14,00,000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31 st March, 1982 in respect of Demand No 38 Major Head 500—Investment in General Financial Trading Institution Rs. 14,00,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 21,95,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during

the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 44 Major Head 526—Capital Outlay on Consumers Industries Rs. 21,95,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 11,16,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 47 Major Head 498—Capital Outlay on Co-operation Rs. 4,00,000/- Major Head 698—Loans to Co-operative Societies Rs. 1,16,000/- and Major Head 726---Loans to Consumers Industries Rs. 6,00,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 4,26,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 12 Major Head 256 —Jails.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 3,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March , 1982 in respect of Demand No. 22 Major Head 283—Housing Rs. 3,87,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 7,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 27 Major Head 314—Community Development-Panchayat Rs. 7,18,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Now question before the House that a sum not exceeding to Rs. 60,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 32 Major Head 314—Community Development Rs. 60,00,000/-.

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,87,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 22 (Major Head—283—Housing Rs. 3,87,000/-.

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 7,18,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1981 to 31st March 1982 in respect of Demand No. 27 (Major Head—314—Community Development-Panchayat Rs. 7,18,000/-)

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 60,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 32 (Major Head 314—Community Development Rs. 60,00,000/-).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 34,000/- be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the period from 1st April 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 33. (Major Head 314—Community Development Rs. 34,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 13,71,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 27 (Major Head 298—Co-operation Rs. 13,71,000/-).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 17,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 30 (Major Head 299—Special and Backward Areas Rs. 5,03,000/- Major Head 310—Animal Husbandry Rs. 11,70,000 and Major Head 311—Diary Development Rs. 30,000/-).

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 58,14,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 40 (Major Head 498—Capital outlay on Co.-operation Rs. 35,91,000/- and Major Head 698—Loans to Co-operation Rs. 22, Rs. 22,23,000/-.

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1981 to 31st March 1982, in respect of Demand No. 29 (Major Head—312—Fisheries Rs. 1,00,000/-.

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 31, Major Head 307 that the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that need to extend soil and water conservation schemes in the remote tribal areas.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 22,34,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981- to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 31 (Major Head 307—Soil and Water Conservation Rs. 22,000 and Major Head 313—Forest Rs. 22,12,000/-.

(Then the Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 37,27,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 18 (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 13,000/- Major Head 280—Medical Rs. 32,36,000 Major Head 282—Public Health, Sanitation and Water Supply Rs. 3,53,000 and Major Head 299—Special and Backward Areas Rs. 1,25,000/-.

(Then the demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 12, Major Head 265 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. failure to control and eliminate wasteful expenditure on Travel Expenses.

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speker—Now the question before the House is that the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 12 Major Head—265

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Travel Expenses."

(The cut motion is given to voice vote and is lost).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 14,62,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 12 (Major Head 265—Other Administrative Services Rs. 13,24,000/- Major Head 296— Secretariat Economic Services Rs. 11,000/- and Major Head 304—other General Economic Services Rs. 1,27,000/-.

(The Demand is given to voice vote and is passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 4,40,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March 1982 in respect of Demand No. 13 (Major Head 258—Stationery and Printing Rs. 4,40,000/-.

(The Demand is given to voice vote and is passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,57,08,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1981 to 31st March, 1982 in respect of Demand No. 25 (Major Head 288—Social Security and Welfare Rs. 2,57,08,000/-.

(The Demand is given to voice vote and is passed).

আফ্ এন আওয়ার ডিসকাশন্

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"প্রশ্ন এবং উত্তরের বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা।" মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয় ৯৭নং তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের উপর বিগত ১২-২-৮২ইং তারিখে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তার উপর আলোচনা করার জন্য ৬০(১) ধারা অনুযায়ী একটি নোটিশ দিয়েছেন এবং আমি তাহা আলোচনার জন্য অনুমোদন করেছি। মাননীয় সদস্য যিনি নোটিশটি দিয়েছেন উনাকে আমি অনুরোধ করব নোটিশটির বিষয় বস্তুর উপর বক্তব্য রাখতে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় উনার সংক্ষিপ্ত উত্তর রাখবেন। অন্যান্য সদস্যরাও বিষয় বস্তুর উপর প্রশ্ন রাখতে পারেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রী খগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষকদের মাঠে জল সরবরাহের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত নদী নালা, ছড়া আছে এবং মাটির নীচে জল আছে ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে সেগুলি কৃষকদের স্বার্থে কখনো ব্যবহার করে নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কৃষকদের জমিতে জল সরবরাহ করা যায়, যাতে ফসল ভাল ফলানো যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমলাদের গাফিলতির জন্য সেগুলি চালু করা সম্ভব হয় নি। সেই জন্য পূর্ত দপ্তর যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় সদস্য খগেন দাস উত্থাপন করেছেন। এই বিষয়টির উপর আমিও একটু বক্তব্য রাখতে চাই। গত দু'বছরের মধ্যে জিরানীয়া ব্লকে এবং মেলাঘর ব্লকে দু'টা জায়গায় কিছু সেলো টিউবওয়েল করা হয়েছে। এবং অন্যান্য যে সমস্ত ব্লকেও ২।১টি করে সেলো টিউবওয়েল বসানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কোথাও ২।১টির সিংকিং হয়ে গেছে। আমি জিরানীয়া ব্লকের কথা প্রথমে বলছি। আগরতলা শহরের খুব কাছে যেখানে শুনেছি দেড় শতাধিক সেলো টিউবওয়েল বসানো হয়েছে আজ পর্য্যন্ত সেই সেলো টিউবওয়েল গুলি আমি যতটুকু জানি, দায় দায়িত্ব দিয়ে যে জিনিষটা ঘোষণা করা হয়েছিল প্যাক্‌সের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে তা করা হয় নি। যদি সংবাদ সত্য হয়, তাহলে এ গুলি অনেক দিন আগে ঘোষণা করা হয়েছিল। মেলাঘর ব্লকেও ঠিক একই রকম চলছিল। মেলাঘর ব্লকের ধনপুর মাঠে ২৯টি সেলো টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। কিন্তু তার ভেতর ১৬।১৭ টির মত জবরদস্তি করে প্যাক্‌সের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাকেও ভূমিকা নিতে হয়েছিল। একটি লক্ষ্য সামনে রেখে কত দ্রুত কৃষকদের সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, কো-অপারেটিভ, পঞ্চায়েত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরী করেছে জল সেচের জন্য তা সত্যি। কিন্তু সেই উদ্যোগ নির্দ্দিষ্ট দপ্তরের জন্য সঠিক ভাবে রূপায়িত হতে পারছে না। সঠিক ভাবে কৃষকদের হাতে জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে না। আগে থেকে সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমেই আমি বলতে চাই, এই সেলো টিউবওয়েল গুলি সম্পূর্ণ প্যাক্‌স, কো-অপারেটিভ এর প্রতিনিধি এসে রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে নির্দ্দিষ্ট দপ্তরের কর্ত্তাদের কাছে। কিন্তু একটি মাত্র উত্তর মিলছে মাইনর ইরিগেশানের কাছ থেকে এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। কন্সট্রাকশানের কাজই আমাদের কাজ। এমন কি কোন কোন অফিসার লিখিত উত্তর দিয়েছেন এই সব ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন খোঁজ খবর করবেন না। রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই সেলো টিউবওয়েল গুলি আজ অচল। কিন্তু তা সত্বেও তিনটা দপ্তর যথা, বিদ্যুৎ, মেন্টেনেন্‌স এবং কন্সট্রাক্‌শান এইগুলি ঠিক ভাবে কাজ করছে না। কিন্তু সেলো টিউবওয়েল গুলি চালু করার জন্য আমরা কি হতে না দেখেছি।

স্যার, আগরতলা শহরের অধীন জিরানীয়া ব্লকে যারা থাকেন তারা শ্যালোটিউব ওয়েল সিংকিং এর জন্য নিজেরা জমি দান করেছেন। সেই জমিতে শ্যালো টিউব ওয়েল বসবে, এনারগাইস্‌ড পাম্প মেসিন জল সেচ করবে। তারা নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করে অফিসে এসে খোজ করেন। কন্‌স্ট্রাক্‌শান বিভাগে গেলে বলে ম্যান টিনান্সে যাও, ম্যাটিনান্সে গেলে ইন্টারনেল-এ যাও, ইন্টারনেলে গেলে পরে বলে কন্‌ট্রাক্‌শান বিভাগে যাও। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাদের হয়রানি হতে হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। তাহলে জল সেচ ব্যবস্থা কোথায়? মিঃ স্পীকার, আমি মূল সমস্যা গুলি আজকে হাউসের সামনে উল্লেখ করতে চাই। রাজ্য সরকারের যে সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত প্রকৃত পক্ষে কৃষকদের কাছ পৌছাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত আছে যে শ্যালো টিউবগুলি প্যাক্‌স-এর হাতে হ্যাণ্ড ওভার করা হবে। আমি জানি জিরানীয়া ব্লকে যে সমস্ত শ্যালো টিউবওয়েল আছে সেগুলি প্যাক্‌স নিতে অস্বিকার করছে।

কেন ? শ্যালো টিউবওয়েলের জন্য জমি দেওয়া হল, সেই জমিতে সিং কি হলো অথচ প্যাক্স নিতে চাচ্ছে না। প্যাক্স হাতে নিতে চাচ্ছে না এই জন্য যে, সেগুলি পরিচালনার জন্য যে সংগঠনের দরকার সেগুলি প্যাক্স-এর নেই। কাজেই আমাদের ভাবা দরকার যে কি কায়দায় আমরা শ্যালো টিউবগুলি পরিচালনা করব। স্যার, মেলাঘরে প্যাক্স এর হাতে ৮।৯ শ্যালো টিউবওয়েল হ্যাণ্ড ওভার করা হয়েছিল। অমি নিজে গিয়ে তাদেরকে অনুরোধ করেছি এই শ্যালো টিউবগুলি নেওয়ার জন্য। কিন্তু নেওয়ার পর দেখা গেল যে মাত্র দুইটা শ্যালো টিউবওয়েল চলছে আর বাকীগুলি চলছে না। অচল হয়ে গেছে। দায়িত্ব নিলেইতো আর জল সেচ হবে না। যে ৬টা মেসিন অচল হয়ে গেল সেগুলি রিপেয়ার করবে কে ? এগুলি তো আগে থেকেই নষ্ট, স্যার, অনেক জায়গায় সিংকিং করা হয় কিন্তু প্রপার সিংকিং হয় না। কাজেই আবার পাম্প মেসিন গুলিকে টেনে নিয়ে যাও। এই হচ্ছে অবস্থা। এই পরিস্থিতে আমি এইটুকু বলতে চাই যে কয়টা শ্যালো টিউবওয়েল প্রপার সিং কিং হয়েছে, সেগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে পরিচালনের জন্য একটা ব্যবস্থায় আমাদের আসতে হবে। তার এসিষ্টান্স কোথা থেকে আসবে, সে সম্পর্কে অমাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্রামগঞ্জে ইলেক্ট্রিক অফিস থাকবে, আর ধনপুর থেকে ইণ্টারনেল ওয়ার্কিং এর জন্য বিশ্রামগঞ্জে দৌড়াবে এটা হতে পারে না। সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে পরিচালনের জন্য আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে জলসেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আমরা দেখেছি সেচ দপ্তরের অকর্মন্যতা এবং দায়িত্বহীনতার জন্য বিষয়টি অবহেলিত হয়ে আছে। স্যার, শ্যালো টিউবওয়েল যা সিং কিং হয়েছে সেগুলির শতকরা ৯৫ ভাগই অচল। এমতাবস্থায় ত্রিপুরাকে একটা গভীর সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু সেচ দপ্তর যদি এ সম্পর্কে সচেতন থাকত তাহলে এমন অবস্থা নিশ্চয়ই হতে পারত না। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিং সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমান করছে বামফ্রন্ট সরকারের উদাসীনতা। আজকে খরার কালে কৃষকরা জমিতে জলসেচ করতে পারছে না। সেচ দপ্তর নানা ভাবে কৃষকদের ধোঁকা দিচ্ছে। সেচ দপ্তরের আমলা-কর্মচারীরা টেণ্ডার কল করতে হবে, অমুক নেই তুমক নেই ইত্যাদি বলে গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের ধোঁকা দিচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীরাও তাদেরকে পাম্পসেটা সরবরাহ করবেন বলে আশ্বাস দিচ্ছেন কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করছেন না। ফলে ত্রিপুরার একটা বিরাট এলাকা বিপর্যস্ত। খরা মোকাবিলা করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলি কৃষকদের কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে না। স্যার, কৃষকদের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি সেচ দপ্তরকে আপনারা সক্রিয় করে তুলুন। মানুষকে আর ধোঁকা না দিয়ে জল সেচ ব্যবস্থার নিমিত্ত কার্য্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করে ত্রিপুরাকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবেন, এই আহ্বান জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের অধিবেশন চলার সাপেক্ষে আরও কিছু সময় বাড়ানোর জন্য আমি হাউসের সেন্স নিতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয় টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়টি আলোচনার জন্য আরও কিছু সময় বাড়ানোর জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—হাউসের অনুমতি নিয়ে আমি আরও ১৫ মিনিট সময় বাড়ালাম। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৯৭ যেটা ছিল, সেটার জবাব আমি তখন দিয়েছিলাম। সেটার জবাবে আমি বলেছিলাম যে, এ পর্যন্ত আমারা ৩২১ টি শ্যালো টিউবওয়েল বসিয়েছি। ৯২ টি আমরা হ্যাণ্ড ওভার করেছি, ৬৯ টি হ্যাণ্ড ওভার করার জন্য রেডি আছে, ৭৬টি ইলেকট্রিফিকেশানের জন্য কাজ চলছে. আমরা আশা করছি মার্চের মধ্যে এগুলি হ্যাণ্ড ওভার করতে পারব। আর বাকী ৪২টি এপ্রিল মাসের মধ্যে করা যাবে আর বাকী ৪২টি আমরা পর্যায়ক্রমে করব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে শ্যালো টিউবওয়েলের এই স্কীমগুলি মূলতঃ আমাদের স্কীমে ছিল না। ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে এইগুলি আমার শুরু করি এবং এইগুলি ব্লক এর থ্রুতে, বি, ডি, সির থ্রুতে আসে। যারা এই শ্যালো টিউবওয়েল বসানোর আবেদন করেন সেই আবেদন পত্র বি, ডি, সির থ্রুতে এবং কখনও কখনও ইনডিভিজুয়্যাভল হয় এবং সেটা এস, এফ, ডি থেকে স্পনসর্ড হয়ে মাইনর ইরিগেশানে আসে এবং আসলে পর তখন এস. এফ. ডি আংশিক টাকা দেয় আর আংশিক টাকা দেয় ইরিগেশান এবং সেচ দপ্তর সেটা বসিয়ে দেন। যারা এপ্লিকেশান করেন ইরিগেশানের জন্য শ্যালো টিউবওয়েল চাইছেন তারা জানেন ল্যাম্পস্ অথবা প্যাক্স সোসাইটি তারা জেনেশুনে তাদের এপ্লিকেশানের মূলে এই সমস্ত বসানো হচ্ছে কাজেই তারা জানেন না এমন কোন প্রশ্ন নেই। আমরা ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশানের জন্য যে টাকা পাই আমাদের প্রতি বছর এই ভিলেজ ইলেট্রিফিকেশানের জন্য একটা টারগেট থাকে। যেমন এ বছর আমাদের টারগেট হচ্ছে ২৭০টি ভিলেজে আমরা যাব তখন ওটার সঙ্গে প্যাক করে এই শ্যালো টিউবওয়েলগুলি ধরে নেব। কাজেই এই শ্যালো টিউবওয়েল করতে যে অতিরিক্ত খোটা এবং ম্যাটেরিয়েলস্ লাগে আমাদের ওখান থেকে ওটা ডাইভারট্ করতে হয় এবং কিলোমিটারের পর কিলো-মিটার এই যে ডাইভারট করতে হয় তার জন্য মেটারিয়্যালস্ কষ্ট হিসাবে টাকার দরকার। তথাপি ওটা আমরা করেছি এবং এটা এই দায়ীত্ব আমরা পালন করবো কারন আমাদের সামগ্রিক স্বার্থেই আমরা করবো। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রবলেম আমরা একটাও কাটিয়ে উঠতে পারি নি। একটা শাল পোলের দাম ৩০০ সাড়ে ৩০০ টাকা সেই জায়গায় আমাদের একটা আয়রন খোটা কিনতে হচ্ছে ১২শত বা ১৩শত টাকা দিয়ে। একটা পি, সি, সি পোল যেটা কমপ্লিট পোল যেটা একটা উডেন পোলোর চেয়ে অনেক বেশী দাম ট্রান্সপোর্ট কষ্ট সহ ইত্যাদি এই বছরের মার্চ মাসে যখন বাজেট হয় সেই বাজেটের মধ্যে আমাদের টাকার একটা লিমিটেশান আছে সেই লিমিটেশানের মধ্যে ভিলেজ ইলেক্ট্রিফিকেশান এভার থিং রয়েছে। আগে ১০০ টাকায় ২৫টি খোটা পাওয়া যেত এখন ১০০ টাকায় সেখানে একটি খোটা পাওয়া যায় তার কারন হচ্ছে

বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েই চলেছে এবং এই সমস্ত মেটেরিয়্যালস্ এভেলেবল না হওযাতে আজকে এই অবস্থা হয়েছে। এই কথা যদি হাউসে এখন বলা হয় ল্যাম্পস্ প্যাকস্ এবং সোসাইটির কাছে শ্যালোর জন্য যারা এপ্লিকেশান করেছেন তাদের এপ্লিকেশানের মূলে সেখানে এইগুলি বসানো হয়েছে এবং এখন তারা জানেন না এ কথা ঠিক নয়। দায়িত্ব কিছু নিতে হবে, দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ইলেকট্রিক ডিপার্ট-মেন্ট কিছু দায়িত্ব নিয়েছেন, আমরাও চেষ্টা করছি। একটা শ্যালো টিউবওয়েল করতে গেলে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয তার জন্য এখনই ৫০০ টাকা মাসে বেতন দিয়ে লোক নেওয়া যাবে না তাই আমাদের যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আছে, ইলেকট্রিফিকেশান আছে সেখানে একটা স্কীমের মধ্য দিয়ে ৫ লাখ বা ১০ লাখ টাকা খরচ চলছে। যেখানে ২০০ একর বা ১০০ একরের মতো জায়গায় হচ্ছে তার জন্য যথেষ্ট মেকানিকস্ আমরা নিতে পারছিনা। একটা শ্যালো টিউবওয়েল সোসাইটি ল্যাম্পস এবং প্যাকস এর দায়িত্ব নিয়ে যে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে, পরিচালনা করতে হবে। এখন যে পজিশান ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন জায়গাতে ব্লক এরিয়াতে বিভিন্ন কাজের জন্য ছোট ছোট মেকানিকস্ নেবার জন্য যে ট্রেনিং দিচ্ছে গ্রামের মানুষকে যেমন গাঁও সভার পাম্পগুলি মেরামত করার জন্য এবং অন্যান্য ছোট ছোট কাজে কিছু কিছু মেকানিকস্ শেখানোর স্কীম নেওয়া হয়েছে এবং এখন ট্রেনিং শুরু হয়েছে। সেই সমস্ত গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে দিয়ে এইগুলি মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে। এই দায়িত্ব তাদেরও নিতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার সবাই জানেন আমরা জলের উপর জল কর নিচ্ছিনা। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মতো জায়গায় যেখানে বামফ্রন্ট সরকার আছেন তারা কিন্তু জল কর নিচ্ছেন কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় এখনো কোন জাযগাতেই জল কর নিচ্ছেন না। কাজেই এটা ঠিক যে এই খরার মুহূর্তে আমরা যদি আরো বেশী শ্যালো টিউবওয়েল বসাতে পারতাম তাহলে অনেক বেশী উপকার হতো অবশ্য তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট এখনই সমস্ত কাজ করতে পারবেন না কারণ টেকনিক্যাল কিছু ডিফিকালটি আছে কারণ গ্রামের বিভিন্ন জায়গাতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ একসটেনশান হচ্ছে। যেই মুহূর্তে কনষ্ট্রাকশন ওয়ার্ক শেষ হয়ে গেল সেই মুহূর্ত্তে মেন্টিনেন্স ওয়ার্ক নন্ প্লেনে চলে গেছে এবং নন প্লেনের জন্য আমরা যথেষ্ট ৎথ্যক কর্মচারী পাবনা কাজেই প্ল্যান কনষ্ট্রাকশান স্যাংশান এবং মেনটিনেন্স স্যাংশান চালু থাকছে। প্রবলেম কিছু রয়েছে আমরা যে সবটাই সুন্দর ভাবে করতে পেরেছি এমন কথা বলছিনা। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা মেনটিনেন্স ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারছি না তাই মেন্টিনেনসের জন্য ডিভিশান, সাব-ডিভিশান রয়েছে কিন্তু মানুষের যত কাছাকাছি সেগুলি স্থাপন করা দরকার তত কাছাকাছি আমরা করতে পারছিনা। বিদ্যুৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক জায়গায় যে পরিমাণ লোক দেওয়া দরকার সে পরিমাণ লোক দিতে পারছিনা এই সমস্ত প্রবলেমগুলি আছে কিন্তু তার জন্য আমাদের চেষ্টা আছে। মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলেছেন কৃষির ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পেরেছি সেটা ঠিক নয় কিন্তু একটা কমপারেটিভ ব্যবস্থার কথা আমাদের জানা দরকার। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বাম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে খরার সময়ে অন্যান্য বছরে যে অবস্থা ছিল তার জন্য এই বার যাতে

এই খরায় এই পাম্পগুলি চালানো যায় তার জন্য চেষ্টা করছি গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে, সেক্রেটারিয়েট লেভেলে, এগ্রিকালচার লেভেলে এবং সেই প্লেন ডিপার্টমেণ্টের লোক সবাই মিলে প্রতি মাসের ২৫ তারিখে একটা মিটিং হয় প্রতি ব্লকে ৫ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে সেই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। পূর্ত্ত দপ্তরের ইঞ্জিনীয়ার আছেন, বি, ডি, ও, আছেন, এগ্রিকালচারেল সুপারেনটেন্ডেণ্ট আছেন তাঁরা সেই লেভেলে কোন স্কীমগুলি চলছে না চলছে সেগুলি দেখছেন প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ডিষ্ট্রিক লেভেল, অফিসারদের লেভেল মিটিং হচ্ছে এবং মাসের শেষের দিকেও হচ্ছে। যাতে শ্যালো টিউব ওয়েলগুলি ঠিক মতো চালু করা যায় তার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। প্রায় ২৫০ টি জলসেচের জন্য লিফট আমাদের এখানে চালু আছে। দুইটার কথা বাদ দিলাম কারণ এই দুইটা অনেক দিন যাবৎ বন্ধ আছে। আর সেগুলির মধ্যে ওয়ারকিং প্রোগ্রেস হচ্ছে বা কাজ চলছে তার মধ্যে ডিপ টিউবওয়েল ২০টা এবং ডাইভারশান স্কীম ৫টা। আর ইনভেষ্টিগেশান হয়ে গেছে এমন ডিপ টিউবওয়েল ১১টা ডাইভারশান স্কীম ৮টা। আমরা সরকারে আসার আগে ১.২৫ পারসেণ্ট জমি আণ্ডার ইরিগেশান ছিল। আমাদের যে সমস্ত স্কীম ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে, সে সমস্ত স্কীমের কাজ চলছে এবং গোমতী ব্যারেজকে মিডিয়াম ইরিগেশান হিসাবে ধরলে, আমরা ১২ হাজার ৭৫৩ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় আনতে পারব। আমরা পারসেন্টেজ হিসাবে যদি ধরি টুটেল কালটিভেবল ল্যাণ্ডের ৫ পয়েন্ট সামথিং জল সেচের আওতায় আসবে। আমাদের কাজে কোথায়ও কোথায়ও ডিফেক্ট থাকতে পারে। যেমন কাঞ্চনপুরের বিধায়ক ও সাবরুমের বিধায়ক আমাকে কতগুলি ডিফেক্টের কথা বলেছেন। আমরা সেই ডিফেক্টগুলি সারাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের কতগুলি অসুবিধার জন্য সেগুলি একটু দেরী হবে। তা মাননীয় সদস্যদের বুঝে নিতে হবে। এছাড়া আমরা ১০০ জন কৃষককে সাবসিডি দিয়ে ১০০ টা পাঁচঘোড়ার মেশিন কৃষককে দিয়েছি। ভর্ত্তুকীতে ২০০টি শ্যালো টিউবওয়েল কৃষকদের দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক যে ত্রিপুরা একটি কৃষিপ্রধান রাজ্য। সেখানে জলের প্রশ্নটা অত্যন্ত জরুরী। কৃষকদের জন্য যে স্কীমটা থাকে সেই স্কীমটা যদি চালু হতে দেরী হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষকদের কাছে ভাল লাগবে না এবং তাদের মনে আর কোনও প্রশ্ন জাগবে না। আর যত তাড়াতাড়ি চালু হয় ততই ভাল এবং তাদের মনেও একটা আনন্দ জাগবে। ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির কথা ভাবলে প্রথমেই কৃষকদের সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করতে হবে। আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তা দূর করার জন্য। তবে আমাদের কাজ করার যে অসুবিধাগুলি আছে তা মাননীয় সদস্যদের বুঝতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এখানে আর একটা জিনিষ হচ্ছে আমাদের দপ্তরে যে কো-অর্ডিনেশান আছে তাকে জোরদার করতে হবে এবং বামফ্রণ্ট সরকার যে স্কীমগুলি হাতে নিয়েছেন সেখানে সরকারী লোক দেওয়ার সুবিধা নাই, তাই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স চালু করতে হবে। তাতে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। এই সহযোগিতাই আমাদের কাজগুলিকে তরান্বিত করতে পারবে এবং আমাদের যে অসুবিধাগুলি আছে সেগুলি আমরা পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে পারব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: স্পীকার :— এই সভা আগামী ১৮ই জানুয়ারী ১৯৮২ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 3

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৯৮১ সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি গাঁও সভার জন্য গোচারণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

২) দেওছড়া গাঁও সভার জন্য গোচারণ ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১) কমলপুর মহকুমায় ৬টি গাঁও সভায় গোচারণ ভূমি চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য মহকুমায় হয় নাই।

২) না।

Admitted Starred Question No. 5

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) দেওছড়া মৌজায় রেল লাইনের জন্য এক্যুইজিশন করা জমির ক্ষতি পূরনের টাকা কি সর্ব্ব ক্ষেত্রে সমহারে দেওয়া হইযাছে ; না দেওয়া হইলে তাহার কারণ কি?

২) এবং এই ব্যাপারে সরকার কোন তদন্ত করিবেন কি?

উত্তর

১) না, কারণ ভিটি ও টিলা ভূমির জন্য বিভিন্ন ক্ষতি পূরণের হার ধার্য্য করা হইযাছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 19

By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি সাব রেজিষ্টার অফিস আছে ;

২) সেগুলি হইতে বৎসরে গড়ে কি পরিমাণ আয় হয় ;

৩) ধর্মনগরের কাঞ্চনপুর ও কদমতলায় নূতন দুইটি সাব রেজিষ্টার অফিস খোলা হবে কি?

উত্তর

১) মোট—১০ টি।

২) ১৯৮০—৮১ সালে মোট আয় ১০,৪৭,৩০৫ টাকা।

৩) এখন পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাব নাই।

Admitted Starred Question No. 20

By—Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমার ব্রজেন্দ্রনগর, সাতসঙ্গম মোহন টিকিতে যে সমস্ত জিরাতিয়া ভূমি আছে, তাহা ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্টন করে দেওযার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি দেওযা হয়, তবে কবে পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) উক্ত অঞ্চল সমূহে বর্ত্তমানে কোন জিরাতিয়া ভূমি নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 24

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণের টাকা অনিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগে বহু মকদ্দমা কোর্টে দায়ের হয়েছে ?

২) সত্য হইলে, এই মোকদ্দমাগুলির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণের টাকা অনিয়মিতভাবে দেওয়া হয় নাই। কিছুসংখ্যক লোক ক্ষতিপূরণের টাকায় সন্তুষ্ট না হইয়া অধিক হারে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য এল, এ অ্যাক্ট-র ১৮ নং ধারা মতে আবেদন করিয়াছে।

২) এইরূপ মোট ৭৮টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৩টি কৈলাশহর L. A Judge Court. এ নিষ্পত্তির জন্য পাঠানো হইয়াছে এবং অবশিষ্ট দরখাস্তগুলি বর্ত্তমানে বিচার করিয়া দেখা হইতেছে।

Admitted starred Question No. 82

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কত একর রাবার বাগান আছে ; এবং

২। কতকগুলি রাবার বাগান থেকে রাবার সংগ্রহ করা হইতেছে ?

৩। এই রাবার বাগানগুলিতে কতজন স্থায়ি শ্রমিক এবং কতজন অস্থায়ি শ্রমিক কাজ করেন ?

৪। ইহা কি সত্য শ্রমিক কার্ড পাওয়া শ্রমিককেও কাজ নাই বলে কাজ দেওয়া হচ্ছেনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৩৬৭৩.৩৭ হেক্টর রাবার বাগান আছে।

২। বনকরপোরেশন কর্তৃক বর্তমানে ৩৫৩.৯৩ হেক্টর রাবার বাগানে ৬১,৮৩১টি রাবার গাছ থেকে ল্যাটেক্স (রস) সংগ্রহ করা হইতেছে।

৩। বন করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে রাবার বাগানগুলিতে মোট ৯৭৩ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি দিবস গড়ে ১৭২৭ জন শ্রমিক রাবার বাগানে কাজ করেন।

৪। রাবার বাগানে কোন শ্রমিক কার্ড চালু নাই, অতএব এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠে না।

Admitte Starred Question No. 180

By—Sbri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Forest Department be pleased to state—

১। সামাজিক বনায়নে রাজ্য সরকার ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছর কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন,

২। বর্তমানে সময় পর্য্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের কত ভাগ ব্যয় করা হয়েছে,

৩। এর ফলে কি কি বনজসম্পদ নূতন করে গড়ে উঠেছে এবং এদের উপযোগিতা কি,

৪। এ পর্য্যন্ত কত হেক্টর জমি সামাজিক বনায়নের আওতায় এসেছে ?

উত্তর

১ সামাজিক বনায়নে রাজ্য সরকার১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে ৫.১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন।

২। বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ৪,৬০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯.৬১ শতাংশ,

৩। এর ফলে জ্বালানী কাঠের গাছ, কাজুবাদাম, বরাক ও বারি বাঁশের ঝাড়, জনসাধারণ নিজেদের জমিতে লাগিয়ে উপকৃত হবেন। এই প্রকল্প ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করিবে।

৪। এ পর্য্যন্ত ৯০১.৮৫ হেক্টর জমি সামাজিক বনায়নের আওতায় এসেছে।

Admitted Starred Question No. 187
By—Shri Manik Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) গৃহহীন ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ;

২) এই ভূমি বণ্টনের কাজ পঞ্চায়েত গণ সংগঠনগুলির সহযোগিতা গ্রহণ করা হয় কি না ?

উত্তর

১) খাস জমিতে দখলকারী ভূমিহীন কৃষক, জুমিয়া এবং গৃহহীন ব্যক্তিদের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কার্য্য ত্বরান্বিত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে সব ভূমিহীন ব্যক্তির দখলে কোন খাস জমি নাই তাদের জন্য খাস জমি অনুসন্ধানের কার্য্য চলিতেছে ।

২) হঁ্যা ।

Admitted Starred Question No. 192
By—Shri Drao Kumar Reang
Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কত উপজাতি পরিবারকে বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে,
(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) মোট জমির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) বিভাগ ভিত্তিক হিসাব :—

মহকুমার নাম	সংখ্যা
কৈলাসহর	২
ধর্ম্মনগর	৩
কমলপুর	৮৬
উদয়পুর	৯
অমরপুর	২৬
বিলোনীয়া	১১
সাব্রুম	১৫

১) সদর, খোয়াই ও সোনামুড়া মহকুমায় ঐ সময়ে কোন জমি ফেরৎ দেওয়া হয় নাই

২) ১৪৮·০১ একর ।

Admitted Starred Question No. *199.
By—Shri Hari Charan Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ছোট ও মাঝারী কৃষকদের দায়াবদ্ধ জমি মহাজনদের নিকট থেকে উদ্ধারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা করা হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) আইনানুগত ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 211.
By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমায় প্রত্যেকরায় মৌজাতে কারী দানিশ মাহমুদ, কুতুব উদ্দিন চৌধুরী, সাকুবউদ্দিন চৌধুরীর দেয়া মোট ৪ দ্রোন ওয়াকফ্ সম্পত্তি কিছু অ-মুসলমানের নামে জোত হয়ে গেছে,

২) সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা করেছেন ?

উত্তর

১) কারি দানিশের পৌত্র কুতুবউদ্দিন স্বয়ং তাঁহার ৫১·৪৭ একর জোত জমির মধ্যে একটি মসজিদ (০·১১ একর) বাদে বাকী সব জমি ৩৬ জন অ-মুসলমানের সঙ্গে রেজিষ্টি দলিল মূলে এওয়াজ বদল করিয়া বর্ত্তমান বাংলাদেশে চলিয়া গিয়াছে। এই সম্পত্তির ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির তালিকাভুক্ত নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 1

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত কত একর রাবার বাগান তৈরী হয়েছে ;

২। তার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে কত এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কত একর হয়েছে ;

৩। কত একর বাগান বর্ত্তমানে ল্যাটেক্স উৎপাদন করছে এবং ল্যাটেক্সের পরিমাণ কত ;

৪। রাজ্যের কয়টি পঞ্চায়েৎ কত একর রাবার বাগান করেছে ;

৫। কয়টি পঞ্চায়েৎ নূতন রাবার বাগান করার জন্য আবেদন জানিয়েছে ;

৬। আবেদনকারী পঞ্চায়েৎগুলোর রাবার বাগান তৈরীর কাজ কবে নাগাদ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বর্ত্তমানে আর্থিক বৎসর (১৯৮১-৮২) পর্য্যন্ত ৩৬৭৩.৩৭ হেক্টর রাবার বাগান তৈরী হয়েছে।

২। সরকারী উদ্যোগে রাবার বাগান তৈরী হয়েছে ৩৪৬২.৫৯ হেঃ
ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাবার বাগান তৈরী হয়েছে ২১০.৭৮ হেঃ
বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) বন দপ্তরের সৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানে আছে—১৬.৩০ হেঃ

(খ) বন দপ্তর কর্ত্তৃক ১৯৬৩ সাল হইতে ১৯৭৫ সাল পর্য্যন্ত সৃষ্ট এবং ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যানটেশন করপোরেশনকে হস্তান্তরিত—৪১৮.৬৬ হেঃ

(গ) বন করপোরেশন কর্ত্তৃক ১৯৭৬ সাল হইতে ১৯৮১ সাল পর্য্যন্ত—

১৯৭৬-৭৭—	১৪৮.০০ হেঃ
১৯৭৭-৭৮—	৩০৩.০০ হেঃ
১৯৭৮-৭৯—	৪১৬.৫০ হেঃ
১৯৭৯-৮০—	৬৬৫.২০ হেঃ
১৯৮০-৮১—	৭০০-৭৮ হেঃ
১৯৮১-৮২—	৭৩৪.১৫ হেঃ
	২৯৬৭.৬৩ হেঃ

মোট সরকারী উদ্যোগে সৃষ্ট—	৩৪৬২.৫৯ হেঃ
ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৃষ্ট—	২১০.৭৮ হেঃ
মোট—	৩৬৭৩.৩৭ হেঃ

৩। বন করপোরেশনের আওতায় বর্তমান বৎসরে ৩৫৩.৯৩ হেঃ রাবার বাগানে ল্যাটেকস্ উৎপাদিত হইতেছে। ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৮১ সালেব ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর শুক্না রাবার উৎপাদনের নিম্নে দেওয়া হইল—

(১)	R M.A. IX—	৩৬০০.৬০০ কেঃ জিঃ
(২)	R.M A. I—	২১৮০১.৭০৩ কেঃ জিঃ
(৩)	R.M.A. II -	১৬০১৫.৩৭৪ কেঃ জিঃ
(৪)	R.M.A. III—	২৫৭০.৮৫০ কেঃ জিঃ
(৫)	Scrap—	৫৭৭৮.০২৭ কেঃ জিঃ
		৪৯,৭৬৬.৫৫৪ কেঃ জিঃ

৪। পঞ্চায়েতে কোন রাবার বাগান করা হয় নাই।

৫। পঞ্চায়েতে রাবার বাগান করার কোন আবেদন পাওয়া যায় নাই।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 2

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাজ্যে রেজিষ্টিকৃত শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা কয়টি ছিল ?

২। ঐ তারিখে কতজন শ্রমিক ঐ সংস্থাগুলোর সংগে যুক্ত ছিল ?

৩। ১৯৮১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা কততে দাঁড়িয়েছে ?

৪। ঐ তারিখে সংগঠনগুলোর মোট সভ্য সংখ্যা কত হয়েছে ?

৫। বর্ত্তমানে শ্রমিকদের কি কি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছিল না ?

৬। গৃহীত শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাজ্যে ১৫৩টি রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠন ছিল।

২। ঐ তারিখে মোট শ্রমিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪,৫৫৯।

৩। ১৯৮১ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা ২১৭ তে দাড়িয়েছে।

৪। ঐ তারিখে সংগঠনগুলির মোট সভ্য সংখ্যা ২৪,৯১৫ হয়েছে।

৫। ১৯৭৭ইং সনের পর হইতে শ্রমিকদের নিম্নতম মুজুরী ধার্য্য ও পুনঃ নির্দ্ধারণ নিম্নলিখিত সংস্থায় করা হয়েছে :—

(ক) বিড়ি শিল্প, (খ) দোকান ও সংস্থায়, (গ) কৃষিক্ষেত্র, (ঘ) চা শিল্প, (ঙ) রাস্তা তৈয়ারী ও দালান তৈয়ারী সংস্থা, (চ) বেসরকারী মোটর পরিবহন।

কন্‌ট্রাক্টলেবার (রেগুলেশন এণ্ড এ্যাবলিশান) আইন, ১৯৭০ এবং নিয়মাবলী গত ১৩-৯-১৯৭৮ইং থেকে কার্য্যকরী হয়েছে এবং এর ফলে উক্ত কর্মক্ষেত্র অসংগঠিত শ্রমিক সুযোগ সুবিধা পাবেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে কাজের জন্য ত্রিপুরার বাহির রাজ্য থেকে শ্রমিক আনবার ব্যাপারে

Inter State Migrant Labour Act র নিয়মবিধি চালু করা হয়েছে। এবং এর ফলে বহিরাগত শ্রমিকগণ তাহাদের মজুরী ইত্যাদি নিয়মিত পাবেন। ১৯৬১ইং সনের মোটর ট্রেন্সপোর্ট আইনের প্রয়োগ কমপক্ষে ৫ জন বর্ত্তমানে ২ জন শ্রমিক নিয়ে নিযুক্তি পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে। এর ফলে অধিক সংখ্যক শ্রমিক উক্ত আইনের সুবিধা পাবেন।

চা বাগান শ্রমিকদের জন্য একটি রিক্রিয়েশন কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

৬। গৃহীত শ্রমিক কল্যাণ মূলক ব্যবস্থাদি কার্য্যকরী ভাবেপ্রয়োগ করার জন্যে এবং যথারীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় লেবার অফিস খোলা হয়েছে। এবং প্রতি অফিসে একজন করে লেবার অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। শ্রমিক পরিদর্শক ও নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতি মহকুমায় শ্রম পরিদর্শক কার্য্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া কার্য্যকরী উপজাতি উন্নয়ন ব্লক ও আরও কার্য্যকরী ব্লকে শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ করার চূড়ান্ত ব্যবস্থা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 3
By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের বর্ত্তমানে যে জরীপ কার্য্য চলেছে তাঁর কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হইবে ?

২) গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন বিভাগে কতগুলি মৌজায় জরীপ কার্য্য শেষ হয়েছে ; এবং

৩) কতজন রায়তী সত্ব, ভূমিহীন, গৃহহীন ও জুমিয়া পরিবার পরচা পেয়েছেন তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) ১৯৮৫-৮৬ সাল নাগাদ।

২) সদরে—২, কমলপুর—১১, কৈলাশহর—৫।

৩) সদরে—৩, কমলপুর—১৫ ও কৈলাশহর—১২১।

Admitted Un-starred Question No. 14.
By—Shri Khagen Das. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Manpower. Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে তপশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতজন প্রতিবন্ধীকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ৪৭টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত লোকের মধ্যে ২,৭২৩জন তপশিলী জাতি ও ৪৮২৮ জন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। ৪৭টি দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত সময়ে মোট ২৩২ জন প্রতিবন্ধীকে সরকারী দপ্তরে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। বাকী তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No 16

By—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা কৃষ্ণনগরস্থিত টি. আর. টি. সি অফিস ভবন নির্মাণ এবং ষ্ট্যাণ্ড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অধিগৃহীত জমির মালিকদের ক্ষতি পূরণের পরিমাণ কত? (জমির মালিকদের নাম, তাদের জমির পরিমাণ ও ক্ষতি পূরণের টাকার পরিমাণ আলাদা আলাদা হিসাব)

২। অধিগৃহীত জমির ক্ষতি পূরণের টাকার পরিবর্তে বিকল্প জমি কতজনকে দেওয়া হইয়াছিল? (জমির পরিমাণ সহ জমি প্রাপ্ত ব্যাক্তিদের নাম।)

উত্তর

১। ১৯৭৩ইং সন হইতে ১৯৭৮ইং সন পর্যন্ত ৪টি ল্যাণ্ড একুইজিসন মামলায় ৭০ জন ক্ষতি পূরণ প্রাপককে মোট ১৪,৮৭৭৫৯.৪৮ পঃ ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইয়াছে। ভূম্যাধিকারীর নাম, দখলীকৃত ভূমির পরিমাণ এবং ক্ষতি পূরণের অংশীদারদের দেয় টাকার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২। ল্যাণ্ড একুইজিসন আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকার বিনিময়ে অন্য জমি দেওয়ার বিধান নাই। এবং কোন ব্যক্তিকে এইরূপ ক্ষতিপূরণের টাকার বিনিময়ে জমি দেওয়া হয় নাই। সাতজনকে অবশ্য ভূমি এলটমেন্ট আইন অনুযায়ী নজর-লইয়া ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

ANNEXURE—A.

ACQUISITION OF LAND MEASURING 1.389 acres for construction of Administrative Building for T.R.T.C. under L.A. CASE No. 15/SN of 1973.

Sl. No.	Name & Father's name.	Area.	Amount of compensation.		Remarks.
1	2	3	4		5
1.	Smti. Sailendra Bala Debi W/o. Mrigendra Deb Barma Thakur, Krishnanagar.	0.861	Rs.	1,89,496.47	
2.	—do—	0.100	Rs.	21,073 75	This amount was not paid due to dispute with jote dar and occupiers, they refer the case to the L.A. Judge u/s 30.
3.	—do—	0 100	Rs.	21,573.25	
4.	—do—	0 051	Rs.	11,500.61	
5.	—do—	0 170	Rs.	35,825.38	
6.	—do—	0 170	Rs.	22,039.91	
7.	—do—	Damage cost	Rs.	187 00	Paid to Birendra Ch. Ghosh.
8.	—do—	—do—	Rs.	344 50	Paid to Sachindra Ch. Ghosh
9.	—do—	—do—	Rs.	113 50	Paid to Jananendra Ch. Ghosh.
10.	—do—	—do—	Rs.	80 00	Paid to Shri Sushil Ranjan Ghosh.
11.	Birendra Ch. Ghosh, S/O. Raj Kr. Ghosh.	—do—	Rs.	238 20	
12.	Sachindra Ch. Ghosh S/O. Raj Kr. Ghosh	—do—	Rs.	323 12	
13.	Jananendra Ch. Ghosh S/O. Raj Kr. Ghosh.	—do—	Rs.	210.71	
14.	Sushil Ranjan Ghosh, S/O. Raj Kr. Ghosh	—do—	Rs.	248 25	
15.	Sahadeb Deb Barma, S/O. Rabi Ch. Debbarma	—do—	Rs.	155.44	
16.	Karna Deb Barma, S/O. Rabi Ch. Deb Barma	—do—	Rs.	199 41	
17.	Prabir Kr. Deb Barma, S/O. Rabi Ch. Deb Barma	—do—	Rs.	275.05	
18.	Harish Ch. Rudra Paul, S/O. Akshoy Ch. Rudrapaul	—do—	Rs.	495.99	
19.	Gouranga Ch. Rudra Paul S/O. Akshoy Ch. Rudra Paul.	—do—	Rs.	139.50	
20.	Bhagabati Ch. Rudra Paul, S/O. Akshoy Ch. Rudra Paul.	—do—	Rs.	136.45	
21.	Himangshu Deb Barma, S/O. Gopal Ch. Deb Barma.	—do—	Rs.	444.37	
22.	Birendra Ch. Ghosh, S/O. Raj Kr. Ghosh and	—do—	Rs.	13.96	
	others Government dues.	—do—	Rs.	16,917 04	
		1.389	Rs.	3,22,841.86	

ANNEXURE—A.

ACQUISITION OF LAND MEASURING 0 70 ACRE FOR CONSTRUCTION OF T.R.T C. AT KRISHNANAGAR UNDER L A. CASE NO. 2/SN OF 1976.

Sl. No.	Name & Father's name	Area		Amount of compensation	Remarks.
1.	Smti Annapurna Sengupta D/O. Manindra Sengupta.	0 292 acre	Rs.	72,771.46	
2.	Shri Ankur Deb Barma S/O. Kiran Deb Barma	0 047 ,,	Rs.	11,489 78	
3.	Shri Pranantha Sarkar S/O. Loknath Sarkar	0.166 ,,	Rs.	40,566 25	
4.	Shri Balendra Deb Barma S/O. Rabi Ch. Deb Barma 1/6 share		Rs.	6,530 67	
	ii) Durjoy Deb Barma S/O. Tirendra Deb Barma 1/24 share		Rs.	1,632.67	
	iii) Bijoy Kr. Deb Barma S/O. Tirendra Deb Barma 1/24 share		Rs.	1,632 67	
	iv) Smti. Kumud Manjuri Deb-Barma W/O. Tirendra Deb-Barma 1/24 share	0 160 ,,	Rs.	1,632.66	
	v) Gajendra Malh Debi W/O. Upendra Ch. Deb Barma 1/24 share		Rs.	1,632.66	Payment was not made due to dispute and referred to the L.A. Judge U/S. 30.
	vi) Heirs of deceased Gopal Deb Barma, 1/2 share		Rs.	19,582 00	
	vii) Haridas Paul S/O Ruhini Kr Paul 1/6 share		Rs.	6,530.67	
5.	Agartala Municipality	0.005	Rs.	1,221.88	
6.	Shri Annapurna Sengupta W/O. Manindra Ch. Sengupta	Damage cost	Rs.	112 00	
	ii) Kunja Mohan Deb Barma S/O. Ishan Ch Deb Barma		Rs.	100 00	
7.	Heirs of Gopal Deb Barma	-do- of latrine	Rs	345.00	
8.	Government dues		Rs	7,659 55	
	Total	0 670	Rs.	1,73,509 92	

ANNEXURE—"A"

ACQUISITION OF LAND MEASURING 0.10 ACRES FOR EXTENTION OF T.R.T. C. AT KRISHNANAGAR L.A. CASE No 1/SN OF 1977.

Sl. No.	Name & Father's Name	Area		Amount of compensation	Remarks
1.	Shri Nripendra Nath Karmakar S/O. Satish Ch. Karmakar	0 06 acre	Rs.	53,815.00	
2.	Shri Krishna Kanta Datta S/O. Ananta Kr. Datta	0 04 ,,	Rs.	44,725.35	
3.	Government dues		Rs.	1,525.00	
		0 10 ,,	Rs.	1,00,065 35	

ANNEXURE—'A.'

Acquisition of Land Measuring 2.276 acre for T.R.T.C. Bus Station at Krishnanagar under L.A. Case No. 4/SN of 1978.

Sl. No.	Name & Father's name.	Area	Amount of compensation	Remarks
			Rs.	
1.	Smti. Mangaleswari Deb Barma, W/O. Dasharath Deb Barma.	0 05 acre	28,293 45	
2.	Shri Barindra Ch Deb Barma, S/O. Upendra Ch. Deb Barma and others.	0 22 „	84.815,10	
3.	Shri Dilip Kumar Roy (ii) Prabir Kr. Roy (iii) Biswapati Roy (iv) Jagannath Roy (v) Bhabani Prasad Roy (vi) Madhab Kumar Roy (vii) Smti Kamala Das Gupta (viii) Smti Krishna Ghosh S/O. & D/O. Santi Kumar Roy.	0.16 „	60,300.50	
4	(i) Heirs of deceased Swadesh Deb Barma (ii) Bhupati Deb Barma and Niranjan Deb Barma, S/O. Kunja Behari Deb Barma.	0 09 „	14,751.95	
			11.500.00	
5.	(i) Heirs of deceased Joy Deb-Barma ii) Smti. Rama Debi, D/O Madan Mohan Deb Barma.	0 89 „	22,218 25	
			3,450 00	
6.	Smti. Rama Debi, D/O. Madan Mohan Deb Barma.	0 020 „	5,894.45	
7.	Smti Latika Deb Barma, W/O. Nirode Kanti Deb Barma,	0.045 „	13,288.40	
8.	Smti. Rama Debi. D/O Madan Mohan , Smti. Latika Deb Barma, W/O. Nirode Kanti Deb Barma.	0.007 „	2,012.50	
9.	Mrinal Kanti Deb Barma, S/O. Chattrajit Deb Barma.	0 017	4,887.50	
10.	Niranjan Deb Barma. 2. Bhupati Deb Barma, S/O. Kunja Behari Deb Barma.	0.045 „	14,070.10	
		0.007 „	2,011.50	Payment was not made.
11.	Kishore Mohan Deb Barma, S/O. Madan Mohan Deb Barma and heris of deceased Chandra Kishore Deb Barma.	0.135 „	39,926.75	
12.	Bhuban Ch. Deb Barma 2. Kusan Ch. Deb Barma 3. Bharat Ch. Deb Barma, S/O. Manindra Ch. Deb Barma.	0 025 „	7,187.50	

ANNEXURE—'A'

1	2	3	4	5
13.	Bhuban Deb Barma S/O. Jhan Ch. Deb Barma, Rajat Kr. Deb Barma S/O. Pulin B. Deb Barma, Amiya Bh. Deb Barma S/O. Mono Rn. Deb Barma.	0.682 ,,	1,96,075.00	
14.	Rajat Kr. Deb Barma S/O. Pulin B. Deb Barma, Smti. Parbhabati Debi S/O. —do—	0.307	88,284.50	
15.	Shri Ashutosh Bhattacharjee, Shri Priyotosh Bhattacherjee, Smti. Suhashini Bhattacherjee, Smti. Binapani Bhattacherjee, Smti. Mrinalini Chakraborty, Smti. Rama Bhattacherjee, Smti. Renuka Chakraborty S/O. & D/O. Late Anukul Bhattacherjee.	0.320	93,256.00	
16.	Smti. Lila Das Gupta S/O. Haripada	0 012	3,570 00	
17.	Agartala Municipality	0 045	12,937.50	Payment was not made.
18.	Bhuban Ch. Deb Barma S/O. Jhan Ch. Deb Barma.	Damage cost	591 98	
19.	Rajat Kanti Deb Barma S/O. Pulin Behari Deb Barma	—do—	480.55	
20.	Amiya Bh. Deb Barma S/O. L. Manoranjan Deb Barma.	—do—	563.47	
21.	Binoda Bala Debi W/O. L. Nibaran Ch. Dey, (ii) Gopa Ch. Dey (iii) Bhupal Ch. Dey S/O. L. Nibaran Ch. Dey.	—do—	240.00	Payment was not made.
22.	Nepal Ch. Dey S/O. Nibaran Ch. Dey.	—do—	323 60	
23.	—do—	—do—	3,600.00	
24.	Smti. Parbati Deb Barma W/O. Bhupati Deb Barma.	—do—	26.25	Payment was nôt made.
25.	Bhupal Ch. Dey S/O Nibaran Ch. Dey.	—do—	55.30	—do—
26.	Government dues.		37,760.85	
		Rs.	7,54,373.05	

ANNEXURE—'A.'

COST OF PUCCA STRUCTURES UNDER L.A. CASE NO. 4 SN OF 1978.

Sl.	Name & Father's Name		Amount of compensation	Remarks.
1.	Barindra Ch. Deb Barma S/O. Upendra Ch. Deb Barma.	Rs.	500.25	Payment was not made
2.	Shri Bhupati Deb Barma, Shri Niranjan Deb-Barma S/O. Kunja Behari Deb Barma.	Rs.	15,651.50	—do—
2.(a)	—do—	Rs.	40,780.15	
3.	Heirs of deceased Swadesh Deb Barma	Rs.	7,876.40	
4.	Heirs of Joydeb Deb Barma.	Rs.	4,453 75	
5.	Smti Parbati Deb Barma W/O. Bhupati Deb Barma	Rs.	736 10	
6.	Smti. Latika Deb Barma W/O Nirode Kanti Deb Barma.	Rs.	112.70	
7.	Smti. Rama Deb D/O. Madan Mohan Deb Barma	Rs.	21,907 50	
8.	Shri Kishori Mohan Deb Barma S/O. Madan Mohan Deb Barma Heirs of Chandra Kishore Deb Barma S/O. Late Madan Mohan Deb Barma.	Rs.	21,708 55	
9.	Bhuban Ch Deb Barma S/O Jhan Ch. Deb Barma	Rs.	100 00	
10.	Rajat Kanti Deb Barma S/O. L. Pulin Ch. Deb Barma	Rs.	100.00	
11.	Amiya Bh Deb Barma S/O. L Manaranjan Deb Barma	Rs	200 00	
12.	Dilip Kr. Roy (ii) Prabir Kr. Roy (iii) Biswapati Roy (iv) Jagannath Roy .(v) Bhabani prasad Roy (vi) Madhab Kr. Roy (vii) Smti Kamala Das Gupta (viii) Krishna Ghosh S/O. & D/O. Sana Kr. Roy	Rs.	9,412 75	
13.	Ashutosh Bhattacherjee Priyatosh Bhattacherjee Smti. Suhashini Bhattacherjee Smti. Binapani Bhattacherjee Smti. Mrinalini Chakraborty Smti. Rama Bhattacherjee Smti. Renuka Chakraborty S/O & D/O. Late Annukul Bhattacherjee.	Rs.	2,033 20	
14.	Smti. Lila Dasgupta S/O. Haripada Das	Rs.	1,716.95	
15.	Government dues	Rs.	6,379.50	
		Rs.	1,33,969.30	

Admitted Unstarred Question No. 18.

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন -

১। রাজ্যের কোন কোন ফ্যাক্টরী এবং কারখানায় শ্রমিকদের কত জনকে ১৯৮১ সালে কি হারে বোনাস দেয়া হয়েছে ,

২। দোকান কর্মচারীরা কোন মহকুমায় কি হারে এই বোনাস পেয়েছে ;

৩। বিড়ি শ্রমিকগণ কত হারে বোনাস পেয়েছেন ;

৪। কোন কোন ফ্যাক্টরী তাদের বোনাস দেয় নাই ;

৫। যে সকল ফ্যাক্টরী বা কারখানা মালিক শ্রমিকদেব কোন বোনাস দেয় নাই তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। নিম্নে বর্নিত ফ্যাক্টরী বা কারখানায় ১৯৮১ইং সালে শ্রমিকগণ ৮.৩৩ শতাংশ (তন্মধ্যে কয়েকটি ফ্যাক্টরী বা কারখানায় সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্য্যন্ত বোনাস পেয়েছেন ...

ফ্যাক্টরী বা কারখানার নাম	মোট সংস্থা সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা
ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য সংস্থা	২৭টি	৩৫৩ জন শ্রমিক কর্মচারী (ধর্মনগরের জগৎ ছড়া ফ্লাউয়ার মিলে ২০ শতাংশ হারে বোনস পেয়েছেন এবং উদয়পুরে চিত্র ঘর সিনেমা শ্রমিক কর্মচারী গণ ২ মাসের বেতন পেয়েছেন)।
বিড়ি ফ্যাক্টরী	৫টি	২০৪ জন
চা—বাগীচা	৪৯টি	৯৫৮৯ জন
রাবার বাগীচা	১৮টি	১৬৮১ জন
ইট ভাট্টা	১০৪টি	১৩,০৪৪ জন

বোনাস ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত সংস্থায় Ex-Gratia বা অনুদান দেওয়া হয়েছে—

রাইস অয়েল এবং ফ্লাওয়ার মিল ও এই রকমের সকল সংস্থায়	২৪টি	৩৮ জনকে ১০০ টাকা হারে Ex-gratia দেওয়া হয়েছে।
বিড়ি ফ্যাক্টরী	১৭টি	৬০৭ জনকে ৬০ টাকা হারে Ex-gratia দেওয়া হয়েছে।
ট্রাক গাড়ীর মালিক সংস্থার	১৫০টি	ড্রাইভারগণ মং ১০০ টাকা ও হেল্পার-৮৫ টাকা করে Ex-gratia পেয়েছেন।

১। দোকান কর্মচারীগণ আইনানুযায়ী কোন বোনাস পায় নাই তাহারা Ex-gratia বা অনুদান পেয়েছেন, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া গেল—

ধর্মনগর—২০৮টি	দোকান ও বাণিজ্যিক সংস্থায়	৮০ জনকে সর্বনিম্ন ২০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে।
কৈলাসহর—৪০১টি	ঐ	৩১১ জনকে সর্বোচ্চ ৬৫ ও সর্ব্বোনিম্ন ৩৫ টাকা।
কমলপুর—৩০৩টি	ঐ	.০০ জনকে সর্বনিম্ন ২৫ ও সর্ব্বোচ্চ ৫০ টাকা।
খোয়াই—৩০১টি	ঐ	১৭০ জনকে সর্বোচ্চ ৬৫ ও সর্বনিম্ন ৩৫ টাকা।
সদর—৫,১০০টি	ঐ	৪,৩৫০ জনকে সর্বোচ্চ ১০০ ও সর্বনিম্ন ৬০ টাকা।
সোনামুড়া—২৬৮টি	ঐ	১৬০ জনকে সর্বোচ্চ

			৬৫ ও সর্বনিম্ন ৩৫ টাকা।
উদয়পুর—১০০টি	ঐ	৬০০ জনকে	সর্ব্বোচ্চ ৬০ টাকা
অমরপুর—১০০টি	ঐ	৫০ জনকে	সর্ব্বনিম্ন ৩০
সাব্রুম—১৫০টি	ঐ	৮০ জনকে	টাকা।
বিলোনীয়া—৫৩৫টি	ঐ		৪৫০ জনকে সর্বোচ্চ ১০০ ও সর্বনিম্ন ৪৫ টাকা Ex-gartia দিয়েছেন।

৩। মোট ৫টি বিড়ি ফ্যাক্টরী বোনাস আইনের আওতায় আসায় ঐ ৫টি ফ্যাক্টরী ২০৪ জন শ্রমিক ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস পেয়েছেন।

৪। মোট ১৭টি বিড়ি ফ্যাক্টরী বোনাসের আওতায় না আসায় এই ফ্যাক্টরীগুলিতে নিয়োজিত মোট ৮০৭ জন বিড়ি শ্রমিক প্রত্যেক ৬০ টাকা করে Ex-gratia পেয়েছেন।

৫। বোনাস আইনের অন্তর্ভুক্ত সবাই বোনাস দেওয়ায়, কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Aseembly house (Ujjwayanta Palace), Agartala on Thursday, the 18th February, 1982 at 11-00 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker Hon'ble Shri Sudhanwa Deb Barma in the Chair, the Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 39 (thirty nine) Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মি: স্পীকার :—আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রী রাম কুমার নাথ।

শ্রী রামকুমার নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১।

প্রশ্ন

১। তিলথৈ চিকিৎসা কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৬ হইতে ১০ এ বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে সরকারের আছে কি?

২। যদি হঁ্যা হয় তবে কবে পর্য্যন্ত হবে বলে আশা করা যায়?

৩। যদি না হয় তবে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১। তিলথৈ চিকিৎসা কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৬ হইতে ১০ এ বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। কারণ ৬ শয্যার ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তরের কোন পরিকল্পনা এখনো গ্রহন করা হয় নি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কামিনী দেববর্মা।

শ্রী কামিনী দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং—১৬।

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং-১৬।

১। ইহা কি সত্য অনেক গাঁওসভাতে সরকারী তাঁত অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে ;

২। সারা ত্রিপুরায় কোন কোন ব্লকে কতটা তাঁত অকেজো অবস্থায় পড়িয়া আছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;

৩। গ্রামের উপজাতি মহিলাদের জন্য তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে উপজাতি মহিলাদের ট্রেনিং দেওয়ার পরিকল্পনা বর্ত্তমান সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। অকেজো সরকারী তাঁতের ব্লকভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদর্ত্ত হইল।

সাব্রুম ব্লক—৭ টি তাঁত,
বগাফা ব্লক—৯ টি তাঁত,
ছামনু ব্লক—৮ টি তাঁত,
২৪ টি তাঁত।

৩। হ্যা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কি কারণে এই তাঁতগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে ?

শ্রী অনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন সময়ে ট্রেনিং ও ইউনিটের মাধ্যমে এই তাঁত স্থাপন করা হয়। পরে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জায়গায় সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে দাঙ্গার সময় কিছু ইউনিট পুড়ে গেছে। এই সব অবস্থার জন্য কিছু কিছু তাঁত অকেজো হয়ে আছে, তা আমরা সেগুলিকে চালু করার চেষ্টা করছি।

শ্রী কামিনী দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, তিনি তাঁর ৩নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, হ্যাঁ। কিন্তু তেলিয়ামুড়ার লক্ষী ছড়াতে একটা তাঁত সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা খোলা হয়নি।

শ্রী অনিল সরকার ঃ—স্যার, এইটা সম্পর্কে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, উপজাতি প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি না এবং নিলে কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

শ্রী অনিল সরকার ঃ—স্যার উপজাতিদের জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয় এবং ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকেও খোলা হয়। বিশেষ করে উপজাতি এলাকাতে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং তাদের জন্য পাছড়ার স্কিম নেওয়া হয়, তাতে পাছরার জন্য তাদেরকে সুতা দেওয়া হয় এবং প্রতিটি পাছড়ার জন্য ১০ টাকা ২০ পয়সা করে মজুরী দেওয়া হয়।

শ্রীসুবল রুদ্র :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এমন কিছু তাঁত প্রশিক্ষন কেন্দ্র আছে যেখানে থেকে সমস্ত ষ্টাফকে তুলে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বগাফাতে এবং অন্যান্য যে সকল জায়গাতে তাঁত অচল হয়ে আছে সেখানেও ষ্টাফের অভাবে তাঁত অচল হয়ে আছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি ?

শ্রী অনিল সরকার :—এই ব্যাপারে কনফিডেনশিয়েলি আমাদের কাছে অভিযোগ করলে, আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রী বিদ্যা দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, উপজাতি এলাকায় যে সমস্ত কর্মীদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত কর্মীদের দিয়ে প্রডাকশান সেণ্টার খোলার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রী অনিল সরকার :—ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে যেগুলিতে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে কোপারেটিভ ইত্যাদি করা হয়েছে। আর ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে যেগুলি করা হয় সেগুলিতে ট্রেনিং কাম প্রোডাকশান করা হয়। সেগুলি থেকে উৎপাদিত দ্রব্য আমরা সংগ্রহ করি এবং তার মারকেটিং এর ব্যবস্থা করি। যদিও ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ও ইণ্ডাষ্ট্রি দুইটা আলাদা দপ্তর তবু আমরা যোগাযোগ করে মার্কেটিং করার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটা তাঁত কেন্দ্র বন্ধ হয়ে আছে। অম্পিতে বেশ কয়েক বছর আগে তাঁত বন্ধ ছিল এবং এখনও বন্ধ হয়ে আছে। তারপর শীলাছড়ি ও হদ্রা ইত্যাদি জায়গাতে বেশ কিছু তাঁত বন্ধ হয়ে আছে, এই গুলি খোলার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :—স্যার, হদ্রাতে দাঙ্গার সময় কিছু তাঁত পুড়ে গেছে, তারপর সেখানে কনস্ট্রাকশন-এর জন্য টাকা দিয়েছি। আমরা আশা করব কিছু দিনের মধ্যেই আমরা তার কাজ শুরু করতে পারব। আর অম্পি সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নাই। তবে আমি যতটুকু জানি সেটা আগেই উঠে গেছে। তবে এখন নূতন করে কিছু করা যায় কিনা আমরা সেটা দেখব।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও কিছু নূতন তাঁত কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পা সরকারের আছে কি না এবং যে সব রেজিষ্টার করা মহিলা সমিতি আছে তাদের মাধ্যমে এইটাকে খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে অনুমতি দিলে আমি এই সম্পর্কে কিছু বলব। আমরা ক্ষমতায় আসার আগে নীচের তলার সংগঠনগুলি খুব দুর্বল ছিল। যার ফলে তাঁত শিল্পের যে সমস্ত প্রশিক্ষনগুলি ছিল সেগুলি আমরা ক্ষমতায় আসার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা এসে সেগুলিকে ব্লক ভিত্তিক ও পঞ্চায়েত ভিত্তিক সম্প্রসারণ করার চেষ্টা

করেছি। তাছাড়া অন্যান্য কুটির শিল্পগুলির উৎপাদনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। মাননীয় সদস্য জানেন, বর্তমান চার বছরের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পেরেছে। আমাদের এই তাঁত শিল্প যতটা অগ্রসর হয়েছে আমরা আশা করব শুধু তাঁত শিল্পই ট্রাইবেল মা বোনেরা যারা আছেন তাদের কোমর তাঁত যেটা আছে সেটার জন্য ডিজাইন দিয়ে তাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নং—৩২।

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং—৩২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্যে কোন কোন স্থানে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব দিয়েছেন ?

২) তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোন প্রকার সাড়া পাওয়া গিয়েছে কি ?

উত্তর

শ্রী অনিল সরকার :—

১। ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার কুমারঘাটে দ্বিতীয় জুট মিল, স্পিনিং মিল, ড্রাই-কাম-প্রসেস হাউস এবং মর্ডাণ বেকারী প্রতিষ্ঠান প্ল্যানিং কমিশনের কাছে দিয়েছিলেন। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোত্তর পরিষদের কাছে পেক্সোনালা প্ল্যাণ্ট বা মিনি সিমেণ্ট প্ল্যাণ্ট, পাইন আপেল জুস ও কমলা লেবুর জুস কনসেনট্রেট, চা প্রস্তুত কারখানা প্রভৃতির জন্যও প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকার রেখেছিলেন।

২। প্ল্যানিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের মতামত নিম্নলিখিত শীল্পগুলির সম্বন্ধে নিম্নে দেওয়া দেওয়া হইল :—

দ্বিতীয় জুট মিল :—

প্ল্যানিং কমিশনে রাজ্য সরকারের পক্ষে যুক্তি রাখা হয়েছিল ত্রিপুরায় বার্ষিক ১.৮ লাখ টন কাঁচা পাট উৎপন্ন হয়। তা ত্রিপুরায় ২ টি জুট মিল প্রতিষ্ঠার পক্ষে খুবই সম্ভবপর এবং সার কারখানার জন্য যে জুট ব্যাগের প্রয়োজন হবে তা এই দুইটি মিল মেটাতে পারবে।

কমিশন রাজ্য সরকারের সারবর্ত্তা গ্রহণ করেও বলেছেন লাইসেন্সিং নীতি অনুযায়ী ভারতে অতিরিক্ত মোট ৫ টি নুতন জুট মিলের লাইসেন্স ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের জন্য। সুতরাং আর অতিরিক্ত লাইসেন্স দেওয়ার পূর্বে পুনরায় সমগ্র জিনিষ নুতন করে রিভিও করার প্রয়োজন।

বর্তমানে জুটমিলের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার কেপিটেলের প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯৮২-৮৩ সালে নুতন জুট মিলের জন্য ১২৫ লক্ষ টাকা প্রস্তাব উপরিউক্ত কারণে দেওয়া হয় নাই।

পরবর্তী কালে, বর্তমান জুটমিল ও দ্বিতীয় জুট মিলের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা প্ল্যানিং কমিশন হইতে পাওয়া গিয়েছে।

স্পিনিং মিল :

ত্রিপুরার ধর্মনগরে ৮.২৫ কোটি টাকায় ২৫০০০ স্পিণ্ডল বিশিষ্ঠ একটি স্পিনিং মিলের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ্য সরকারের ১৯৮২-৮৩ বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তভূক্তির প্রস্তাবের প্ল্যানিং কমিশন সম্মত হয়েছে।

এই ৮০২৫ টাকার বিনিয়োগ ঋণ ও শেয়ার কেপিটেলের হার ১.১ হইবে। তম্মধ্যে এই ৫ কোটি টাকার ১ কোটি টাকা দিবে রাজ্য সরকার, বাকী টাকা দিবে এন, সি, ডি, সি, ও উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

প্ল্যানিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রূপ এই বাবদে ১৯৮২ ৮৩ সালের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে সম্মত হইয়াছে। পরবর্তীকালে, প্ল্যানিং কমিশন এই বাবদে মাত্র ১ লক্ষ, ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য বরাদ্ধ করিয়াছেন।

মডার্ণ বেকারী :

ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কর্পোরেশন আগামি ১৯৮২-৮৩ সালে একটি মডার্ণ বেকারীর প্রস্তাবে কর্পোরেশন ২৫ লক্ষ অতিরিক্ত শেয়ার কেপিটেল মঞ্জুরের প্রস্তাব রাখা হয়। প্ল্যানিং কমিশন পাবলিক সেক্টারে এই টাকা রাখার কথা অগ্রাহ্য করে বলেছেন যে এই সমস্ত শিল্প ক্ষুদ্রায়তন শীল্পের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু রাজ্যসরকারের বক্তব্য রাখা হয় যে, ক্ষুদ্রায়তন যে সমস্ত বেকারি রাজ্যে আছে তাহা মানে এবং পুষ্টীতে নিম্নতম। ওয়ার্কিং গ্রূপ ইহাতে সম্মত হয়ে টি, আই, ডি, সি, কে ১৫ লক্ষ টাকা দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন শর্ত সাপেক্ষে যে এই প্রস্তাব ইণ্ডাষ্টিয়েল ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন অনুমোদন নিতে হইবে। পুর্ব্ববর্তী কালে প্ল্যানিং কমিশন টি, আই ডি, সিকে ৮ লক্ষ টাকা ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য বরাদ্ধ করিয়াছেন।

ডাই-কাম-প্রসেস হাউস :

রাজ্য সরকার একটি ডাই-কাম-বার্ষিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাব রেখেছিলেন। ইহার আর্থিক বিনিয়োগ ১.৭৫ কোটি টাকা। প্রথমে শুধু সুতা রঞ্জন করা হইবে।

প্ল্যানিং কমিশন এই বাবদে ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য ৪ লক্ষ টাকা শেয়ার কেপিটেলের বরাদ্ধ দিয়েছেন।

পূর্বোত্তর পরিষদের নিকট ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে।

১।	স্পেজোলানা প্লাণ্ট বা মিনি সিমেণ্ট কারখানা	৫ লক্ষ টাকা।
২।	পাইন-আপেল জুস বা কমলা লেবুর জুস কন্সেনট্রেট	২.৫০ লক্ষ টাকা।
৩।	স্মল ফারমার টি এষ্টেটের জন্য কারখানা	৩৪.০০ লক্ষ টাকা

শ্রীবাদল চৌধুরী : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেছেন যে তারা এখানে একটি ঘড়ি তৈরীর কারখানা খোলার উদ্যোগ নেবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার একটা ভিন্ন প্রশ্ন আছে তথাপি জানাচ্ছি যে প্লানিং কমিশন লিখেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব আছে এবং সেটা দিতেও প্রস্তুত তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যসরকারের নিজস্ব উদ্যোগে 8 বৎসরের মধ্যে এখানে কয়টি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্ষুদ্র শিল্প অসংখ্য হয়েছে। এটার একটা ভিন্ন প্রশ্ন হলে উত্তর দিতে সুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলির কয়টিতে পূর্ণ শল্য চিকিৎসার সুযোগ আছে ;

২। যেসব হাসপাতালে নাই সেখানে শল্য চিকিৎসা কিভাবে চলছে ,

৩। রাজ্যে বর্তমানে মোট কতজন শল্য চিকিৎসক আছে ; এবং

৪। কোন্ কোন্ হাসপাতালে কতজন কাজ করছেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যের মহকুমা হাসপাতালে শল্য চিকিৎসার সুযোগ নাই তবে জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে শল্য চিকিৎসার সুযোগ আছে।

২। শল্য চিকিৎসার জন্য রোগীকে জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

৩। বর্তমানে রাজ্যে মোট ১৪জন শল্য চিকিৎসক আছেন।

৪। জি, বি, হাসপাতালে ১১ জন এবং ভি, এম, হাসপাতালে ৩জন শল্য চিকিৎসক কাজ করিতেছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরাতে যেসকল জেলা হাসপাতাল আছে সেখানে শল্য চিকিৎসার জন্য কোন রকম সুযোগ নেই। সমস্ত লোকের পক্ষে আগরতলা এসে এখানে থেকে চিকিৎসা করাণ খুব অসুবিধার ব্যাপার তাই এই অসুবিধা দূর করার জন্য জেলা বা বিভাগীয় হাসপাতালে ঐ ১৪ জন ডাক্তার দিয়ে শল্য চিকিৎসা বিভাগ খোলা যাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে একমাত্র জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে শল্য চিকিৎসা বিভাগ আছে তাই মহকুমা হাসপাতালে এটা খোলার জন্য আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারমধ্যে উদয়পুর এবং কৈলাসহরকে মহকুমার জেলা হাসপাতালে পরিণত করার ব্যবস্থা চলছে। প্রয়োজনীয় কাজগুলি শেষ হয়ে গেলে পর সেখানে খোলা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, আমরা খুব উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে গ্রামের ডাক্তারের মত ব্লেইড দিয়ে কতগুলি হাসপাতাল, কৈলাসহর হাসপাতালের কথা আমি জানি যে সেখানে অপারেশন থিয়েটার পর্য্যন্ত নেই। সাধারণ অপারেশনের জন্য যে সমস্তপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে সেগুলি ডাক্তার বাবুরা পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে ভয় পান যে টিটেনাস হয়ে যায় কিনা তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে তারজন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সকল শল্য চিকিৎসক এম, বি, বি, এস, পাশ করে এসেছেন যাতে তাদের কাজে যন্ত্রপাতির অভাবে যাতে কোন অসুবিধা না তার জন্য যে সকল যন্ত্রপাতির অভাব হবে তা আমাদের বললে আমরা ব্যবস্থা করব। আর স্বাভাবিক সারজিক্যাল অপারেশনে অন্যান্য জেলায় যে সকল ব্যবস্থা রয়েছে তবে বিশেষ কারণে জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে হাসপাতালে শল্য চিকিৎসার জন্য যন্ত্রপাতি রয়েছে অথচ শল্য চিকিৎসক নাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে শল্য চিকিৎসক ছাড়া যারা ঐ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন তারা নিশ্চয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে নানা রকমের অসুবিধার সৃষ্টি করছেন, এটা দূর করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শল্য চিকিৎসক হতে গেলে একটা বিশেষ ট্রেইনিং নিতে হয়, আর যারা শুধু এম, বি, বি, এস, তারা শল্য চিকিৎসার একটা অংশ মাত্র ট্রেইনিং পেয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে অনেক সময় দেখা গেছে গ্যাসের অভাবে এবং অন্যান্য রকমের ডিষ্টারবেন্স এর জন্য জরুরী অপারেশন করা যাদের দরকার এই রকম কয়টি রোগী মারা গেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তার প্রথমটি সত্যি। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে গ্যাসের অভাবে অপারেশন এর ক্ষেত্রে অনেক ডিষ্টারবেন্স হয়েছে। এর কারণ হল এই গ্যাস আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। যারা গ্যাস সরবরাহ করেন তারা অনেক সময় ঠিক সময় গ্যাস সরবরাহ করেন না। তবে এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে আমরা গ্যাস সিলিণ্ডারে যাতে গ্যাস সংরক্ষণ করে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করছি। এই ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অবশ্য একটা অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

শ্রীবিমল সিংহ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, দেখা গেছে বিভিন্ন হাসপাতালে শল্য চিকিৎসক আছেন অথচ সেখানে কোন যন্ত্রপাতি নেই ফলে তাদের চাকুরী ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আমাদের কমলপুরে একজন ডেন্টিস যন্ত্রপাতির অভাবে তিনি তার চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন। গণ্ডাছড়ায়ও

এরকম একজন চিকিৎসক আছেন যিনি যন্ত্রপাতির অভাবে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— স্যার, যন্ত্রপাতির অভাবে শল্য চিকিৎসক চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন তা ঠীক নয়। যারা চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন তারা টি, পি, এস, সি পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি বলেই চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পাকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৭৫।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চোন নাম্বার—৭৫।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের ৩০ শয্যা বিশিষ্ট ও কল্যাণপুর হাসপাতালের ২০ শয্যা বিশিষ্ট বিল্ডিং এর কাজ অদ্যবধি শেষ না হওয়ার কারন কি ;

২। কবে পর্য্যন্ত উক্ত দুই হাসপাতালের বর্দ্ধিত শয্যার জন্য বিল্ডিং এর কাজ শেষ হইবে ;

৩। এবং কবে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত শয্যা চালু করা হইবে ;

উত্তর

১। নির্মান কাজ পূর্ত্তদপ্তরের তত্বাবধানে হইয়া থাকে। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের নির্মান কাজে ভারপ্রাপ্ত কনট্রাকটর ঠিক মতো কাজ না করার ফলেই উহার নির্মান কাজে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালটি দ্বিতল হইবে, নীচের তলার কাজ পূর্ত্তদপ্তরের খবরানুযায়ী আগামী মার্চ মাসে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কল্যানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রশাসনিক অনুমোদন ১,৪৪,৭০০ টাকা ৫.১০.৮০ ইং দেওয়া হইয়াছে। ১৯৮১-৮২ সালে পূর্ত দপ্তর তাহাদের সিড়িয়াল অব্ ওয়ার্কস্ এ দুই কাজের জন্য এক লাখ টাকা বরাদ্ধ রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে কল্যানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘরটির কাজ ৮০ ভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ছাদে জি, সি, আই, সিট লাগানোর কাজ সম্পূর্ণ। দেওয়ালে প্লাষ্টারের কাজ চলিতেছে।

২। কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য পূর্ত্তদপ্তর যাহাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করেন তাহার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

৩। বিল্ডিং-এর নির্মান কাজ শেষ হওয়ার পর পূর্ত্তদপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিল্ডিং হস্তান্তর করিলে তখনই মাত্র বর্দ্ধিত শয্যা চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হইবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নিচের তলার বাইরের প্লাসটারিং এর কাজ মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হইবে তবে ভিতরের কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— একটা কাজ শেষ হইলে অপরটি শেষ হইবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-৮৫।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চোন নাম্বার-৮৫।

প্রশ্ন

১) পানিসাগর ব্লকের পদ্মবিল পুরানবাজার ও লক্ষীনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নির্মানের কাজ কবে পর্য্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা যায় ;

২) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি নির্মানের কাজে বিলম্ব হওয়ার কারন কি ?

উত্তর

১) পদ্মবিল বাজারের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের জায়গা পুর্ত্তদপ্তরকে ১৯৮১ সালের ২রা জুলাই হস্তান্তর করা হইয়াছে। তদনুযায়ী পুর্ত্তদপ্তরকে সাইট প্লেন, এষ্টিমেট ইত্যাদি (ষ্টাফ কোয়াটার সহ) পাঠানোর অনুরোধ করা হইলে অক্টোবর মাসের মধ্য ভাগে লে-আউট প্লেন পাওয়ার পর সেই মাসেরই ২১ তারিখ ইহার অনুমোদন পুর্ত্তদপ্তরকে দেওয়া হয়।

লক্ষী নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মানের স্থান পুর্ত্তদপ্তরকে ১৯৮১ সালের ১৮ই আগষ্ট হস্তান্তর করা হইয়াছে। এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অনুরোধে ষ্টাফ কোয়াটার সহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নকসা ১৯৮২ সালের ২৯ শে জানুয়ারী পাওয়া গিয়াছে।

২) সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী মনু ডাকবাংলাতে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিভিন্ন অফিসারদের সহিত পদ্মবিল ও লক্ষীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করার জন্য একটি মিটিংএ মিলিত হন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে পদ্মবিল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের জন্য আড়াইকানি জমি পদ্মবিল গাঁও পঞ্চায়েত স্বাস্থ্যদপ্তরকে দান করিবে। পরবর্ত্তী সময়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সেই পরিমান জমি খরিদ করিয়া স্বাস্থ্য দপ্তরকে দান করেন। এবং লক্ষী-নগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বর্ত্তমান পুলিশ আউট পোষ্টকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিয়া সেই স্থানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিলে তাহারা পুলিশ আউট পোষ্টটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ইহার পাশে অন্য একটি স্থান (৫.২৯ একর) নির্বাচন করা হয়। উপরোক্ত কারনে নির্মান কাজ শুরু করিতে বিলম্ব হয়।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই দুইটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কয়টি শয্যার ব্যবস্থা থাকবে ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দুইটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তাই এখানে কোন শয্যা থাকবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবার পূর্ত্তদপ্তরকে আরেকবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে দোষারূপ করছেন যে তাদের কারনে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গুলি নির্মানের বিলম্ব হচ্ছে এটা যাতে আর না হয় তার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহন করছেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক : স্যার, এটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপার।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ : মাননীয় স্পীকার স্যার, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুইটির নির্মান কার্য কবে নাগাদ শেষ হইবে তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক : মাননীয় স্পীকার স্যার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইগুলির নির্মান কার্য সম্পন্ন করা হবে।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস : মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-১২১।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কত-গুলি ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প সংস্থাকে মোট কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১ ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪৫৩টি ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প সংস্থাকে ২২, ৪৪, ০১৫·০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

			সংখ্যা
(ক)	ষ্টেট এইড টু ইণ্ডাষ্ট্রিস স্কীম—	৯, ৮৬,০৪০·০০—	২১৯
(খ)	আর, আই, পি। ভি, আই, সি—	১১, ২৪, ৩০০·০০—	২১৫
(গ)	তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি —	১, ৩৩, ৬৭৫·০০—	১৯
	টাকা—	২২, ৪৪, ০১৫·০০—	৪৫৩।

শ্রীখগেন দাস : এই যে ৪৫৩টি ইউনিটকে ২২ লক্ষের উপর টাকা দেওয়া হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এর মধ্যে কয়টি ইউনিট চালু আছে এবং কয়টি ইউনিট বন্ধ হয়ে আছে ?

শ্রীঅনিল সরকার : এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীখগেন দাস : আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে উপজাতি যুব সমিতির টি, এন, ভি, কমাণ্ডার-ইন-চীফ বিজয় রাঙ্খল, কংগ্রেস (আই) এর সাধারন সম্পাদক বীরজিৎ সিন্‌হা কিছু লোন নিয়েছিলেন এবং যে টাকা তাঁরা নিয়েছিলেন সেটা তারা ব্যবহার করেন নি সেই উদ্দেশ্যে এবং শিল্প দপ্তরও এই ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— যারা এখন পর্য্যন্ত অনেক টাকা বাকী রেখেছেন তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার : আমরা এই ব্যাপারে ইন্ডাষ্ট্রি দপ্তর থেকে ১,৩২,৩৫,০০০ টাকার মত বিভিন্ন ঋণ দিয়েছি। যে সমস্ত ঋণ দিয়েছি তার থেকে ২৪,৭০,০০০ টাকা আদায় করতে পেরেছি। আরও ৫১ লক্ষ টাকার মত বাকী আছে। যে টাকাটা আদায় হয়েছে সেটা তারা নিজ দায়িত্বে দিয়েছেন বা কেস্ করে নিতে হয়েছে।

শ্রীখগেন দাস :—যাদের লোন দেওয়া হয় সেই ইউনিটগুলি চলছে কিনা এবং তাদের আরও সাহায্য দেওয়ার দরকার আছে কিনা সেই সম্পর্কে প্রশাসন জানার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার :—শিল্প দপ্তরে এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য যেভাবে তার সাংগঠনিক কাঠামো শুরুতে ছিল সেই তুলনায় আজকে ইন্ডাষ্ট্রির কাজকর্ম এক্সপান্সান হয়েছে। সেই তুলনায় ঋণ যেভাবে যায় সেইভাবে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা আমাদের দুর্বল। সেটাকে জোরদার করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্য্যন্ত আমাদের সার্ভিসটা বাড়ানো যায়।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :— প্রতিটি ব্লকে ইণ্ডাষ্ট্রী একস্‌টেনশান অফিসারের একটা সংগঠন আছে। ছোট হলেও আছে। তাঁরা কি কাজ করেন ?

শ্রীঅনিল সরকার— এই অল্প কয়টা ইউনিট হলেও এর বাইরে কুটিরশিল্প ছড়িয়ে আছে। তাতে কামার, কুমোর, কবলার জড়িয়ে আছে। তাদের সাহায্যের ব্যাপারটা দেখতে হয়। সেগুলি তারা যথাসম্ভব করছেন। তবে যে পরিমাণ আমাদের কাঠামো গড়ে তোলার দরকার সেটা এখনও হয় নি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সংগঠন সংগঠিত হয় নি ঋণ আদায়ের ব্যাপারে। প্রতি অ্যাসেম্বলীতেই এই ব্যাপারটা উঠছে এবং এই উত্তরটাই আমরা শুনছি। হিসাবটা কি বাড়ছে দিনের পর দিন এতসব করার পরেও। এটা কি আমলা-তান্ত্রিক চক্রান্তের জন্য অথবা অন্য কোন চক্রান্তের জন্য এই টাকাটা আদায়ে বিলম্ব হচ্ছে ?

শ্রীঅনিল সরকার— কি চক্রান্ত হচ্ছে কি না হচ্ছে সেটা আমাদের জানা নেই। তবে যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে সব সময়ই এই প্রশ্ন আসে, যখন কেউ ঋণ নিতে আসে তখন কেউ পলিটিক্যাল আইডেনটিটি নিয়ে আসে না, একটা স্কীম নিয়ে আসে। তারপর যখন দেখা যায় টাকাটা সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না তখন হয়ত পলিটিক্যাল আইডেনটিটি বের হয়ে পড়ে। আমরা আসার আগে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আমরা আদায় করতে চেষ্টা করছি। তবে এই ফার্ষ্ট আমরা একটা হিসাব দিলাম যে ২৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। তবে আমরা আসার আগে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে সেটা আদায় করতে এখন তাদের ওভার কোট অথবা গেঞ্জি ছাড়া আর কিছু আনা যাবে না। এই টাকাটা আদায় করা খুব কঠিন। তবু আমরা চেষ্টা করছি আদায় করার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যেহেতু এই প্রশ্নটার উপর মাননীয় সদস্যরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোন একটা শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলা খুব কঠিন কাজ। শিল্পের প্রতিটি অংশ বাইরে থেকে আনতে হয়। আমরা দেখেছি যারা ঋণ নিয়েছেন এদের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাজনৈতিক কারণে অনেক লোক নিয়েছেন। কিন্তু অনেকে খুব ভাল উদ্দেশ্যেও নিয়েছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে তার যে একটা প্রাথমিক ঘর তোলার প্রয়োজন সেটাও তারা করতে পারছেন না। অথচ তার ঋণের উপর সুদ এবং সুদের উপর সুদ বেড়ে যা হচ্ছে তাতে সেটাকে তালা বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। এই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই দায়িত্বটা নিয়েছেন। তাদের সুতো সরবরাহ করা এবং তাদের কাপড় বাইরে বাজারে বিক্রি করার। এই প্রথম আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা এই দায়িত্বটা নিয়েছি যে যারা মালপত্র তৈরী করে বাজারের অভাবে অচল হয়ে পড়ে আছে, তাদের উৎপাদিত সামগ্রি যাতে বাইরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করা যায়, যাকে ইনফ্রাষ্ট্রাক্চার বলা হয়, তার জন্য আমরা একটা সংগঠন গড়ে তুলেছি। এই ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এবং মাজারী শিল্পকে রক্ষা করার জন্য আমরা টি, আই, ডি, সি নামে একটা সংগঠন করেছি। আমরা চাই যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প গড়ে উঠুক। আমরা চাই না কোন গড়ে উঠা শিল্প ঋণের দায়ে শেষ পর্য্যন্ত আর ঘট-বাটি নিয়ে নীলামে উঠুক, সে যাতে ঋণটাকে ভাল ভাবে কাজে লাগাতে পারে, তা আমরা চাই। শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাতে কোন মরক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হতে পারে, সেজন্য আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে শিল্প গড়ে তুলতে চাই এবং সেই উদ্যোগগুলি যদি আমাদের সরকারের সাহায্য চায়, তাহলে আমরা তাদেরকে সব রকম সাহায্য এবং সহায়তা দেব। অতীতে এই ব্যাপারে কি সব ঘটনা ঘটেছে, তার উপর গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ জানাব। কারণ আগামী দিনে এর মাধ্যমে যাতে একটা স্থায়িত্ব আনা যায়, তার জন্য আমাদের এখন থেকে নজর দেওয়া উচিত।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— প্রশ্ন নং ১১১।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— স্যার, প্রশ্ন নং ১১১।

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে ডাক্তারদের কতটি শূন্য পদ রয়েছে?

২) থাকলে, এ সব শূন্যপদ পূরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

৩) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে সরকারের ষ্টাইপেণ্ডে নমিনী পড়াশুনার অনেক ডাক্তারই চাকুরী পাচ্ছেন না?

৪) এবং রাজ্যে কতজন ডাক্তারের চাকুরী অস্থায়ী হিসাবে আছে?

উত্তর

১) ২৫৪টি শূন্য পদ আছে।

২) ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রয়োজন ভিত্তিক ডাক্তারদের শূন্য পদ পূরণ করা হয়। এছাড়াও যখন কোন পাশ করা চিকিৎসক চাকুরী জন্য প্রার্থী হন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীতে নেওয়া হয়।

৩) সত্য নয়। এবং বেশ কিছু ছেলে রাজ্য সরকারের নমিনি হিসাবে ডাক্তারী পড়ার সুযোগ নিয়ে ও পাশ করার পর আর রাজ্যে ফিরে আসছে না। কিছু সংখ্যক চিকিৎসক নিজের বা আত্মীয়স্বজনের অসুবিধার কথা বলে ভারতের বাইরে অন্য রাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। এখনও ফিরে আসছেন না।

৪) ৩১০ জন। উক্ত ৩১০ জনের মধ্যে ৩২ জন এড-হক এবং ২৭৮ জন টেম্পোরারী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—যে সমস্ত ব্যক্তি ত্রিপুরা সরকারের ষ্টাইপেণ্ড এ নমিনি হয়ে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে পাশ করার পর আর রাজ্যে ফিরে আসছেনা, তাদের সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— আমাদের প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন এতই জটিল যে আমাদের অনেক সময়েই কোর্টের আশ্রয় নিতে হয়। তাদের পড়াশুনার জন্য ষ্টাইপেণ্ড হিসাবে যে টাকা রাজ্য সরকার খরচ করেছেন, সেই টাকা আদায় করতেও অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়। যেমন একটা ঘটনার কথা আমি এখানে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে কোন এক জন মহিলা ডাক্তার যিনি আগেকার সরকারের সময় ষ্টাইপেণ্ড নিয়ে ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিল, যদিও তার বণ্ড দেয়া আছে এবং পূর্বতন সরকারের স্বীকৃতির ফলে আমাদের বর্ত্তমান সরকারকে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে তার নিজের চিকিৎসার জন্য। তিনি সরকারকে না জানিয়ে বিলাতে চলে গিয়েছেন। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ম কানুন অনুযায়ী আমাদের যা করার, তা আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা :— প্রশ্ন নং ১৩১।

বিবেকানন্দ ভৌমিক :— স্যার, প্রশ্ন নং ১৩১

১) খোয়াই ব্লক অন্তর্গত পশ্চিম রাজনগর তুলাশিকর বাজারের সরকারী ডিস্‌পেন্‌সারী ঘরটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে কি?

২) হইয়া থাকিলে, এই ডিস্‌পেন্‌সারীটি কবে পর্য্যন্ত চালু করা হবে বলিয়া আশা করা যায়?

উত্তর

১। খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত রাজনগরে একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে।

২। ইতিমধ্যে সেখানে একজন ফার্মেসিষ্টকে নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ : স্যার, প্রশ্ন নং ১৪১।

১। ১৯৭৭-৭৮ইং, ১৯৭৮-৭৯ই., ১৯৭৯-৮০ইং ১৯৮০-১৯৮১ইং এই আর্থিক বৎসরগুলিতে তুতু-কীতে সুতা ও তাঁত ঘর মেরামতের জন্য কতজন তাঁত শিল্পীকে সাহায্য করা হইয়াছে এবং এর জন্য মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে (বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)?

২। ১৯৮১-৮২ইং সনের জন্য ভূতুর্কীতে সূতা ও তাঁত ঘর মেরামতের জন্য কত টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে (রিভাইজড বাজেট পর্যন্ত পৃথক হিসাব)?

৩) এখন পর্যন্ত সূতার ও টাকা বিলি না হইয়া থাকিলে তার কারণ কি?

৪) কবে পর্যন্ত বিলি হইতে পারে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) ভূতুর্কিতে সূতা অনুদান নিম্নরূপ :—

সন	তাঁত শিল্পীর সংখ্যা	মোট টাকা	ভূতুর্কীর হার
১৯৭৭—১৯৭৮	৪,৯০০ জন	২,৪৫,০০০	শতকরা ১০ ভাগ হারে প্রত্যেককে ৫০ টাকার সূতা।
১৯৭৮-১৯৭৯	৬,৬৬৬ জন	৪,৯৯,৯৫০	শতকরা ৭৫ ভাগ হারে প্রত্যেককে ৭৫ টাকার সূতা।
১৯৭৯-১৯৮০	৬,১৮৬ জন	৪,৬৩,৯৫০	ঐ
১৯৮০-১৯৮১	৩,৮৬৬ জন	২,৮৯,৯৫০	ঐ

ভূতুর্কিতে তাঁত ঘর মেরামতের জন্য অনুদান নিম্নরূপ :—

সন	তাঁত শিল্পীর সংখ্যা	মোট টাকা	ভূতুর্কীর হার
১৯৭৭-১৯৭৮	৬১০ জন	১.২২ লক্ষ	শতকরা ১০০ ভাগ ভূতুর্কিতে প্রত্যেককে ২০০ টাকার অনুদান।
১৯৭৮-১৯৭৯	১,৭৫০ জন	৩.৫৫ লক্ষ	ঐ
১৯৭৯-১৯৮০	১,৭৫০ জন	৩.৫৫ লক্ষ	ঐ
১৯৮০-১৯৮১	৬০০ জন	০.৯০ লক্ষ	শতকরা ৭৫ ভাগ হারে ভূতুর্কিতে প্রত্যেককে ১৫০ টাকার অনুদান।

২) ১৯৮১-১৯৮২ইং সনের জন্য রিভাইজড বাজেটে ৭৫ শতাংশ ভূতর্কিতে সূতা অনুদানের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ৭৫ শতাংশ ভূতুর্কিতে তাঁত ঘর মেরামতের জন্য ১.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৩) প্রস্তাব বিবেচনাধীন বিধায় এখন পর্য্যন্ত সূতা ও টাকা বিলি সম্ভব হয় নাই।

৪) প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে আগামী মার্চ, এপ্রিল পর্য্যন্ত বিলি হইতে পারে।

শ্রী অখিল দেবনাথ :—১৯৮১-৮২ সালে ভর্ত্তুকীতের সুতা দেওয়ার পরিমান এবং ভর্ত্তুকীতে ঘর মেরামতের টাকার পরিমান কম হওয়ার কারন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারন তাঁতীদের সঙ্গে নূতন করে আমরা ট্রাইবেলদেরও নির্দ্দিষ্ট ভাবে পাছড়া স্কীম চালু করেছি সেইজন্য এটা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বলেছেন যে উপজাতি মহিলাদেরও এই সূতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু অমরপুরের মালবাসা তুলুমা প্রভৃতি গ্রামের ট্রাইবেল মহিলাদের সূতার জন্য দরখাস্তগুলি নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই একই গ্রামের সি. পি. এম. মহিলাদের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের প্রাক্কালে বার বার সূতা দেওয়া হয়েছিল এটা ঠিক কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া হবে।

শ্রী বিমল কুমার সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে ট্রাইবেলদের জন্য পাছড়া স্কীম করা হয়েছে এবং তার জন্য সূতা বণ্টন করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি যে এই পাছড়া স্কীমের সূতা বণ্টন করার সময় দেখা গেছে যে জনৈক আই. এ. এস. অফিসার বি. ডি. সি'র মনোনীত প্রার্থীদের সূতা না দিয়ে তার শ্বশুর বাড়ীতে সব সূতা দিয়ে দিয়েছে এবং এর ফলে সাধারণপাবলিক কোন বেনিফিট পায় নাই ?

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এটা তদন্ত করব এবং আমরা নির্দ্দেশ দিয়েছি যে জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সূতা বণ্টন করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৫৩।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—কোয়েশ্চান নং ১৫৩।

প্রশ্ন

(১) ইহাকি সত্য জি. বি. ও ভি. এম. হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করার যন্ত্রপাতিগুলি অনেক পুরানো হয়ে যাওয়ায় অস্ত্রোপচারে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে ?

উত্তর

না। কোন ব্যবহার্য্য জিনিষের মত অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তখন পুরানো যন্ত্রপাতির বদলে নূতন যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হয়। সুতরাং অস্ত্রোপচারে যন্ত্রপাতির অভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

প্রশ্ন

(২) যদি সত্য হয় তবে এইগুলি নূতন করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

পুরানো যন্ত্রপাতির বদলে নূতন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার উদ্যোগ সারা বছরই নেওয়া হয়।

প্রশ্ন

(৩) না হলে কবে নাগাদ নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

প্রশ্ন উঠে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সঙ্গে আমি আরও জানাতে চাই ত্রিপুরায় এই ধরনের যন্ত্রপাতি এক্সরে, মাইক্রোস্কুপ ইত্যাদি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায় এবং আমাদের এখানে সায়েন্টিফিক্ যন্ত্রপাতি মেরামতির কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের সেগুলি বাইরে পাঠাতে হয় এবং অমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানিয়েছি কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমাদের এখানে সেই ব্যবস্থা না হওয়াতে আমাদের বাইরের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে।

শ্রী নকুল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি যে মেজর অপারেশানগুলি বন্ধ রাখা হয়েছিল এবং ভি. এম. হাসপাতালেও এই অবস্থায় আমরা দেখেছি এবং অন্য দিকে অপারেশান করার সময় যাদের কো-অর্ডিনেশান দরকার তাঁরা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করেন না। এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাসপাতালের কাজ পরিচালনার জন্য সুপারিন্টেনডেন্ট, আর. পি. ইত্যাদি অফিসার আছেন। আমরা আরও দেখেছি যাতে সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে চলে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই সব যন্ত্রপাতি ঠিক ভাবে মেরামত না করার জন্য কিছুদিন আগে অপারেশানের পর কিছু লোকের ধনুষ্টংকার হয়েছিল এবং কয়েকজন মারাও গিয়েছিল এটা সত্যি কি না ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ধরনের ঘটনা হয়েছে তবে অপারেশানের জন্যই এটা হয়েছিল কিনা জানা যায় নাই।

মি : স্পীকার :—প্রশ্ন-উত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই সেইগুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সবার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের কাছ থেকে আমি একটি সর্ট ডিস্কাশানের নোটিশ পেয়েছি এবং আমি সেটি অনুমোদন করেছি। এই নোটিশের উপর আজ বিকালে আলোচনা হবে। নোটিশের বিষয় বস্তু হল খাদ্য, লবণ, চিনি, পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্যসমূহ, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি নিয়মিত সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্পর্কে।'

সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল রেফারেনস পিরিয়ড। আমি রেফারেনস্ পিরিয়ডের উপর আলোচনার জন্য মাননীয় বিধায়ক শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নোটিশটি গত দিন পেয়েছি এবং নোটীশটা পরীক্ষার পর আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

নোটিশটার বিষয় বস্তু হল—"সিধাই থানা এলাকায় গত ১৫ ই ফেব্রুয়ারী রাত ৮ টায় উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থীর দ্বারা চার ব্যাক্তিকে অপহরণ করা সম্পর্কে।" মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামিকাল ১৯ শে ফেব্রুয়ারী হাউসে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯ শে ফেব্রুয়ারী এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন।

সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—গত ১৭.২.৮২ ইং তারিখে সন্ধ্যায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কতিপয় ছাত্র কতৃক জিরানিয়া বাজারে জন সাধারণের উপর ব্যাপক মারপিট এবং হামলায় ১৪ জনকে গুরুতরভাবে আহত করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামিকাল হাউসে এই বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার —মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই বিষয়ে বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উস্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—উদয়পুর মহকুমার মাতারবাড়ী এলাকাধীন আঠারবলা গাঁওসভার অন্তর্গত অঠারবলা গ্রামের নিবাসী শ্রী সুধীর চন্দ্র শীলকে (পিতা মৃত নিশীকান্ত শীল) বিগত ১৪.১.৮২ ইং তারিখে কতিপয় সমাজ বিরোধী ও দুষ্কৃতকারীরা বাগমা বাজারে শ্রী সন্তোষ পালের চা দোকানে ডেকে নিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করা সম্পর্কে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অমি আগামী ১৯ শে ফেব্রুয়ারী হাউসে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী কাল ১৯ শে ফেব্রুয়ারী এই বিষরে উপর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—জুট কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক ত্রিপুরায় পাট ক্রয় করা এবং বর্ত্তমানে পাট ক্রয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী অভিরাম দেব বর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামি কাল এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন।

মি: স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোঠিশটীর বিষয় বস্তু হল—

গত ২৪ শে ডিসেম্বর কৈলাসহরে চালতাছড়াতে সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কর্তৃক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৫—ছামনু তপঃ উপজাতি সংরক্ষিত আসনে সি. পি. আই (এম) প্রার্থী শ্রী চৈত্রদা ত্রিপুরার উপর আক্রমন সংগঠিত করা সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৪.১২.৮১ ইং বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় যখন শ্রী ত্রিপুরা অন্যান্য আরও তিনজন সহ নির্বাচনী প্রচারের জন্য মনু থানার অধীন চালিতাছড়া নিবাসী শ্রী দেবেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীতে যাইতেছিলেন তখন তাহাদের বিপরীত দিক হইতে সবুজ পোষাক পরিহিত ১৫/২০ জন সশস্ত্র উপজাতি দুষ্কৃতকারী তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা দ্রুত সড়ে পড়েন। এই ঘটনাটি মনু থানায় ২৪-১২-৮১ ইং তারিখে জেনারেল ডাইরি নং ৬১৫ নথীভুক্ত করা হয়। মনু থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার থানার লোকজন ও সি.আর.পি. বাহিনীর লোক নিয়া সংগে সংগে ঘটনাস্থলে যান কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের কোন হদিস পান নাই। তদন্তে জানা যায় যে ১০ (দশ) জনের একটি উগ্রপন্থীর দল সেই রাস্তা দিয়া দেবেন্দ্র পাড়ার দিকে যায়। উগ্রপন্থীরা প্রায় ঘন্টা খানেক তথায় থাকিয়া পরে চলিযা যায়। তাহাদের বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে হইবে বলিয়া জানা যায়। তাহাদের নিকট একটি সাইকেল, তিনটি এস. বি. এম এল বন্দুক, একটি পিস্তল, লাঠি ও টাক্কাল ছিল বলিযাও জানা যায়।

এ ব্যাপারে কোন মামলা নথীভুক্ত করা হয়নাই। কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় নাই। দুষ্কৃতকারীদের পরিচয় ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, স্ব-শাসিত জেলাপরিষদ নির্বাচনে ঐ কেন্দ্রের সি. পি. এম প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত জেনেই এই দুর্বৃত্ত দল তাকে খুন করায় জন্য অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক এই আক্রমণ করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পুরো বিষয়টির তদন্ত করা হচ্ছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিকিকেশন স্যার, অনন্তদেববর্মার নেতৃত্বে টি. ইউ. জে. এসের এই সশস্ত্র দলটি জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের দিন এবং তার পরের দিন থেকে মনু থানার অন্তর্গত নেপাল টালা, কাঠাঁল ছড়া এবং ধুমা ছড়ায় ডাকাতি, খুন ইত্যাদি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই এলাকার মধ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের সময়ে শুধু এই এলাকার নয় বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলছিল। এই এলাকা সম্পর্কে জড়িত কোন ঘটনা সম্পর্কে যদি মাননীয় সদস্য লিখিতভাবে জানান তাহলে সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন নোটিশটির বিষয় বস্তু হল গত ৪/২/৮২ ইং তারিখে চম্পকনগর হাইস্কুলে ও অন্যান্য স্কুল গৃহে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৪/২/৮২ ইং তারিখে রাত্রি সাতটার সময় কতিপয় টি. এন. ভির কিছু দুষ্কৃতকারী আসাম আগরতলা রোডের বুকে অবস্থিত জিরাণীয়া সিনিয়র বেসিক স্কুলের অফিস গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘর এবং অপর দুইটি ঘরে দুষ্কৃতকারীরা আগুন দেয়। মাঠের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত কতিপয় ও. এন. জি. সির কর্মচারী যারা ক্যাম্প করেছিলেন তারা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ছনের চাউনী যুক্ত অফিস ঘরে আগুনের ধুমা দেখে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায় ও. এন. জি. সির ষ্টাফ এবং রক্ষিয়া ছড়া ক্যাম্পের সি. আর. পি তারা আসেন এবং কিছু ফার্ণিচার তারা রক্ষা করেন। কিন্তু জলের অভাবে ঘরটি রক্ষা করতে পারে নি। আগরতলা থেকে আগুন নেবানোর জন্য গাড়ী যায় কিন্তু তার আগেই কাঁচা ঘরটি পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। স্পকনগরের ও. এন. জি. সির জিওলজিস্ট শ্রীদাহগল বসু সেনের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ নং ধারা অনুযায়ী ৪(২)৮২ নং মামলা জিরাণীয়া থানার নথিভুক্ত করা হয়।

আনুমানিক ৬০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। ঐ জায়গাটা অন্ধকার জায়গা ছিল এবং লোক জন ছিল না। কাজেই দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান করা যায় নি। মনে হয় ঘটনাটা অন্তর্ঘাত মূলক। অনুসন্ধান চলছে।

মি: স্পীকার ঃ—আজকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—"গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোনামুড়ায় পুলিশ কর্তৃক লাঠি চার্জ ও কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করার ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ১৫ইং ফেব্রুয়ারী সোনামুড়ায় পুলিশ কর্তৃক, লাঠি ও কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ করার ঘটনার সম্পর্কে। ....

সোনামুড়া শহর অন্তর্গত এবং সন্নিহিত অঞ্চলের শ্রী রাম ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সোনামুড়া শহরের মধ্যস্থানে মাতৃ ভাণ্ডারের নিকট অবস্থিত সরকারী খাস ভূমিতে শ্রী রাম ঠাকুরের একটি মন্দির সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকেই নির্মাণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই খবর জানিয়া স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা বলে বিধি নিষেধ আরোপ করেন এবং জোর পূর্বক খাস ভূমি যাহাতে দখল না নিতে পারে সে দিকে পুলিশকে দৃষ্টি রাখিতে বলেন। বিগত ১৪.২.৮২ইং তারিখে অপরাহ্ন ৫—৪৫ মিনিটে স্ত্রী পুরুষ সহ প্রায় ১০০ জনের একটি শোভাযাত্রা সর্বশ্রী নন্দলাল সাহা এবং যদুলাল চৌধুরীর নেতৃত্বে ঐ খাস ভূমি দখলের জন্য আগাইয়া যায়। কর্তব্যরত পুলিশ এবং মহকুমা শাসক শোভাযাত্রীদের থামিতে বলেন এবং ১৪৪ ধারা জমায় করিয়া অন্যায়ভাবে খাস ভূমি দখলের থেকে বিরত থাকিতে বলেন। শোভাযাত্রীগণ ইহাতে কর্ণপাত করে না এবং উত্তেজিত হইয়া পড়ে। শোভাযাত্রীদের ইষ্টক নিক্ষেপের ফলে কর্তব্যরত পুলিশ

আঘাত পায়। তৎপর যথাযথ সতর্ক করার পর শোভাযাত্রাকারীগণকে মৃদু লাঠি চার্জ এবং ২ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস ফাটাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়।

মহকুমা শাসকের অভিযোগ ক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ | ১৪৯ | ৩৫৩ | ৩২৩ ধারা মূলে সোনামুড়া থানায় ১৮(২)৮২ নং কেইস্ গ্রন্থীভুক্ত করা হয়। শোভাযাত্রাকারীগণের এক-জন শ্রীযদুলাল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে হাজির করা হয়। তিনি জামিনে মুক্ত হইয়াছেন।

ঘটনা স্থলে পুলিশ প্রহরা চলিতেছে এবং অবস্থার প্রতি নজর রাখা হইতেছে।

শোভাযাত্রাকারীগণের মধ্যে ১১ জন্য সামান্য আঘাত পান। স্থানীয় হাসাপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাদিগকে ঐ দিনই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবস্থা এখন শান্তিপূর্ণ আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দুঃখজনক। কিছু লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এ ঘটনাকে ব্যবহার করছেন। কোন মন্দির কিংবা কোন কিছু গঠন করতে চাইতেন তাহলে সেখানে তাঁরা জমি চাইতে পারতেন। কিন্তু তা না করে এটাকে আইন অমান্য আন্দোলনে পরিণত করার বিষয়ে এই রকম ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করতে চেষ্টা করছেন। আমি তাদের অনুরোধ করব, এটা করবেন না। যে কোন ধর্মীয় আচরনই যারা করুন না কেন সরকার তাদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। যে কোন ধর্মীয় লোকই সুযোগ পাচ্ছেন এবং পাবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, এই ঘটনার বেশ কিছু দিন আগে ১ কানি ১৮ গণ্ডা জায়গার উপর টিন দিয়ে একটা মন্দির তৈরী হয়েছিল? এবং তখন সরকারের কাছ থেকে কোন বাঁধা নিষেধ আরোপ করা হয় নি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ তথ্য আমার ঠিক জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, কারো খাস জমি দখল করার অধিকার নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, সে দিন ১৪৪ ধারা জারী ছিল। তাহলে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের এ খবর জানা আছে কি, ঘটনার দিন বিকাল ৩ টায় মাননীয় সদস্য শ্রীসময় চৌধুরী এবং সুবল রুদ্র চৌমুহনীর পাশে বিরাট জনসভা করে লাঠি সোটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ১৪৪ ধারা কি শুধু পূজারীদের উপর অর্থাৎ যারা ধূপ-ধুনা নিয়ে আস-ছিল তাদের জন্য?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার আমার যে রিপোর্ট জানা আছে তাতে বলতে পারি, যারা শ্রীরাম ঠাকুরের নামে সরকারের খাস জমি দখল করার মতলবে ছিল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শহরের অধিকাংশ মানুষ সে দিন বিক্ষোভ প্রকাশ করছিল। কারণ, তারা জানতেন এই ধরণের ঘটনা ঘটবে। সমর চৌধুরী থেকে থাকলে শান্তি রক্ষার জন্যই ছিলেন। কেন না, তিনি বামফ্রন্টের নেতা, এবং সরকারকে সাহায্য করার জন্য তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী সেখানে লাঠিসোটা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কে করবে? আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করবে পুলিশ, মাননীয় সদস্য নন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—লাঠিসোটা সমরী চৌধুরীর হাতে ছিল এই রকম তথ্য সরকারের কাছে নেই। মনে হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্য।

শ্রীসুবল রুদ্র :—ইহা কি সত্য, যারা রাম ঠাকুর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে দিন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল সাহা এবং শ্রীযদুলাল চৌধুরী কংগ্রেস (আই) দলের প্রথম সারির নেতা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আইন অমান্যকারীরা কংগ্রেস (আই) এর সদস্য ছিল কিনা এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আমি বলেছি, অধিকাংশ লোকই এই ধরনের কাজের বিরোধীতা করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যেহেতু সেখানে একট মন্দির আগেই তৈরী হয়ে গেছে, এবং মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্রও শ্রীরাম ঠাকুরের শিষ্য। কাজেই উনাকেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এটা ধর্মীয় ব্যাপার। যারা ধূপ-ধুনা নিয়ে যাচ্ছিল পূজার কাজের জন্য পুলিশ তাদের বাধা দেয় নি। মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীর নেতৃত্বের দলটি তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল এটা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার সত্যি যদি কেহ এমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করতে চান, তাহলে সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেন। সেই আবেদন বিবেচনা করা হবে। কারণ, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানই সরকার বাধা দেন না। আর বাকী যে সব তথ্য বলা হয়েছে তা সরকারের জানা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, গত ১৪ তারিখের এক দিন আগে তিন দিন ব্যাপী রামঠাকুরের উৎসব শেষ হয়ে গেছে তামসা বাড়ীতে। সেই উৎসবে সমস্ত শিষ্যরা উপস্থিত ছিলেন। তখন সেখানে শ্রীআশিস দত্ত, যদু লাল চৌধুরী, নন্দ দুলাল সাহা একটা প্রস্তাব দেন যে একটা মন্দির তৈরী করতে হবে। তখন তারা বলেন যে নোটিফাইড এরিয়া কমিটির নিকট দরখাস্ত করা হোক এবং সরকারের কাছেও সে জায়গার জন্য দাবী জানানো হোক। পরবর্ত্তী সময়ে খেলার মাঠের পাশে মাতৃ ভাণ্ডারের সামনে নয়, ১৯২১ ইং সাল থেকে খেলার মাঠ হিসাবে ব্যাবহৃত হয়ে আসছে, সে জায়গায় জোর করে ঘর তৈরী করতে গেলে স্পোর্টিং এসোসিয়েশানের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং এস, ডি,-ওর কাছে ডেপুটেশান দেওয়া হয়। এস, ডি, ও, তখন ইনকোয়ারী করে দেখেন যে ঐ জায়গাটি সত্যি সত্যি খেলার মাঠের অংশ যা তিন মাস আগে আমিন দিয়ে জরীপ করে ঠিক করা হয়েছিল এস, ডি, ও, অফিস থেকে, সে জায়গার মধ্যে জোর করে ঘর তোলার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১৪৪ ধারা জারী করেন। তারপর ঐ জায়গায় ঘর তোলার জন্য যে খুঁটি,

গাডা হয়েছিল সে গুলি তুলে নেবার জন্য রামঠাকুর উৎসব কমিটির লোকজনদের কাছে এস, ডি ও, অনুরোধ জানান এবং বলেন অন্য জায়গায় ঠিক করে তাদেরকে দেওয়া হবে যে জায়গায় তারা ঐ রকম মন্দির তুলতে পারবেন। কিন্তু শ্রীআশিস দত্ত, রসিক লাল রায়, নন্দ দুলাল সাহা প্রভৃতি কংগ্রেস (আই) নেতা যারা রামঠাকুরের শিষ্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এস, ডি, ওকে বলেন যে, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেব, এখানে আমরা জোর করে মন্দির তৈরী করবই, ঘর তুলবই। তার পাশাপাশি কর্মচারী ফেডারেশান থেকে কয়েকটা বাঁশের খুঁটি গেডে এবং একটা বাঁশের চাটাইয়ের উপর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যে কর্মচারী ফেডারেশানের অফিস। তারপর ডিড রাইটস এর নাম দেওয়া হয়, আই. এন. টি. ইউ. সি. র একটা ফ্ল্যাগ ঝুলিয়ে ঘর তৈরী করা হয় ঐ জায়গা দখল করার জন্য। মি; স্পীকার স্যার, আমার নাম যখন উঠেছে তখন আমার অধিকার আছে এই হাউসে সে সম্পর্কে কিছু বলার এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কেও আমি অনুরোধ করছি সেগুলি তদন্ত করে দেখবার জন্য যে, আমি যখন সেখানে যাই, নোটিফাইড এরিয়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমাকে একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, সেই নোটিফাইড এরিয়া কমিটি মিটিং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাদের কাছে অনুরোধ জানাবার জন্য। উপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সভাপতি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অমৃত লাল রায় নোটিফাইড এরিয়া অফিসে এসে আমার সংগে সাক্ষাৎ করেন। তখন আমি তাদেরকে অনুরোধ জানাই যে, রাধামাধব বাড়ীতে সুন্দর ঘর আছে, সেখানে সব সময় কীর্ত্তন হয়ে থাকে, কীর্ত্তন করার জন্য যে অনুষ্ঠান তারা ঘোষণা করেছিলেন, আমরা নোটিফাইড এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে অনুরোধ জানাই সেখানে সংকীর্ত্তন করার জন্য এবং শহরবাসীকে জানানোর জন্য যে ঐ জায়গায় উৎসবের স্থান করা হয়েছে। পরবর্ত্তী সময়ে আইন গত ভাবে নোটিফাইড এরিয়া কমিটির কাছে দরখাস্ত আসলে এবং সরকারের কাছে দরখাস্ত আসলে নোটিফাইড এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হবে নির্দিষ্ট কোন জায়গায় আশ্রম হবে। নন্দ দুলাল সাহা, আশিষ দত্ত এর নেতৃত্বে ২০।২৫ জনের একটি দল একটি মিছিল নিয়ে আসে এবং তাদের সঙ্গে যোগ হয় কিছু সমাজ বিরোধী লোকও। তারপর যখন সমস্ত জনসাধারণ সেখানে দাড়িয়ে বাধা দিতে আরম্ভ করে এবং তাদের অনুরোধ করে যে আপনারা এগুলি করবেন না, তখন তারা ঢিল ছুড়তে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ যারা ঐ খানে দাড়িয়ে ঐ সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ করছিল তারাই সবচাইতে বেশী আহত হয়েছে লাঠিচার্জের ফলে, তবু তারা বলেছিলেন যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজকর্মকে বাধা দিয়ে ধর্মের নামে অধর্ম করতে দেবেন না। এই ঘটনা গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সংগৃহীত তথ্যে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা খুবই দুঃখ জনক যে রামঠাকুরের মত একটা ধর্ম্মের নামকে নিয়ে অধর্মের কাজ করা হচ্ছে। খেলার মাঠে গিয়ে তাঁর নামে জায়গা জবর দখল করে আশ্রম করার সাপেক্ষে একটা রাজনৈতিক অন্দোলন শুরু করা হয়েছে।

(এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশান বেঞ্চেস্—ধর্মের নামে আমরা রাজনীতি করি না।)

মাননীয় সদস্যরা হয়তো কংগ্রেস(আই) এর ভক্ত হতে পারেন। তাদের বক্তব্য এখানে পেশ করতে পারেন। আমি জানি ঐ মিজো পাহাড়ে ধর্মকে আপনারা ইলেকশানের কাজে ব্যবহার

করছেন। সেটা শিগ্‌গিরই আপনারা জানতে পারবেন কি ভাবে ধর্মকে আপনারা ইলেক্‌শানের কাজে ব্যবহার করেছেন। আইনতঃ কি ব্যবস্থা হতে পারে সেটা হয়তো আপনারা দেখবেন। এটা করা উচিৎ না। এটা উত্তর প্রদেশ নয় ঐ মস্‌জিদের মধ্যে শূকর ছেড়ে দিয়ে দাঙ্গা বাধানো হয় এবং তা থেকে ফয়দা লুঠে শাসক গোষ্টি। সেটা ত্রিপুরায় আমরা করতে দেব না। যারা ঠাকুরের শিষ্য আছেন, তাদেরকে আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি তারা যেন নোটিফাইড এরিয়া কমিটির সংগে যোগাযোগ করেন এবং এই জিনিষটাকে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা উদ্দেশ্য পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করেছে তাদের হাতে স্বীকার যেন না হন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সে দিন যে সমস্ত শিষ্যরা প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের হাতে কোন ইট পাট্‌কেল ছিল না। যাদের হাতে ছিল তাদের কে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী। কাজেই পুলিশকে ইট পাট্‌কেল ছুড়তে প্ররোচনা দেবার দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—সরকারের কাছে এ রকম তথ্য নেই।

প্রেজেণ্টেশান অব্‌ দি থার্ড এণ্ড ফোর্থ রিপোট
অব্‌ দি কমিটি অন্‌ ওয়েলফেয়ার অব্‌ সিডিউল্ড
কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্‌।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্‌ কমিটির তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিবেদন (রিপোর্ট) উত্থাপন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন দুইটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—I beg to lay before the Third Report of the Committe on welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribe.

I beg to lay before the House the Fourth Report of the Committee on welfare of Scheculed Castes and Scheduled Tribes.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, "নোটিশ অফিস" থেকে প্রতিবেদনের (রিপোর্ট এর) প্রতিলিপি এবং বিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি যেগুলি হাউসে পেশ করা হবে সেগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস্‌ লেজিস্‌লেশ্যান)
সরকারী বিল উত্থাপন

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো

"The Tripura children bill, 1982 (Tripura Bill No. 3 of 1982.")

আমি এখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Dasarath Deb :—I beg to move for leave to introduce the Tripura Children bill, 1982 (Tripura bill No. 3 of 1982).

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো

"The Tripura children Bill, 1982 (Tripura Bill No. 3 of 1982)"

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছে কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো)।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation (No.2) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 1 of 1982).

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উথ্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Nripen Chakraborty—I beg to move for leave to introduce the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 1 of 1982)

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 1 of 1982) এই সভায় উথ্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(এই সভার অনুমতিতে বিলটি উথ্থাপিত হয়)।

গভর্ণমেণ্ট বিজনেস (লেজিসলেশ্যান)

সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1982 (Tripura Bill No. 1 of 1982)

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 1 of 1982)

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1982 (Tripura Bill. No. 1 of 1982)
বিবেচনা করা হোক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

অধ্যক্ষ মহাশয়—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং ২নং এবং ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয়—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (সীডউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1982 (Tripura Bill No. I of 1982)"

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উথ্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উথ্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty—I beg to move that the Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 1 of 1982) be taken into consideration.

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উথ্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 1 of 1982)."
পাশ করা হোক।

(আলোচ্য বিষয়টি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কপি বিল এখনও পায় নি। না পেলে কি করে বুঝব কোন বিল কি ভাবে পাশ করা হচ্ছে...

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই দু:খজনক যে হাউসের একজন মাননীয় সদস্য এইভাবে চিৎকার করছেন কারণ সমস্ত কাগজপত্র নাকি উনাদের কাছে পৌছায় নি। এইভাবে চিৎকার করলে হাউসের অমর্য্যাদা করা হয়। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যদি মাননীয় সদস্যরা কোন কাগজপত্র না পান তাহলে স্পীকারের অফিস রয়েছে সেখানে গিয়ে খোজ খবর নিতে পারেন। সময় মতো কাগজপত্র দেওয়া হয়। যদি কোন জায়গায় কাগজপত্র ঠিক সময় মতো এসে না পৌছায় তাহলে সে সময় তাদের উচিত বিধানসভা আরম্ভ হবার আগেই সে সম্পর্কে তদন্ত করা। কারণ এখানে আমাদের যে বিজনেস আছে সেই বিজনেসের মধ্যে দেওয়া আছে কাজেই সেটা যদি মাননীয় সদস্যদের কাছে এসে থাকে তাহলে আপনারা বিজনেস আরম্ভ হবার আগেই খোজ নেবেন। আমি আশা রাখবো এই রকম উত্তাপ যেন হাউসে আর সৃষ্টি না করা হয়।

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে "The Tripura Tribal AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 1982 (TRIPURA BILL NO. 4 OF 1982). আমি সভার বিবেচনার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বিলটি মুভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Dasarath Deb— Mr. Speaker sir, I beg to move "That the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (Amendment) Bill, 1982 (Tripura Bill No. 4 of 1982) be taken in to consideration. স্যার, এই ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল-এ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদে যে আইন, সেই আইনের কিছু কিছু ধারার সংশোধন এখানে আনা হয়েছে। সংশোধনগুলি খুব সহজ এবং সরল। প্রথমতঃ বিলের ধারার সংশোধনীতে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের প্রচলিত যেসব আইন আছে সেই আইনের বিরোধী কোন বিল এখানে আনা হয় নাই। দ্বিতীয়ত: এই আইনের ধারায় যে সংশোধনী আনা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী কোন ধারা এখানে সংযোজিত হয় নাই। এটা সম্পূর্ণ লক্ষ্য রেখে এই আইনের সংশোধনী প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। সংশোধনীগুলির শ্রেণী বিভাগ করা যেত। কি ধরণের সংশোধনী আনা হয়েছে তা আমি বলছি। প্রথমত করণিক ত্রুটি এবং দ্ব্যর্থবোধক কিছু শব্দ আছে। এই করণিক ত্রুটিকে প্রথমতঃ দূর করতে হবে অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলা হয় ক্লারিকেল মিসটেইক। দ্ব্যর্থবোধক কিছু শব্দ আছে সেগুলিকে স্পষ্ট করা দরকার। এই ধারার মধ্যে আছে ২, ৪, ৯, ১৮, ২৭ এই ধারাগুলিকে সংশোধন করার জন্য এখানে সংশোধনী আনা হয়েছে। তৃতীয়ত: এখানে আর এক ধরণের সংশোধনী আনা হয়েছে সেটা যাকে বলা যায় ক্ল্যারিফিকেশান। এটাকে আরও স্পষ্ট করা দরকার। এই ধারাগুলির মধ্যে আছে ২৬, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৪, এবং ৩৬। মাননীয় সদস্যরা যাতে এই ধারাগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আলোচনা করতে পারেন তাদের সুবিধার জন্যই আমি এই ধারাগুলি পড়ে দিচ্ছি। এই সংশোধনের মধ্যে আর একটা ধারা আছে ৩০নং ধারার ৫নং উপধারা তাতেও সংশোধনী আনা হয়েছে। এটা হল স্বশাসিত জেলা পরিষদে চীফ্ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে রিমুভ করার জন্য এখানে আরও পরিষ্কার একটা ধারা আনা হয়েছে। চিফ্ এক্জিকিউটিভ অফিসার যিনি থাকবেন, তিনি হবেন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার। সেখানে আই. এ. এস. অফিসারও থাকতে পারেন বা টি. সি. এস. ও থাকতে পারেন। তিনি হলেন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী। স্বাভাবিক ভাবে একজন অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি আছে যিনি এই এক্জিকিউটিভ অফিসারকে চাকরী থেকে বিদায় বা অন্য কোন ধরণের শাস্তি দিতে পারেন। কাজেই বিলের মধ্যে যে ধারা দেওয়া হয়েছে তাতে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিভাবে এক্জিকিউটিভ অফিসারকে সরানো হবে তার জন্য একটি সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। চীফ্ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে সরানোর জন্য কাউন্সিলে এর হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পাশ করলেই তাকে রিমোভ করতে সরকার বাধ্য হবেন। কারণ এই ক্ষমতাটা যদি কাউন্সিলের হাতে না দেওয়া হয় তা হলে কোন চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার কাউন্সিলের কোন সিদ্ধান্তকে মানতে বাধ্য নয়, ফলে সেই অফিসারের কাজকর্মের ফলে কাউন্সিল অসুবিধায় পড়লেও তাকে সেখান থেকে সরানো যাবে না। কাজেই কাউন্সিলকে এই ধরনের অসহায় অবস্থায় মধ্যে ফেলে রাখা যায় না। তাই আইনের দিক থেকে এর জন্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত হলেই রাজ্য সরকার তাকে সরাতে বাধ্য হবেন। আর তা ছাড়া রাজ্য সরকার ও কাউন্সিলের কাজ কর্মের মধ্যে যদি কোন বিরোধীতা উপস্থিত হয় তা হলে রাজ্য সরকার কাউন্সিল-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের মনমত একজন

অফিসারকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেন। তার সেইফ গার্ড হিসাবেই প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে এবং আইনের ২৫ ধারায় এইটাকে এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। আইনের সেই ধারাটা আমি পড়ছি—২ নং "দি মেম্বারস অফ্ দি একজিকিউটিভ কমিটি রি প্রেইড সাচ স্যালারিজ এণ্ড অ্যালউন্সেস্ এস মে বি ডিটারমিণ্ড বাই দি ডিষ্ট্রিবিউট কাউন্সিল ইন্ কন্সালটেশান উইথ দা ষ্টেইট গভর্ণমেণ্ট।" এইটাকে এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লেখা হয়েছে, তাই এইটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ আইনের আরও একটা জায়গায় বলা হয়েছে একজিকিউটিভ মেম্বারদের এবং চেয়ারম্যানের সেলারী কি হবে, এলাউন্স কি হবে, কাউন্সিল এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। তা ছাড়া আরও কিছু কিছু জিনিষ এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেটা আমাদের আইনের মধ্যে ছিল। যেমন আইনের ৩৫ তম ধারার ২ নং উপধারাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এইটাকে গৌহাটি হাই কোর্টের মামলার পর গৌহাটি হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। তাই হাইকোর্টের এইটাকে রায়ের প্রতি সম্মান রেখেই আমরা আমাদের মূল আইন থেকে এইটাকে বাদ দেওযার জন্য এই প্রস্তাবটাকে এখানে আমরা এনেছি। সেই ধারাটি হচ্ছে সেক্সান ৩৫, সাব-সেক্সান (২) দি প্রেস্ক্রাইব হ্যাট্ নো পারসন্ হু ইজ নট্ এ মেম্বার অফ্ সিডুল্ড ট্রাইব রেসিডেন্ট ইন্ "দি ডিষ্ট্রিক্ট শ্যাল ক্যারি অন্ হোলসেইল অর রিটেইল বিজনেস্ ইন অ্যানি কমেডিটি এক্সেপ্টাক্ট আণ্ডার এ লাইসেন্স ইস্যু ডু ইন্ হ্যাট বিহাফ্ বাই দি ডিষ্টিক্ট কাউন্সিল, প্রোভাইডেড হ্যাট নো রেগুলেশান্স মে বি মেইড আণ্ডার দিস্ সেক্শান আনলেস দে আর পাস্ড বাই এ মেজরিটি অফ্ দি টোটেল মেম্বারশিপ অফ্ দি ডিষ্টিক্ট কাউন্সিল" এইটাকে গৌহাটি হাইকোর্ট ছেড়ে দেওযার পর গৌহাটি হাইকোর্ট বলেছে যে, সংবিধানে স্বীকৃত যে নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়েছে সে অধিকারে কাজ করার ক্ষমতা কাউন্সিলকে দেওয়া যায় না। কাজেই গৌহাটি হাইকোর্টের সেই রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই আমরা আইনের নির্দ্ধারিত এই ধারা কয়টিকে তুলে দেওয়ার জন্য বিধান সভার সামনে প্রস্তাব এনেছি বিলের সংশোধনীর আকারে। এই আইনের মধ্যে আর একটা জিনিষ আছে, আপনারা লক্ষ্য রাখবেন সেখানে, কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত আদেশ, নির্দেশ, অর্ডার ইত্যাদি যাবে সে গুলি মূল আইনে যে চেয়ারম্যান আছেন তিনি দস্তখত করবেন। অবশ্য চেয়ারম্যান না বলে সেখানে বলা হয়েছে চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। তিনি হচ্ছেন চীফ অর্থাৎ মেম্বার হেড অফ্ দা একজিকিউটিভ, অফিসার নয় তিনি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে যাবেন এবং তিনিই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হবেন। তার ফাংশান হবে হেড অফ্ দা একজিকিউটিভ কমিটি। যেমন কেবিনেট নাম থাকে চীফ মিনিষ্টার, কিন্তু তিনি হলেন হেড অফ্ দা কেবিনেট। কাজেই এখানে তা বাদে যে একজন চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার আছেন তিনি হচ্ছেন অফিসার মানে কর্মচারী। চেয়ারম্যান মানে হেড অফ্ দি একজিকিউটিভ কমিটি আর একজিকিউটিভ অফিসার যিনি হবেন তিনি আমলা অফিসারই থাকবেন এবং সেখানে চেয়ারম্যান দস্তখত করবেন মানে সমস্ত আদেশ, নির্দ্দেশ হইতে শুরু করে চাকুরীতে নিয়োগ, ট্রান্সফার ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারে সমস্ত কাগজ পত্রে দস্তখত করবেন চেয়ারম্যান নয়, ভাইস চেয়ারম্যান নয়, চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান যেটাকে এপ্রুভ করে দেবেন, চীফ একজিকিউটিভ অফিসার যিনি থাকবেন তিনিই দস্তখত করবেন। মানে তার নামেই সমস্ত কাগজ পত্রগুলি যাবে।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আপনি রিসাসের পরে বলবেন আপনার অসমাপ্ত বক্তব্য। সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

(After Recess At 2 P. M)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অনুরোধ করছি ওনার বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি যে কথা বলেছিলাম যে সংশোধনের মধ্যে আরেকটা জিনিস যেটা কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যেসমস্ত আদেশ, নির্দেশ যাবে, মূল আইনে ছিল চেয়ারমেনের দস্তখতে এটা হবে কিন্তু প্রশাসনিক পদ্ধতিতে কেবিনেটের মন্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নেন আর কাগজপত্রে কার্য্যকরী হয় ভারপ্রাপ্ত অফিসারের দস্তখতে। কাউন্সিলেও সেটা হওয়া দরকার। চেয়ারমেন ভাইস-চেয়ারমেন ও এগজিকিউটিভ মেম্বার যে সিদ্ধান্ত নেবেন, চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার বা ভারপ্রাপ্ত অফিসার যিনি থাকবেন ওনার নামে কাগজপত্রগুলি যাবে। এখানে তাই সংশোধনী আনা হয়েছে। এখানে আরেকটি সংশোধনী আনা হয়েছে। সেটা হল চেয়ারমেন বা ভাইস-চেয়ারমেন যে এলাউন্স পাবেন তা অফিস অব প্রফিট হিসাবে গন্য হবে না যাতে তাঁরা নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে পারেন যেমন করে মন্ত্রী, এম এলেরা দাঁড়ান অর্থাৎ "পিপল রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট"। তাই এখানে যে ৭ জনের এগজিকিউটিভ কমিটি করা হয়েছে তাতে চেয়ারমেন এবং ভাইস-চেয়ারমেনের পক্ষে আর বাধা রইল না। সেরকম এগজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার যারা তারা যে এলাউন্স পাবেন সেটাও প্রফিট হিসাবে গণ্য হবে না এবং তারফলে তাঁরাও নির্ব্বাচনে দাঁড়তে পারবেন। আরেকটা যেটা অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে তা হল ৩২ ধারার ১ নং-এ, এখানে টেরিটরি বলে আইনটা রাখা হয়েছে ৬ষ্ঠ সিডুলের যে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল সেটা অবশ্য গোটা জায়গা হতে পারে, অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট-ওয়াইজ হতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল সেটা সমগ্র ত্রিপুরারাজ্যের মধ্য থেকে জায়গা নিয়ে একটা ইউনিট করা হয়েছে। তারফলে এই টেরিটরি আর থাকছেনা। অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যে আইন-কানুন সে আইন-কানুন এখন প্রযোজ্য হবে কিন্তু টেরিটরি বললে অস্পষ্ট থেকে যায় কিন্তু অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল বললে আর থাকেনা। কাজেই ত্রিপুরা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ব্রেকেটে ত্রিপুরা থাকবে। ছোট্ট আরেকটি অ্যামেণ্ডমেণ্ট আছে এখানে ৩৩ নং ধারায় অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনিসলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এখানে এই এরিয়াগুলিতে প্রাথমিক লেখাপড়ার জন্য কোন ভাষার মাধ্যম ব্যবহার করা হবে। কাজেই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ঠিক করে দেবে সেখানে কোন্ কোন্ লেংগুয়েজ হবে। এখানে লেংগুয়েজকে ল্যাগুয়েজেস করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে বহু ট্রাইবেল ভাষা আছে। কোন এলাকার কি ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করা হবে সেটা কাউন্সিল ঠিক করে দেবে। সেকশন ৩৬ (১)-এর মূল আইনে অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে" টু কালেক্ট লেভি উইদিন দ্যা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউনিসল অর্থাৎ অটোনোমাস এলাকার মধ্যে লেভি করে ট্যাক্স সংগ্রহ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা প্রফেশনাল এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ট্যাক্সিং অ্যাকট ১৯৭৮, দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড বেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস্ অ্যাকট ১৯৬০, দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ট্যাক্সিং অ্যাকট, ১৯৪৪ ইজ এক্স-ট্যাণ্ডেড টু ত্রিপুরা এজ স্প্যাসিফাইড ইন সিডুল অব দি অ্যাক্ট, ইট ইজ কনসিডারড

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ঘ্যাট দি পাওয়ার লেভি অ্যাণ্ড কালেক্‌ট ট্যাক্‌স ইন দিজ অ্যাক্ট স্যুড রিমেইন উইদ দ্যা অথরিটি প্রেসক্রাইবড আণ্ডার দি অ্যাক্ট। এই আইনে কর ধার্য্য করা এবং সংগ্রহ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপর দেওয়া হয়েছে। সে আইন কাউন্সিলের নেই। অতএব তারজন্য অন্য একটা আইন করে সেটাকে টিকিয়ে দেওয়া যায়না। এরজন্য আগের আইনটাকে কিছু সংশোধন করা প্রয়োজন। সেখানে লেভি না হয়ে টু কালেকট করা হবে এবং তারফলে যে কর ইত্যাদি রাজ্য সরকার কর্তৃক ধার্য্য করা হবে তা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল সংগ্রহ করতে পারবে। এ ক্ষমতাটা এই আইনের দ্বারা ন্যাস্ত করা হয়েছে। আরেকটা জিনিষ আমরা রাখছি, " ইজ ইজ ফেন্‌ট আনলেস নেসেসারি মেশিনারি সেট-আপ ফর দ্যা পারপাস ইটমে নট বি পজিবল ফর দ্যা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্‌ট কাউন্সিল টু কালেকট ট্যাক্‌স। কিন্তু টেক্‌স্‌ কালেকসন করতে গিয়ে মেসিনারীর দরকার তা ঠিক এখনই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নেই। এটা একটা সময় সাপেক্ষ বটে। কিন্তু তার জন্যে তো আর টেকস আদায় বন্ধ থাকতে পারেনা। কাজেই ইনটেরিম ব্যবস্থা হিসেবে আমরা ৩১ এবং ৩৬ সাব সেকসানে এর ব্যবস্থা রেখেছি যে '

"Proveded that the taxes, as afer aid, shall be collected by the District Council from such date as may be ppointed by the Government in this behalf by a notification in the O ici l Gaze'te and the autho ities empowered under the aforesaid Acts shall ontinue to collect the taxes till such date and the taxes so collected before the ppointed day shall be assigned to the District Council. "

কাজেই এই মেসিনারীর ব্যবস্থা করার আগ পর্যন্ত তহশিল অফিস এই টেক্‌স কালেকসন করবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই যে টেকস কালেকটেড হবে তা যাবে কোথায়। সরকারী মেসিন টেক্‌স আদায় করলেও তার কড়া গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে এবং তার হাতে সমস্ত টাকা তুলে দিতে। এই আইনেও সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেসিনারী সেট আপ করে ফেললেই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিজেই টেক্‌স ইত্যাদি কালেকসন করবে। এই হ'ল মূল বিষয়।

আরেকটা বিষয় হলো ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হিসাব পত্র ইত্যাদি পরীক্ষা নিরিক্ষা করা। আমরা একাউন্টেড জেনারেল এবং ক্রম্পট্রোলার অব ইণ্ডিয়া র কাছে অনুরোধ করেছি যাতে তারা আমাদের এই হিসাব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সাহায্য করেন। কাজেই এই হলো মোটামোটি সংশোধন। করণিক গত এবং মুদ্রণগত কিছু কিছু ভুল থাকার দরুন আমাদের বারবার সংশোধন করতে হয়েছে। সুতরাং আমি আশা করছি মাননীয় সদস্যরা তা বুঝতে পারবেন এবং আইনে সংশোধনগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করে এই সংশোধনী আইনগুলিকে সমর্থন করবেন এই বলে আমি সভার সামনে 'দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, উপস্থাপিত করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান নাম দিতে পারেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রাউকুমার রিয়াংকে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউকুমার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই সংশোধনীর উপর আলোচনা করার কিছুই নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াকে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী "দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এমেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ এই হাউসে পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। তবে এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেছেন যে কিছু কিছু করণিকগত ভুল থাকার ফলেই বারবার সংশোধনী আনতে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় শুধু যে করনিকগত ভুল রয়েছে তা নয় মুদ্রণগত ভুলও রয়েছে এই ধরনের ভুল যাতে আর না ঘটে তার প্রতি যেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বিশেষভাবে দৃষ্টি নেন।

(নেপথ্যে :—আমি তো আগে বলেছি যে প্রিন্টিং গত ভুল রয়েছে।)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ১০ নম্বর আইটেম এর মূল যে সেকসন ৩০ (২) সাব সেকসন (২) তাতে বলা হয়েছে যে, চিফ একজিকিউটিভ অফিসারকে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট সরাসরী নিয়োগ করবেন কিন্তু রিমোভেলের সময় চেয়ারম্যানের পরামর্শ মত করা হবে।

এখানে আমার মনে হয়, রিমোবেলের সময় যেমন চেয়ারম্যানের পরামর্শ মত করা হয়, তবে চিফ একজিকিউটিভ অফিসার নিয়োগের সময়ও যাতে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সহিত কনসালটেশান করেই নিয়োগ করা হয় তাহলে এটা আরো অনেক ভাল হত। কারণ অনেক সময় হয়ত কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সহিত রাজ্য সরকারের মতের অমিলও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তাঁর মনোমত অফিসার নিয়োগ করলে কাউন্সিলের কাজে বিঘ্ন ঘটবে। সুতরাং এখানে 'ইন কনসালটেসন উইথ দ্যা চেয়ারম্যান' কথাটা যুক্ত করা হয়। একটা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার হচ্ছেন প্রধান এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার। সুতরাং চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনাক্রমেই যাতে এই অফিসার নিয়োগ করা যায়। এই ব্যবস্থা এখানে রাখলে ভাল হবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা বিষয়ের প্রতি আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হ'ল রিমোবেল অব্ দ্যা চেয়ারম্যান সম্পর্কে। এখানে বলা হয়েছে যে, দুই তৃতীয়াংশ মেজরিটি যদি ভোটনা দেয় তবে চেয়ারম্যানকে রিমোবাল করা যাবে না। আবার ইলেকটবেল রুলে আছে যে যেখানে দুই-তিন জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদেরজন্য থাকেন সেখানে মেজরিটি ভোটের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। এই যদি হয় তবে রিমোবেল এর সময়েও মেজরিটি ভোটে চেয়ারম্যানকে রিমোবেল করা যাবে এই কথাটা রাখলে আমার মনে হয় ভাল হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ধারায় দেখা যায় যে, যদি অধিকাংশ সদস্য চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন কিন্তু মেজরিটি হচ্ছে না তাহলে তো চেয়ারম্যানকে সরানো যাবে না।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার মনে হয় সংসদীয় গণতন্ত্রে এটা দৃষ্টিকটু এবং পিপলস্ রিপ্রেজেণ্টেশান এর ক্ষেত্রেও এটা একটা অসামঞ্জস্য রয়েছে বলে আমার ধারণা। কারণ

মেজরিটি সদস্য যখন আস্থা স্থাপন করতে পারছে না তখন চেয়ারম্যানকে অবশ্যই সরে যাওয়ার দরকার। তাহলে গণতন্ত্রের অধিকার রক্ষা করা হয়। ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। কাজেই সেখানে একজন চেয়ারম্যান যদি মেজরিটি ভোটেও রিমুভড না হয়, পিপলস রিপ্রেজেনটেটিভ হয়ে তাহলে গণতান্ত্রিক চিত্র সেখানে থাকে না। কাজেই আমি এই হাউসের কাছে আবেদন জানাবো এই দুটি অ্যামেণ্ডণ্টে যেন সরকার এর তরফ থেকে পরবর্তী সময়ে হলেও আনা হয় যাতে এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের আইনগুলি আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি এবং গণতান্ত্রিকভাবে করতে পারি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আর একটি কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, যে সমস্ত ট্যাক্স কালেকশান হবে সেটা পুরোপুরি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে দিয়ে দেওয়া হবে। এই কথাটা এখানে স্পষ্ট লেখা নাই। শুধু বলা হয়েছে কালেক্ট করা হবে এবং ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে দিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই এটাকে স্পষ্ট করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু ব্যাখ্যা করবেন। এই যে আইন, এটা মুলত: পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য। তাদের ভাষা সংস্কৃতি এতদিন বিকাশ লাভ করতে পারে নি। তাদের মধ্যেও একটা জাতীয় সত্বা এবং ন্যাশন্যাল স্পিরিট আছে। তাদের এতদিন আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। আমাদের দাবী ছিল ৬ষ্ঠ তপশীল এর মাধ্যমে আরও বেশী উপজাতিদের আরও ক্ষমতা দেবার জন্য। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের আর অধিকতর ক্ষমতা নেই। যেটা করা হয়েছে সেটা ৭ম তপশীল মোতাবেক করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ৭ম তপশীল দ্বারা একটা জাতিকে পুরোপুরি বিকশিত করা যায় না। এটা অত্যন্ত লিমিটেড স্কোপ। কাজেই আমি আবেদন জানাচ্ছি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার উপজাতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ৭ম তপশীল থেকে ৬ষ্ঠ তপশীলে উন্নীত করার জন্য এগিয়ে আসেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেবর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়েলফেয়ার ফর সিডিউল্ড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস এর মন্ত্রী মহোদয় এখানে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এটোনমাসডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এখানে এনেছেন এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমি সমর্থন করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরার উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ, এটা আমাদের আন্দোলনের ফলে এসেছে এবং এই আন্দোলন সংগঠিত করে ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে মাকর্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং আমরা দেখেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেই কংগ্রেস রাজত্বে এই দাবী নিয়ে আমাদের আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের অনেক জঙ্গী কমরেডকে শহীদ হতে হয়েছে। অনেক মা বোনকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে এবং পাহাড়ী বাঙ্গালী অনেক মানুষকে জেলে যেতে হয়েছে। এবং এটা ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মিলিত সংগ্রাম এর ফল। সুতরাং এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ এর আইনকানুন প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রথম অবস্থায় কিছু ভুল ত্রুটি হবেই এবং এই সবকিছু চুলচেরা বিচার করে এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট এখানে আনা হয়েছে। হয়ত ভবিষ্যতে জেলা পরিষদের কাজকর্ম করতে গিয়ে অনেক ভুল ত্রুটি ধরা পড়বে এবং তখন সেই ভুল ত্রুটিগুলি কিভাবে সংশোধন

করা যায় এবং নূতন নূতন আরও কিছু সংযোজন করা যায় কিনা তা পরবর্ত্তী সময়ের কথা। কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে এই সভায় বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য নগেন বাবু এটাকে সমর্থন করেছেন এবং রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে ৬ষ্ট তপশীল সেটা সংবিধানে আছে বলে স্বীকার করেছেন। আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে জেলা পরিষদ নির্ব্বাচনে এবং নির্ব্বাচনের আগে এখানে ওরা প্রচার করেছে গ্রামে যে ৬ষ্ঠ তপশীল ইচ্ছা করেই রাজ্য সরকার দিচ্ছে না আমাদের। কিন্তু আজকে তারাই স্বীকার করেছেন, এই বিধান সভার ভিতরে যে এটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে। অথচ তারাই এতদিন বাইরে উপজাতি জনগণের কাছে বলে এসেছেন যে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তারা এটা দিতে চাইছেন না, তার মানে হচ্ছে উপজাতি জনগণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করার জন্যই তারা এই ধরনের উল্টো বক্তব্য রেখেছিলেন। আর এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে তারা বাইরে এক রকম কথা বলেন, আর বিধানসভায় এসে অন্য রকম কথা বলেন। আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের স্বার্থে ত্রিপুরা ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থের মাধ্যমে গত ৪ বছরের মধ্যে যে সব উন্নতি মূলক কাজ-কর্মগুলি করেছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কোন দিন কল্পনাই করতে পারে নি। আর আমরা যদি গত ৩০ বছরের ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখব যে ৩০ বছরের সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই যে বিলটি এসেছে এবং এই বিলের যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের স্বার্থে, এটা শুধু উপজাতিদের স্বার্থেই নয়, এটা সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে সকল অংশের মানুষের স্বার্থেই এই বিলটা এসেছে এবং আজকে এ কথাটা কেউ স্বীকার করতে পারবেন না। শুধু কি তাই, গত চার বছরে উপজাতি ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া বলুন, চাকুরী বলুন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কথাই বলুন, সব দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী সাহায্য পেয়েছেন, যা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোথাও দেখা যাবে না। এটা সত্যি বলতে কি ভারতের মধ্যে একটা সতন্ত্র এবং আলাদা। আর এটাই প্রমাণ করছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা সব চেয়ে পিছিয়ে পড়া, কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, সেই উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যথেষ্ট কাজ করেছেন, আর এটা আজকে দিনের আলোর মতই সবার কাছে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পাকার, স্যার, ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস্ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এ্যাক্ট যেটা ১৯৭৯ সালে এই হাউসে পাশ হয়েছিল, আজকে তার বিভিন্ন সেক্সন যেমন :— ২, ৪, ৯, ১৮, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ এবং ৩৬ এর উপর যে এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি এসেছে, তাতে আমি আশা করি যে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল পরিচালনার ক্ষেত্রে আর কোন রকম অসুবিধা থাকবে না এবং জেলা-পরিষদের কাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটা প্রাথমিক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। এই কথাগুলি বলে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস্ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এ্যাক্টের উপর যে সংশোধনীগুলি এনেছেন,

আমি এটাকে সমর্থন করি। বিশেষ করে আমরা যখন দেখলাম স্বশাসিত জেলা পরিষদ পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি এ্যাকজিকিউটিভ মেম্বারদের রাখা না হয়, তাহলে এর পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে গলদ দেখা দিতে পারে। কাজেই তার পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে যাতে কোন রকমের অসুবিধার সৃষ্টি না হতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হিসাবে যে কয়েক জন এ্যাকজিকিউটিভ রাখার প্রভিশন এই এ্যামেণ্ডমেণ্টের মধ্যে রাখা হয়েছে, তা বাস্তবিকই প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে পরিষদের কাজ কর্ম পরিচালনা করতে হলে বেশ পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন আছে এবং সেই অর্থ যাতে পরিষদ লেভি আদায় করে অথবা ট্যাক্স বসিয়ে সংগ্রহ করতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং এ্যামেণ্ডমেণ্টের মাধ্যমে সেই রকম যে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা সত্যি প্রসংশনীয় এবং সংশোধনীটাকে আমি সমর্থণ করি। তারপর আর একটা হচ্ছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছে যে একটি রাজ্যের মধ্যে অনেকগুলি অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল হতে পারে এবং সেগুলির অধিকাংশ ষষ্ট তপশীল অনুসারে হতে পারে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এর অবস্থা ঠিক সে রকম নয়। তাই আমরা এখানে একটা মাত্র কাউন্সিল গঠন করেছি। তারপর এ্যাকজিকিউটিভ অফিসার সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কাউন্সিলের সদস্যদের হাতে যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এ্যাক্সজিকিউটিভ অফিসারেরা সরাসরি এমন আচরণও করতে পারেন যে কাউন্সিলকে ভায়লেট করে অটোনমাস যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে, তাকে বিপদগামী করে তুলতে পারে। কাজেই এখানে এই সম্পর্কে যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে, তা অত্যন্ত সমর্থন যোগ্য। আর বিরোধী পক্ষের সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আজকে এই কথাটা স্বীকার করেছেন যে ৬ষ্ট তপশীলটা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, কাজেই তিনি এইবার থেকে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, যাতে ৬ষ্ট তপশীলের সুযোগ সুবিধা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও সম্প্রসারিত হতে পারে। কাজেই আমি বলব যে দেরী করে হলেও তারা নিজেরা এই ভুলটা বুঝতে পেরেছেন এবং আমার মনে হয় তারা যদি আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে এজন্য আন্দোলন করতেন বা আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন, তাহলে আমরা এই কাজটাকে আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তারা নানা ভাবে উপজাতি জনগণের মধ্যে এই ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এসেছেন, যা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। তার পরে আছে লেঙ্গুজের ব্যাপার। এই লেঙ্গুয়েজ কথাটা থাকার জন্য উপজাতি সদস্যরা উপজাতিদের মধ্যে এমন একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন সেটা হল এই যে কক-বরক ভাষাকে যখন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তখন তারাই বলেছিল যে কক-বরক হচ্ছে দেববর্মাদের ভাষা, ত্রিপুরা রাজ্যের সব উপজাতিরাই এই ভাষাতে কথা বলতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের অনেকগুলি স্থানীয় ভাষা আছে, যেমন। হালামদের ভাষা এবং

উপজাতিদের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষা আছে সেটাকেও তারা তাদের অপপ্রচারের কাজে লাগিয়েছিলেন। এবং তাদের সেই সব অপপ্রচারের জবাব এই এমেণ্ডমেণ্টের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। সমর্থন জানিয়ে এমেণ্ডমেণ্টকে বলে এইআমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীকেশব মজুমদার

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে এমেণ্ডমেন্ট-গুলি এনেছেন আমি সেইগুলি সমর্থন করছি। আমরা জানি যে ত্রিপুরার যারা উপজাতি আছেন তারা যেমন এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য দীর্ঘদিন লড়াই করেছিলেন তাদের সঙ্গে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষও সেই লড়াইয়ের সামিল ছিল। বামফ্রন্ট-এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গড়ার বিষয়টিও ছিল। সেটাকে কেন্দ্র করেই ২০ লক্ষ মানুষ ত্রিপুরার জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষ ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার পিছিয়ে পরা অংশের মানুষদের এই ধনতান্ত্রীক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও যতটুকু উন্নতি করা যায় সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রি ক্ট কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এবং তার নির্বাচনও হয়ে গিয়েছে। এটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়েছিল সেজন্যই কতগুলি এমেণ্ডমেন্ট আনতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না যে এটাই শেষ এমেণ্ডমেন্ট আর এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে হবে না তা নয়। আমাদের কাজ আরও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের আরও এমেণ্ডমেন্ট আনতে হবে। কারণ আইনকে মানুষের প্রয়োজনেই ব্যবহার করতে হবে মানুষের প্রয়োজনেরই আইন আইনের প্রয়োজনে আইন নয়। কোন জাতিগোষ্ঠী আইনের বেড়াজালে পড়ে তার বিকাশের পথ আটকে যাবে এটা হতে পারে না। আমরা যতই কাজের দিকে এগোব— আমাদের নির্ব্বাচন হয়েছে এবং তারা যখন কাজ করতে যাবেন তখন তাদের কাজ করার জন্য যে সব অসুবিধা হবে আইনের কোথায় কি ক্রটী রয়েছে সেগুলি আরও সঠিকভাবে ধরা পড়বে তখন আরও এমেণ্ডমেন্টর যদি দরকার হয় তাহলে সেটা করা হবে। অটোনোমাস কাউনসিলের যাঁরা চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান তাঁরা সবাই নির্বাচিত সদস্য তারা আইনেই মধ্যে পরে অফিস অব প্রফিটের আওতায় এসে যাবে এটা হতে পারে না এবং সেজন্যই এই সংশোধনী এসেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে রেভিনিউ কালেকশানের ব্যাপারে অন্যান্য যে সকল আইন আছে—এটা খুবই স্বাভাবিক যে এক্ষণেই আমরা এটাকে পূর্নাঙ্গ রূপ দিতে পারছি না। কাজেই আমাদের কাজ চালাতে গেলে আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের সাহায্য নিতে হবে। সেজন্য কর আদায় ইত্যাদির ব্যাপারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য যাতে নেওয়া যায় এবং যতক্ষণ না সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলি সেখানে কাজ করবেন। এবং সেই ব্যাপারে সংশোধনী চাওয়া হয়েছে কাজেই সেটাকেও আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের আরও সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে এবং সেজন্য বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলেছেন যে এই ভাবে ঘন ঘন সংশোধন করাটা লজ্জার কথা। কিন্তু আমি বুঝতে পারি মাননীয় সদস্য কোন যুক্তিতে এই কথা করতে পারেন। কারণ মানুষ দিনের পর দিন এগিয়ে যাবে তার অগ্রগতি বন্ধ হয়ে থাকবে না মানুষের অগ্রগতি এক জায়গায় আটকে থাকতে পারে না। আইন আজকের অবস্থা পরিস্থিতির দেখে রচিত হয়েছে। কাল মানুষের অগ্রগতির প্রয়োজনে সেই আইনকে পরিবর্ত্তন অবশ্যই করতে হবে। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হয়েছিল তখন সেটা যে অবস্থায় ছিল আজকে সংশোধন করতে প্রথমে যে পাতার সংখ্যা ছিল আজকে তার চেয়ে পাতার সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে। অবশ্য সেখানে সাধরণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশোধন করা হয় শাসক গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে খর্ব করা যায় তাদের উপর শোষণযাতে অব্যাহত রাখা যায় সেজন্যই সেই সব সংশোধনী আনা হয়েছিল। সেখাতে মাননীয় সদস্য লজ্জার কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কাজেই আমাদের এই আইনে পরিবতন হচ্ছে প্রগতির লক্ষণ।

মানুষের কল্যাণের জন্য এটাকে ব্যবহার করে। তবে সবটাই প্রগতিশীল সেটা নয়। দেশের জনসাধারণের কল্যাণের কথা চিন্তা করে গরীব অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে সরকার আইন করে। সমস্ত জন সমষ্টির ৫।৭ ভাগের কথা চিন্তা করে যারা আইন তৈরী করে সেটাকে প্রগতি মূলক আমি বলি না। আজকে এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে কার্য্যকরী করতে গেলে আমাদের একমত হয়ে লড়তে হবে এবং ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া মানুষকে অতীতে পরিণতঃ করতে হবে। স্বাধীনতার এত বৎসর পরও উপজাতিরা উপজাতীই রয়ে গেছে। আজকে ৩৪ বৎসর পরও তারা স্বাধীনতার সুখ ভোগ করতে পারল না। তাদেরকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি করার জন্যই এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হয়। কিন্তু তাদের সকল সমস্যার সমাধান এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমাজ ব্যবস্থা থাকবে। তবু এর মধ্য থেকে যতটুকু সম্ভব তাদের অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই এখানে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট চাওয়া হয়েছে এই উপজাতীদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। তাই আমি এটাকে পুরোপুরি সমর্থন করি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী।

শ্রী দশরথ দেব :—প্রথমতঃ যারা এই বিলের উপর এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছেন সেই জন্য তাদের এই সহযোগীতার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া একটা বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন যে চীফ একজিকিউটিভ অফিসারকে রিমোভ করার জন্য কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কন্সালট করতে হবে এই ভাবে প্রেভিশন থাকলে ভাল হত। এইটা রাখার জন্য তিনি বলেছেন। প্রথমতঃ এধরণের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে কন্সালট করার কোন প্রেভিশন কোন অইনে থাকে না। গভর্ণমেন্টকে যে কেন্দ্রীয় সরকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেয় সেটাও কোন আইনে কোন প্রোভিশনে থাকে না। তবে এই সব ক্ষেত্রে কনভেনশন তৈরী করা হয়। কনভেনশন হচ্ছে, এই যে কাউন্সিল হয়েছে সেখানে সাধারণত: চেয়ারম্যানের সংগে কন্সাল্ট করে এভাবে কন্ভেনশনের সৃষ্টি করা যায়। যে হেতু কোন আইনে রাখা হয় না সেই জন্য আমরাও এখানে রাখছি না। তবে কাজ চালাতে গিয়ে আমরা আশা করব রাজ্য সরকার এবং চেয়ারম্যানের মধ্যে পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে এটা করা হবে। কোন আই. এ, এস বা টি সি, এস অফিসারকে নিযুক্ত করা হবে সেটা আইনে থাকে না। রাজ্য সরকার এই কাজের জন্য যোগ্য অফিসার বাছাই করে দেবে। এটা রাজ্য সরকারের উপর বাধ্যতামুলক রাখা হয়েছে। এটার উপর কথাটা উঠেছে তাই বলছি। এটা পরে ভাল করে দেখা যাবে। অ্যামেণ্ডমেন্টের নিয়ম হচ্ছে হাউসের সামনে যে ধারাগুলি অ্যামেণ্ডমেন্ট হিসাবে আসবে সেটা প্যারন এক্টের যে প্রোভিশান যে ধারাগুলি সেগুলি উপস্থিত হয় না একতিয়ার বহিভূর্ত সংশোধনী বিলের উপর প্যারেন্ট বিলটার উপর অ্যামেণ্ডমেন্ট সেক্ষানে বিল আনা হবে। এটা হচ্ছে পার্লামেন্টারী প্রাকটিস। তবে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এটা পরীক্ষা করে এই বিষয়ে যেটা করা দরকার সেটা করা হবে। চেয়ারম্যানের ২।৩ থার্ড মেজারিটি

থাকতে হবে। আর সংখ্যা গরিষ্ঠ হলে ২/৩ থার্ড মেজোরিটি না হলেও চেয়ারম্যান থাকতে পারবেন। প্যারেন্ট অ্যাক্টাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমরা দেখব। এটা চিন্তা করার আছে। এটাকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। আরেকটা জিনিষ এটা কন্ভেনশনের মত, তবে নগেন্দ্র বাবুর কনফিউশন থাকার কথা। কালেক্শনের টাকাটা যাবে পুরাপুরি কাউন্সিলের হাতে।

কথাটা আছে :—Provided that the taxes, as aforesaid, shall be collected by the District Council from such date as may be appointed by the Government in this behalf by a notification in the Official Gazetted and the authorities empowered under the aforeasaid Acts shall continue to collect the taxes till such date and the taxes so collected before the appointed day shall be assigned to the District Councial.

কাজেই সেই এলাকায় যা সংগৃহীত হবে সবটাই কাউন্সিলের হাতে যাবে। এখানে ইংরাজী শব্দটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। বিদেশী ভাষা আমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, নগেন্দ্র বাবু আরেকটা কথা বলেছেন যে সপ্তম সিডিউলের মাধ্যমে এটা করা হয়েছে তাই উপজাতি জনগণের পূর্ণ বিকাশের পুরোপুরি সুযোগ এই কাউন্সিল করতে পারবে না। ষষ্ঠ তপশীল ও দিতে পারবে না। ভারতের সংবিধান ও দিতে পারবে না। ষষ্ঠ সিডিউলে করা হয়েছিল নাগাল্যাণ্ডে, আসামে কিন্তু সেখানে পরে মেঘালয়ে, মিজোরাম এবং অরুণাচলে এসেম্বলিতে সরকারের ক্ষমতায় আসতে হয়েছে। কাজেই তার জন্য চাই রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগী। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত না হলে ট্রাইবেল, গরীব মেহনতী মানুষ, শ্রমিক কৃষক উপকৃত হবেন না। কাজেই পিছিয়ে পড়া মানুষ উন্নতি করতে হলে রাজনৈতিক সমদৃষ্টি ভংগী নিতে হবে।

অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। এর জন্য নগেন্দ্র বাবুদের কাছে আবেদন করব, দেশের উৎপাদনের উপকরণ (Means of Production) ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী দের হাতে যাবে (যা মাত্র সমাজের পাঁচ জনের টাকা) আবদ্ধ থাকে, যা শতকরা ৯৫ ভাগ লোককে বঞ্চিত করে সেই সব পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস (আই) এর যিনি নেতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি মোহ ত্যাগ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার জন্য কাজ করুন, তাহলে অনেক ভাল হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদীর পথ বড়লোকের পথ। তা জাতিতে জাতিতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী চলে। এই শ্রেণী হতে মুক্ত হতে চেষ্টা করার জন্য নগেন্দ্র বাবুদের বলব। এই কথা বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরীয়াস্ অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮২") বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১৭নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো:— "বিলের শিরোণামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোণামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে
সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরীয়াস অটোনমাস্ ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮২)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, আই মুভ দ্যাট দি বিল বী পাশড্।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— দি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরীয়াস অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ৪ অব ১৯৮২)" পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

ANNOUNCEMENT REGARDING THE TRIPURA APPROPRIATION BILL NO. 2 & BILL NO. 3 of 1982

Mr. Speaker :— I like to inform the House that the Tripura Appropriation Bill No. 2 and Tripura Appropriation Bill No. 3 could not be supplied to the Members in time, and this was pointed out by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia. In view of this fact two aforesaid Bills may be placed before the House and moved afresh by the Minister concerned. In this regard I would like to have the consensus of the House that the Motions relating to Tripura Appropriation Bill No 2 & Tripura Appropriation Bill No. 3 moved and decision taken by the House be considered as rescinded.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ব্যাপারে আমরা আপনার সঙ্গে একমত।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮২)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮২)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মি: স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হল :—"দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮২)" এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(সর্বসম্মতিক্রমে এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উত্থাপিত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হল :—"দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮২)" এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮২)" বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৮২)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতি ক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২ নং, ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মি: স্পীকার :—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনু-সূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সর্ব সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়) ।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো :—"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব্ ১৯৮২)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রো-প্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব্ ১৯৮২)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—"দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রো-প্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ১ অব্ ১৯৮২)" পাশ করা হউক।

(বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :-- "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" উত্থাপন । যমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশনটি হলো "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক ।

(মোশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক উত্থাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ১৯৮২)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মি: স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ "ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" বিবেচনা করা হউক।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" বিবেচনা করা হউক ।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্ত্তৃক সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মি: স্পীকার :—আমি এখন বিলের ধারা গুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং, ২ নং, এবং ৩ নং ধারা গুলি এই বিলের অংশ রূপে গণ্য করা হউক। ধারা গুলি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মি: স্পীকার :—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অনুসূচীটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক এই বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোণামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক" ।

(বিলের শিরোনামাটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক উক্ত বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ "ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" পাশ করা হউক।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ৩) বিল, ১৯৮২ (ত্রিপুরা বিল নং ২ অব্ ১৯৮২)" পাশ করা হউক।

(বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)।

মি: স্পীকার :—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো গতকালের সভার অসমাপ্ত সর্ট ডিসক্যাশন নোটিশ। নোটিশটি এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো "ত্রিপুরা রাজ্যে খাসটীলা ও এলটেড্ অনাবাদী ভূমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারী ভাবে উদ্যোগ গ্রহন করা সম্পর্কে। "আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি "ত্রিপুরা রাজ্যে খাসটীলা ও এলটেড অনাবাদী ভূমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারী ভাবে উদ্যেগ গ্রহন করা সম্পর্কে"। একটা সর্ট ডিসকাশন নোটিশ এনেছি। কারন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে চার ভাগের এক ভাগ ভূমি হচ্ছে সমতল, আর বাকী তিন ভাগ ভূমি হচ্ছে টিলা। কাজেই ত্রিপুরার জনসংখ্যার তুলনায় সমতল ভূমি অপ্রতুল। সেই দিক থেকে টিলা ভূমিতে আমাদেরকে ফসল ফলাতে হবে। টিলা ভূমিতে যদি আমরা ফসল ফলাতে পারি তাহলে ত্রিপুরাকে আমরা খাদ্যে স্বয়ংভর করে তুলতে পারব। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের যত টিলা ভূমি আছে, সমস্ত টিলা ভূমি যদি আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত, ভি. এল. ডাবলিউর মাধ্যেমে মাটি পরীক্ষা করে কোথায় কি ফসল হতে পারে, সে অনুযায়ী ফসল ফলাতে পারি, তাহলে বোধ হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলাতে পারব। বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেসী শাসনে এই টিলা ভূমির প্রতি কোন নজর দেওয়া হয় নি। আমরা বামফ্রন্ট সরকারে এসে এই টিলা ভূমির প্রতি কিছু নজর দিয়েছি, যার ফলে আমাদের কিছুটা বেড়েছে। এবং আরও যাতে বাড়ে এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে যাতে আমরা খাদ্যে স্বয়ংভর করে তুলতে পারি তার জন্য আমি এই বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করছি। দেখা গেছে সয়েল কনজারভেশানে স্কীমে যদি কাজ করানো যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের ফসল এখানে ফলানো যায়। যেমন, জম্পুই পাহাড়ে কমলা লেবুর বাগান, বিভিন্ন জায়গায় রাবার বাগান হয়, চা বাগান হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন টিলাভূমিও এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে আমরা এ ধরনের ফসল উৎপাদন করতে পারি।

ঠিক সেই রকম ভাবে একটা পরীক্ষা করে যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের টিলা ভূমিতে গাছ লাগানো হত তাহলে আমাদের যে মূল লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষে আমরা পৌঁছতে পারতাম। আমাদের মূল লক্ষ্যটা হলো যারা ভূমিহীন জুমিয়া আছেন, যারা গরীব কৃষক আছেন তাদের দিয়ে সেখানে গাছ লাগানো এবং তারা সেখানে যাতে ফসল লাগাতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থে সেই খাসটিলা ও এলটেড অনাবাদী ভূমিতে ঘর-বাড়ী তৈরী করে দিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চা বাগান হয়েছে, রাবার বাগান হয়েছে ঠিক সেই ভাবে যদি আমরা এগ্রিকালচারের মাধ্যমে খাসটিলা ও এলটেড অনাবাদী জমিতে চারা গাছ লাগাতে পারি তাহলে আমরা খাদ্য স্বয়ংভর হতে পারবো। বিশেষ করে আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে দ্রব্যমূল্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে কাজেই সে দিক দিয়েও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যেখানে ৯০ শতাংশ দারীদ্র সীমার নীচে বাস করে তাদের কথা চিন্তা করে আজকে আমাদের গঠনমূলক কাজে এগিয়ে যেতে হবে। কাজেই উপরিউক্ত সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি হাউসে এই প্রস্তাব এনেছি। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত খাসটীলা ও অনাবাদী জমি আছে সেই জমিগুলিকে যদি সরকার পরীক্ষা করে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা ভূমিহীন রয়েছে, তাদের অনেক সুবিধা হবে কারণ তাদের সেখানে কাজে লাগানো যাবে। আমরা যাতে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য বেশী করে ফসল উৎপাদন করতে পারি সে দিকে লক্ষ্য রেখেই আমার প্রস্তাব এনেছি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় যে প্রস্তাব মাননীয় বিধায়ক শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহাশয় এনেছেন সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে টিলাভূমি আমাদের আছে তার মধ্য থেকে যদি চার ভাগের এক ভাগও মোটামুটিভাবে চাষের উপযোগী করে তোলা যায় তাহলে কৃষি ক্ষেত্র ত্রিপুরা রাজ্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। কারণ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক কিছুই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এবং করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যা বিশেষ করে বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে আমরা কিছুই দেখতে পাই নি। আমরা এখন লক্ষ্য করে দেখছি যদি এই সমস্ত খাসটীলা ও অনাবাদী জমিকে ঠিক ঠিক মতো চাষবাসের যোগ্য করে তোলা যায় তাহলে খাদ্যেরদিক থেকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে এই রকম চিন্তাধারা কি কেউ কোন দিন করেছেন? কংগ্রেস আমলে বৈজ্ঞানিক সম্মত ভাবে কোন কাজ করার কথা কেউ কি কোন দিন চিন্তা করেছেন? আমি লক্ষ্য করছি বিশেষ করে গত কয়েক দিন ধরে উন্নয়নমূলক কাজেরই প্রস্তাব এসেছে বেশী। আমাদের মাননীয় সেচ মন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাঁরা সবাই জানেন উন্নয়নমূলক কাজে যাতে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হওয়া যায় তার জন্যই মাননীয় সদস্য থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী পর্য্যন্ত সবাই উন্নয়নমূলক কাজের কথাই বেশী

বলেন। ক্যাপসোল চাউল রেশনে যে দেওয়া হয় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার দায়ী নয় কারণ কেন্দ্রীয় সরকারই এই চাউল পাঠান। আমরা এই ক্যাপসোল চাউলের জন্য প্রতিবাদ করেছি যে, না এই অখাদ্য চাউল ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠাবেন না কারণ আমরা তো মানুষ, এই চাউল মানুষ খাওয়ার যোগ্য নয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই আবেদন ভ্রুক্ষেপ করেন নি। তবে অনেক সংগ্রাম করার পর এখন ভাল চাউল পাওয়া যাচ্ছে রেশনে তুলনামুলকভাবে। রেশনে চাউল যদি ভাল দেওয়া হয় তাহলে বাজারে মুল্য বৃদ্ধি পাবে না এবং গরীব মানুষ বাঁচতে পারবে। তাই আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন যাতে টীলা ভুমিতে ফসল ফলানো যায়। উচু-নীচু টিলাভুমি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন এসেছে। টীলা ভূমিতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় এবং সময় মতো সার দেওয়া যায় তাহলে মনে হয় ফসল ফলানো যাবে। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছর ধরে এই ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নি। কোথায় তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে তা না করে যারা গরীব কৃষক ছিল কিছু জমি নিয়ে যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতো তারা গরীব সুদখোর ও মহাজনদের খপ্পরে পরে আজকে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে এই হচ্ছে বিগত দিনের ইতিহাস। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে ভূমি-হীনদের সংখ্যা এত বেড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাধীনতা পাওয়ার পর যদি ঠিক ভাবে এই সমস্ত টিলা জমিতে ফসল ফলানো হতো এবং সুদখোরদের সুদের পরিমাণ কম হতো তাহলে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা আজকে এরকম হতো না। যদি খাসটীলা ও অনাবাদী জমিতে ফসল ফলানো যায় তাহলে বেকার সমস্যাও সমাধান করা যাবে। বিগত চার বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্বে টিলা ভূমিতে ফসল ফলানোর জন্য কোন চেষ্টাই করা হয় নি। ইচ্ছা করেই তারা এই সমস্ত উন্নয়নমুলক কাজের কথা চিন্তা করেন নি যদি চিন্তা করেন তাহলে তো রাজ্যে বেকার সংখ্যা কমে যাবে এবং বেকার সংখ্যা কমে গেলে তো রাজ্যে রাজ্যে বাঙ্গালী উপজাতিদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যাবে না, ক্ষুদ্র চাষীদের ভূমিহীনে পরিনত করা যাবে না, মহাজনদের পকেট গরম করা যাবে না কাজেই মানুষ যখন অভাবে পড়বে তখন রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। যদি কংগ্রেস সরকার চেষ্টা করতেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আজকে এই অবস্থা হতো না। তাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন উন্নত ধরনের চাষের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে কিভাবে খাদ্যে সয়ংম্ভর করে তোলা যায়। তাই যারা ভূমিহীন ছোট ছোট বর্গাদার আছে তাদের দিয়ে ঐ সমস্ত টিলা জমিতে যাতে ফসল ফলানো যায়। বামফ্রন্ট সরকার এসে দিনমজুর, ক্ষেতমজুরদের কাজ পাইয়ে দিয়েছে। তাদের এখন আর উপোস থাকতে হয়না। বর্গাদাররা এখন তারা যে জমি পায় তারা সেই জমিতে চাষ করতে পারে। এখন আর সব জমি জোতদারদের হাতে নাই। আমাদের শহর থেকে ২-৩ কিলো-মিটার দূরে বিশালগড ব্লকে আজকে যে দিনমজুর, ক্ষেতমজুয় আছে তাদের আর কাজের অভাব হয় নাই। এখন যে জমিতে শ্যালো টিওবওয়েল, ডিপ টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে সেই জমি গুলিতে ১২ মাসই কাজ হয়। তাতে কি হয়েছে আজকে যারা ক্ষেতমজুর, দিনমজুর আছেন তাদের আর আগের মত না খেয়ে মরতে হয় না এবং তার ফলে ফসলের পরিমাণও বাড়ছে। আজকে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে বুঝা যাবে এর আশে পাশে যারা আছেন না খেয়ে কেউ আছেন কিনা তাহলে বুঝতে পারবেন কেউ এমন নেই। তবে তাদের হয়ত

ক্যাপসুল চাল খেয়ে থাকতে হয়। কিন্তু ভাল চাল খাওয়ার মত পয়সা থাকতে হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই ৪ বৎসরে যে ভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করেছেন বা অনাবাদী জমিকে আবাদী করে তুলেছেন তাকে সত্যই প্রসংশা করতে হয়। আমরা জানি গত ৩০ বৎসরে টিলা জমিগুলি কিভাবে পড়ে ছিল। এখন সেখানে নানারকম ফসল ফলানো হচ্ছে। যা আমরা বাইরেও পাঠাতে পারছি। যেমন কমলা, আনারস, আমরা বাইরে পাঠাতে পারি। জলাশয়ের কথা যদি আমরা ধরি তাহলে দেখতে পাই গত ৩০ বৎসরে কয়টা জলাশয় ছিল? আর যা ছিল সব জোতদারদের হাতে ছিল। সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করতে পারতনা। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার. আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি আগামীদিনে এমনভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে করে কাজের আরও উন্নত হয় এবং উন্নত হবেই কারণ গত ৪ বৎসরে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের কাজের যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তাতে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার অমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়:—মাননীয়া সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা যে আলোচনা উপস্থিত করেছেন এই আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরায় যে উচু জমি এবং সেই পাহাড়ে যে জমিগুলি আছে সেই জমিগুলিতে ৩১ বৎসর ধরে যে সরকার ছিল সেই সরকার সেই জমিগুলির কথা কিছুই চিন্তা করেন নাই। বিশেষ করে ত্রিপুরায় যারা ভূমিহীন, যারা শ্রমিক, যারা দিনমজুর তাদের কথা একটুও চিন্তা করেননি বিগত সরকার। এই জিনিষগুলির চিন্তা যদি তারা করত তাহলে হয়ত এই ভূমিগুলি অকেজো হয়ে থাকতনা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তার যে কাজ-এর ধারা, তার যে চিন্তাধারা তার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি তারা কিভাবে ভূমিহীন, দিনমজুর ক্ষেতমজুরদের কথা চিন্তা করেন। অর্থাৎ ত্রিপুরাকে কিভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যায় তার চিন্তা বামফ্রন্ট সরকার করেছেন। ক্ষেতমজুর দিনমজুরদের জন্য যদি বিগত সরকার চিন্তা করতেন তহেলে পড়ে এই ভূমিগুলি অকেজো হয়ে থাকতনা। কিন্তু এই ব্যপোরে বামফ্রন্ট সরকারের যে উদ্যোগ তাকে প্রশংসা করতে হয়। কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে যে আলোচনা এনেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন করে প্রত্যেকটি টিলাভূমিতে যদি কাজ করানো যায়, চাষ বাস করানো যায় তাহলে পরে সেই জমিগুলিতে অনেক কিছু ফসল ফলানো যেতে পারে। কমলালেবু, রাবার, পাট কার্পাস ইত্যাদি অনেক কিছু উৎপাদন করা যায়। ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, ভূমিহীনদের দিয়ে যদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চাষ করানো হয় সেই ভূমিহীনরা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার মাধ্যমে তাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়। তাদেরকে ও আর তাদের জীবন জীবিকার জন্য চিন্তা করতে হয়না। তারা নিজের পায়ে নিজের মাটিতে নিজের জীবন জীবিকার কাজ করতে পারে। আমরা দেখেছি যে এমনিভাবে ত্রিপুরায় যে ক্যাপসুল চাল আসে তা নিয়ে কত আলোচনা হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে। ত্রিপুরাতে যে চাল আসে তা খাদ্যের যোগ্য না। এই চালের ব্যাপার নিয়ে

যে সরকার আছে তারা হাউসের বাইরেও জনগণকে নিয়ে অনেক লড়াই করেছে অনেক প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই ক্যাপসুল চাল সেখান থেকে পাঠানো হয় সেখানেই এই চাল গরুকে খাওয়ানো হয়। আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৩৪ বৎসর হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে ৬৮ কোটি মানুষ বসবাস করে। কেন্দ্রে যে সরকার আছে তারা এই মানুষকে মানুষ বলে যদি গণ্য করত তাহলে এই চাল পাঠাতে পারতনা। ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীরভাগ লোক গরীব। তাদের বেশী পয়সা দিয়ে চাল কেনার ক্ষমতা নাই। তাই তাদেরকে বাধ্য হয়ে এই চাল খেতে হয়। এই চাল একেবারে অখাদ্য এবং সেই চালই ত্রিপুরার জনগণের জন্য তারা পাঠাচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে আলোচনা এখানে আনা হয়েছে সেই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আজকে বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই যারা ভূমিহীন আছেন তাদেরকে ভূমি দিয়ে তাদের চাষ বাসের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবেন এবং তার মধ্য দিয়েই ত্রিপুরা স্বয়ংসম্পূর্ন করা যাবে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইণক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের খাস টিলা ও এলটেড্ অনাবাদী ভূমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারী ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা প্রথম থেকে লক্ষ্য করে আসছি যে ত্রিপুরার এই খাস টিলাতে চাষ করার যে সুযোগ আছে সেই সুযোগুলি কোন সময়েই কোন সরকার কার্যকারী করেন নি। আজকে এই টিলার জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকার একটা স্কীম করেছেন এবং তাদেরকে পুনর্বাসন দিয়েছেন, তাদের অবস্থা কিন্তু একই রকম রয়েছে। বরং বলা যায় যে, এই পুনর্বাসনকারী ব্যক্তি যারা আগে চাষ করে প্রচুর ফসল ফলাতে পারত, তাতে তাদের বছরের খোরাক হয়ে যেত। আজ সরকারের এই পুনর্বাসনে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে গেছে। এইটা হয়েছে যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে আমরা বলব যে, সরকার এই পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, সরকার শুধু মাত্র একটা দায় সারা কাজ করেছেন। কারণ সরকারের এই পুনর্বাসনের ফলে আমরা দেখেছি গুরুপদ কলোনী, নৃপেন্দ্র নগর কলোনী ইত্যাদি আরও অনেক কলোনী আছে যেগুলি পরিত্যক্ত হয়ে আছে, তাদের অবস্থা এখন খুব খারাপ। অথচ এই সমস্ত স্কীম করে আমরা দেখিছি সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। আমরা আরও দেখেছি যে রবার চাষের জন্যও অনেক টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি এই ভাবে রাবার চাষের জন্য টাকা খরচ করার কোন মানে হয় না। কারণ রবার চাষ করতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকের এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতার অভাব আছে। কারণ এরা আগে কখনও রাবার চাষ করেনি। আমি মনে করি এই রাবার চাষ করাতে হলে তার সম্পর্কে গবেষণা করার প্রয়োজন আছে ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজন আছে, তারপর এই জায়গাতে রাবার চাষ হবে কি তাওয়া পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে। আর সেই দিক থেকে আমি বলতে পারি যে সেই সব জায়গাতে রাবারের চাষ করা সম্ভব হবে না। তাই ভূমি পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে সেখানে আদৌ রাবার চাষ সম্ভব কিনা। বামফ্রন্ট

সরকার আসার পর অবশ্য নুতন করেই শুনা যায় যে, বাবার প্লেনের মধ্যমে জুমিয়াদেরকে সাহায্য করা হবে। দীনেশ সিং কমিটিও বলেছেন যে যাদের দিয়ে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করানো হবে তাদেরকে ট্রেনিংএর মাধ্যমে এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ করতে হবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত নয় তাদেরকে দিয়ে এই সমস্ত স্কীম করানোর কি কোন মানে আছে ? তারপর যে সমস্ত টিলা ভূমিতে পূনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে সেখানেও কোন প্রকার চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। তার মানে বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত স্কীমগুলি নদীর জলে ভেসে গেছে এবং বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অবশ্য এই সমস্ত পরিকল্পানাকে বাস্তবে রূপাতি করতে গিয়ে তার বেশীর ভাগ টাকাই কর্মচারীদের পকেটে চলে গেছে। আর এই সমস্ত কর্মচারীগণ হলেন ক্ষমতা শীল দলের সমর্থক। আর আজকে আমরা যদি ত্রিপুরার উর্বর টিলা ভূমির দিকে নজর দিই তাহলে সেখানে দেখা যায় যে, হাজার হাজার আনারস সেখানে উৎপাদন হচ্ছে। যেমন শীলাঘাটিতে প্রচুর আনারস উৎপাদন হয়, কিন্তু সরকার তাদের জন্য আজ পর্যান্ত কোন টাকা দেননি। শুধু এই সরকার কেন গত সরকারও এদের জন্য কোন দিন কোন আর্থিক সাহায্য দেননি। তারা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এই আনারসের চাষ করেছে। আমরা দেখেছি সরকার এমন জায়গায় টাকা খরচ করনে যেখানে তাদের সমর্থক কর্মচারীরাই প্রকারান্তরে উপকৃত হতে পারেন। সেখানে কি কোন প্রডাকশান হবে না হবে তাও চিন্তা করেন না। সরকারের চিন্তা শুধু কিভাবে কর্মচারীদেরকে কিছু পাইয়ে দেওয়া যায়। সেই জন্যই আমি বলব যে টিলা ভূমিতে যাতে আমরা আর ফসল ফলাতে পারি তার জন্য সরকার থেকে আমাদেরকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। আমরা দেখেছি দুঃস্থ জুমিয়াদের উপর সরকারের অন্যায় অত্যাচার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, প্রমানস্বরূপ আমরা বলতে পারি আমরা দেখেছি জুমিয়ারা যে সমস্ত বাগান করেছে ফরেষ্টের থেকে সেগুলিকে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে তাদের লাগানো পেপের চারা, আনারসের চারা, নারিকেলের চারাগুলিকে উপরে ফেলে দিয়েছে। বড়মুড়া পাহাড়ে গিয়ে দেখুন কিভাবে পাহাড়ীদের বাগানকে নষ্ট করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ংভর করার জন্য নাকি উদ্যোগ নিচ্ছেন। কিন্তু আমি যদি বলি যে বে-সরকারীভাবে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাকে ব্যর্থ করে আপনারা কখনও আপনাদের এই আলোচনাকে সফল করতে পারবেন না। তাই আমি বলব যে. টিলা ভূমিতে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে এবং এই স্কীম-গুলিকে কার্যকরী করার জন্য সুষ্ঠুভাবে চেষ্টা নিতে হবে। এবং বে-সরকারীভাবে যারা উদ্যোগ নিচ্ছেন তাদেরকেও সাহায্য করতে হবে। কারন আমরা দেখছি যে, জুমিয়ারা দিন দিন আরও বেশী করে জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে, তাই তাদেরকে সাহায্য করার সমস্ত ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে। আর তা যদি না করেন তা হলে আমি মনে করব সরকার তাদের বিরুদ্ধে খুব অন্যায় ব্যবহার করবেন। তাই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যে, আপনারা দুঃস্থ জুমিয়াদের কথা আরও একটু ভাল করে চিন্তা করবেন এবং তাদের প্রতি সুনজর দেবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি এই প্রস্তাবটির উপর আলোচনা রাখতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা এখানে আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সে সম্পর্কে একটু বলব।

আমি প্রথমে খুব আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে সম্প্রতি সারা ভারত মিলিয়ে একটি কৃষি এগজিবিশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। যেটা কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং উদ্বোধন করলেন। সেই এগজিবিশনে ভারতের সব রাজ্যের কৃষি এবং কৃষি সংলগ্ন জিনিষের প্রদর্শনী হয়েছে এবং ত্রিপুরা তাতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। প্রথম স্থান যে দেশ লাভ করেছে সে দেশ হল পশ্চিমবঙ্গ। এটা আজকে বুঝতে হবে ৪।৫ বছরের মধ্যে ২টি বামফ্রন্ট সরকার কৃষিতে যে অগ্রগতি এনেছেন সেটা সারা ভারত প্রদর্শনীতে স্বীকৃত এবং আমরা জানি এ ব্যাপারে প্রধানতঃ ত্রিপুরার কৃতিত্ব হচ্ছে টিলা জমিকে চাষে আনা। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে রাজ্যের ধারণা ছিল যে টিলাতে একটি মাত্র ধান হয় তা হল জুমের ফসল তাও আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। কাজেই জুমে এবং টিলাতে ফসল ফলান অসম্ভব হত এবং তখন কৃষকদের মিছিল দেখা যেত। এরকম ত্রিপুরাতে বহু হয়েছে। কিন্তু আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে জিনিষটার উপর গুরুত্ব দিয়েছে সেটা হল মান্ধাতার আমলের ধারণাকে মুছিয়ে ফেলা। আমরা দেখছি কোন কোন সদস্য খাদ্য শস্য উৎপাদনের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা ভাল কথা যে খাদ্যে আমরা যাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি। কেরল আজকে শতকরা বেশীরভাগ খাদ্য উৎপাদন করে। আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে কেরল প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। ধান তিল, জুম প্রভৃতি কোন না কোন ফসল হয়ই। সে জুম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সরকারী মাধ্যমে পরীক্ষা করেছেন। আমাদের ত্রিপুরার উপর তারা তাদের রিপোর্ট তৈরী করেছেন এবং রিপোর্টে বলেছেন যে জমিই হউক বা টিলাই হউক তা ব্যবহার করা যায়। সবচেয়ে উঁচু যে জমি সেখানে বন করা যায়, রাবার বাগান করা যেতে পারে, ফলের বাগান হতে পারে। সমতল জমিতে যে ফসল উৎপাদন করে খাদ্য উৎপাদন করা হয় তার মধ্যে ৩টি ফসল তোলার ব্যবস্থা হতে পারে। মালটি ক্রপিং হতে পারি। টিলাতে যে ফসল করা হয় তাতে ইণ্টার ক্রপিংও করা যেতে পারে। একসঙ্গে ২।৩ টি ফসল তোলা যেতে পারে। আমরা দেখেছি ফরেষ্টের মধ্যে ব্লেক পেপার হচ্ছে, কোকো গাছ হচ্ছে, আদা হচ্ছে, হলুদ হচ্ছে ইত্যাদি আরও নানা প্রকারের জিনিষ হচ্ছে। কাজেই আমরা দেখছি ফরেষ্টের মধ্যে যেখানে কিছুই হচ্ছে না সেখানে গরুর খাদ্য হচ্ছে। আগে একটা ধারণা ছিল গরুর খাদ্য তৈরী করার কি প্রয়োজন। গরু ত ছেড়ে দিলে খেয়ে আসতে পারে। আমরা চেষ্টা করছি নূতন জাতের গরু পালন করার ব্যবস্থা করতে। কাজেই তার খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। ভারতের খুব কম যায়গায় এত নেপিয়া হচ্ছে। আমরা চাই যে কৃষকদের ঐ মন্দাতার আমলের অভ্যাসগুলি দূর হউক। তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিটা পাল্টাক। কিন্তু তারজন্য আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি তার চেষ্টা চলছে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসলাম

তখন দেখলাম সারা বছর জল পায় সেরকম জমি হচ্ছে শতকরা ১ ভাগ। মাননীয় সদস্যরা দাবী করলেন ১ বছরে ৩০ ভাগ করা হল না কেন? ৪ বছরে ৫ ভাগ জমিতে জল আনার ব্যবস্থা ত হয়েছে আর তার বেশী যে করার চেষ্টা হচ্ছে না তা না। বর্তমানে যে ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে কৃষককে জল দেওয়ার জন্য, যে কর্ম পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে তা বিগত ৩০ বছরে কেউ দেখেছে বলে বলতে পারবে না। তখন কোথায় লিফ্ট ইরিগেশন, কোথায় শেলো টিউব-ওয়েল, কোথায় ডিফ টিউব-ওয়েল হয়েছে? যেখানে মাটির উপরের জল সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি, সেখানে মাটির নীচের জলের কথা ত উঠেই না। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিল্লীতে স্বীকৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে মিনি ব্যারেজ। যেখানে পাহাড় রয়েছে সেখানে ২ টা পাহাড়ের মাঝখানে জল আটকিয়ে রেখে তাকে কাজে লাগান। আমরা মনে করেছিলাম যেট. সেটা হচ্ছে মাছের চাষ। কিন্তু দিল্লীতে যারা কৃষি মন্ত্রনালয়ের অফিসার আছেন তারা বললেন এর থেকে ভাল সয়েল রিজারভেশন আর হতে পারে না। তারা বললেন যে আপনারা যত বেশী বৃষ্টির জল আটকিয়ে রাখতে পারবেন তত বেশী ভাল হবে এবং সে জলকে নানাভাবে আটকিয়ে রাখতে পারবেন এ ব্যবস্থার মাধ্যমে। মাননীয় সদস্যরা জানেন আমাদের টিলাতে ভাল মেস্তা পাট হয় কিন্তু ভিজানোর জন্য ৫।১০ মাইল যেতে হয়। কংগ্রেসের আমলে আমরা দেখেছি পাট কেটে রেখে তার উপরে বিছানা করে রেখেছে এবং পরে আগুনে দিয়ে দিয়েছে কারণ জল নেই। কাজেই এই যে জুট ট্রেডিং প্ল্যান্ট করা হয়েছে এতে পাট চাষীরা অনেক উপকৃত হবেন।

আপনারা কেউ যদি কমলপুরের আদর্শ কলোনীতে করবুকে যান তবে সেখানে আপনারা দেখতে পাবেন ছনের বাগান। যার জন্য আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এই ছনের বাগান দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আর আগে এই সব বাগান করা বা সয়েলকনজারবেশান করে জুমিয়াদের জুম চাষে সহায়তা করা এটা শুধু মাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই করা হত, কৃষির উন্নতির জন্যে কিছুই করা হত না। আগে যাদের বেশী জমি থাকত কেবল মাত্র তাদের জুমিয়া বলা হত এবং সেই সব জুমিয়া বা তার ছেলে মেয়েদের টাকা দেওয়া হত। কিন্তু এটা আর বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হয় না। আজকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এটা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এটা বলতে যাচ্ছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি যে টিলা জমিতেও জল দেওয়া যায় এবং তার ব্যবস্থা করা যায়। তবে আমাদের রাজ্যে এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে এখনও রাস্তা হয় নি, তাই রিগ যেতে পারে না। বিদ্যুৎ যায়নি তাই রিগ চালান যায় না এবং সব জায়গাতেই যে জল পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত নয়। কাজেই একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা আমাদের মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে করতে হবে। সেই পরিকল্পনা এলাকা ভিত্তিক করতে হবে। তবে কোন এলাকায় সর্ব প্রথম কাজ করা হবে তা আগ্রাধিকার ভিত্তিতেই করতে হবে। আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে যে এলাকা অনগ্রসর সেই এলাকাই অগ্রাধিকার পাবে।

আমাদের একটা ইনজিনিয়ারিং ডিভিসন আছে। তাদের সয়েল কনজারবেশনের একটি বিভাগ আছে। এই বিভাগের কর্মীরা নিরলস ভাবে বিভিন্ন স্থানে কাজের মাধ্যমে তাদের

ভূমিকা পালন করে আসছেন। ভি, এল, ডবলিউ এবং এগ্রি এক্সটেনসান অফিসারের সংখ্যা বেড়েছে। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে একজন করে ভি, এল, ডবলিউ আছেন এবং দুইটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে একটি ষ্টোর আছে। যেখানে কৃষির উন্নতি বারবার জন্য প্রায় সকল প্রকার ব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষি কাজ করার জন্যে কৃষকদের শিক্ষাদিবার কর্মসূচীও সরকার নিয়েছেন। আর সব চেয়ে বড় কথা হ'ল ঐ জমিগুলিকে যাতে কাজে লাগানো যায় তার ব্যবস্থা করা। আমরা টিলা জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ করবার পরিকল্পনা নিয়েছি। এই টিলাতে রাবার এবং চাও খুব ভাল উৎপন্ন হতে পারে। আমরা এই টিলাতে অনেক রাবার বাগান করেছি। আগামী ১৫ বছরে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে রাবার উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে। শুধু রাবার বাগান থেকে যে আয় হবে তা নয় রাবার ভিত্তিক শিল্প করেও আমরা বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করছি। রাবার এবং চা বাগান একটা লেবার ইন্‌টেনসিভ এই রাবার এবং চা বাগান করে আমরা ভূমিহীন বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করছি। আমরা প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়ালস্ তৈরী করেছি। ঐ বছর ৪০,০০০ রাবার চারা আমরা করেছি। আগামী বছর আমরা ৮০ লক্ষ চারা করব। আমরা জনগণকে বলেছি তাদের যে কেউ যদি রাবার রাগান করতে চান তবে আমরা তাদের সাহায্য করব।

চা বাগানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাতা থেকে আমরা চা তৈরী করেছি। আমরা মাছ-মারাতে চা বাগান করেছি। আমাদের জম্পুই এর বন্ধুরা এসেছিলেন। জম্পুই এর শুধু কমলালেবুর উপর মানুষ বাচতে পারে না। আমরা তাদের বলেছি আপনারা চা বাগান করুন। পাঁচ বছর পরে আপনাদের চা বাগান থেকে চা উৎপন্ন হবে। আমরা আপনাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করব। আমাদের এখানে কফির চাষও ভাল করা যায়। তবে আমরা এখন রাবার এবং চা বাগানেরর উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা এখানে হরটিকালচার অর্থাৎ ফলের রিসার্চ সেন্টার করেছি। এখান থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের রাস্তা নাগিছড়াতে একটা কলার বাগান সেখানে করা হয়েছে। যে অধ্যাপক বিশেষজ্ঞ এখানে কাজ করেছেন তাঁকে আমরা কেরেলা থেকে এনেছি। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে সাহায্য করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। আমার সাথে একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কত দিন যাবৎ এখানে কাজ করছেন। তিনি বললেন যে প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ এখানেকাজ করছেন। আমি বললাম যে এই ২০ বৎসরের মধ্যে তিনি এমন কলার বাগান দেখেছেন কি না। তিনি জানান যে এটা এই প্রথম দেখলেন। এবং এই রিসার্স সেন্টার দেখে গভর্ণর একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলেন, এই আগরতলার একজিবিশানে এই চিঠিটা হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। তাতে তিনি লিখেছেন শুধু ত্রিপুরায় নয় সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে এই রকম আরও থাকা উচিৎ। এটা তো আমার কথা নয়। গভর্ণর তো আমার পরামর্শে সার্টিফিকেট দেন নি। একমাত্র টেপিওকা, তার থেকে ১৫ রকমের খাদ্য তিনি তৈরী করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন এই টেপিওকা থেকে কত রকমের খাদ্য তৈরী হয় এবং এই টেপিওকা আমাদের দেশে আরও বেশী চাষ হওয়ার দরকার। আমি কলকাতার একজিবিশন দেখেছি। কোথাও ত্রিপুরার মত নেই। আখের কথা বলছেন। সম্ভবতঃ ত্রিপুরার আখ প্রথম হয়েছে কলকাতার একজিবিশনে। বলতে পারেন এই রাজ্যে প্রচুর আখ

হত সেটা উঠে গেল কেন ? জুমের মধ্যে আমি দেখেছি তার চাষ হত। তখন চার আনা আখের দর। এই আখ আবার করতে হবে। আখের সুগার কনটেন্ট বাড়ানো যায়। আগে ছিল ফাইভ পারসেন্ট বা সিক্স পারসেন্ট। এখন সেটা বার তের বা আরও বেশী উঠেছে। মাত্র এক মাসের জন্য আখের সাপ্লাই দেওয়া যেত শান্তির বাজারে যে আমাদের কারখানা হয়েছে। আমি এবার যে বিজয়ওয়াডাতে গিয়েছিলাম, দেখলাম সেখানে অনেক চিনির কারখানা এবং চিনিরতো সারপ্লাস। সেখানে ছয় মাস পর্য্যন্ত আখ রাখা যায়। আনারস এক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু সেটাও ষ্ট্যাগার করা যায় ৬ মাস পর্য্যন্ত। বিজ্ঞান সুযোগ দিয়েছে। আমরা যদি তা কাজে লাগাতে পারি তা হলে তাদের সাহায্য হবে। শুধু ফসল তৈরী করলেই তো চলবে না। তার বাজার করতে হবে। ছিল না কংগ্রেস আমলে ? আনারসের ট্রান্সপোর্ট কসটের জন্য এক পয়সাও তারা পেতেন না। আজকে আলুর জন্যও ট্রান্সপোর্ট কস্ট দেওয়া হচ্ছে আনারসের জন্য ট্র্যান্সপোর্ট কস্ট দেওয়া হচ্ছে। সমগ্র ত্রিপুরার পাট একচেটিয়া ভাবে কেনা হয়েছে। ১০ টাকায় সমস্ত পাট কার্পাস দিয়ে দিত মহাজনদের কাছে। মাননীয় সদস্যরা দুধের শিশু ছিলেন, মায়ের কোলে ছিলেন তখন। সেই দৃশ্য আপনারা দেখেননি যে দৃশ্য আমরা দেখেছি আমি আত্ম সন্তুষ্টির পক্ষে নই। যা আমরা করছি তার জন্য মোটেই সন্তুষ্ট নই, আমার সরকার সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেছে। কৃষকের সামনে একটা আশা ভরসা এসেছে। তারা বুঝেছে যে তাদের পেছনে একটা সরকার আছে। কিন্তু তাদের হাত পা বাঁধা। পয়সা নেই। আমরা বাজারের ব্যবস্থা করছি। শুধু বাজার নয়, ফসল করতে হলে টাকাও লাগে। যাকে বলে মূলধন। কোথা থেকে আসবে সেই মূলধন ? টিলা জমিতে ফসল করতে হলে আরও বেশী মূলধন লাগে। যারা ফলের বাগান করেছে তারা জানে, আলুর চাষ যারা করেছে তারা জানে। এই মূলধন কোথা থেকে আসবে ব্যাঙ্কের মূলধন না পেলে। আজকের বেশীর ভাগ কৃষকের অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ কৃষকের দুই একর জমি। যার বেশীর ভাগ টিলা জমি। সেই জমিতে ফসল ফলাতে সরকার ব্যাঙ্ক নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। সেই ক্রেডিট প্ল্যান কোনদিন ছিল যে এক বছরের মধ্যে তোমাদের তিন কোটি টাকা দিতে হবে ? মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করি যে কোনদিন ব্যাঙ্ক ছিল, জাতীয় করণ ছিল ? টাকা যায় নি কৃষকের কাছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি যে আমাদের অনেক কাজ বাকী আছে। আমাদের এখানে রাবার হয়, জুট হয়, কটন হয়। তারপর তিল ইণ্টার ক্রপিং হয়। জলপাইগুড়িতে আমি দেখেছি ফরেষ্টের মধ্যে তারা ফল চাষ করেছে। আদা হয়, হলুদ হয়। এর জন্য নাল জমি লাগে না। যে কোন টিলা জমিতে ফরেষ্ট্রি করা যায়। আজকে বাঁশেরদর কত বেড়েছে। ভাল বাঁশ হলে অনেক দাম। কারণ গাছ আমরা তৈরী করছি। যদি কারো উৎসাহ থাকে তাহলে সীপাহিজলা গিয়ে দেখে আসতে পারেন যে তিন মাসে কত বড় গাছ হয়েছে। তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, যদি কেউ জানেন তো আমাকে সাহায্য করতে পারেন, শ্রীমতি গান্ধী নাকি এটার নাম দিয়েছেন; বেশ সুন্দর নাম। কাজেই বিভিন্ন দিক থেকে জমিকে ব্যবহার করার জন্য যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টা আমরা শুরু করেছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, যে এগ্রিঃ বেইসড,

ফরেষ্ট বেইসড ইনডাষ্ট্রি করতে গেলে টিলা জমিগুলিকে ব্যবহার করা যেতে পারে, যাদি ড্রপ অর্থাৎ আমাদের শিল্প গড়ার জন্য যে সব র-মেটেরিয়েলস উৎপাদন হতে পারে, সেগুলি ভিত্তি করেই আমাদের কৃষি দপ্তর টিলা জমিকে ব্যবহার করতে পারে। আর টিলা জমি ব্যবহার করার প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে শুধুমাত্র কৃষি-পণ্যই নয়, তাকে ভিত্তি করে কিছু শিল্প গড়ে তুলে আমাদের কিছু বেকারদের কাজ দিতে পারি। এই কাজ শুধু সরকার একাই করবে না, এই কাজের জন্য আমাদের কৃষকদেরও সংগঠিত করতে হবে, ভূমিহীন যারা আছে, তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে, আর যারা ছোট ছোট কৃষক আছে, তাদেরকেও সংগঠিত করতে হবে। অর্থাৎ কৃষি দপ্তর কৃষক, ভূমিহীন, মাঝারী এবং ছোট কৃষক ও অন্যান্যদের মধ্যে এই ব্যাপারে সংহতি এবং সহযোগীতার মাধ্যমে একটা বিরাট উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু গত ৩০ বছর ধরে তো এই জিনিসটাকে ব্যবহার করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিছু যে হয় নি, তা নয়। তবে যা করা যেত, তার সামান্যই হয়েছে। এই ধরুন হর্টিকালচার, গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে দেখুন গ্রামকে গ্রাম এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে সেই চেষ্টাও হচ্ছে। আমরা নিজেরা কি সেই চেষ্টা করতে পারিনা? চেষ্টা করি না, তা নয়, তবে চেষ্টার মতো চেষ্টা আমাদের করতে হবে আর এই সমস্ত দিক দিয়ে দি আমরা টিলা জমিকে ব্যবহার করি, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ লোককে খাওয়ানো একটা কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। কেবল ২০ দফা মন্ত্র উচ্চারণ করলে কি হবে? গ্রামের মানুষকে ক্ষমতা দিতে হবে, গ্রামের মানুষকে সাহায্য করতে হবে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে এবং আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরাও সরকারের এই কাজে সহযোগীতা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের হাতে সময় খুব কম। এখনও আমাদের হাতে আর একটি প্রস্তাব রয়েছে, সেটির আলোচনা করতেও কিছু সময়ের দরকার। কাজেই আমি মাননীয় বন বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, তিনি যেন এই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে রাখবার চেস্টা করেন।

শ্রীআরবের রহমান :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের খাস টিলা ও এলটেড অনাবাদী ভূমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য সরকারী ভাবে উদ্যোগ গ্রহন করা সম্পর্কে যে আলোচনাটির উত্থাপন করেছেন, আমি মনে করি এটা সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ জমি আছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে জনসংখ্যা, এই দুইটি জিনিষ বিবেচনা করলে, এই আলোচনাটা সত্যিই গুরুত্ব পূর্ণ। তাই আমি এর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে দুই একটি কথা বলতে চাই। এই প্রসঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে ফরেষ্টের দিকটাই আলোচনা করব যার মধ্যে কিছু কিছু কৃষির কথাও আসবে। আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন অনেক টিলা খাস জমি যেগুলি এলটেড করা হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ টিলা জমিতে বাড়ী ঘর বানিয়ে বসবাস করছে এবং তাদের বাড়ীর এলাকাও বেশ বড়। কাজেই তাদের বাড়ীর আশে পাশে যে সমস্ত টিলা জমি রয়েছে, যেগুলি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে, যেগুলিতে ধান জাতীয় কোন ফসল হয়না বললেই চলে, সেগুলিতে আমরা যদি গাছ-গাছড়া

লাগাই, তাহলে সরকার থেকে কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। যেমন বাঁশ লাগালে বাঁশ প্রতি ১ টাকা করে দেওয়া হয়, আর কেউ যদি বাঁশের মুড়া লাগায়, তাহলে তাকে এককালিন ৬০ টাকা করে দেওয়া হয়। আর গামাইর গাছ লাগানোর জন্য ১.৬৫ টাকা দেওয়া হয়। কাজু বাদাম এবং অন্যান্য গাছের জন্যও ১.৬৫ টাকা করে দেওয়া হয়। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কাজু বাদামের চাষ বেশ ভালই হয় এবং আমাদের কৃষি দপ্তর থেকে প্রথমে বেশ কিছু কাজু বাদামের চাষ করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এটা বেশ লাভ জনক হয়েছিল আর কাজু বাদামের প্রসেসিং করতেও বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। কারণ আমরা দেখেছি যে কাজু বাদাম প্রসেস করার পর যদি ত্রিপুরা রাজ্যে আসে, তাহলে তার প্রতি কে, জির দাম গড়ে ৮০ থেকে ৯০ টাকা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি বছরই ১ লক্ষ টাকার কিছু বেশী কাজু বাদাম রপ্তানি করতে হয়। কিন্তু আমরা যদি ব্যাপক ভাবে এই কাজু বাদামের চাষ করি, তাহলে তার থেকে যে আয় হবে, তা দিয়ে আমরা বাইরে থেকে চাউল, গম, এবং অন্যান্য খাওয়ার জিনিস আনতে পারি। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সব টিলা ভূমি বা, এলটেড টিলা ভূমি আছে, সেগুলিতে যদি কাজুবাদামের অথবা অন্যান্য গাছ গাছড়ার চাষ করা যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উপকারে আসে। শুধু ত্রিপুরা রাজ্য কেন, সারা ভারতেও এর মাধ্যমে উপকার পেতে পারে। তাছাড়া গাছ গাছড়া থাকলে, সেগুলি থেকে আমরা অক্সিজেন পাই, তা মানুষের জীবন ধারনের একটা বিশেষ উপদান। আর এই অক্সিজেন শুধু যে আমাদের গরীব মানুষের জীবন ধারনের জন্যই প্রয়োজন তা নয়, এটা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যে ফুটপাতে থাকে, তারও বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড় এই সব গাছ গাছড়াকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারি এবং তার একটা মূল্যও আছে।

কৃষি দপ্তর থেকে সেখানে কি চলছে। আমরা কেরালায় দেখেছি যে সেখানে টিলার উপর কি ভাবে নারকেল গাছ লাগিয়েছে। এবং সেখানে আমরা দেখেছি ডাবের জল খাওয়ার পর ডাবের ভিতরে যে সাদা লেইয়ের মত একটা জিনিষ থাকে—সেটা আমরা পরে জেনেছি যে সেটা দিয়ে বাটার তৈরী করে ডিবার মধ্যে প্যাক করে বাজারে বিক্রী করে। এবং আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যে যে বাটার আসে সেটাও সেই সব বাটার। এটা আমরা জানতে পারি নাই (ইন্টারাপশান) আজকে সেই টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্য সংকট চলছে বাইরে থেকে কওয়ার আনতে পারব। এবং আমি এই ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর উপর যে ব্রীজ হয়েছে—সেই নদীর দুই পাশে বিরাট বিরাট মাঠ আছে (ইন্টারাপশান) আজকে যেখানে যেখানে খালি জমি পড়ে ছিল সেখানে বাঁধাকপি উৎপাদন হচ্ছে এবং বাঁধাকপি বিক্রয় হচ্ছে। তার আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। সেজন্য এটাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ-এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল 'সর্ট ডিসকাশান অন মেটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইম্পর্টেন্স।' নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয়। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "খাদ্য, লবন, চিনি, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যসমূহ, সিমেন্ট, লৌহ ইত্যাদি নিয়িমিত অব্যাহত রাখা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্যকে উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ জনাচ্ছি।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নোটিশটির বিষয় বস্তু হল 'খাদ্য লবন, চিনি, পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যসমূহ, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি নিয়মিত অব্যাহত রাখা সম্পর্কে।' স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরা ভারতের মধ্যে একটা প্রত্যন্ত রাজ্য এবং এখানে যোগাযোগের ব্যাবস্থা খুবই দুর্বল। যার ফলে একটি মাত্র রাস্তা দ্বারাই আমাদের খাদ্য পরিবহণ করতে হয়। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে আমাদের নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র পেতে অসুবিধা ভোগ করতে হয়। বিশেষ করে এই বছর যে ভযাবহ খরা চলছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খাদ্যের উৎপাদন কম হয়েছে এর ফলে আমরা লক্ষ্য করছি খাদ্যের দাম বড়ে গেছে এবং বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এবং এফ, সি, আই —কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সংস্থা খাদ্যের সরবরাহ ঠিক ভাবে না রাখার ফলে রেশন সপগুলি বন্ধ হয়ে যায়। স্যার এখানে আমি এই কথাই বলতে চাই যে গত জানুয়ারীতে এফ. সি. আই, থেকে ৮৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দে কথা ছিল কিন্তু আমরা পেয়েছি ৬.৮২ মেট্রিক টন, গমের বরাদ্দ ছিল ১০০০ মেট্রিক টন আর আমরা পেয়েছি ১০০ মেট্রিক টন। এই ভাবে কেরসিনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আমাদের বরাদ্দ ছিল ১৪ ১০ শত কিলো লিটার আমরা পেয়েছি ১১.৬৫ শত কিলো লিটার। স্যার এর ফলে গ্রামে কেরসিনের সংকট চলছে বিশেষ করে আমাদের কমলপুরে কেরসিনের খুবই সংকট চলছে। এই ভাবে আমরা লবনের ক্ষেত্রের এই চিত্র দেখতে পাচ্ছি গত নভেম্বরে লবনের বরাদ্দ ছিল ৭৭২.৪ মেট্রিক টন কিন্তু সেই লবন পাওয়া যায় নাই। ডিসেম্বরে ছিল ৩৮৯ মেট্রিক টন সেটাও পাওয়া যায় নাই সেজন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সর্বত্র এই দামে লবন সরবরাহের জন্য যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন সেটা সারা ভারতের মধ্যে একটা নজীর বিহিন ঘটনা। আমরা আগেও দাবি রেখেছিলাম যে সারা ভারতে একই দামে খাদ্য দ্রব্যসমূহ সরবরাহ করার জন্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষেত্রে অনিচ্ছা করে আসছেন। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় সর্বত্র একই দামে লবন সরবরাহ করার ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে খাদ্যের প্রশ্নে বা তেলের ব্যাপারে বামফ্রন্ট আসার আগে কংগ্রেস আমলে বিভিন্ন সময়ে মিছিল করে খাদ্যের জন্য দাবি পেশ হত। এবং এই জন্য ত্রিপুরার মানুষকে লাঠি পেটা করেছে এমন কি গুলিতেও মারা হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরাতে যদিও খাদ্যের উৎপাদন এখন অনেক ক্ষেত্রে বেড়েছে তবু আমাদের এফ, সি, আই থেকে চাল আমদানী করতে হয়। এবং দেখা গেছে যে সেই চালও অনেক ক্ষেত্রে খাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আমরা লক্ষ্য করছি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছেন যেমন ইরিগেশন ইত্যাদি তখন এই সমস্ত জিনিষের সরবরাহ ঠিক মত হচ্ছে না। যার ফলে এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ ঠিক ঠিক ভাবে এগোচ্ছে না, অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে সিমেন্ট, যারা প্রাইভেট বাড়ীঘর তৈরী করছেন তারা সময় মত এই সিমেন্ট পাচ্ছে না। কারণ লবণ, চিনি, সিমেন্ট, লোহা, পেট্রল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ কেন্দ্রীয় সরকার যাতে গুরুত্ব দিয়ে এগুলির সরবরাহ অব্যাহত রাখেন সেইজন্য আমি আমার আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছি এবং আশা করি হাউস এক মত হয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী সুবল রুদ্র।

শ্রী সুবল রুদ্র :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন যে সিমেন্ট, লোহা, লবণ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করছি এই কারণে যে ত্রিপুরা রাজ্য যোগাযোগের দিক থেকে সারা ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ একটা রাস্তা দিয়েই সরবরাহ করা হয় সেটা হচ্ছে আসাম-আগরতলা রোড। ধর্মনগরে রেলে আসে এবং তারপর ধর্মনগর থেকে আগরতলা আসে। আমরা লক্ষ করেছি যে চিনি, লবন, পেট্রল কেরোসিন, সিমেন্ট, লোহা ইত্যাদি জিনিষের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। পেট্রল ত্রিপুরার মানুষের নিত্য সঙ্গী। পাশাপাশি সিমেন্ট, লোহা এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের অভাবে ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কস ব্যাহত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার অনুরোধ করেছে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহকে অব্যাহত রাখার জন্য কিন্তু কোন কাজ হয় নি। এফ. সি. আই চাউল সরবরাহের গাফিলতি করছে। গম এবং চাউলের সরবরাহ ঠিক মত হচ্ছে না। লোহা, সিমেন্ট, পেট্রল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবে রাজ্য সরকারের প্ল্যান এবং নন প্ল্যানের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সময় মত রেল ওয়াগনের বন্দোবস্ত করতে পারছেন না। যার ফলে জলসেচের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং আরও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ সিমেন্ট, লোহা, পেট্রলজাত জিনিসের জন্য বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। ১৪ টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যে গুলি মানুষের নিত্য দিনের জন্য সরবরাহ অব্যাহত রাখা দরকার তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে বাফার ষ্টক করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত। রাজ্য সরকার বিধান সভার বাহিরে এবং ভিতরে এই জন্য আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু ফল হচ্ছে না। কাজেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যাতে অবিলম্বে ত্রিপুরাতে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাফার ষ্টক গড়ে তুলা হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ করতে বাধা সৃষ্টি করছে। এন. আর. ই.পি. স্কীমের জন্য ১০ লক্ষ টন চাউলের দরকার। কিন্তু সেটাও ঠিক মত সরবরাহ করছে না। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব এসেছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। —ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: স্পীকার :—শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস যে প্রস্তাব এনেছেন এটা অন্তত: গুরুত্বপূর্ণ। আমি সেটাকে সমর্থন করি। ত্রিপুরা রাজ্য একটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাজ্য। সেখানে একটি মাত্র রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানী করা হচ্ছে। এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলি যারা এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করেন তারা ঠিক মত এই সমস্ত জিনিসের যোগান দিতে পারছেন না। যার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিশেষ করে চাউল, কেরোসিন, লবন ইত্যাদি জিনিসের অভাব প্রায়ই দেখা যায়। মহকুমা শহরগুলিতে এই সমস্ত জিনিসের অভাব প্রায়ই দেখা যায়। যেমন অমরপুরে, সাব্রুম সাবডিভিশনে সমস্ত জিনিষ পৌছতে অনেক সময় লাগে। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের খুবই অসুবিধা হয়। সেজন্য কেন্দ্রীয় এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ অক্ষুন্ন রেখে যাতে দায়িত্ব পালন করেন তাই হাউস কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে এবং সাথে সাথে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেটা আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: স্পীকার :—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস এখানে একটা আলোচনা উত্থাপন করেছেন। সেটার উপর বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য সুমন্ত দাস ঠিকই বলেছেন যে এখানে থেকে সাব্রুম মাল যেতে অনেক সময় লাগে। যার ফলে ইনটেরিয়রে মাল পৌছতে সময় লাগায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। কিন্তু সব দোষই কেন্দ্রীয় সরকারের শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। রেল ওয়াগনে মাল বটন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বাহির থেকে আমদানী করতে হয়। কিন্তু বাহির থেকে মাল আনতে অনেক সময় বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সব দোষই কেন্দ্রীয় সরকারের আর রাজ্য সরকার বসে থাকবে আমি সেটাকে সমর্থন করি না। আমরা দেখি ইনটেরিয়রের রেশন সোপগুলিতে আগরতলা থেকে মাল পৌছতে এক মাস সময় লাগে। এবং ডিলারদের কাছ থেকে মাল কার্ড হোলডারদের কাছে যেতে আরও এক মাস লাগে। অথবা গিয়ে পৌছয় না। তার কারণ হয়ত ৩।৪ মাইল দূরে রেশন সপ আছে কিংবা কোথাও কোথাও ১০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে যার ফলে আনতে পারে না। আর দু'দিনের মধ্যে না গেলে বাজারে চলে যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এন, আর, পি, স্কীম এবং এস, আর, পি. কাজের জন্য বরাদ্দকৃত চাল আমি বলতে পারি তৈতুর সি, পি এম. গ্রাম প্রধান প্রায় ৭০০ লোকের চালের কুপন নিয়ে সে চাল তিনি নিজে বিক্রী করেছেন। রেভিনিউ ইন্সপেক্টার ধরেছেন। কিন্তু শ্যামল সাহা সেটাকে ধামা চাপা দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কারনেই বলতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে চাল পাঠাচ্ছেন সে গুলি রেশনে না গিয়ে বাজারে চলে যাচ্ছে। রেশনে গভর্নমেন্টের যে রেট তার থেকে দ্বিগুণ দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, সিমেণ্টের বণ্টনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার কার্য্যকারী হচ্ছে সিমেণ্টের কৃত্রিম অভাব তৈরী করে রাখা হচ্ছে। ন্যায্য মূল্যে সিমেণ্ট পাওয়া যায় না। আর যদি দ্বিগুণ দরে কিনতে চান সিমেণ্ট, তাহলে মাননীয় সদস্য যাদব মজুমদার তাদের ফিরিয়ে দেন না। কাজে কাজেই এটা দুর্নীতির কবলে পড়ে। এটা সম বণ্টনের অভাব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সিমেণ্টের কৃত্রিম ক্রাইসিস্ সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই কারণেই সরকারী কাজ গুলি পর্য্যন্ত সিমেণ্টের অভাবে বন্ধ হয়ে আছে। এই জন্য আমি মাননীয় সরকারের কাছে আবেদন করব এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। ত্রিপুরা রাজ্যের চাল বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। সেগুলি বন্ধ করুন। আমাদের খাদ্য নিয়ে যারা কালোবাজারী করে, ব্লাক-মার্কেটিং করলে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি হবেই। কারণেই আজকে চারিদিক অনাহার চলছে। ঘরে ঘরে দারিদ্র দেখা দিয়েছে। হয়ত আর কিছু দিনের মধ্যেই মৃত্যু শুরু হয় যাবে। আমি সরকারকে আহ্বান জানাব, সাধারণ মানুষের স্বার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুষ্ঠু এবং পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করুন।

মি: স্পীকার :—শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাবটিকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্য, লবন, চিনি, পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্যসমূহ, সিমেণ্ট লোহা এগুলি আমাদের রাজ্যে সৃষ্টি হয় না। এগুলি আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয় এবং সব গুলি জিনিসই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা দেখেছি, কেন্দ্রীয় সরকার বিমাতৃ সুলভ মনোভাব দেখিয়ে আমাদের রাজ্যের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অভাব সৃষ্টি করছে। এই জিনিস গুলি অব্যাহত রাখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর জন্য এক যোগে প্রতিবাদ করা উচিত। বিরোধী দলের সদস্য-দেরও আমাদের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু তা করার পরিবর্ত্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা কেন্দ্রের সঙ্গে একমত এবং কেন্দ্রের এই বিমাতৃ সুলভ মনোভাব তাঁদের চোখে ধরা পড়ছে না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সব জিনিস গুলির যখন সংকট দেখা দেয়, তখন তাঁরা গ্রামে গঞ্জে বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে অপবাদ চালায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাবেই বিরোধী দলের সদস্যরা বামফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য, কাজের অগ্রগতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য দাবী জানিয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ আমি হাউসের সেন্স চাচ্ছি। হাউসের নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার বক্তব্য শেষ করতে যতটুকুর সময় নেবেন আমি সে সময় টুকু বাড়াবার জন্য হাউসের সেন্স চাচ্ছি।

(At this stage sense of the House was taken for extension of time)

শ্রীদশরথ দেব :—মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস যে আলোচনা এখানে উত্থাপন করেছেন এটা খুবই ভাল। কারণ, এই "খাদ্য, লবন, চিনি, পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্যসমূহ, সিমেন্ট, লোহা "অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। এই সব জিনিসের সরবরাহ যদি অব্যাহত না থাকে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সদস্যগণ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষ উদ্বেগের মধ্যে থাকে। প্রথমেই আমি যে সব সদস্য উদ্বিগ্ন হয়ে বক্তব্য রেখেছেন তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে বর্তমানে এসব জিনিসের পজিশান কি সেটা হাউসে উপস্থিত করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর থেকে এই সব জিনিস সরবরাহ নিয়ে চিন্তায় থাকতে হয়েছে, উদ্বিগ্ন থাকতে হয়েছে। এই জিনিসগুলি অব্যাহত রাখার জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং এখনও রাখছি। তবুও মাঝে মাঝে জিনিস সরবরাহ ব্যহত হয়, যার ফলে জিনিসগুলির ক্রাইসিস্ দেখা দেয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে যে চাউল উৎপাদন হয় সে উৎপাদিত চালে ত্রিপুরা রাজ্যের হয় না। এর জন্য আমাদের বাইরে থেকে চাল আনতে হয় প্রতি বৎসর ৯৬ হাজার মেট্রিক টন। এই ৯৬ হাজার মেট্রিক টন চাউল পেলেই ত্রিপুরা রাজ্যের চাহিদা মেটানো যায়। কিন্তু কেন্দ্র থেকে আমরা মাত্র ৮৯ হাজার মেট্রিক টন চাল পাওয়ার অনুমোদন পাই তার মধ্যে এফ-সি-আই. ৫৩,২২১ মেট্রিক টন চাউল দিয়েছেন। তাহলে মাননীয় সদস্যরা বুঝতেই পারছেন এর ফলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা বিভিন্ন খাদ্য গুদামে ৯,১০০ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে।

আর ভারতীয় খাদ্য নিগমের হেফাজতে গ্রহনযোগ্য চাউলের মজুত আছে ১০,১২৫ মে: টঃ। কাজেই চালের সরবরাহ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এবং গত জানুয়ারী মাস থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মনগর চোড়াইবাড়ীতে চাউলের পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক ৪৯.৮। এই পরিস্থিতি যদি থাকে তাহলে উদ্বেগের কোন কারন নাই। কিন্তু পরিবহন ব্যবস্থা যে অব্যাহত থাকবে তার কোন গ্যারান্টি আমরা দিতে পারছি না। কারন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ওয়াগন প্রাপ্তির অপ্রতুলতা, যে রাস্তা দিয়ে আসবে যে রাস্তায় নানান ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি আসামের আন্দোলন ইত্যাদির ফলে মাঝে মাঝে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। গত তিন মাস ধরে পরিবহন ব্যবস্থা কিছুটা ভাল আছে। আমরা আশা করছি এটা থাকুক। কিন্তু তাহলেও আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। বর্ষার সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় চাউল সরবরাহে অসুবিধা হয়। কারন রাস্তাঘাট খারাপ থাকে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে বর্ষার আগে থেকে চাউল সরবরাহ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তবে সেটা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে কতটা চাউল দিবে। তার উপর নির্ভর করেই দুর্গম অঞ্চলগুলিতে ৩।৪ মাসের চাউল ষ্টক করব এবং সেই ষ্টক করার কাজ আমরা শুরু করেছি। খাদ্য নিগমের গুদামের ২৬০০ মে: টঃ চাউল আমরা রিজেক্ট করেছি। কারন এই চাউল আমরা মানুষের খাদ্যের উপযোগী বলে মনে করি না। তবে এক্সপার্টরা বলছেন এই চাউল যদি রিমিলিং করানো যায় তাহলে এই ১৬১০ মে: টঃ থেকে অন্তত: ৯০০ মে: টঃ মত খাদ্যের উপযোগী চাউল পাওয়া যেতে পারে। গম মাঝখানে প্রায় বন্ধ ছিল। খাদ্য নিগম ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাস থেকে গম পাঠানো একেবারে বন্ধ করে দিয়ে-

ছিলেন। এখন কিছু আসছে তবে সেটা আশা ব্যাঞ্জক নয়। যারা চাউল খান না, বিশেষ করে বাইরে থেকে এখানে এসে চাকরী করেছেন যে সমস্ত আর্মী পারসনাল, তাদের মাঝখানে আটা না পাওয়ার দরুন খুব অসুবিধা হয়। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন গুদামে মাত্র ২৩১ মেঃ টঃ গম আছে। আর খাদ্য নিগমে দেড হাজার মে: টঃ মত গম মজুত আছে বলে আমরা জানতে পারি। গম সাপ্লাই ইম্প্রুভ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আমাদের নিগোসিয়েশান হচ্ছে বার বার। তা সত্বেও গমের সাপ্লাইটা ঠিক মত হচ্ছে না। ১৯৮১ ইং সালে আমাদের জন্য লবন বরাদ্দ ছিল ১৩,৩০০০ মেঃ টঃ। তার সবটাই আমরা পেয়ে গেছি। এ ছাড়া পশ্চিম উপকূল থেকে আরও ৫১০০ মেঃ টঃ রেল যোগাযোগে বুকড হয়ে ইনটেনজিটে আছে। আর আপৎকালীন চাহিদা মেটানোর জন্য, হটাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে যাতে বিপদে পডতে না হয় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে সড়ক পথে ১000 মেঃ টঃ চাউল আমরা ব্যবস্থা করেছি। বর্ত্তমানে বিভিন্ন গুদামে ১০০০ মেঃ টঃ লবন মজুত আছে। আর বাকী যে লবন ট্রেনজিটে আছে সে গুলি আসলে আগামী ৫ মাসের লবন আমরা ঠিক করতে পারব। লেভী সুগার বর্ত্তমানে ষ্টকে আছে মাত্র ১৭২২ মেঃ টঃ। এতে আমাদের দেড মাস চলবে। মাসিক আমাদের বরাদ্দ হচ্ছে ৭৮০ মেঃ টঃ। পেট্রলের উপর কোন বিধিনিষেধ আমাদের নাই। আমাদের এখানে আই. ও. সি., এ. ও. সি. এই দুইটা এজেন্সি পেট্রল সরবরাহ করত। এখন দুইটা এজেন্সী মার্জ'র হয়ে গেছে। মার্জ'র হয়ে গেলেও তার ফলাফল আমরা ত্রিপুরায় উপলব্ধি করতে পারছি না, সপ্লাইটা আগের মতই রয়ে গেছে। বর্ত্তমানে পেট্রোলের পজিশান খারাপ না। আমাদের মাসিক বরাদ্দ ১২০০ কি. লি.। বর্ত্তমানে ৭৩৩ কিঃ লিঃ ডিজেল ধর্মনগরে ষ্টকে আছে এবং আনুমানিক দেড়শত কিঃ লিঃ ডিজেল ধমনগরের পথে আছে। কাজেই এখনকার পজিশান মোটামোটি ভালই। ডিজেল ত্রিপুরার জন্য মাসিক বরাদ্দ ১২০০ কিঃ লিঃ তার মধ্যে ৭৩৩ কিঃ লিঃ আমাদের ষ্টকে আছে। কেরোসিন আমাদের মাসিক বরাদ্দ ১৪০০ কিঃ লিঃ। গত তিন মাসের সাপ্লাই খুব অনিয়মিত গেছে। ফলে বিভিন্ন জায়গায় কেরোসিন আমরা ঠিক ভাবে সাপ্লাই করতে পারি নি। কেরোসিন খাদ্য নিগম সাপ্লাই করে না। আই. ও সি. এবং এ. ও. সি. এই দুইটি এজেন্সী আমাদেরকে সাপ্লাই করে। তাদের সরবরাহ অনিয়মিতার জন্য আমাদের দুর্ভোগ হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দুইটা এজেন্সীর সহিত আমরা যোগাযোগ রেখে চলেছি। খুব বেশী চাপ দিলে তারা কেরোসিন যোগান দেয়, আবার মাঝে মাঝে বন্ধ করে দেয়। সিমেন্টের পজিশান এখন মোটামোটি ভালই আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সিমেণ্ট দুই ভাবে আসে। সরকারী কাজেকর্মের জন্য পি. ডাবলিউ. ডির মাধ্যমে আসে, আর পাবলিক কনজাম্পশানের জন্য আলাদা। সিমেন্টের ত্রৈমাসিক বরাদ্দ ৩৫০০ মে: ট:। কিন্তু এই বরাদ্দের পুরোটা আমরা কোন দিনই পাইনি। যদিও এবারকার পজিশান একটু ভাল। ১৯৮১ ইং সালে সিমেণ্ট ১৬, ১৭২ মেঃ ট: মধ্যে আমরা পেয়েছি মাত্র ৭,৯০৬ মেঃ টঃ। অর্দ্ধেকের ও কম। কারও কারও ধারনা এই সরকারের গাফিলতির জন্য সিমেন্টের অভাবে ঘরবাড়ী তৈরী করা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা ভুল ধারনা। এমনকি সিমেন্ট ডিষ্ট্রিবিউশানের জন্য আমরা একটা কমিটি গঠন করেছি। কিন্তু বরাদ্দ অনুযায়ী সিমেণ্ট যদি না পাওয়া যায় তাহলে ডিষ্ট্রিবিউশানের দায়িত্বে যারা আছেন

তারা গ্রাহকদের পুরো চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। ১৯৮১ ইং সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক আমাদের বরাদ্দ ছিল ৩৯০০ মে: ট:। তার মধ্যে আমরা পেয়েছি ১৬০০ মে: ট:। অবশ্য সিমেন্টের আমদানী ইদানিং কিছুটা ভাল।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সিমেন্ট মাঝে মাঝে যে ভাবে তা আসে তার ফলে সিমেন্টের কষ্ট খুব বেশী পড়ে যায় এবং এই কষ্টের খরচ হিসাব করে বের করতে অনেক সময় লেগে যায়। সেই হিসাব নিকাশ যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য চেষ্টা করছি কারণ যাদের সিমেন্টের প্রয়োজন তাদের যদি ঠিক মতো না দেওয়া হয় তাহলে তাদের অসুবিধায় পড়তে হয়। তাছাড়া আমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা সিমেন্ট পাই না। তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছি. তাদের কাছে আবেদন নিবেদন করা ছড়া আমরা আর কিছুই করতে পারি না।' এখানে উল্লেখ করা দরকার এই ব্যবস্থার যাতে উন্নতি হয় ওয়াগন যাতে দেওয়া হয় তার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রস্তাবের মধ্যে লোহার কথাও বলা হয়েছে। লৌহজাত যে সমস্ত জিনিষ আছে সেগুলি সরকারী ভাবে বিক্রি করার কোন ব্যবস্থা নেই এবং লৌহজাত জিনিষের দাম বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে নেই। কিন্তু তথাপি আমরা সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে সেই সমস্ত দোকানের মালিকদের সাথে যোগাযোগ রেখে লৌহজাত জিনিষের মূল্য যেন ঠিকভাবে ধরা হয় তার জন্য আলোচনা করি। আমরা চাউল, গম, লবন, চিনি ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে দিচ্ছি। সেই রকম আমরা সিমেন্টর জন্যও চেষ্টা করছি। পি, ডবলিউ, ডি থেকে আমরা ৩০,১১৩ মেট্রিক টন সিমেন্ট চেয়েছিলাম কিন্তু পেয়েছি ১২,৬০০ মেট্রিকটনস এই হচ্ছে ১৯৮০ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বরের হিসাব। ১৯৮১ সালের সিমেন্ট চাওয়া হয়েছিল ৪০,৯৩৬ মেট্রিক টনস কিন্তু পাওয়া গেছে ২৮,৫০০ মেট্রিক টনস। ১৯৮০ সালের তুলনায় ১৯৮১ সলে সিমেন্টে কিছু বেশী পাওয়ার ফলে সিমেন্টর জন্য তেমন কোন অসুবিধা হয় নি। বৎমানে সিমেন্ট ষ্টক হচ্ছে ১২০০ টনস। ষ্টিল ৫০০০ মেট্রিকটনস আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু পেয়েছি ৩১০০০ টনস। কাজেই বর্তমানে যে পজিশান তাতে মনে হয় আমাদের সিমেন্টের জন্য খুব বেশী সফার করতে হবে না। তবে আমি আবার বলবো যেহেতু এই জিনিষগুলি তৈরী হয় না সে জন্য কোন অবস্থাই ত্রিপুরা সরকার এর জন্য নিশ্চিত হতে পারেন না জন্য উদ্বেগ সব সময় আমাদের যদি কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তা হলে এই ব্যাপারে উন্নতি করা সম্ভব। আমি এখানে কয়েকটি কথা বলতে চাই মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীনগেন্দ্র বাবু যার যে অস্পিতে চালের নামে বলেছেন ডিলারের চাল না দিয়ে সি. পি. এমের নামে চাল দেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা কারণ যিনি রেজিষ্টার্ড ডিলার উনার নামেই পারমিট ইসু হবে। গোদাম থেকে চাল নেবার পারমিত ইস্যু করা হবে। সি. পি. এম প্রধানের নামে থাকবে না। এরকম কি কোন দিন হয় নাকি যিনি ডিলার উনার নামে হবে? তার জন্যই সমস্ত কথা ঠিক নয়। মননীয় সদস্য শ্রীনগেনন্দ্র বাবু এবং তার দলের লোকদের পক্ষ থেকে আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি তাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তারা বলেন ত্রিপুরাজ্যের চাউল বাংলাদেশে চলে যায়, তবে যাওয়া উচিত নয়। মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীনগেন বাবু বলেছেন কারন নেই। তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহার শুরু

হয়ে গেছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই মৃত্যু মিছিল শুরু হয়ে যাবে। এই বা বামফ্রণ্ট সরকার থাকতে ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহারে মৃত্যুর মিছিল করতে দেব না কাজেই এই সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত থাকুন। আপনারাও যাতে আমাদের সহযোগিতা করেন এটা সব সময়ই আমরা আশা করবো। কাজেই আবার বলবো যে, মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় জনজীবনের প্রয়োজনীয়তার উপরে উদ্বেগ প্রকাশ করে হাউসের সামনে যে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন এবং সেই প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের যে পজিশান সেটা বিবৃতি করতে পেরেছি তার জন্য মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা ১৯শে ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৮২ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 29

By—Shri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchyat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এখন পর্য্যন্ত মোট কতটি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কি কি ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ সরকার পেয়েছেন ?

২। ঐ সমস্ত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। কি কি কারনে (ব্লক) পঞ্চায়েত সমিতির কাজ শুরু করতে বিলম্বিত হচ্ছে ?

উত্তর

১। পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ সরকার পান নাই। তবে কতিপয় গাঁও প্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২। প্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহের পুরোপুরি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির নিয়মাবলীর প্রকাশনার কাজ এখনো চুড়ান্তভাবে সমাপ্ত না হওয়ায় উক্ত আইন প্রনয়নে বিলম্বিত হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 30

By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। গত দুই বছরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে কতজন লোক মারা গেছে ; (বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কবে নাগাদ তা রূপায়িত করা হবে ;

৩। ম্যালেরিয়ার সংঙ্গে যুক্ত ডি ডি. টি. কর্মীদের জন্য সরকার কি কি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করেছেন ?

ANSWER

১। গত দুই বছরে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে কতজন লোক মারা গেছেন তার বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

বছর	মৃতের সংখ্যা।
১৯৭৯	২৭ জন।
১৯৮০	৫ জন।

২। ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানটি মূলতঃ ২টি পদ্ধতিতে হইয়া থাকে :—

(ক) প্রথম পদ্ধতি :—পৌর এলাকার বাইরে রাজ্যের অন্যান্য অংশে পূর্ণাঙ্গ মশক ধ্বংস করার জন্য এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে প্রতি বৎসর ২ বার প্রত্যেক বাড়ীতে প্রত্যেক ঘরে ডি. ডি. টি. ছড়ানো হইয়া থাকে।

কোন একটি বাড়ী বা ঘর ডি. ডি. টি. ছড়ানো হইতে বাদ গেলে সেখানকার মশা মারা যায় না। তারাই পরে বীজাণু সংক্রমণের কাজ করে। তাই সরকার প্রতি ঘরে ডি. ডি. টি. ছড়ানো সুনিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন। এবং সেহ অনুযায়ী ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কাজে নিযুক্ত সকল স্তরের কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে প্রতিটি বাড়ীতে ডি, ডি, টি, ছড়ানো হইয়াছে কিনা তাহার সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট গ্রাম প্রধান বা উপ-প্রধানের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে। এ ছাড়াও যাতে প্রতি বাড়ীতে ডি, ডি, টি, ছড়ানো হয় তার জন্য মাঝে মাঝে আবেদন পত্র, প্রচার পত্র, বিজ্ঞাপন, আকাশবানী, বিভিন্ন সভা ইত্যাদির মাধ্যমে ও অনুরোধ জানানো হয়।

১৯৮১ সালের ৩রা মর্চ হইতে ২৯শে মে পর্যান্ত প্রথম দফার এবং ৩রা আগষ্ট হইতে ১৪ই অক্টোবর ১৯৮১ ইং পর্যন্ত দ্বিতীয় দফার ডি. ডি, টি, ছড়ানোর কাজ সারা রাজ্যে শেষ হইয়াছে।

(১) দ্বিতীয় পদ্ধতি :—রোগাক্রান্ত ব্যাক্তির চিকিৎসা :—

সার্ভেলেন্স ওয়ার্ককার নামক একজন সরকারী কর্মী যাহাতে প্রতি বাড়ীতে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার করিয়া যান এবং কোন ব্যাক্তির জ্বর হইয়াছে কিনা অথবা গত ১৫ দিনের মধ্যে কাহারও জ্বর হইয়াছে কিনা তাহার খবর সংগ্রহ করেন।

জ্বরাক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা পরীক্ষার জন্য স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের ল্যাবরটরিতে পাঠান এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ঔষধ দেন। পরীক্ষায় রক্তে ম্যালেরিয়া রোগ ধরা পড়া মাত্র তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে এলাকায় মশক নির্মূল করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

গ্রামীণ এলাকায় বিনা মূল্যে যাহাতে ম্যালেরিয়ার ঔষধ পাওয়া যায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা হয় তাহার জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ২৭০টি জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র ও ৩১৬টি ঔষধ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

কোন এলাকায় জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সেই মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া কিনা তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু হইয়া থাকিলে উক্ত ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়।

মশক ধ্বংসের ব্যাপারে পৌর এলাকার ডিম ও কীট অবস্থায় ধ্বংস করে মশক বৃদ্ধি নিবারণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং জন্মের স্থানগুলিতে যেমন নালা, নর্দমা, ডোবা ইত্যাদিতে প্রসতি ৭ থেকে ১০ দিন ডিমও কীট নাশক ঔষধ ছড়ানো হয়। ম্যালেরিয়া দপ্তর ছাড়াও পৌর ভার সহযোগী তায়ও এই কর্মসূচী রূপায়ণে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। পৌর এলাকায় সাধারণতঃ পূর্বোক্ত মশক ধ্বংসের ব্যব্স্থা নেওয়া হয় না।

একদিকে ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী প্রাণী মশক ধ্বংস করা হয় এবং অন্য দিকে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ম্যালেরিয়ার কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা আবিষ্কৃত না হওয়ায় উপরোক্ত দুটি ব্যবস্থার সাফল্যের উপরই কর্মসূচীর রূপায়ণের সাফল্য নির্ভর করে এবং দুটি ব্যবস্থায়ই একমাত্র নির্ভর করে জনগণের সচেতনতা সক্রিয় সহযোগিতার উপর।

৩। ম্যালেরিয়া ডি ডি. টি. কর্মীদের দৈনিক মজুরী ৬·২০ টাকা ও ৫·৫০ টাকার স্থলে যথাক্রমে দৈনিক ১৩·০০ টাকা এবং ১১·০০ টাকা করা হইয়াছে। উক্ত কর্মীগণকে ধাপে ধাপে নিয়মিত ফিক্সড পে কাজে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত ব্যাপারে ঐ কর্মিগণের কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য জেলা ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। তা ছাড়া প্রতি দলকে শতকরা ৯০ ভাগ কাজ ও শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ সুষ্ঠুভাবে স্প্রে করার জন্য এককালীন যথাক্রমে ১০০·০০ টাকা ও ৮০·০০ টাকা করিয়া উৎসাহ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক সিজনেল কর্মী বৎসরে ৩ দিন জাতীয় ছুটি এবং ৫ দিন অন্যান্য উৎসবের জন্য ছুটি পায় তবে সেই ছুটিগুলি নির্দ্দিষ্ট (ডি. ডি. টি ছড়ানোর) সময়ের মধ্যে হইতে হইবে।

যে সমস্ত সিজনেল কর্মী এক নাগাড়ে ৭৫ দিন কাজ করে তাহাদের সবাইকে ১০০·০০ টাকা হিসাবে পূজা অনুদান দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে যারা এক নাগাড়ে ৭৩ দিন কাজ করেছিলেন তাহারাও ১০০.০০ টাকা করিয়া পূজা অনুদান (এক্সগ্রেসিয়া) দেওয়া হইয়াছিল।

Admitted Starred Question No. 35

By—Shri Tarani Mohan Singha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

QUESTION

১) কুমার ঘাটে ঘড়ি ও সাইকেলের রাবার টিওব তৈরীর শিল্প কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

২) যদি হ্যাঁ হয় তবে উক্ত শিল্প কেন্দ্রটি কবে নাগাত খোলা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩) উহাতে কতজন বেকার কাজ পাবেন?

ANSWER

১) এরূপ কোন সরকারী পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 36

By—Shri Tarani Mohan Singha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কয়টি শয্যাযুক্ত ও কয়টি শয্যাবিহীন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব);

২। সরকারী অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয় নাই বা কাজ আরম্ভ হয় নাই এর সংখ্যা কত ?

৩। প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক ত্রিপুরা সরকারের হাতে আছে কি ?

ANSWER

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শয্যাযুক্ত এবং শয্যা বিহীন যে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :—

শয্যাযুক্ত :—(ক) ৩০ শয্যাযুক্ত গ্রামীন হাসপাতাল ২টি। কাঞ্চনপুর (ধর্মনগর), টাকারজলা (সদর)

(খ) শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১টি। খোয়াই মহকুমায় বাইজল-বাড়ী।

(গ) ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেন্সারী ১টি।
কৈলাসহর মহকুমায় কাঞ্চনবাড়ী।

(ঘ) ইহা ছাড়াও ১) সদর মহকুমায় মাতৃ সদনে—২৫ টি, শিশু বিভাগে ২০টি, বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০টি।
২) অমরপুর মহকুমায় মহকুমা হাসপাতালে ১০টি,
৩) খোয়াই মহকুমায় মহকুমা হাসপাতালে ২০টি সহ মোট ৮৫ টি অতিরিক্ত শয্যা সংযোজন করা হইয়াছে।

শয্যাবিহীন :—(ঙ) ১৮টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

সদরমহকুমায় রাধাকিশোরনগর, লক্ষীপাড়া।
খোয়াই মহকুমায় রাজনগর, চম্পাহাওয়র, বেহালাবাড়ী, আমপুরা, উত্তরমহারাণী।
বিলোনিয়া মহকুমায় টিয়াতলী, কুয়াইফাং।
অমরপুর মহকুমায় করভোগ, রাইসাবাড়ী।

কমলপুর মহকুমায় শান্তিরবাজার।
উদয়পুর মহকুমায় তুলামূড়া।
কৈলাসহর মহকুমায় করমছড়া, জগন্নাথ পুর, থালছড়া।
ধর্মনগর মহকুমায় সাতনালা।
সোনামোড়া মহকুমায় মাইকোনাপাড়া।

২। ৩৮ টির।

৩। না।

Admitted Starred Question No. 40

By—Shri Tarani Mohan Singha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Publicity Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। আগরতলা আকাশবাণী কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরাতে আরো দুইটি আকাশবাণী কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করে ছিলেন কিনা?

২। করা হইয়া থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে এ ব্যাপারে কোন উত্তর পাওয়া গিয়াছিল কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 47.

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যে মোট কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কয়টি ডিসপেন্সারী ইত্যাদি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে সব কয়টির কাজ শেষ হয়েছে কি ?

৩। না হলে এখনও বাকী কাজগুলি শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৪৭ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
সদর	বিশ্রামগঞ্জ	১। লক্ষ্মীপাড়া, ২। চম্পকনগর, ৩। পূর্বনওয়াগাঁও, ৪। দুর্গানগর ৫। গাবর্দি, ৬। লালসিংমুড়া, ৭। অভিচরণবাজার, ৮। তামা-কুরী, ৯। জারুলবাছাই, ১০। রাধাকিশোরনগর, ১১। মান্দাই, ১২। সিপাইজলা, ১৩। অমরেন্দ্র নগর,
ধর্মনগর	—	১। উত্তরপদ্মবিল, ২। লক্ষ্মীনগর
কমলপুর	নাকফুল	১। সেতরাই, ২। বলরাম, ৩। শান্তিরবাজার।
কৈলাসহর	—	১। চিছিংগাছড়া, ২। নেপালটিলাবাজার, ৩। গংগানগর, ৪। সোনাইছড়ি, ৫। লালছড়া।
সোনামুড়া	—	১। ভবানীপুর, ২। ভেলুয়ারচর, ৩। মনাইপাথর।
উদয়পুর	—	১। খেলাকুং, ২। সামুকছড়া, ৩। তুলামুড়া।
খোয়াই	—	১। রতনপুর, ২। খাসিয়ামঙ্গল, ৩। ঘিলাতলী, ৪। শান্তিনগর, ৫। রাজনগর, ৬। চম্পাহাওয়র, ৭। চেবরী।
সাব্রুম	—	১। সমরেন্দ্রগঞ্জ, ২। মনুঘাট।
অমরপুর	—	১। রাইসাবাড়ী, ২। রতননগর, ৩। করভোগ।
বিলোনিয়া	—	১। কলা বাড়িয়া, ২। রামরাই বাড়ী, ৩। বীরচন্দ্র নগর, ৪। চিমাতলী, ৫। ছোটখলা, ৬। গাইকুলা।

২। না।

৩। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নতুন বন আইনের ফলে যে সমস্ত স্থান সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পড়িয়াছে তাহা বন দপ্তর হইতে মুক্ত করার চেষ্টা, নির্বাচিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থান জোত বা খাস জমি হইলে হস্তান্তর, প্রশাসনিক কাজের জন্য বিলম্ব ইত্যাদি কারনে এবং পূর্ত্তদপ্তরের ওয়ার্ক সিডিয়োলে যথাসময়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারায় এইগুলির নির্মাণকাজ যথাযথ সময়ে চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 48

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী কি ভাবে প্রতিপালিত হয়েছে,

২। সারা রাজ্যের কোন বিভাগে কি কি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে;

৩। ঐ সব কর্মসূচী পালন করতে কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে পরিবার কল্যান কর্মসূচী রূপায়ণে এই রাজ্যের বিভিন্ন পরিবার কল্যাণ শাখার কর্মসূচীপ বিভিন্ন দিগকে ত্বরান্বিত ও উন্নত করার জন্য জন্মনিরোধক বা স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ছোট পরিবার গঠন এবং জনসাধারণকে মাতৃমঙ্গল, শিশু-কল্যাণ কর্মসূচীর উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য গ্রাম্য গীতি সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এইজন্য আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন গ্রামের ১২০ টি অপিনিয়ন লিডার্স ক্যাম্প অনুষ্ঠানের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে যাহা নাকি এই বৎসর শেষ হইবে।

২। এই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর বিভিন্ন প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছেন।

৩। সারা রাজ্যে পরিবার কল্যাণ সম্বন্ধীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

৪। ব্যাপক প্রচারের জন্য ব্যস্ততম স্থানগুলিতে হার্ডিং এবং পোষ্টার স্থাপনের ব্যাবস্থা করা হইয়াছে।

৫। কর্মচারী ও স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্লোগান প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

৬। গ্রামের লোকদের পরিবার কল্যাণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা দান করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা এবং প্রদর্শনী পুস্তিকা প্রদান করা হইয়াছে।

৭। গত ২৫-১১-১৯৮১ইং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় পরিবার কল্যাণ পক্ষ উদ্‌যাপিত হইয়াছে। একটি রাজ্য ভিত্তিক জমায়েতের মাধ্যমে এবং এই জাতিয় জমায়েত সংগঠন জেলা ভিত্তিক এবং ভিত্তি হইয়াছে। স্থানীয় এম, এল, এ, এবং গ্রাম প্রধানদের সহযোগিতায় এবং মাননীয় মন্ত্রীরাও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮। ছোট পরিবারের উপর শ্লোগান সর্ব্বদাই স্থনীয় পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হইতেছে।

৯। কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীদের মাধ্যমে বিভিন্ন জন্মনিরোধক ব্যবস্থাদি বিতরনের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী ত্বরান্বিত করিবার কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

২। সারা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত প্রোগ্রামগুলি চলতি বছরে গ্রহণ করা হইয়াছে :—

১। ৫০ জন ইনউধজেনাস বাইকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে এবং অতিরিক্ত আরও ১৫০ জনকে এই আর্থিক বৎসরে ট্রেনিং দেওয়া হইবে।

২। এলিজিবল কাপোল রেজিষ্টার পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের সাহায্য প্রস্তুত করা হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে ৬৮০টি বাঁধাইকরা রেজিষ্টার সরবরাহ করা হয়াছে।

৩। আলাদা পোষ্ট পার্টাম কাম এম, টি, পি. ওয়াড´ ভি, এম, হাসপাতালে চালু করা হইয়াছে।

৪। এখন হইতে স্থানীয় ভেসেকটমি অপারেশনগুলি জি, বি, হাসপাতালের সার্জিকেল বিভাগের তত্ব বধানে করা হইতেছে।

৫। এস, ডি, এম, ও এবং পি, এইচ, সির মেডিকেল অফিসারদের বিশেষজ্ঞ সার্জন দ্বারা ভেসেকটমি, টিউকেবটমি এবং এম, টি, পি, ও অন্যান্য বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে।

৬। প্রত্যেক জেলা হাসপাতাল হইতে একজন ডাক্তারকে মিনি লেপ এর বিষয় সম্বন্ধে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ হইতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

৭। এই সরকার লেপারোস্কোপিক টিউবেকটমি এই রাজ্যে চালু করার ব্যাপারেও আগ্রহী এবং এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হইতেছে।

৮। এল, এইচ, ভিদেরও আই ইউ ডি (কপার টি এবং লিপস লোপ) পরানোর বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে যাতে ইচ্ছুক স্ত্রীলোকদিগকে তারা আই, ইউ, ডি পরাইতে সক্ষম হন।

৯। গ্রাম্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের দালানের নির্মাণ কাজ মোহনপুর এবং পানিসাগর এই চলতি বৎসরে শেষে হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিশালগর পরিবার কেন্দ্রের দালান তৈয়ার জন্য ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন একলক্ষ সাত হাজার নয়শত টাকা দেওয়া হইয়াছে। নির্মাণ কাজ শুরু হয় নাই।

১০। ১০ শয্যা বিশিষ্ট টিউবেকটমি কাম এম, টি পি, ওয়ার্ড পোষ্ট পার্টাম প্রোগ্রামের অধীন ভি, এম, হাসপাতল, আগরতলাতে নির্মাণের জন্য ভারত সরকার ৩.৮২ লাখ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং এই অনুমোদিত খরচের টাকা রাজ্য পি. ডাব্লিউ. ডিকে অর্পণ করা হইয়াছে।

অগ্রগতি :—

পরিবার কল্যাণ এবং এম. সি. এইচ. এর চলতি ১৯৮১-৮২ (ডিসেম্বর ৮১ পর্য্যন্ত) বৎসরে অগ্রগতি নিম্নরূপ :—

ভেসেকটমি—৩৫৭, টিউবেকটমি—২৩৩, আই. ইউ. ডি—১৬০, নিরোধ—৬৯৯৬২
পিলস্—৪৫৯০, জে. সি.—৪৭, ফোম টেবলেট—৩, এম. টি. পি.—৫৫।

টি. টি.	ডি. পি. টি.	ডি. টি.	অয়ারণ টেবলেট	ভিটামিন
প্রথম—৭৬১৭,	প্রথম—৪৫০৯,	প্রথম—১৭৩৫,	মহিলা—৬১২৪৬	প্রথম—৪০৩৮,
দ্বিতীয়—৪৬৭১,	দ্বিতীয়—৩৪৬৮,	দ্বিতীয়—৮৪৪,	শিশু—১৪৮৯০,	দ্বিতীয়—৫৩৬,
তৃতীয়—১২৭৯,	তৃতীয়—২০৭৭,	তৃতীয়—৩৫১,		

৩। ১৯৮১-৮২ সালে পরিবার কল্যাণের জন্য বাজেট বরাদ্দ হইয়াছে ৩৯.৭৯ লাখ টাকা এবং নভেম্বর ১৯৮১ পর্যন্ত খরচ করা হইয়াছে ১১.৯৬ লাখ টাকা।

Admitted Starred Question No. 67.

By—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfar Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বৎসর খোয়াই বিভাগে নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে কি ?

২। হয়ে থাকলে কোথায় কোথায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইবে ?

উত্তর

১। একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে।

২। চেবরীতে।

Admitted Starred Question No. 70

By—Shri Mohanlal Chakma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health & Family Wetfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে (১৯৮১-৮২) ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধিনে মোট কতগুলি সাব-সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে ;

২। এরমধ্যে কয়টির কাজ চালু হইয়াছে ;

৩। কতগুলির কাজ এখনো চালু হয় নাই ;

৪। চালু না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ৪৭টি সাব-সেন্টার খোলার পরিকল্পনা আছে। তার মধ্যে ১৯৭৯-৮০ইং সালের ১৭টি এবং ১৯৮০-৮১ সালের ২৪টি এবং ১৯৮১-৮২ সালে ৫টি।

২। ৯টির।

৩। ৩৮ টির।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নতুন বন আইনের ফলে যে সমস্ত স্থান সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পড়িয়াছে তাহা বন বিভাগ হইতে মুক্ত করার চেষ্টা, নির্বাচিত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থান জোত বা খাস হইলে হস্তান্তর, প্রশাসনিক কাজের জন্য বিলম্ব, ইত্যাদি কারণে এবং পূর্ত্তদপ্তরের ওয়ার্ক সিডিয়োলে যথা সময়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারায় এইগুলির নির্মাণ কাজ যথা সময়ে চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 72

By—Shri Subodh Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পানিসাগর ও পেঁচারথল হাসপাতালের জন্য ইতিপূর্ব্বে কোন এম্বুলেন্স (গাড়ী) দেওয়া হয়েছিল কি ;

২। দেওয়া হইলে বর্ত্তমানে উহা কি অবস্থায় আছে ;

৩। না দেওয়া হইলে কবে নাগাদ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। পূর্ব্বে পানিসাগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১টি এম্বুলেন্স (গাড়ি) ছিল। পেচারথলে কোন গাড়ী ছিল না।

২। ১৯৬২ সাল হইতে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত টি. আর. এ. ২৮৪ গাড়ীটি পানিসাগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছিল। তারপর উক্ত গাড়ীটি মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ড্রাইভার সহ প্রেরন করা হয়। বর্ত্তমানে গাড়ীটি ডি. এইচ. ও পশ্চিম ত্রিপুরার কাজে নিযুক্ত আছে।

৩। সম্প্রতি পানিসাগর এবং পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি করিয়া গাড়ী মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ২৮-১-১৯৮২ তারিখে এই গাড়ীগুলি ড্রাইভার সহ সেখানে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 74.

By—Shri Rashi Ram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মান্দাই উপনগরীতে ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল খোলার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

২। যদি না থাকে তবে আগামী আর্থিক বছরে হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা করবেন কি ?

উত্তর

১। ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নাই।

২। আগামী আর্থিক বছরেও মান্দাই উপনগরীতে ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল খোলার প্রস্তাব নাই।

Admitted Starred Question No. 86.

By—Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। দামছড়া (ধর্মনগর) হাসপাতালের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ হবে এবং কোন সালে (বছরে) শেষ হবে বলে আশা করা যায় ;

২। হাসপাতালটি নির্মাণের জন্য সরকার কতটুকু জমি পেয়েছেন ?

উত্তর

১। দামছড়া ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেন্সারীর জন্য জায়গা ১৯৮১ সালের ২১শে ডিসেম্বর পূর্ত্ত দপ্তরকে হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং পূর্ত্ত দপ্তরকে ২৮-১-১৯৮২ ইং নক্সা ও এষ্টিমেট পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পূর্ত্ত দপ্তর কর্তৃক এষ্টিমেট পাঠানোর পর স্বাস্থ্য দপ্তর কর্ত্তৃক ইহার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হইবে। তারপর পূর্ত্ত দপ্ত। কাজ হাতে নিবে এবং কবে নাগাদ ইহার কাজ শেষ হইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নয়। কারণ নির্মাণ কার্য্যে প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রীর প্রাপ্ত প্রাকৃতিক অবস্থা এবং কনট্রাকটারের কাজের গতির উপর নির্ভর করে। তবে যত শীঘ্র সম্ভব কাজটি শেষ করার চেষ্টা নেওয়া হবে।

২। হাসপাতালটি নির্মাণের জন্য ৪.৯২ একর জমি পাওয়া গিয়াছে।

Admitted Starred Question No. 100

By—Shri Kamini Debbarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খালছড়া বাজারে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হইয়াছিল তাহা উদ্বোধন করার আগেই মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে কবে নাগাদ ঘরটি মেরামত করিয়া ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার সহ পুনরায় চালু করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। খালছড়া বাজারে যে ঘরটি নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র নহে। একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। উক্ত ঘরটি মাটিতে পড়িয়া যাওয়ার সংবাদ স্বাস্থ্য দপ্তরে এখনও পৌঁছায় নাই। বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইবে।

২। যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে ঘরটি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে তবে যতশীঘ্র সম্ভব ঘরটি মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। খালছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যেই একজন ফার্মাসিষ্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। এবং দপ্তর অধিকর্ত্তাকে কেন্দ্রটি তাড়াতাড়ি চালু করার ব্যবস্থা নিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 107

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে এন, আর, ই, পি, ও এস, আর, ই, পি, প্রকল্পে বিভিন্ন দপ্তর থেকে মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

২। এর মধ্যে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

৩। এবং মোট কত শ্রম দিবস কাজ হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরের ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ পর্য্যন্ত এন, আর, ই, পি, স্কীমে সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা হইতে বিভিন্ন ব্লকে, ১৫৭৫ মে. টন চাউলের মূল্য সহ ৮০, ২৬, ২৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে। (তন্মধ্যে নগদ ৫৩, ৮২, ৫০০ টাকা এবং চাউলের মূল্য ২৬, ৪৩, ৭৫০ টাকা।)

২ এস, আর, ইপিতে বিভিন্ন দপ্তর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে মোট ১,০৫, ৯৭, ৮২৭·১২ পয়সা দেওয়া হইয়াছে।

এন, আর. ইপিতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ পর্য্যন্ত মোট টাঃ ৬৪, ২৮, ৫৯২·৯৪ পয়সা খরচ হইয়াছে।

এস. আর, ই, পিতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮১ পর্য্যন্ত মোট টা: ৬২,৭৩,০৫০·৭১ পয়সা খরচ হইয়াছে।

৩। এন, আর, ই, পি ও এস, আর. ই, পিতে যথাক্রমে, ৭,৫৬, ৬৯৯ ও ১১, ৪০, ১২০ শ্রম দিবসের কাজ হইয়াছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১।	ব্লকের নাম	এন, আর, ই, পিতে শ্রম দিবস	এস, আর, ই, পিতে শ্রম দিবস
	১	২	৩
১।	বিশালগড়	৫৩,৪০০	১,০৩,১৮৫ শ্রম
২।	তেলিয়ামূড়া	২১,২২৭	৬৯,০৩২ ,,
৩।	মেলাগড	১৯,৩৮৪	৫০,৩৯০ ,,
৪।	জিরাণীয়া	৫৩,২৩৭	৫৯,৭০৪ ,,
৫।	মোহনপুর	২৯,৩৮৪	৭০,৩৩৯ ,,
৬।	খোয়াই	৮১,৭০১	৬৭,৩৬৮ ,,
৭।	বগাফা	২০,৭০৫	৫৮,৬৭১ ,,

	১	২	৩
৮।	রাজনগর	২৬,৭০০	৩২,০৫০ শ্রম
৯।	ডম্বুর নগর	১৯,৫২৭	২৮,৪৯১ ,,
১০।	মাতার বাড়ী	২৭,২২৯	৬৭৮৯৪ ,,
১১।	সাতচাঁদ	৬৯,১০০	১,০৯,৬৩৫ ,,
১২।	অমরপুর	৫৩,১৫৮	৪২,৫৯০ ,,
১৩।	পানিসাগর	৩৭,১০০	৫৪,২৫০ ,,
১৪।	ছাওমনু	৫৯,৮৪৯	৬৯,৪৪৮ ,,
১৫।	কুমারঘাট	৬৮,৫৪৯	৭১;১০৭ ,,
১৬।	কাঞ্চনপুর	৪৬,৯৬৫	৯৪,৯১৫ ,,
১৭।	সেলেমা	৭৫,০০০	৮৯,০০ ,,
	মোট :—	৭,৫৬,৬৯৯	১১,৪০,১২০

Admitted Starred Question No. 135

By—Shri Mohan Lal Chakma,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Relation & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র হইতে চাকমা ভাষায় গান ও গীত বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ;

২। অবগত থাকিলে পুনরায় এই অনুষ্ঠান চালু করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে কি ;

৩। অনুরোধ করা হইয়া থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কোন জবাব দিয়েছেন কি এবং দিয়ে থাকিলে তাহা কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 136

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। এই রাজ্যে ত্রিপুরা সরকার পরিচালিত কয়টি ডিসপেনসারী ও কয়টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে :

২। বর্তমানে কয়টি ডিসপেনসারীতে এম. বি. বি. এস. ডাক্তার আছেন ?

উত্তর

১। ১১৮টি ডিসপেনসারী এবং ১৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। উক্ত ১১৮টি ডিসপেনসারী এবং ১৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ১৩১টিকেই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিগনিত করা হইয়াছে। উক্ত ১৩১টির মধ্যে এলোপ্যাথিক ১২২টি, হোমিওপ্যাথিক—৭টি এবং আয়ুর্বেদিক—২টি।

২। ৫৬টিতে এম. বি. বি. এস. ডাক্তার আছেন।

Admitted Starred Question No. 152.
By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের পরিচালনায় মোট কয়টি ইটের ভাট্টা চালু আছে।

২। এবং ঐ ইট ভাট্টাগুলিতে মোট কত শ্রমিক কাজ করছে এবং বছরে কি পরি-পরিমাণ ইট তৈরী হচ্ছে?

উত্তর

১। ১৪টি ইট ভাট্টা চালু আছে।

২। ৩৫০০ শ্রমিক কাজ করিতেছে। ১৯৭৯-৮০ সালে ৭২ লক্ষ, ১৯৮০-৮১ সালে ১.১৬ কোটী এবং বর্তমান বৎসরে (১৯৮১-৮২) ৩.৬০ কোটী ইট উৎপাদন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 154
By—Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জি. বি. এবং ভি. এম. হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নাই;

২। যদি সত্য হয় তবে বাইরে থেকে ডাক্তার আনা হচ্ছে কেন,

৩। ইহা কি সত্য যে জি. বি. ও ভি. এম. হাসপাতালের কিছু অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন যাদের প্রমোশন পাওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রমোশন পাচ্ছেন না,

৪ যদি সত্য হয় তার কারণ কি?

১। সত্য নয়। জি. বি. হাসপতালে ৬৬ জন এবং ভি. এম. হাসপাতালে ৫৬ জন ডাক্তার আছেন।

২। জি. বি. এবং ভি. এম. হাসপাতালে বাইরে থেকে ডাক্তার আনার প্রশ্ন উঠে না। তবে রাজ্যের জন্য ভারতের যে কোন রাজ্য থেকেই চিকিৎসক পাওয়া গেলে সেখান থেকেই তাদের আনা হচ্ছে এবং বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়োগ করা হচ্ছে।

৩। একেবারেই সত্য নয়।

৪। যেহেতু সত্য নয়, তাই প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 158

By—Shri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় আর একটি জুটমিল এবং একটি কাগজের মীল স্থাপনের ব্যাপরে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ;

২। উক্ত মিলদ্বয়ের জন্য কত টাকার প্রয়োজন ;

৩। এগুলি স্থাপনের ব্যাপারে সর্বশেষে অবস্থাটা কি ?

উত্তর

১। জুটমিল :

প্ল্যানিং কমিশনে যুক্তি রাখা হয়েছিল ত্রিপুরায় বার্ষিক ১.৮ লাখ বেল কাঁচা পাট উৎপন্ন হয়। তা ত্রিপুরায় দুইটি জুট মিল প্রতিষ্ঠার পক্ষে খুবই সম্ভবপর এবং ভবিষ্যতে যে সিমেন্ট এবং সার কারখানার জন্য যে জুট ব্যাগের প্রয়োজন হবে তা এই দুইটি মিল মেটাতে পারবে।

ওয়ার্কিং গ্রুপ রাজ্য সরকারের যুক্তির সারবত্তা গ্রহণ করেও বলেছেন লাইসেন্স নীতি অনুযায়ী ভারতে অতিরিক্ত মোট ৫টি নূতন জুট মিলের লাইসেন্স দেওয়ার পূর্বে পুনরায় সমগ্র জিনিষ নূতন করে রিভিউ করার প্রয়োজন।

প্ল্যানিং কমিশন বর্তমান জুট মিলের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা শেয়ার কেপিটেল এবং দ্বিতীয় জুট মিলের জন্য ১ লক্ষ টাকা ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন।

পেপার মিল :

ত্রিপুরায় একটি পেপার মিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পূর্বে একটি প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশনের কাছে রাখা হয়েছিল।

দৈনিক ২৫০/৩০০ মেঃ টন উৎপাদনকারী একটি পেপার মিলের বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২০০ কোটি টাকা। যেহেতু রাজ্য যোজনায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে না কেন্দ্রীয় যোজনা বা অন্য কোন সংস্থার সাহার্য্যে এটা করা যায় কি না এবং পেপার মিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আনুসাঙ্গিক ব্যয় তুলনা মূলক ভাবে কমানো যায় কিনা প্রভৃতি কেন্দ্রীয়

সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনকে প্রজেক্টটি যাচাই করার জন্য দিয়েছেন। রাজ্য সরকার হিন্দুস্থান কর্পোরেনকে ত্রিপুরার গ্যাস প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন এবং বক্তব্য রেখেছেন যে উহাতে জ্বালানী খরচ অনেক কম পড়বে। বিষয়টি এখনও ভারত সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২। দ্বিতীয় জুট মিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রজেক্ট খরচ প্রায় ১১ কোটি টাকার উর্দ্ধে পড়িবে।

পেপার মিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা বা তদূর্দ্ধ হইতে পারে। সর্ব্বশেষ বিনিয়োগ খরচ শেষ পর্য্যন্ত কত দাঁড়াবে এখনও খতিয়ে দেখা হয় নাই।

পেপার মিল স্থাপনের ব্যাপারে এখনও ভারত সরকারের নিকট হইতে অনুমোদন পাওয়া যায় নাই, তবে ইহা বিবেচনাধীন আছে।

দ্বিতীয় জুট মিলের জন্য আগামী বৎসর একলক্ষ টাকা এবং বর্ত্তমানটির জন্য পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বরাদ্দ ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক যোজনায় বরাদ্দ করেছেন।

Admitted Starred Question No. 162

By—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে দশদা প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এম. বি. বি. এস. ডাক্তার নাই,

২। সত্য হইলে ডাক্তার দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হইবে কি,

৩। এবং ত্রিপুরার আনন্দ বাজারে প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। দশদায় কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই, এটি একটি ডিসপেনসারী। বর্ত্তমানে ইহা সত্য যে সেখানে কোন এম. বি. বি. এস. ডাক্তার নাই।

২। দশদা ডিসপেনসারীতে ১. ১২. ১৯৮০ ইং পর্য্যন্ত একজন এম. বি. বি. এস ডাক্তার ছিলেন। উক্ত ডাক্তার বদলী পর দশদা ডিসপেনসারীতে একজন নতুন ডাক্তার নিয়োগ করা হয় কিন্তু উনি কাজে যোগ দান করেন নাই। ৭. ১২. ১৯৮১ ইং তারিখে অপর একজন ডাক্তারকে দশদা ডিসপেনসারীতে বদলী করা হয়। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি সরকারের নিকট তাহার বদলীর আদেশ দশদার পরিবর্তে অন্য স্থানে করার জন্য আবেদন করেন এবং সরকার তাহার বদলীর আদেশ ২৮. ১. ১৯৮২ ইং মঞ্জুর করে অন্যত্র বদলী করেন।

৩। এখন পর্য্যন্ত নাই।

Admtted Starred Question No. 171

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সব কয়টিতেই রোগী ভর্ত্তি করে চিকিৎসা করানোর ব্যবস্থা আছে কি ?

২। যদি না থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 173

By—Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বি. ডি সি. সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না ;

২। যদি সত্য হয়, তবে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

Name of the Minister : Dinesh Ch. Dab Barma.

১। কোন কোন ব্লকের ব্যাপারে এই অভিযোগ আছে।

২। সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তাহাদের স্ব স্ব দপ্তরের প্রতিনিধিরা বি. ডি. সি. মিটিং এ উপস্থিত থাকেন।

Admitted Starred Question No. 185

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কয়টি গ্রামে পানীয় জলের এখনও কোন্ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

২। গত ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কতগুলি গ্রামে পানীয় জলের কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। টিউবওয়েল, রিংওয়েল, পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদির সব সময় চালু রাখার জন্য এবং রিপেয়ার ও মেইনটেনান্স এর জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে কি কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে ?

৪। না হলে কি কি ব্যবস্থার দ্বারা এসব চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত রাজ্যে ৩৪৫৮টি গ্রামের মধ্যে ১০২৯টি গ্রামে এখনও কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রামীন জল সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নাই।

২। গত ১৯৭৮ ইং সাল থেকে ১৯৮২ ইং সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১২০৯টি গ্রামে সম্পূর্ণ এবং ১৭০টি গ্রামে আংশিক পানীয় জলের ব্যবস্থা নলকূপ, আর. সি. সি. ওয়েল, মেশনারী ওয়েল ও জল সংরক্ষাণগারের মাধ্যমে করা হইয়াছে।

৩। না।

৪। অকেজো টিউবওয়েল, আর. সি. সি. ওয়েল ইত্যাদি পানীয় জলের উৎসগুলি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মেকানিক (Mechanic) দ্বারা সচল রাখার ব্যবস্থা আছে। এবং যেগুলি ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন সেইগুলি ব্লক কর্তৃক নিযুক্ত মিস্ত্রী দ্বারা সারাই করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যে হেতু সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মেকানিক ওয়ার্কস এসিটেইণ্ট সমস্ত অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েল গুলো মেরামতের পক্ষে যথেষ্ট নয় তাই B. D. O/P. E. O. দিগকে সামান্য মেরামতের জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সারাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় Spare Parts ও দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিটি ব্লক ও দশটি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই কাজ আরম্ভ করিবে।

Admitted Starred Question No. 194

By—Shri Bhanu Lal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মোট রোগীদের শয্যা সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট শয্যা সংখ্যা ১৪৬৭টি তাহার মধ্যে হাসপাতালে ১১৪১ টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৭০টি এবং ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেনসারীতে ৩৬ টি।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Friday, the 19th February, 1982 at 11.00 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, Chief Minister, 10 (ten) Ministers, the Deputy Speaker and 40 (forty) Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার ঃ--- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্য-দিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং---**১

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, অনেক বেসরকারী বিদ্যালয়ের দীর্ঘকাল যাবত কর্মরত অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরী অনুমোদনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হচ্ছে বা বিদ্যালয়ে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

২। ইহাও কি সত্য যে, পুরানো পরিচালক সমিতি বা তদানীন্তন স্কুল কর্তৃপক্ষের রেকর্ডপত্র সংক্রান্ত ত্রুটির জন্যই অনুমোদন প্রস্তাবগুলো ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের কোন দোষ না সত্বেও চাকুরীর অনুমোদন অস্বাভাবিক বিলম্বিত হচ্ছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ। ইহা আংশিক সত্য।

২। হ্যাঁ, ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। যে সমস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্মরত অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরী অনুমোদনের প্রস্তাব সঠিক রেকর্ডপত্রাদি সহ পাঠাইতে পারেন নাই কেবল মাত্র সেই সমস্ত স্কুলের অশিক্ষক কর্মচারীদের অনুমোদনদানে বিলম্বিত হইতেছে। হাউসের অবগতির জন্য আমি আরও কিছু তথ্য আমি এখানে বলছি, বেসরকারী বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ ১লা এপ্রিল ১৯৭৮ইং হইতে সংশোধিত গ্রান্ট-ইন-এইড রুলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ঐ সংশোধিত রুল অনুযায়ী বেসরকারী বিদ্যালয়ে কর্মরত অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরী অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ঐ অনু-মোদনরে কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ১৯৭৯ইং সনের ১৩ই মার্চ সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব যথাযথ রেকর্ডপত্রাদি শিক্ষা বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। অদ্যাবধি মোট ২৪টি স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব যথাযথ রেকর্ডপত্রাদি সহ পাওয়া গিয়াছে এবং অনুমোদন দান সম্ভব হইয়াছে। বাকী নিম্নে বর্ণিত

স্কুল কর্তৃপক্ষের ত্রুটিপূর্ণ প্রস্তাব প্রয়োজনীয় যথাযথ রেকর্ডপত্রাদি সহ পুনঃ প্রেরণের জন্য ফেরৎ পাঠানো হইয়াছে ঃ—

১) ঈশানচন্দ্রনগর পরগণা দ্বাদশ বিদ্যালয়।

২) হরচন্দ্র দ্বাদশ বিদ্যালয়।

৩) মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল দ্বাদশ বিদ্যালয়।

৪) কড়ুইমুড়া দ্বাদশ বিদ্যালয়।

৫) বড়দোয়ালী দ্বাদশ বিদ্যালয়।

৬) রামঠাকুর উচ্চ (বালিকা) বিদ্যালয়।

৭) মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়েল (প্রাথমিক বিভাগ)।

৮) প্রাচ্যভারতী দ্বাদশ বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ)।

৯) বড়দোয়ালী দ্বাদশ বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ)।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রাদি বলিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের নিদর্শন পত্রাদি বুঝাইতেছে ঃ—

১। চাকুরীতে নিযুক্তিপত্র ও যোগদান পত্রের প্রতিলিপি।

২। ভারতীয় নাগরিক প্রমাণ পত্রের প্রতিলিপি।

৩। জন্ম তারিখের প্রমাণ পত্রের প্রতিলিপি।

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণপত্র ও তপশিলভুক্ত প্রমান পত্রের প্রতিলিপি।

৫। অ্যাটেণ্টশান ফরম।

এই ৫ টি প্রয়োজনীয় তথ্য সাপ্লাই করতে পারলে তাদের রেগুলার করতে সম্ভব হয়।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু পুরানো পরিচালক সমিতিগুলির তাদের অনেকগুলি কর্মচারী ও অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে কোন রীতি মানছেন না, তাদের কাজ কর্ম রেকর্ড করার ব্যাপারে কোন নিয়ম নীতি মানছেন না এবং সেই পরিচালক সমিতি তাদের রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের ক্রীড়নক হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করতেন। কাজেই আজীবন কাজকর্ম করেও কোন সুযোগ সুবিধা এই কর্মচারীরা পেত না। বামফ্রন্ট সরকার যেহেতু অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্য ব্যবস্থা করছেন, আগের পুরানো পরিচালক সমিতির কাছে রেকর্ড আছে বা নেই সেই দিকে গুরুত্ব না দিয়ে বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের বিবরণ এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে যাতে রেট্রোস্পেক্টিভ অ্যাপেক্ট দিয়ে তাদের চাকুরীর অনুমোদন দেওয়া হয় অবিলম্বে সরকার যাতে দপ্তরকে নির্দেশ দিবেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার-স্যার, একটা জিনিষের রিলেক্স করা যেতে পারে এবং বিচার বিবেচনা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে চাকুরীতে নিযুক্তির প্রশ্নে এবং যোগদানের প্রতিলিপির প্রশ্নে। পুরানো যে কমিটিগুলি আছে তারা যদি এগুলি মেইনটেইন না করে তাহলে এগুলি ঠিকমত হওয়া সম্ভব না। আরও কতকগুলি সর্ত আছে ভারতের নাগরিকতার প্রশ্ন স্কুল কমিটির কাছে দেওয়া হয় আর অরিজিনেল কপি নিজের কাছে থাকে। তারপর আছে জন্মের তারিখের প্রতিলিপি, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রতিলিপি, শিক্ষা সিডুল কাণ্ট অথবা সিডুল ট্রাইব কিনা তার একটা প্রতিলিপি। এগুলি থাকতে হবে। এগুলি শিথিল করার কোন প্রশ্ন উঠে না। চাকুরীতে নিযুক্তির পত্র এবং যোগদানের প্রতিলিপি যদি দিতে হয় স্কুল কমিটির গাফিলতির জন্য তাহলে সেই জিনিষটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কংগ্রেস সরকারের আমলে এ্যাডুকেশানে গ্রান্ট-ইন-সেকশানের ভিতর যে চক্র গড়ে উঠেছিল সেই চক্র গ্র্যান্ট ফাইনালাইজেশানের ব্যাপারে, অ্যাকাউন্ট ফাইনেলাইজেশানের ব্যাপারে কিংবা টাকা পয়সার ব্যাপারে এই চক্র

বিভিন্নভাবে চক্রান্ত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করত। এখন যদিও বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের এই কর্য্যকলাপ কিছুটা প্রশমিত হইয়াছে তবুও তারা যে বিদ্যালয়গুলিতে যে যে অ্যাপ্রুভেলগুলি ফেরত পাঠাচ্ছে সেগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখলে দেখা যায় তারা তাদের সুবিধা মত কোন কোন কর্মচারীর ক্ষেত্রে অজুহাত দেখাচ্ছেন, কোন কর্মচারীর ক্ষেত্রে দেখাচ্ছেন না। এই জিনিষটা যাতে করে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে করা হয় এবং গ্র্যান্ট-ইন-সেক্শানের ঐ চক্রকে যাতে রি-শাফ্‌ল করা হয় এই রকম সরকার কিছু ভাবছেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— কাগজপত্রে বেরোয় কিছু চক্র এর কথা। তবে সেই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ সরকারের কাছে নাই। মাননীয় সদস্যের যদি এই ধরনের কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনুরোধ করছি। তাহলে সরকারের পক্ষে সুবিধা হবে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। আর গ্র্যান্ট-ইন-সেক-শানের যে চক্রের কথা বলা হয়েছে তা এই চক্রে কারা কারা আছে তা জানা না থাকলে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা নেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ— আমি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতে পারি ঈশান চন্দ্র নগর বিদ্যালয়ের কর্মচারী আছেন যাদের বিরুদ্ধে কোন কথা ওঠার বিষয় নাই তাদের বিরুদ্ধে কথা উঠেছে আর যাদের বিরুদ্ধে কথার বিষয় আছে তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা নাই। বিশালগড়ের জনৈক শিক্ষক উনি যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের না অন্য এক রাজ্যের ক্যানডিডেইট তার জন্য অহেতুক কতগুলি প্রশ্ন তুলে তাকে ৪।৫ মাস বিলম্ব করা হয়েছে এবং তাকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে সেই জিনিষগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— সেই অ্যাফেকটেড টিচারদের নাম সহ আমার কাছে দেওয়া হলে সেগুলি ভাল করে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে আমরা তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ম্যানেজিং ডাইরেকটারের গাফিলতির ফলে যে কাজকর্ম চলছে তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানি না। যেমন আগরতলাতে রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেখানে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে আপ গ্রেডেড করা হয়েছে। আপ গ্রেডেড হওয়ার পর এই দুটো ক্লাশ এখানে না করিয়ে অন্যত্র করা হয়। সম্ভবতঃ স্কুল পুড়ে যাওয়ার খবর সরকারকে ঠিকমত জানিয়েছেন কিনা জানি না। এই স্কুলের নামে বিল্ডিং করার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেই বিল্ডিং হওয়ার পর সেই বিল্ডিং-এ পড়ানো হয় না এবং সেখানে ধর্মের নাম করে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং অন্যায়ভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য কাজ চলছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৭।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ধর্মনগর ও পানিসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে দেওছড়ায় একটি রেল-ষ্টেশন স্থাপনের জন্য পানিসাগর বি ডি সিতে দুইবার প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয় ;

২) সত্য হইলে রাজ্য সরকার উক্ত বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ;

৩) উক্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল কি?

উত্তর

১) এইরূপ প্রস্তাব পরিবহন দপ্তরের হস্তগত হয় নাই।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় নূতন ভাবে রেল সম্প্রসারণের কাজে সহযোগিতা করার জন্য পানিসাগর ব্লকের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের কাছে সরকারের আবেদন যায় এবং এই ক্ষেত্রে বি,ডি,সি, ও পঞ্চায়েতগুলি যথোপযুক্ত সহযোগিতা করেছে। তারপর বি,ডি,সি, বারবার রাজ্য সরকারের কাছে রেল স্টেশন স্থাপনের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আমি মনে করি এই ব্যাপারে সরকারের একটা সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় যে সরকার এই ব্যাপারে কোন উত্তর দেন নি। তা সহযোগিতা কি শুধু এক তরফাই হবে। তারপর জমির মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আমরা দেখেছি, কিন্তু তাতেও কৃষকরা বাজার দরের চেয়ে অনেক কম পেয়েছে। এই ব্যাপারে সরকার তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ রেল দপ্তর তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত মত কাজ করে এবং রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা চলে না। দ্বিতীয়তঃ রেল সম্প্রসারণ এই ত্রিপুরায় আমাদের স্বার্থেই করা হবে, যার জন্য আগে থেকে বি,ডি,সি, কে বলা হয়েছিল যে, জমি অধিগ্রহণ বা জমি দেওয়ার ব্যাপারে যাতে ওখান থেকে সহযোগিতা করা হয়। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম বলেই আমাদের এখানে এই কাজটা শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের যে সমস্ত কাজ কর্ম আছে সেই ব্যাপারে বি,ডি,সিতে যখন প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন রাজ্য সরকার তার যথোপযুক্ত উত্তর দিয়ে থাকেন। এখন রেল দপ্তরকে আমরা এই ব্যাপারে অনুরোধ করতে পারি, তবে রেল দপ্তর তার পদ্ধতির মধ্য থেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন এইটাই হবে। তবে ওরা সেখান থেকে যদি কোন যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব পাঠান তাহলে আমরা তা রেল দপ্লতরের কাছে পাঠাতে পারি। কিন্তু এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তাদের।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্মনগর থেকে পানিসাগরের দূরত্ব ১১ কিলোমিটার। তা সেখানে যে জায়গায় রেল স্টেশন করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেই জায়গাটা খুব জনবহুল। তার চারপাশে আছে রামনগর গাঁও সভা, পদ্মবিল গাঁও সভা, দেওছড়া গাঁওসভা, তিলথৈ গাঁওসভা ইত্যাদি। এদের ঠিক মাঝখানেই রেল স্টেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে ৬৮ এর অনেক আন্দোলনের পরে মাত্র ধর্মনগর পর্য্যন্ত আমরা রেল আনতে পেরেছি। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে আজ তারা আবার নূতন করে এইটুকু কাজ হাতে নিয়েছেন। তা ছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষে ইচ্ছা করলেই কিন্তু কিছু করা সম্ভব হয় না। এই সিদ্ধান্তগুলি ওরা নিজেরাই করেছেন। তা ছাড়া অলরেডি সেখানে এলাইনমেন্ট হয়ে গেছে, কাজেই এই ব্যাপারে কিছু করা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, রেল সম্প্রসারণের সময় যে সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলির মূল্য সবাইকে সমানভাবে দেওয়া হয় নি। একই ধরনের জমির মূল্য বিভিন্ন রকম করে দেওয়া হয়েছে। আর এই অভিযোগকে সমর্থন করার অপরাধে এই হাউসের মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ ও পঞ্চায়েত প্রধান জীতেন্দ্র দেবনাথ সহ বহু ব্যক্তির নামে মামলা চলছে। এই মামলা সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা জানতে পারি কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে এই সব প্রশ্নের জবার দেওরা যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আর্থিক বছরে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব রেখেছেন কি না এবং রাখলে সে সম্পর্কে কোন রকম সাড়া পাওয়া গেছে কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই যে, এইভাবে সাধারণ মানুষকেই শুধু নয় এই বিধান সভার মেম্বারেরদের নামেও পুলিশ মিথ্যা কেইস করে হয়রানি করানো সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কোন বিবৃতি দেবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পরে বলব।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের যে কাজকে হাতে নেওয়া হয়েছে সেটা কবে পর্য্যন্ত শেষ হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--- স্যার, কবে নাগাদ শেষ তা আমি বলতে পারব না, তবে তারা বলেছেন ১৯৮৪ এর মধ্যে কমপ্লিট করবে।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান নং---৬২।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং---৬২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান বৎসরে জি,সি,আই, রাজ্য সরকারের সাথে কোনরূপ আলাপ আলোচনা ছাড়াই কখনো পাট কেনা বন্ধ করেছে আবার কোন সময় খুশী মত পাট কিনেছে?

২) ইহা কি সত্য যে যেখানে যেখানে রাজ্য সরকার এবং জে,সি,আই স্বীকৃত এজেন্সি-গুলো পাট কিনেছে সেই সব জায়গায় চুক্তি ভঙ্গ করে জে,সি,আই, সরাসরি পাট ক্রয় করছে?

৩) যদি সত্য হয় তাহলে রাজ্য সরকার এর বিরূদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১) জে,সি,আই, ১।২।৮২ ইং হইতে সমগ্র রাজ্যে পাট ক্রয় করা বন্ধ করেছে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সাথে জে,সি,আই, কোন আলোচনা করেনি। এই সিদ্ধান্ত তাহারা একতরফা নিয়েছে।

২) ইহা সত্য নহে। কারণ কোথায় কোথায় জে,সি,আই এর এজেন্ট, "ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ লিঃ" এবং কোথায় কোথায় জে,সি,আই, এর নিজস্ব ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পাট কিনবে এই মর্মে কোন লিখিত চুক্তি নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানতাম যে মোটামুটি সরকারের ঘোষিত নীতি, সাধারণতঃ গরীব কৃষকদের কাছ থেকে পাট কেনার জন্য ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে হিসেবে জে,সি,আই, ল্যাম্পস্গুলি এবং প্যাক্সগুলি থেকে পাট কিনবে কিন্তু সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে গজ্জিজ ল্যাম্পস্ পাট কিনছে না, জে,সি,আই সরাসরি পাট কিনছে। কথা ছিল জে,সি,আই, ল্যাম্পস্ থেকে নিয়ে যাবে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা পালন হয় নি। জে,সি,আই, মিডেল গ্রোয়ার থেকে কিনছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

জানাবেন কি যে গণ্ডিজ ও কাকড়াবন ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স কেন পাট কিনছে না? যেখানে রাজ্যের সমস্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স পাট সংগ্রহ করছে। গ্রোয়ার্সদের কাছ থেকে যেখানে পাট বিক্রী করতে হলে গাঁও প্রধানের সার্টিফিকেট দরকার সেখানে কি করে জে, সি, আই, সরাসরি গ্রোয়ার্সদের কাছ থেকে পাট কিনছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম কোন খবর জানা নাই তবে জে,সি,আই-এর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঘোষিত ৫টি কেন্দ্র আছে তারমধ্যে উদয়পুর কেন্দ্রে ৪টি মার্কেট আছে যথা বাগমা, গণ্ডিজ, মনুবাজার ও কাকড়াবন।

শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পাট কেনার জন্য ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলির কোন গো-ডাউন না থাকাতে পাট কিনতে পারছে না। ৫ বছর হল আমতলী ল্যাম্পস্ হয়েছে কিন্তু সেখানে গো-ডাউন না থাকাতে পাট কেনা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তারজন্য কোন ব্যবস্থা হবে কিনা?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, গো-ডাউনের অভাবে পাট কেনা হচ্ছে না এ রকম কোন খবর আমার কাছে নেই। গো-ডাউন না থাকলে ভাড়া বাড়ী করে পাট কেনার জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জে, সি,আইর সরাসরি পাট কেনার বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, জে,সি,আই সরাসরি পাট কেনার বিরুদ্ধে জে,সি,আইর কাছে লেখা হয়েছে তবে তারা এটাকে মানে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জে,সি,আইর পাট কেনা বন্ধ হওয়ার ফলে পাট চাষীদের অনেক বেশী কম দামে মহাজনদের কাছে বিক্রী করতে হচ্ছে এটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদের এ সম্পর্কে বলতে চাই যে জে,সি,আই পাট না কিনলে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স নির্ধারিত দরে কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর জে,সি,আই কিনলে তা ভাল। তাছাড়া আমাদের জুট মিলে নির্দেশ দেওয়া আছে যে তারা যেন বাহির থেকে পাট না কিনে আমাদের প্যাক্স থেকে কিনেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

প্রশ্ন

১। অম্পিছড়ায় ক্ষুদ্র জল সেচ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণের কাজ করা হবে কি?

২। হইলে কবে নাগাদ সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হইবে?

৩। না হইলে তার কারণ?

উত্তর

১। না।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজন নাই। তবে আমি সদস্যদের আরেকটু জানাচ্ছি যে সেখানে আরেকটি করা বর্তমানে হবে না কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন চেনেল ইত্যাদির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এসব সেচ কেন্দ্রে কত একর জায়গায় জল সেচ করা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক কতটা এরিয়া কাভার করছে সেটা এখন আমার কাছে নেই তবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ২০০ একর। সেজন্য কন্ট্রাকটরও নিয়োগ করা হচ্ছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাচ্ছেন যে কন্ট্রাকটর নিয়োগ করা হচ্ছে তার অর্থ সেখানকার পাইপ এখনও একস্‌টেন্‌শন করা হয়নি। তাহলে এতদিন কেন পাইপ একস্‌টেনশন করা হয়নি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এটার জন্য ২২-১--৮১তে কন্ট্রাকট দিয়েছিলাম উমেশ নামে একজন কন্ট্রাকটরকে কিন্তু পরবর্তী সময়ে উনি বলেন যে উনি কাজ করবেন না। তারপর ৩০-৪-৮১তে এটা আমরা বাতিল করে দিই। আবার আমরা টেণ্ডার কল করেছিলাম এবং ২টা ফর্মকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসকে এই এস্যুরেন্স দিতে পারবেন কিনা যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সে টাকা এই বাজেট ইয়ারের মধ্যে, হবে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথম প্রশ্নের আরেকটু ক্লেরিফিকেশন দিচ্ছি ডিপ-টিউব-ওয়েল, লিফ্‌ট টিউব-ওয়েল, শ্যালো টিউব-ওয়েল প্রভৃতি ১ বছরে করা যায় না। সেগুলি ফেইস-ওয়াইজ করতে হয়। তাতে ২।৩ বছরও লাগে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য আরেকটা প্রশ্ন করেছিলেন যে এই ফিন্যান্সিয়েল ইয়ারের মধ্যে হবে কিনা। এই ফিন্যান্সিয়েল ইয়ারে হবে বলে সম্ভব কিনা সেটা আমি বলতে পারছি না তবে আরেকটা আর্থিক বছরের গোড়ার দিকে সম্ভব হবে বলে আমি বলতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭৫।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ সালে সকল ল্যাম্পস্‌ ও প্যাক্স এর মাধ্যমে কত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে;

২। ইহা কি সত্য যে, ভূমিহীনদের মধ্যে অনেকেই এই ঋণ পাচ্ছে না;

৩। সত্য হলে, এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। ১৯৮১ সালে সকল ল্যাম্পস্‌ ও প্যাক্সএর মাধ্যমে মোট ১,০৭,২২,৫১৯ টাকা (এক কোটি সাত লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচ শত উনিশ টাকা) দেওয়া হয়েছে।

২। ভূমিহীনদের মধ্যে অনেকই ঋণ পাচ্ছে না। এরূপ কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ল্যাম্পস্‌ এর মাধ্যমে যে ঋণ দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে যাদের শুধু বাস্তুভিটা আছে জমি নেই তাদের সিকিউরিটি ইত্যাদির প্রতিবন্ধকতার দরুণ তারা প্যাকস্‌ থেকে ঋণ পায় না। প্যাকস্‌গুলি বিভিন্ন প্রকার ইন্ডাস্ট্রি

এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার স্কীমে ঋণ দেয় সেই ঋণও তারা পায় না। তার জন্যে বিভিন্ন প্যাক্স যে ভাবে নিজেদের ইউটিলাইজ করার প্রয়োজন তা তারা সব জায়গায় করতে পারে না। সুতরাং এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর মাধ্যমে গরীব মানুষরা যাতে বিভিন্ন স্কীমে ঋণ পেতে পারে তার জন্যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে যারা ভূমিহীন বা জমিহীন তাদের ক্ষেত্রে যাতে কোন বন্ধক না নিয়ে তাদের অন্ততঃ ৪০০ টাকা করে ঋণ দেওয়া তার একটা ব্যবস্থা করছেন। কাজেই কোন কোন ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স সভ্য হওয়ার পরও যারা লোন পাচ্ছেন না তাদের সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনকুল দাস ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজনগর প্যাক্স এ ঠিক সময়মত টাকা না দেওয়ার ফলে এই প্যাক্স গরীব কৃষকদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকারের অনুমতি পেলে আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে বিভিন্ন কো-অপারেটিভ এর যারা শেয়ার কিনে মেম্বার হন অর্থাৎ প্রতিটি শেয়ার ১০ টাকা করে ৪০ টাকা দিয়ে ৪টা শেয়ার কিনে মেম্বার হলে সেই মেম্বার ৪০০ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। কিন্তু মৎস্য চাষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঋণ নিতে হলে আগে তদন্ত করা হয় এবং পরে এই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে আমি মাননীয় সদস্যদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, এই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে করে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য আমরা লক্ষ্য রাখব। দ্বিতীয়তঃ ল্যাম্পস্ এর পরিচালনার জন্য যে সকল কর্মকর্ত্তাদের নিয়োগ করা হয় তাদের বিভিন্ন প্রকার সাবসিডি দেওয়ার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু প্যাক্স এ সে ধরনের কোন সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তারজন্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বলেছি। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আমাদের দিচ্ছে না। এই কারণে প্যাক্স এর পরিচালনায় আমাদের কিছু দুর্বলতা রয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সকল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ল্যাম্পস্ এর সঙ্গে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট তারা ঠিকভাবে ল্যাম্পস্গুলিকে টাকা পয়সা দিচ্ছেন না ফলে কৃষকদের ঋণ না দিতে পারার ফলে ঐ সকল ল্যাম্পস্ গুলি ভারী অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্যে বলছি যে, গাবর্দ্দি ল্যাম্পস্এ এই সকল ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে মাননীয় মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---স্যার, এটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেস আমলে যে সকল কংগ্রেসী নেতারা এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স থেকে টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তারা তাদের ঋণের টাকা ফেরত দেয় নি ফলে ব্যাঙ্কগুলি আর নূতন করে টাকা দিতে চাইছে না। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সকে। এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কংগ্রেসী আমলে অনেক কংগ্রেসী নেতারা ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর থেকে ঋণ নিয়েছিলেন কিন্তু তা আর তারা ফেরৎ দিচ্ছেন না ফলে এদের এই টাকা বোঝা এই ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলিকে বহন করতে হচ্ছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সকল কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি দুর্নীতির জন্য লিকুইডেসান হয়েছে তাদের যে সকল সদস্য ঋণ নিয়েছিলেন এবং পরে ঋণের টাকা ফেরৎ ও দিয়েছিলেন এই ব্যাপারে তাদের কাছে কোন কাগজ পত্র না থাকায় এই সকল সদস্যদের অন্য কোন সোসাইটি থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে না এই ব্যাপারে সরকার কোন ব্যাবস্থা নিচ্ছেন কি না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সরকার চিন্তা করছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এরকম দেখা গেছে যে বিভিন্ন দুর্নীতির দায়ে অনেক কো-অপারেটিভ সোসাইটি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে গ্রামের গরীব কৃষকেরা ঋণ পাচ্ছেন না যেমন দলদলিয়াতে কো-অপারেটিভ সোসাইটি দুর্নীতির দায়ে বন্ধ হয়ে গেছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজের হাতে তালা চাবি দিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---স্যার এটা সত্যি নয়, তবে এটা সত্যি যে এই উগ্র পন্থী উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা মাঝে মাঝে হামলা করার ফলে আমাদের কাজ করা অসুবিধা হচ্ছে যেমন আমি বলতে পারি অমরপুরে বাপকুন যে কো-অপারেটিভ আছে সেখানে এই উপজাতি যুব সমিতির আক্রমণে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৬।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৬।

প্রশ্ন

১। কত সংখ্যক প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেত মজুর ও জুমিয়াদের গত ১৯৮০ জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে প্যাক্স এবং ল্যাম্পস্ এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক সমূহের কাছ থেকে ঋণ পেয়েছে ; ব্লক ভিত্তিক হিসাব;

২। এই ঋণের জন্য কোন ব্যাঙ্ক এর কত নিয়োগ হয়েছে ;

৩। কৃষিখাতে এই সময়ে কোন ব্যাঙ্কের কত টাকা নিয়োগ হয়েছে ; ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---প্রশ্ন নং ২০৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২০৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার অন্যান্য নদীর মত ধর্মনগরের দেওনদী এবং জুরি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা সরকার ভাবছেন কি ; এবং

২। ভাবিয়া থাকিলে অন্যান্য নদী সার্ভের সাথে সাথে উক্ত নদীতে সার্ভের কাজ শুরু না করার কারণ কি?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে এ রকম কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ (এক) নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ---ত্রিপুরা সরকার যেমন প্রত্যেকটি সমতল ভূমিতে জলসেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন নদী সার্ভে করছেন এবং কোন কোন নদীতে কাজ আরম্ভ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেওনদী, বিশেষ করে কাঞ্চনপুর দেও উপত্যকা এবং পানি-সাগরে জুরি উপত্যকা আমরা জানি উত্তর ত্রিপুরায় সমতল ভূমি। আমি জানি যখন সাম মালাকা এস.ডি.ও ছিলেন তখন জুরি নদীর প্রকল্পের জন্য সার্ভে হয়েছিল। বর্ত্তমানে সেই সার্ভে রিপোর্ট অফিস থেকে উধাও হয়ে গেছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না এবং ভবিষ্যতে কতদিনের মধ্যে এই সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা ভাবতে পারি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---সার্ভে রিপোর্ট উধাও হয়ে গেছে কিনা আমি খবর নেব। জেনারেলী কোন দাবী এলে আমরা এনকোয়ারীতে পাঠাই এবং ইনভেষ্টিগেশান হয় অবহেলা করা সরকারের দৃষ্টিভংগী নয়। যেহেতু আমাদের সঙ্গতি কম এবং কারিগরী ব্যবস্থাপনা সীমাবদ্ধ তার জন্য আমাদের প্রোগ্রামে এইগুলি হাতে নিতে হচ্ছে। আমরা আসার আগে এই রকম পরিকল্পনা ছিল না। ত্রিপুরা সরকার গত ৩০ বছরে করেন নি। আমরা পরে মনু, গোমতী, খোয়াইতে এই সমস্ত কাজ সুরু করা হয়েছে। এখন মুহুরী নদীর জরীপ চলছে। এক সঙ্গে সবগুলি করতে পারব না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---প্রশ্ন নং ২৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৩।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর হইতে দামছড়া পর্য্যন্ত বাস সার্ভিস চালু হয়েছে কি?

২। চালু হয়ে থাকলে কোন রাস্তা দিয়া চলাফেরা করে;

৩। ধর্মনগর তিলথৈ রাস্তার উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, টি,আর,টি,সি, বাস সার্ভিস চালু করা হইয়াছে।

২। ধর্মনগর---বাগপাসা হইয়া।

৩। ধর্মনগর-তিলথৈ রাস্তা পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক টি,আর,টি,সি,এর বাসের মত বড় বাস চলার অনুপযুক্ত বণিত হওয়ায় ধর্মনগর মোটর ওনার্স এসোসিয়েশান কর্ত্তৃক পরিচালিত ছোট বাসগুলি ধর্মনগর ---তিলথৈ হইয়া ভাল্লুকছড়া পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ---কথা ছিল দামছড়া থেকে ধর্মনগর বাস চালু হবে ভায়া তিলথৈ রোড। কিন্তু আমরা সেই বাস এখন দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ছোট বাস চলছে তিলথৈ রাস্তাটা আরও ওয়াইডেনিং হলে আমরা চিন্তা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ---প্রশ্ন নং ৫৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৫৫।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আথিক বর্ষে পুর্ত্ত বিভাগে বরাদ্দকৃত অর্থের কত শতাংশ ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খরচ হয়েছে, এবং

২। তার মধ্যে প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানের খরচের পরিমাণ কত?

উত্তর

১। ৭৯.৪৭ শতাংশ খরচ হয়েছে।

২। পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,২১,১৩,৩০০ ও ১৩,৮১,৬৮,০০০ টাকা।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—প্রশ্ন নং ১০৬।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১০৬।

প্রশ্ন

১। ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্যে ফিসারিজ কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে মোট কত জন মৎস্যজীবিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে;

২। এদের মধ্যে তপঃ উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মৎস্যজীবির সংখ্যা কত;

৩। লাইসেন্স প্রাপ্তদের এ যাবত কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বৎসরে ডম্বুর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য ফিসারিজ কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে মোট ৪১৪টি লাইসেন্স দ্বারা ৭০৬ জন মৎস্যজীবিকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

২। এদের মধ্যে তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ২৫৯ জন মৎস্যজীবিকে ১২৯টি লাইসেন্স দ্বারা অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

৩। (ক) কো-অপারেটিভকে মূলতঃ সরকার কর্তৃক সাহায্য করা হয়েছে।

(খ) কো-অপারেটিভের মাধ্যমে জাল, নৌকা, বড়শী এবং সূতা সরবরাহ করা হয়েছে।

(গ) নাইলনের জাল সরকার কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) সরকার নির্দ্ধারিত মূল্যে ডম্বুর জলাশয়ে ধৃত মৎস্য বাজারে বিক্রির বন্দোবস্ত করা হয় যাতে মৎস্যজীবিগণ উপযুক্ত মূল্য পান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—হিসাবটার মধ্যে গড়মিল করে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এলাকাটা উপজাতি অধ্যুষিত এবং সেখানে এই জলাধার হওয়ার পর জুম চাষের সুবিধা কমে গেছে এবং স্বাভাবিক কারণে তার জন্য উপজাতিরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু কেন এই সমস্ত উপজাতিদের লাইসেন্স দেওয়া হল না বরং বাইরে থেকে জেলেদের এনে মাছ ধরার লাইসেন্স দেওয়া হল?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—ঐ এলাকার উপজাতিদের মাছ ধরা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না। গোমতীবাড়ী মৎস্যজীবি উপজাতি সমবায় সমিতি করা হয়েছে এবং সেখান থেকে এখন পর্য্যন্ত ৫৯ পরিবারকে সূতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আরও দেওয়া হবে এবং সমিতির সদস্যদের নৌকা এবং সূতা কেনার জন্য টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে রাইমাশর্মা থেকে উচ্ছেদকৃত বহু উপজাতি যারা ভৈরী এবং পশ্চিম পতাচড়ি কলোনীতে আছে তাদের মধ্যে প্রায় ৩৩০টি পরিবার ডম্বুর জলাধারে মাছ ধরার জন্য লাইসেন্সের দরখাস্ত করেছিল মৎস্য সোসাইটি গঠন করার অনেক আগে, কিন্তু সেখানকার সেক্রেটারী শ্রীবৃন্দাবন দাস তাদের দরখাস্তগুলি গ্রহণ করেন নাই। এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---উপজাতিদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে না, এটা ঠিক নয়।

গণ্ডাছড়া মৎস্যজীবি সমিতিতে যে ৫০ জনের মত সদস্য আছে, তারা সবাই সেখানে মাছ ধরছেন এবং সরকার থেকে তাদেরকে যা যা সাহায্য দেওয়ার কথা সবই তারা পাচ্ছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল রাইমাশর্মা এলাকার রইসাবাড়ী এবং পতাছড়ার যে ৩০০টি পরিবার লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করেছিল, তাদেরকে কেন লাইসেন্স দেওয়া হল না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---যদি তারা দরখাস্ত করে থাকেন, অথচ না পান, তাহলে নিশ্চয় তদন্ত করা হবে।

শ্রীনকুল দাস ঃ---সরকার যে দিন লাইসেন্স দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, উপজাতি অংশের মানুষদের মধ্যে যারা উৎসাহী ছিলেন এবং সরকারও তাদেরকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য উৎসাহিত ছিলেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য নগেন বাবুরা ঐ পতাছড়া অঞ্চলে গিয়ে মিটিং করে সেখানকার উপজাতিদের মধ্যে প্রচার করলেন যে তোমরা লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত কর না, তোমাদের লাইসেন্সের দরকার হবে না, তোমরা নিজেরা জলাধারে মাছ ধরবে, সেই মাছ তোমরা সরকারকে দেবে না সেগুলি তোমরা বেলকে বাইরে পাচার করে দেবে। আর সেজন্যই জলাধারের মাছ বেলকে বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে, এই তথ্যটা মান-নীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---এই রকম কোন তথ্য আমার জানা নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ---ঃ রাইমাশর্মা থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছিল, তাদের সেখানে না নিয়ে বাইরে থেকে উপজাতি জেলেদের এনে সেখানে যে খাস জমি আছে, তাতে তাদেরকে ঘর বাড়ী তৈরী করে পুনর্বাসন দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---এটা ঠিক নয়।

শ্রীনকুল দাস ঃ---ডম্বুর জলাধারে যে সব মৎস্যজীবি যে সব উপকরণ নিয়ে যেমন জাল ইত্যাদি নিয়ে মাছ ধরতে যায়, তখন সেখানকার এক শ্রেণীর উপজাতি যারা উপজাতি যুব সমিতি করছে, তারা ঐ সব মৎস্যজীবিদের মাছ ধরার উপকরণগুলি জোর করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এমন কি অনেক সময় বন্দুক নিয়েও তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে এবং হুমকি দিচ্ছে যে তোমরা এখানে মাছ ধরতে পারবে না, এটা উপজাতি এলাকা। এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---ডম্বুর এলাকায় যে সব মৎস্যজীবি মাছ ধরছেন, তাদের মাছ ধরার উপকরণ যেমন জাল জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই রকম একটা খবর আমাদের জানা আছে। কিন্তু কে বা কারা এই সব করছে, সেই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে গত উপ-নির্বা-চনের সময় কিম্বা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের সময় ঐ এলাকার প্রার্থী দেবব্রত কলই প্রচার করেছিলেন যে ডম্বুর বাঁধকে বোম দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে, এটা ঠিক কিনা?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—নির্বাচনের সময়ে অনেকে অনেক কথা বলে থাকেন, যেটা আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু বিরোধী দলের মধ্যে এমন একটা গ্রুপ আছে যারা এই সরকারের যে কোন কল্যাণমূলক কাজকেই ব্যহত করতে চান এবং সেই রকম অনেক চেষ্টাও করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—প্রশ্ন নং ২০৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, প্রশ্ন নং ২০৫।

১। উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া হইতে খেদাছড়া পর্য্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি সংস্কারের কাজ কবে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়?

২। উক্ত রাস্তাটি সংস্কারের কাজ কত বছর পূর্বে পূর্ত দপ্তরের হাতে অর্পণ করা হয় এবং হাতে নেওয়ার পর পূর্ত দপ্তর আজ পর্য্যন্ত কতটুকু কাজ করেছেন?

উত্তর

১। দামছড়া থেকে খেদাছড়া পর্য্যন্ত একটি গ্রাম্য পায়ে চলা পথ আছে। নির্দিষ্ট মান অনুসারে এটাকে রাস্তা বলা চলে না। সংস্কারের পরিবর্তে নূতন করে রাস্তাটি তৈরী করতে হবে। প্রথমে ৮.৭৬ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত অংশের কাজের জন্য একটি এষ্টিমেট উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বিবেচনাধীন আছে। মঞ্জুরী পাওয়ার পর কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থাদি নেওয়া হবে।

২) দামছড়া থেকে খেদাছড়া পর্য্যন্ত পায়ে চলা পথটি আনুমানিক ১৯৬২-৬৩ ইং সনে পূর্ত দপ্তর হাতে নেওয়ার পর থেকে প্রতি বৎসরই জঙ্গল পরিস্কার ছড়ার উপর সাঁকো তৈরী ও ছোট ছোট ঘাট মেরামতির কাজ করে আসছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ—এই রাস্তার উপর যেখানে জঙ্গল আছে, অথবা যে সব নালার উপর ব্রীজ নাই, সেগুলি সংস্কার করে বা নির্মাণ করে খেদাছড়া পর্য্যন্ত যাতে রেশন সরবরাহ এবং লোক চলাচল করতে পারে এন,ই, সির স্যাংকশান করার সাপেক্ষে কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানতে পারি কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—রাস্তাটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২৫ কিঃ মিঃ এবং তার মধ্যে ৮.৭৬ কিঃমিঃ এর এষ্টিমেট অলরেডি এন,ই,সির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষ খবর হল সেটা শিলং থেকে দিল্লীতে গিয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে এটার স্যাঙ্কশান শীঘ্রই পাওয়া যাবে। আর বাকী অংশের এষ্টিমেটও করা হয়ে গিয়েছে এবং এষ্টিমেটের পরিমাণ হচ্ছে ৭০ লক্ষ টাকা এটা এখন আমাদের পরীক্ষাধীন আছে। আর মেনটেইনান্স যেটা করার সেটা করা হবে, কিন্তু এন,ই,সির মঞ্জুরী সাপেক্ষে বড় ধরনের মেনটেইনান্স করা সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরামকুমার নাথ

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—প্রশ্ন নং ১১৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—প্রশ্ন নং ১১৭, স্যার।

১। তিলথৈ বেতাভীতে ডিপ-টিউব-ওয়েল বসানোর কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে, এই সিদ্ধান্তটি কোন সময়ে নেওয়া হয়েছিল?

৩। আজ পর্য্যন্ত এই প্রকল্পটি কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি?

৪। ১৯৮২ ইং সনের মার্চ মাসের মধ্যে এই ডিপ-টিউব-ওয়েলটি বসানো হবে কি?

৫। যদি এই সময়ের মধ্যে না হয়, তবে কবে পর্য্যন্ত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৬ সালে।

৩। উপযুক্ত রাস্তার অভাবে রিগ মেসিন প্রস্তাবিত জাগায় না দিতে পারায় প্রকল্পটি কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

৪। ১৯৮২ ইং সনের মার্চের মধ্যে গভীর নলকূপটি বসানোর পরিকল্পনা আছে। তবে এখনও উপযুক্ত রাস্তার অভাবে ৮২ এর মার্চের মধ্যে হবে না। তবে পরবর্ত্তী আর্থিক বছরে হবে।

৫। পরবর্ত্তী আর্থিক বছরে হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ---বি,ডি,সির বার বার চেষ্টা করার পর মাইনর ইরিগেশন ও পূর্ত্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ক্রমে রিগ মেসিনটি প্রস্তাবিত জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দুইটি ব্রীজ পার করার পর তৃতীয় ব্রীজটি পার করা গেল না। ফলে রিগ মেসিনটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। কাজেই অতি সত্তর যাতে এই গভীর নলকূপটি হতে পারে তার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ---প্রস্তাবিত জায়গাতে রিগ মেসিনটি নিয়ে যাওয়ার আগে দুর্বল যে ব্রীজগুলি আছে, সেগুলি আগে মেরামত করা হবে যাতে করে আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে এই গভীর নল কূপটি করা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ---প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। একটি মাত্র প্রশ্ন ছাড়া আর সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। কাজেই যে তারকা চিহ্নিত প্রশ্নটির মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেটির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ---এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাসের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় হল "ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা প্রেস কাউন্সিলে যে মামলা করেন সেই মামলার রায়কে দৈনিক সংবাদ বিকৃত করেছেন সেই সম্পর্কে।"

সেই নোটিশটির পরীক্ষা নীরিক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এবং আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে প্রেস কাউন্সিলের সামনে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন। প্রেস কাউন্সিল সেই অভিযোগ নাকচ করেছেন। এই ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিলের নিকট দৈনিক সংবাদ পত্রিকার অভিযোগ এবং প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য হাউসের সামনে উপস্থিত করছি।

দৈনিক সংবাদের অভিযোগ ঃ—ত্রিপুরা সরকার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। এটা সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ।

প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য ঃ—ত্রিপুরা সরকার কোন একটি বিশেষ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য জেলা শাসকের উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পন করেন নি। চার্টার্ড যদি

একাউন্টেন্ট এর উপর পত্রিকার প্রচার সংখ্যা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেয়া যায় তাহলে জেলা শাসকের উপর এ দায়িত্ব অর্পনে মৌলিক কোন বাধা নিষেধ নেই। পত্রিকায় নিউজ প্রিন্ট বরাদ্দের ক্ষেত্রে আর, এন, আই, এর সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। আর, এন, আই একটি সরকারী সংস্থা। কাজেই এই প্রথা অনুযায়ী জেলাশাসক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব পেতে পারেন। কোন পত্রিকা যদি তার প্রচার সংখ্যা সম্পর্কে চার্টার্ড একাউন্টের সার্টিফিকেট দিতে অসমর্থ হয় তবে জেলা শাসককে এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন নীতির মধ্যেও জেলা শাসককে এই দায়িত্ব দেওয়ার সংস্থান রয়েছে এবং সামগ্রিক ভাবে সংবাদপত্র সমূহ এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করেন নি।

(২) দৈনিক সংবাদের অভিযোগ ঃ---রাজনৈতিক দৃষ্টি কোণ থেকে বামফ্রন্ট প্রভাবিত লোকদের নিয়ে প্রেস এডভাইজারী কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি প্রত্রিকার প্রতি অবিচার করেছে।

প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য ঃ—এই অভিযোগ ভিত্তিহীণ। যদিও প্রেস এডভাইজারী কমিটিতে বামফ্রন্ট প্রভাবিত সদস্যের সংখ্যা বেশী, তবু প্রেস এডভাইজারী কমিটির মিটিং-এর কার্য্য বিবরণীতে এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ নেই যেখানে দৈনিক সংবাদ পত্রিকাকে পৃথক করে দেখা হয়েছে এবং পত্রিকার দায়িত্বজ্ঞান বর্জিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে। যাই হউক রাজ্য সরকার রাজ্যের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক সংবাদকে অন্যান্য পত্রিকার সাথে 'এ' শ্রেণীতে নেয়ার ব্যাপারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই।

(৩) দৈনিক সংবাদের অভিযোগ ঃ---দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ত্রিপুরার অন্যান্য পত্রিকার প্রচার সংখ্যার চেয়ে অধিক হওয়া সত্তেও অপেক্ষাকৃত কম প্রচার সংখ্যা বিশিষ্ট পত্রিকার সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত করে বিজ্ঞাপন দানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার 'এ' ক্যাটাগরিতে এনেছেন। সম্ভবত বিভাগীয় মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে দৈনিক সংবাদ পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দানের ক্ষেত্রে মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত যথাযথ ভাবে কার্য্যকরী করা যায় নি। দেশের কথা, দলীয় পত্রিকা বলে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার তুলনায় বেশী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য ঃ—রাজ্য সরকার বিজ্ঞাপন দানের যে সংখ্যা দিয়েছেন তা কাউন্সিল পুংখানুপুংখভাবে পর্য্যালোচনা করে দেখেন যে অভিযোগকারী এ ব্যাপারে বিজ্ঞাপন সংখ্যার ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করেন নি। তা ছাড়া দৈনিক সংবাদ পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার পৃথক করে রাখেন নি। বিজ্ঞাপন থেকে দৈনিক সংবাদের আয় কমে নি। বরং উল্লিখিত সময়ে বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞাপন থেকে দৈনিক সংবাদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে।

(৪) দৈনিক সংবাদের অভিযোগ ঃ---'ডিসপ্লে' বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের হার ডি, এ,ডি, পি,র হারের তুলনায় কম। বহিরাজ্য থেকে প্রকাশিত পত্রিকা স্থানীয় পত্রিকাগুলির তুলনায় কম বিজ্ঞাপন পেয়েছে।

প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য ঃ---ত্রিপুরা সরকারের নির্ধারিত হারে ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন নিতে অসম্মত হওয়ায় ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দৈনিক সংবাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য নয়। এতে সামান্য ক্ষতি হয়েছে। যেহেতু বিজ্ঞাপন দানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত যে বরাদ্দ রয়েছে তার মাত্র ১২ শতাংশ ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে বিজ্ঞাপনের যে হার নির্ধারিত করেছেন সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না তবুও অন্যান্য রাজ্যের বিজ্ঞাপনের হারের সঙ্গে সমতা আনার জন্য প্রেস কাউন্সিল রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও প্রেস কাউন্সিল মনে করেন ত্রিপুরার মতো একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে স্বল্প পরিমাণ বিজ্ঞাপন বাজেট নিয়ে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সমতা আনা সম্ভব নয়।

প্রেস কাউন্সিল সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৮০ সালের জুনের ভয়াবহ দাঙ্গার সময়ে শান্তি সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার জন্য প্রকৃত ঘটনাবলী জনসাধারণকে অবহিত করার

লক্ষে যে ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন ইস্যু করেছিলেন দৈনিক সংবাদ এর মত একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা তা' না ছাপিয়ে অবিবেচনা প্রসূত কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে উভয় পক্ষকে একটি বোঝাপড়ায় আসার জন্য প্রেস কাউন্সিল পরামর্শ দিয়েছেন।

(৫) দৈনিক সংবাদের অভিযোগ ঃ---রাজ্য সরকারের দলীয় স্বার্থে বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞাপনদানের ক্ষেত্রে সরকারী যন্ত্রকে অপব্যবহার করছেন।

প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য ঃ---এ ব্যাপারে দৈনিক সংবাদ তার অভিযোগের সমর্থনে যে প্রমান দাখিল করেছেন তা অনুমানভিত্তিক। বস্তুতপক্ষে উল্লিখিত সময়ে রাজ্য সরকার দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত বহু সংবাদের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটাকে কোন বিশেষ পত্রিকার বিরুদ্ধাচরণ বুঝায় না। কারণ অনেক মিথ্যা সংবাদের জন্যই রাজ্য সরকারকে প্রতিবাদ দিতে হয়েছিল। প্রেস কাউন্সিল মনে করেন যে সময়ে প্রেস এডভাইজারী কমিটির কোন নীতি বা সিদ্ধান্ত সামগ্রিক ভাবে পত্রিকাগুলি বা দৈনিক সংবাদের উপর চাপানোর মতো পরিস্থিতি ত্রিপুরায় ছিল না। কাজেই এই অভিযোগ কাউন্সিল নাকচ করে দিয়েছেন।

(৬) দৈনিক সংবাদের অভিযোগ ঃ--বামফ্রন্টের সংসদ সদস্য শ্রী অজয় বিশ্বাস আগরতলায় একটি জনসভায় মুখ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা পুড়িয়ে দেয়ার হুমকী দেন।

প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য ঃ রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে স্থানীয় পত্রিকার যে ক্লিপিং পাঠিয়েছেন তাতে দেখা যায় এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যে জনসভার কথা উল্লেখ করা হয় তা ১৯৮১ সালের ৪ জানুয়ারী বামফ্রন্টের ৩য় বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বক্তাদের মধ্যে শ্রী অজয় বিশ্বাস ছিলেন না। দৈনিক সংবাদের অভিযোগ- দৈনিক সংবাদের করেসপণ্ডেন্ট শ্রীরজত ভট্টাচার্য্য এর বিরুদ্ধে স্মাগলিং কেইস দায়ের করা হয়েছিল। প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য---স্থানীয় তদন্তে দেখা যায় যে এব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের নিকট এমন কোন তথ্য নেই। দৈনিক সংবাদের অভিযোগ---১৯৮১ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে লিখিত সম্পাদকীয়ের প্রতি রাজ্য সরকার কোন প্রতিবাদ করেন নি। প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য---প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সরকারের কর্মসূচী ও নীতি সম্পর্কে সম্পাদক তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষে কোন প্রতিবাদ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। দৈনিক সংবাদের অভিযোগ---পুলিশ কর্তৃক ২ জন প্রবীণ সাংবাদিককে নির্যাতন। প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য---ঘটনাটি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী অবহিত হন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি প্রবীন সাংবাদিক শ্রী বীরেশ চক্রবর্তীর নিকট একটি চিঠি দিয়েছিলেন। দৈনিক সংবাদের অভিযোগ---অমরপুরে দৈনিক সংবাদের এজেন্ট তথা সাংবাদিককে পুলিশ হেনস্থা করেছে। প্রেস কাউন্সিলের বক্তব্য---এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। এছাড়া যতনবাড়ীতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দৈনিক সংবাদ বিলি বন্ধ করেন নি। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ নেই। কাজেই দৈনিক সংবাদ উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী কর্তৃক অনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল---"সিধাই থানা এলাকায় গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাত ৮ টায় উপজাতি যুব সমিতি সমর্থক উগ্রপন্থীদের দ্বারা ৪ ব্যক্তি অপহরন সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৫-২-৮২ ইং তাং অনুমান প্রায় ১২-৩০ মিঃ ১৫।২০ জন অপরিচিত উপজাতি উগ্রপন্থী যুবক সবুজ পোষাক পরিহিত হইয়া সংগে ৫টি রাইফেল একটি স্ট্যাণ্ডগান সিধাই থানার অন্তর্গত সন্তোষ জমাদার পাড়ার

উপ-প্রধান রেবতী দেববর্মা পিতা শ্রী মনিরাম দেববর্মার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এই দলটি সেই বাড়ীতে যাইয়া দাওয়া করে। শ্রীমন কড়াই দেববর্মা, পিতা মৃত নীলমনি দেববর্মা তেইছামনকড়াই, দুলারাম দেববর্মা, পিতা মৃত মনগ্রাই দেববর্মা, তেইছামনকড়াই, শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, পিতা শ্রীবুধরাই দেববর্মা, বড়গাছিয়া এবং শ্রীমহিম দেববর্মা এই চার ব্যক্তিকে সেই বাড়ী হইতে দুষ্কৃতকারীরা নিয়া যায় এবং অনুমান দুই ঘন্টা পরে ছাড়িয়া দেয়। দুষ্কৃতকারীরা অপহৃত ব্যক্তিগণকে এই বলিয়া শাসায় যে তাহারা যেন বিষয়টি পুলিশের গোচরীভূত না করেন। দুষ্কৃতকারীরা ১৬-২-৮২ ইং তাং সকালে সেই এলাকা ছাড়িয়া যাইবার সময় ঐ বাড়ীর লোকজনকে শাসাইয়া যায় যে তাহারা যেন উপজাতিদের জন্য কাজ করে। দুমরাই কড়াই কার্ডের শ্রীঅখিল দেববর্মার অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৫।৩৬৪ ধারায় সিধাই থানায় মোকদ্দমা নং ৭ (২)৮২ নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনাটির তদন্ত চলছে। দুষ্কৃতকারীরা উগ্রপন্থী বলে পুলিশ মনে করছে। তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেববর্মা কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং টাকারজলা থানার অন্তর্গত শ্যামনগরের শ্রীঅধীন দেববর্মার ঘরে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, টাকারজলা থানাধীন শ্যামনগরের শ্রীপ্রবীর দেববর্মার পিতা শ্রীঅধীন দেববর্মা টাকারজলা থানায় এই মর্মে অভিযোগ করেন যে গত ২৫।২৬—১২-৮১ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১২।১ ঘটিকার সময় ১৯।২০ জনের অজ্ঞাত-নামা উপজাতি দুষ্কৃতকারীর একটি দল শ্রীঅধীন দেববর্মার ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও লাঠির দ্বারা শ্রীঅধীন দেববর্মাকে আহত করিয়া নগদ ১৬,০০০ হাজার টাকা, স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষপত্র মূল্য প্রায় ২১,০০০ টাকা লুট করিয়া নিয়া যায়। এই ঘটনাটি টাকার জলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(১২) ৮১ নথীভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিম্নলিখিত ৭ (সাত) ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন ঃ—

১) শ্রীবুধরাই দেববর্মা, পিতা মৃত সনাতন দেববর্মা ওরফে ব্রজেন্দ্র দেববর্মা, করইমুড়া থানা বিশালগড়। (২) শ্রীপারকি ওরফে পরীক্ষিত ওরফে জয়সিং দেববর্মা পিতা রাজু দেববর্মা, সুত্রঠাকুর পাড়া, থানা টাকার জলা (৩) শ্রীধীনা দেববর্মা, পিতা অজিরাম দেববর্মা, দেবরাইপাড়া, থানা সিধাই। (৪) শ্রীসত্য ওরফে কৃষ্ণমোহন দেববর্মা, পাটনী থানা জিরানীয়া। (৫) শ্রীব্রজলাল দেববর্মা, পিতা শ্রীপরিষদ দেববর্মা, মধ্য গনিয়ামাড়া থানা বিশালগড়। (৬) শ্রীমাহান্ত দেববর্মা, পিতা শ্রীবিষরায় দেববর্মা, বিশালগড় (৭) শ্রীমতিলাল দেববর্মা, পিতা শ্রীনিমাই দেববর্মা, গরজনতলী, থানা বিশালগড়। সমস্ত গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিরা বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে। এবং সকলেই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলিয়া জানা যায়। একটি হাত ঘড়ি মূল্য আনুমানিক ২০০ টাকা গ্রেপ্তারী কৃত ব্যক্তিদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্‌কালে টি, ইউ, জে, এসের কর্মীরা এই এলাকায় ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কার হাতের ঘড়িটি পাওয়া গিয়েছিল এবং ব্রজলাল দেববর্মা, পিতা পরিষদ দেববর্মা মধ্য গনিয়ামারার গোপাল সরকারকে খুনের একজন প্রধান আসামী, এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর নিকট আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা আমি এখন দিতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রাধারমণ দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

"গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক ১১টায় সিধাই থানার এ,এস, আই, শ্রীশচীন্দ্র দেবনাথ সোনাই বাজারের নিকট দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক ১১টায় সিধাই থানার এ, এস, আই, শ্রীশচীন্দ্র দেবনাথ সোনাই বাজারের নিকট দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক গুরুতর আহত হওয়া সম্পর্কে।"

গত ১৪।২।৮২ ইং তারিখ রাত্রি আনুমানিক প্রায় ১০-৪০ মিঃ এর সময় সিধাই থানার এস, আই, শ্রী এস, পি, বিশ্বাস সঙ্গে এ, এস, আই শ্রীশচীন্দ্র দেবনাথ, হেড কনেষ্টবল শ্রীনবীন দেববর্মা এবং কনেষ্টেবল শ্রীদিলীপ বর্দ্ধন এবং চাচু বাজার হইতে কেন্দ্রীয় শসস্ত্র বাহিনীর (সি, আর, পি,) এক সেকশন জওয়ান সঙ্গে নিয়া সিধাই থানার বড়গাছিয়ার দিকে সন্দেহ ভাজন লোকদের চলাফেরা পরীক্ষা করার জন্য যান। আনুমানিক রাত্রি প্রায় ১১-১০ মিঃ এর সময় যখন পুলিশ দলটি চাচু বাজার চৌকির ২ কিলো মিটার উত্তরে খাম্পেরগ্রামের নিকট পেঁছায় তখন টহলদারী অন্ধকারের ভিতর একদল লোককে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে যাওয়াকালীন দেখিতে পান। এস, আই, শ্রী বিশ্বাস তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু অপরিচিতদের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। সেই সময়ে অপরিচিতদের কোন একজন এ, এস, আই, শ্রী শচীন্দ্র দেবনাদের উপর দা জাতীয় অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে এবং এ, এস, আই, শ্রী দেবনাথ ইহার ফলে আহত হন। পুলিশ কোন পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই দুষ্কৃতকারীরা অন্ধকারে পলাইয়া যায়। সি, আর, পি, দল দুষ্কৃতকারীদের উদেশ্যে ৫ রাউণ্ড গুলি চালায় কিন্তু অন্ধকার বিধায় কোন দুষ্কৃতকারীকে আঘাত করিতে পারে নাই। তদুপরি ঘটনাস্থলের নিকট জনবসতি থাকায় পুলিশ দুষ্কৃতকারীদের পুরোপুরি প্রতি আক্রমন করিতে সমর্থ হয় নাই। আহত এ, এস, আই, শ্রীদেবনাথকে মোহনপুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয় এবং সেখানে তাহার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলিতেছে।

ইহা সন্দেহ করা হইতেছে যে, ১৪।২।৮২ ইং তারিখে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষকারী দলটি উগ্রপন্থী অথবা ডাকাত হইতে পারে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬।৩০৭ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১) ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(২)৮২ সিধাই থানায় নথিভুক্ত করা হয় এবং মোকদ্দমাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। দুষ্কৃতকারীদের দমনের জন্য এলাকায় জোর তল্লাসী করা হইতেছে।

উপরিউক্ত ঘটনায় ১৫।২।৮২ ইং তারিখ সকাল বেলায় পুলিশ সিধাই থানার অন্তর্গত বড়গাছিয়া গ্রামের শ্রীশোভাচন্দ্র দেববর্মা, পিতা—মৃত বুধরাই দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে। সে বর্ত্তমানে পুলিশ হাজতে আছে।

সমগ্র ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এই অঞ্চলের ঐ ১৪ তারিখেই সি, পি, এম কর্মী টিকেন্দ্র দেববর্মকে মারপিট করা হয়েছে এবং তিনি বর্ত্তমানে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আছেন এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এর আগে ক্ল্যারিফিকেশানের সময় এ তথ্য রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্তদৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ—

"গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়ার কাঠালিয়াছড়া বাজারে আগুন, লুটপাট ও সাধারণ মানুষকে মারধর করার ঘটনা সম্পর্কে।""

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিলোনীয়ার কাঠালিয়াছড়া বাজারে আগুন, লুটপাট ও সাধারণ মানুষকে মারধোর করার ঘটনা সম্পর্কে।"

গত ১৩।২।৮২ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৭-৩০ মিঃ এর সময় ৬।৭ জন অপরিচিত উপজাতি লাঠি দ্বারা সজ্জিত হইয়া কাঠালিয়া বাজারে আসে এবং সেখানে কাঠালছড়ি কো অপারেটিভ ষ্টোর্সের ম্যানেজার শ্রীবিনোদ বিহারী আচার্য্য, শ্রীনিশীকান্ত দেবনাথ ও অন্যান্য তিন জনের উপর আক্রমন করিয়া লাঠি দ্বারা আঘাত করে। দুষ্কৃতকারীরা শ্রীরাইমোহন দাস নামে একজনের দোকান হইতে একটি ট্রেনজিষ্টার রেডিও লুট করিয়া নিয়া যায় এবং শ্রীনিশীকান্ত দেবনাথের দোকান ঘর ও বাজারের ১৮টি বাছাই দোকান ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। এই দোকান ঘরগুলি সবই আগুনে ভষ্মীভূত হইয়া যায়।

শ্রীসুনীল দেবনাথ, পিতা শ্রীনিশীকান্ত দেবনাথের অভিযোগ মূলে বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৪৮।১৪৯।৪৩৬।৩২৫।৩৭৯ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭(২) ৮২ নথিভুক্ত করা হয়।

এই ঘটনায় সর্বশ্রী বুদ্ধ ওরফে দিলীপ মূণ্ডা, থানুজয় রিয়াং এবং স্বপন মালকিন নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা বর্ত্তমানে জেল হাজতে আছে।

এই ঘটনায় ৭ ব্যক্তি আহত হন এবং এর মধ্যে তিন জনের আঘাত গুরুতর। তাহাদের সকলকেই ঐ দিনেই পুলিশের গাড়ীতে করিয়া শান্তির বাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীবিনোদ বিহারী আচার্য্যকে গত ১৪।২।৮২ ইং তারিখ আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ--- এই কাঠালিয়াছড়া গাঁওসভার পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে দাঙ্গায় তাঁদের কার্য্যকলাপ দেখে এলাকার মানুষ তাদের ভুল বুঝতে পারে। তার জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে এই এলাকার মানুষ বামফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সে কারণেই পরিকল্পিত ভাবে এই আক্রমণ করা হয়েছে। এবং যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের সঙ্গে চঞ্চল জমাতিয়া, রবি রিয়াং এবং গুণধর রিয়াংও ছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, যে সব তথ্য মাননীয় সদস্য দিলেন পুলিশ তা তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---ঘটনার দিন শান্তির বাজারে উপজাতি যুব সমিতির একটি জনসভা ছিল এবং ঘটনার সময় ঘটনা থেকে মাইল দেড়েক দূরে থানুজয় রিয়াং এর বাড়ীতে মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং ও শ্যামাচরণ বাবু অপেক্ষা করছিলেন। ডাকাতি ও লুটপাট করার পর কিছু লোক এসে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---এই অঞ্চলকে মুক্ত অঞ্চল করার জন্য এর আগে ২ জন লোককে অপরহণ করেছে, গুম করেছে। সি, পি, এম এর কর্মী মনোরঞ্জন ত্রিপুরাকে গুম করেছে এবং রামানুজ ত্রিপুরাকে ও গুম করেছে। এই কাজগুলি উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা করছে। এ ছাড়াও যে সব লোক আহত হয়েছে তারা সবাই অ-উপজাতি অংশের লোক এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা মাননীয় সদস্যদের বুঝতে অনুরোধ করব যে, ত্রিপুরার জনসাধারণ বুঝতে পারছেন যে, কিছু কায়েমী স্বার্থের লোক এই সব কাজগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করে যাচ্ছে। এতে বাঙ্গালী খুন হলো, না পাহাড়ী খুন হল না অন্য কেহ খুন হল ত্রিপুরার মানুষ তাতে বিভ্রান্ত হবে না। আমরা মনে করি রাজনৈতিক কারণে যে সব হত্যাকাণ্ড হয় সেখানে কোন সময়েতে বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে হত্যা করে, পাহাড়ী পাহাড়ীকে হত্যা করে আবার পাহাড়ী বাঙ্গালীকে হত্যা করতে পারে। তার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক রং লাগানো ঠিক হবে না। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, যদিও ঘটনাগুলি কোন কোন এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও উত্তেজিত হবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ঐ সব এলাকায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বেশ কিছু গণ্ডগোল হয়েছে এবং এতে একজন পুলিশ অফিসার এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবে মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে এটা আমাদের সরকারের নজরে রয়েছে। আমি হাউসকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, দুষ্কৃতকারীদের ধরার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সেখানকার বাজারের দোকান পাটের সংগে মার্কসবাদী অফিস, প্যাকসের ঘর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু প্যাকস্ এবং ল্যাম্পস্ জুমিহীন জুমিয়াদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে, সেই জন্য উপজাতি যুব সমিতি এই সমস্ত প্যাকস্, ল্যাম্পস্ এর ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের ঘটনা সংঘটিত করছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, ওখানে প্যাকসের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং লুঠ করা হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে এটা কোন দলীয় সংঘটন নয়। যারা স্কুল পুড়ায়, বাজার পুড়ায়, রাবার বাগান পুড়ায়, বিভিন্ন অফিস পুড়ায় এটা তাদেরই কাজ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নইলে একটা প্যাকস্ কোন আক্রমনের লক্ষ্য হতে পারে না। এই বিষয়ে জনসাধারণের কাছে বক্তব্য রেখেছি এবং মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি জনমত সৃষ্টি করুন। যারা এই ধরনের সমাজ বিরোধী কাজ করছে তাদের কোণঠাসা করুন যাতে পুলিশ তাদের ধরতে পারে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে ঐ এলাকায় সি, পি, আই (এম) এর লোকজনরা উপজাতি যুব সমিতির মিটিং বা মিছিল করার সময়েতে তাদের ঘর বাড়ী, প্যাকস্ ল্যাম্পস্ পুড়ায় এবং লুঠ করে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এ রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৩ তারিখে শান্তির বাজারে যে মিটিং হয়েছিল, সেই মিটিং এ আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। উপজাতি যুব সমিতির মিটিংকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য করেন্দ্র রিয়াং, শ্যামছিলা রিয়াং উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঐ বাজার লুঠ করেছে। করেন্দ্র রিয়াং এবং শ্যামছিলা রিয়াং এর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কেস থাকা সত্বেও যেহেতু তারা মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নেয় সেহেতু পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় সদস্য যে সমস্ত অভিযোগ এখানে করেছেন, সেগুলি নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ১৩ তারিখে সারা রাত্রি মনু আউট পোস্টের ও, সি, এবং বিলোনীয়ার ও, সি, সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা কোন বন্দুকের আওয়াজ শোনেন নি। ১৪ তারিখে রাম কেশব রিয়াং, যিনি আগে কংগ্রেসী ছিলেন এবং ১৯৭৮ ইং সনে কমিউনিস্ট হয়েছেন, তিনি বুলেটের একটা পুরানো খোল এনে ও, সি, কে দিয়ে বলেন যে উপজাতি যুব সমিতি এটা ব্যবহার করেছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন যে, আসামীরা আমার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল, আমি বলছি তার উল্টাটা হয়েছে। উগ্রপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য আমি প্রতিটি মানুষকেই বলি। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— ... ... —

মিঃ স্পীকার ঃ—এটা আউট অব ক্ল্যারিফিকেশান। কাজেই এটা প্রসিডিংস থেকে একসপাঞ্জ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি।

...... Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার ঃ—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল ঃ—

"উদয়পুর মহকুমার মাতারবাড়ী ব্লকাধীন আঠারবলা গাঁও সভার অন্তর্গত আঠারবলা গ্রামের নিবাসী শ্রীসুধীর চন্দ্র শীলকে (পিতা মৃত নিশীকান্ত শীল) বিগত ১৪-১-৮২ ইং তারিখে কতিপয় সমাজ বিরোধী ও দুষ্কৃতকারীরা বাগমা বাজারে শ্রী সন্তোষ পালের চা দোকানে ডেকে নিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ১৪-১-৮২ ইং তারিখ বাগমা বাজারে শ্রী সন্তোষ পালের চায়ের দোকানে উদয়পুর মহকুমার মাতারবাড়ী ব্লকাধীন আঠারবুলা গাঁও সভার অন্তর্গত আঠারবুলা গ্রামের শ্রীসুধীর চন্দ্র শীল পিতা মৃত নিশীকান্ত শীল এবং অপর কয়েক জনের মধ্যে একটি সামান্য কলহের ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং পরমূহুর্ত্তেই এই ঘটনাটি গ্রামবাসীদের মধ্যস্তায় বাগমা গাঁও সভার প্রধান, কুপিলং গাঁও সভার প্রধান, পশ্চিম কুপিলং গাঁও সভার প্রধান এবং ন্যায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেখানেই নিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং যার জন্য শ্রীসুধীর চন্দ্র শীল ঘটনাটি পুলিশের গোচরে আনেন নাই।

ইহা সত্য নহে যে, এই ঘটনায় শ্রী সুধীর চন্দ্র শীলকে প্রচণ্ড ভাবে প্রহার করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, পুলিশের রিপোর্ট কারচুপি করেছে এবং প্রচণ্ড ভাবে মারধর করার ঘটনাও চেপে রাখা হয়েছে। কি কারণে এই সুধীর চন্দ্র শীলকে মারধোর করা হলো এবং যারা মারধোর করেছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে কোন মারধোর করা হয় নি। ছোট একটি ঘটনা বাজারের মধ্যে হয়েছিল এ সম্পর্কে তথ্য আমি আগেই পরিবেশন করেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যারা সুধীর শীলকে মেরেছে তারা যেহেতু শাসক দলের সদস্য, সেই জন্য তাদেরকে সুযোগ দিয়ে যাবার জন্য এবং পুলিশ যাতে কেস না নেয় সেজন্য মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার এবং শ্রীনরেশ ঘোষ পুলিশকে শাসিয়েছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান হয় না। এখানে আপনি মন্তব্য করেছেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া বলেছেন যে, শ্রীসুধীর চন্দ্র শীলকে দুষ্কৃতিকারীরা ভীষণভাবে মারধোর করেছে। এই সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোন ঘটনা এখন পর্য্যন্ত যায় নি। যদি কোন লোককে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা হয় তাহলে তো তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হবে। শ্রীসুধীর চন্দ্র শীল কি কোন হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ---হ্যাঁ, হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছেন। আমি পুলিশকে অনুসন্ধান করতে বলবো, যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে মাননীয় সদস্যদের জানাবো।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"গত ১৭-২-৮২ ইং তারিখে সন্ধ্যায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কতিপয় ছাত্র জিরানীয়া বাজারে জনসাধারণের উপর ব্যাপক মারপিট এবং হামলায় ১৪ জনকে গুরু তর ভাবে আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ১৭।২।৮২ ইং তারিখ সন্ধ্যায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কতিপয় ছাত্র কর্তৃক জিরানীয়া বাজারে জনসাধারণের উপর ব্যাপক মারপিট এবং হামলায় গুরুতর ভাবে ১৪ জনকে আহত করা সম্পর্কে।"

গত ১৭।২।৮২ ইং তারিখ অনুমান ৭-১৫ মিঃ এ জিরানীয়া থানার অধীন বড়জলাস্ত ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ২০।২৫ জন ছাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মিনি বাস হইতে নামিয়া দা, ধারালো অস্ত্র ও লোহার রড ইত্যাদির দ্বারা জিরানীয়া বাজারের দোকানদারদের উপর এলোপাথারি আক্রমণ চালায়। তাহারা সেখানে কয়েকটি পট্‌কাও ফাটায়, ফলে কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জনসাধারণের মধ্য হইতে ১৪ জন আহত হয়। তাহাদের মধ্যে ২ জনকে জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয় এবং অপর ৩ জনকে চিকিৎসার জন্য আগরতলা জি, বি হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। অপর আহত ব্যক্তিগণকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কলেজের মিনি বাসের ড্রাইভার ও হেলপারকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মিনি বাস টিকেও (নং টি, আর, এস, ৩৭৮) আটক করা হইয়াছে।

ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ আসিতে দেখিয়া দুষ্কৃতকারীরা পলাইয়া যায়। সেই এলাকায় পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ঘটনাটি বর্ত্তমানে আয়ত্বের মধ্যে আছে। পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারও ঘটনাস্থলে যান।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের শ্রীস্বপন চন্দ্র রায় পিতা রায় মোহন রায় নামে এক ব্যক্তির অভিযোগমূলে জিরানীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬।৪২৭ ধারায় এবং বিস্ফোরক আইনের ৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ১১(২) ৮২ নথীভুক্ত করা হয়। ঘটনার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮।২।৮২ ইং তারিখ সকাল ৮ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত জিরানীয়ায় হরতাল পালন করা হয়। সমস্ত দোকান ও যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। এই হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হইয়াছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ--- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা কি ঠিক এখানকার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কতিপয় ছাত্র কিছু দিন আগে আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে হামলা করেছেন এবং উনাকে অপদস্থ করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মধ্যে একটা ছোট্ট গোষ্ঠি তারা এই ধরণের আক্রমণ মূলব কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও আমি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রদের কাছে অনেক আবেদন করেছি যখন সেখানে অত্যন্ত বিভৎস্য ধরনের র‍্যাগিং চলছিল এবং এই র‍্যাগিং-এর স্বীকার হয়ে কতিপয় ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ীতে যে ধরনের হামলা চালিয়েছিল, শিক্ষামন্ত্রী বামফ্রন্টের মন্ত্রী হওয়াতেই ছাত্রদের কিছু করেন নি এবং তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই রকম ভাবে ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের অশান্তির সৃষ্টি করছে তার ফলে কলেজের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। যারা আক্রান্ত হয়েছে ৭ বছরের মধ্যে থেকেসুরু করে ১৪।১৫ বছরের ছেলেকে পর্য্যন্ত মারধোর করা হয়েছে। অথচ যারা মার খেয়েছে রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি জিরানীয়ায় যে হরতাল হয়েছে তার প্রতিবাদ হয়েছে এবং তার জন্য সব অংশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়েছে। যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের আমরা খুজে বের করবো এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আমি আশা করবো এই ঘটনায় জিরানীয়ার জনসাধারণ যেন এর জন্য পালটা ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন কারণ সেখানে সরকার রয়েছে সেখানে জনসাধারণ যেন অশান্তির সৃষ্টি না করেন। সঙ্গে সঙ্গে জিরানীয়া কলেজের ছাত্রদেরও আমি বলছি ২।৩।১ বছর পরে পাশ করার পরও তাদের চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কারণ আমরা বাইরে থেকে ইঞ্জিনীয়ার নিচ্ছি না, যদিও আমাদের ১০০ জন ইঞ্জিনীয়ারের এখন দরকার শুধু ছাত্রদের দিকে চেয়ে আমরা বসে আছি যে আমাদের ছাত্ররা কবে পাশ করে বের হবে। কিন্তুতারপরও ছাত্ররা এই ধরনের কাজ করছেন এটা খুবই বেদনাদায়ক। তারা নানা ভাবে মানুষের বিরুদ্ধে গিয়ে আক্রমণ করছে। কিন্তু ছাত্ররা এটা বুঝে না তাদের গার্জিয়নরা অনেক টাকা পয়সা খরচ করে তাদের পড়াশুনা করতে পাঠায়। এটা মাননীয় সদস্যরা এবং ছাত্ররা সবাই জানেন অন্য রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সীট, মেডিকেল কলেজের সীট ২৫ হাজার, ৩০ হাজার, ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তার তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্ররা অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কারণ এমন অনেক ছাত্র আছে যারা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার মতো নাম্বার পায় নি এবং কলেজে ভর্ত্তি হবার জন্য কোন ডোনেশানও দিতে হয় না। এই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ সম্পর্কে আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে কিন্তু যারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে তাদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে তাই আমরা সেখানে যাব না। যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের খুঁজে বের করবো এই আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যদের দিতে পারি।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় সমবায় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় সমবায় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ--- জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক ত্রিপুরায় পাট ক্রয় না করায় এবং বর্ত্তমানে পাট কিনা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ভারতীয় পাট নিগমের এজেন্ট হিসাবে সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যে ত্রিপুরায় পাট ক্রয় করিয়া থাকে। উক্ত এপেক্স সোসাইটি ল্যাম্পস্, প্যাকস্ প্রাইমারি মার্কেটিং সোসাইটি প্রভৃতি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরায় সর্বত্র ১২৩টি ক্রয় কেন্দ্র নির্দিষ্ট করিয়া পাট ও মেস্তা ক্রয় করিতেছিল। পাট ক্রয়ের ব্যপারে ত্রিপুরায় গরীব চাষী যেন ফরিয়া ও মহাজন দ্বারা শোষিত না হন সেই উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে পাট ক্রয়ের ব্যবস্থা। সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্য যেন সোজাসোজি চাষীর হাতে যায় এবং কোন মহাজন বা অন্য

কোন তৃতীয় ব্যক্তি সরকারী নির্দ্ধারিত-মূল্যের সুযোগ নিয়া প্রকৃত চাষীকে বঞ্চিত করিতে না পারে। সেই জন্য বর্ত্তমান বৎসরে পাট ক্রয় মরশুমের শুরুতে পঞ্চায়েত কর্তৃক পাট চাষীদের ছাপানো পরিচয় পত্র প্রদান করা হইয়াছে।

বিগত ২৯শে জুলাই ১৯৮১ তারিখে ভারতীয় পাট নিগম তাহাদের কলিকাতা অফিসে পাট উৎপাদনকারী রাজ্য সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়া প্রতি বৎসরের ন্যায় এক সম্মেলন আহবান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে ভারতীয় পাট নিগম ত্রিপুরায় পাট ক্রয়ের ব্যাপারে একটি স্বল্প লক্ষ্যমাত্রা একতরফাভাবে জানাইয়া দিলে ত্রিপুরার প্রতিনিধি সমবায় বিভাগীয় সচিব তাহার প্রতিবাদ করেন এবং ত্রিপুরায় পাট চাষীদের জন্য বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজনের দাবী করে। ভারতীয় পাট নিগমের একতরফা প্রদত্ত নিম্ন লক্ষ্যমাত্রা মানিয়া নেওয়া ত্রিপুরার পক্ষে সম্ভব হইবে না। ইহা ভারতীয় পাট নিগমের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেন। ত্রিপুরার প্রতিনিধি ভারতীয় নিগমের কর্তৃপক্ষকে ইহাও অবহিত করেন যে, পাট ক্রয়ের মরশুম শেষ হওয়ার পূর্বে ভারতীয় পাট নিগম যে পাট ক্রয় বন্ধের নির্দেশ দেন তাহাতে ত্রিপুরার গরীব চাষী অকস্মাৎ বিপদের সম্মুখীন হন এবং এরূপ নির্দেশ ত্রিপুরা অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটির পক্ষে পালন করা সম্ভব না। উক্ত সভায় এরূপ স্থির হয় যে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া ভারতীয় পাট নিগম ক্রয় বন্ধের তারিখ নির্দিষ্ট করিবেনা।

ইহার পরবর্ত্তী সময়ে বিগত ২০।৮।৮১ ইং তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষে ত্রিপুরা অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক ভারতীয় পাট নিগমের এজেন্ট হিসাবে পাট ক্রয় সম্বন্ধে কর্মসূচী নির্দ্ধারিত হয়। উক্ত সভায় রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় পাট নিগমের পক্ষে চীফ মার্কেটিং ম্যানেজার শ্রী এ, মজুমদার, মার্কেটিং ম্যানেজার শ্রী টি, মিশ্র এবং ম্যানেজার শ্রী টি, চক্রবর্ত্তী উপস্থিত থাকেন। উক্ত সভায়ও একথা আলোচনা হয় যে ত্রিপুরার বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া ত্রিপুরায় পাট চাষীদের নিকট হইতে ক্রয়ের নিম্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব হইবে না। উক্ত সভাতে ত্রিপুরা অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটার এই প্রস্তাব উৎথাপন করেন যে ভারতীয় পাট নিগম যেন পাট মরশুম শেষ হওয়ার আগে পাট ক্রয় বন্ধের নির্দেশ না দেন। ভারতীয় পাট নিগমের প্রতিনিধিগণ উক্ত সভায় জানান যে কলিকাতা সম্মেলনে স্থির হয়েছে যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া ভারতীয় পাট নিগম পাট ক্রয় বন্ধের নির্দেশ দিবে না।

দুঃখের বিষয় ভারতীয় পাট নিগম রাজ্য সরকারের সহিত পরামর্শ না করিয়াই একতরফা ভাবে ত্রিপুরায় পাট ক্রয় বন্ধের নির্দেশ দিয়াছেন। বিগত ১।২।৮২ ইং তারিখে ভারতীয় পাট নিগমের স্থানীয় প্রতিনিধি এক চিঠির মাধ্যমে উক্ত তারিখ হইতে ত্রিপুরায় পাট ক্রয় বন্ধের সিদ্ধান্তরে কথা অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটিকে জানাইয়াছেন। ভারতীয় পাট নিগমের এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে ত্রিপুরার পাট চাষীদের পাট ক্রয়ের ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। অ্যাপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশে ভারতীয় পাট নিগমের উর্ধতন অফিসে এরূপ আদেশের প্রতিবাদ জানাইয়া তার পাঠান। সমবায় সচিব ভারতীয় পাট নিগমের ডাইরেক্টার মার্কেটিং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ত্রিপুরায় গরীব পাট চাষীর ক্রয় কেন্দ্রে আনা পাট ক্রয় অব্যাহত রাখিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতীয় পাট নিগম ৮।২।৮২ ইং তারিখ তার বার্তায় ত্রিপুরায় পাট ক্রয়ের মেয়াদ আর বাড়ানো যাইবে না বলিয়া জানাইয়া দিয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতীয় পাট নিগমের স্থানীয় শাখা যে সমস্ত পাট কেন্দ্রে নিজেরা পাট কিনতে ছিলেন সেই সমস্ত কেন্দ্রে পাট কেনা তাহারা ইতিপূর্বেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ভারতীয় পাট নিগমের এবম্ববিধ কার্য্যের প্রতিবাদ জানাইয়া ভারতীয় সরকারকে রাজ্য সরকার তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছে এবং ত্রিপুরার গরীব চাষীদের স্বার্থে পাট কেনা অব্যাহত রাখার জন্য ভারতীয় পাট নিগমকে নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

প্রেজেনটেশান অব দি সেভেনথ রিপোর্ট
অব দি কমিটি অন ডেলিগেটেড লেজিসলেশান।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো —"ডেলিগেটেড লেজিসলেশান কমিটির সপ্তম প্রতিবেদন (রিপোর্ট) উপস্থাপন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—Mr. Speaker sir, I beg to present the Seventh (7th) Report of Delegated legislation to the House

প্রেজেন্টেশান অব দি সেভেন্থ রিপোর্ট

অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডার টেকিংগস্

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "পাবলিক আণ্ডার টেকিংগস কমিটির সপ্তম (৭ম) প্রতিবেদন (রিপোর্ট) উপস্থ পন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ--- Mr. Speaker sir, I beg to laid the Seventh (7th) Report of Public Undertakings to the House.

প্রেজেন্টেশান অব দি ফাষ্ট রিপোর্ট অব দি

"কমিটি টু অ্যাকজামিন দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড

রেভেনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস গ্রান্ট ১৯৬০"

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "ফাষ্ট রিপোর্ট অব দি কমিটি টু অ্যাকজামিন দি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৬০।" প্রতিবেদনটি (রিপোর্ট) উপস্থাপন।"

আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বীরেন দত্তের অনুপস্থিতিতে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অভিরাম দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Abhiram Debbarma :—I beg to present before the House the first Report of the Committee to examine the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, "নোটিশ অফিস" থেকে প্রতিবেদনের (রিপোর্টে এর) প্রতিলিপিগুলি এবং বিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি যেগুলি হাউসে পেশ করা হবে সেগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে। নেবার জন্য।

এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P, M.

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশান) ঃ---

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ---"The Tripura Children Bill. 1982 (Tripnra Bill No. 3 of 1982)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Children Bill, 1982 (Tripura Bill No. 3 of 1982) বিবেচনা করা হউক।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে ত্রিপুরার শিশুদের জন্য যে বিলটি এনেছি তাতে এই ধরনের শিশুদের জন্য ব্যবস্থার বিধান আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরনের একটা সামাজিক আইনের প্রয়োজন ছিল এবং এই আইনটা করা হয়েছে আমাদের সবার জন্য। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক কারণ এবং সামাজিক কারণে প্রচুর সংখ্যক শিশু আছে যাদের যত্ন হয় না। তাদের কোন আশ্রয় স্থান নেই, শিক্ষা ব্যবস্থা নাই, সামাজিক কোন নিরাপত্তা নাই, এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। এই হচ্ছে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থা। তবে এই সম্পর্কে আমার বলতে কোন দ্বিধা নাই যে, সামাজিক কাঠামোটাকে পরিবর্ত্তিত করতে না পারলে গুরুতর সামাজিক সমস্যার সম্পূর্ণ রূপে সমাধান করা সম্ভব হবে না। তবু তাদের নিরাপত্তার জন্য আইনগত ভাবে কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমরা মনে করি এইটা থাকলে সমাজের প্রতি একটা বাধ্য বাধকতা থাকবে, যার ফলে শিশু দের প্রতি কিছুটা নজর দেওয়া যাবে। কোন কোন শিশু দের জন্য আমরা এই আইনটা করতে চেয়েছি তা আইনের বিভিন্ন ধারাগুলির মাধ্যমে আইনেই ব্যাখ্যা করা আছে। মাননীয় সদস্যরা সেই আইনের ধারাগুলি পরীক্ষা করে দেখবেন। প্রথমতঃ আমরা যে আইন করতে চাইছি তাতে দুই শ্রেণীর শিশুরা পড়বে। একশ্রেণীর হচ্ছে নেগলেকটেড শিশু, মানে উপেক্ষিত শিশু। এই আইনের ধারাতে তার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে---তাতে বলা হয়েছে যাদের ঘর বাড়ী নাই, যাদের মা বাবা নাই বা পরিত্যক্ত, যাদেরকে লালিত পালিত করার মত কেউ নাই, আবার যাদের আত্মীয় স্বজন থেকেও তাদের কোন যত্ন করে না তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এই আইনের কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। আর এক ধরনের শিশু হচ্ছে যারা রীতিমত অপরাধী নয় অথচ বিভিন্ন অবস্থার চাপে অপরাধ করেছে। এই সব শিশুদের শাস্তির জন্য একটা ব্যবস্থার কথা এই আইনে বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে অপরাধ করলে সে শিশুই হোক আর বৃদ্ধই হউক তাকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি পেতে হয়। তাই আমরা মনে করি যারা ১২।১৪ বছরের শিশু তারা তো আর জন্ম থেকেই অপরাধী হয়ে আসে না, তাদেরকে শুধু মাত্র অবস্থার স্বীকার হতে হয়। আর তার এই অপরাধের জন্য আইনের চোখে তার যে শাস্তি হবে তাতে তার সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা মনে করি আইনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে করে তাদের এই অপরাধ প্রবনতাকে শোধরানোর জন্য চেষ্টা করা হবে। এই দুই ধরনের শিশুদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই আইনের মধ্যে ব্যবস্থা হয়েছে। যাতে করে তারা সমাজের মধ্যে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এইটাই হচ্ছে আইনের লক্ষ্য। এই আইনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে শিশুদের জন্য শিশু কল্যাণ পরিষদ বা চিলড্রেন বোর্ড তৈরী করতে পারবে। তাতে একজন চেয়ারম্যান থাকবেন এবং একজন মহিলাও থাকবেন। এই বোর্ড যে সমস্ত শিশু অপরাধী বলে গণ্য হবে তাদের সম্পর্কে দেখাশুনা করবে, আইনের মাধ্যমে এই বোর্ড-এর হাতে অনেকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মেম্বাররা এই বিলটা দেখলেই দেখবেন যে আইনের মধ্যে তাদেরকে কি কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটা এখানে ছাপানো আছে, তাই আমি আর সেই ব্যাপারে বক্তব্য রেখে সময় নষ্ট করব না।

সাধারণ আদালতে এই সব অপরাধী শিশুদের বিচার না করে এই সব শিশুদের জন্য চিলড্রেন কোর্ট গঠন করার ক্ষমতা এই আইনের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং এই কোর্ট হচ্ছে জুডিশিয়লে ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যায়ের লোকদেরকে নিয়ে বেঞ্চ হবে এবং এই বেঞ্চের যিনি ম্যাজিস্ট্রেট হবেন অন্ততঃ ওনাকে সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের স্তরে হতে হবে এবং এই বেঞ্চ সে সব অপরাধী শিশুদের বিচার করবেন। যে সমস্ত অবহেলিত শিশু আছে তাদের জন্য রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, 'চিলড্রেন্স হোম কাম অবজারভেশন হোম' অর্থাৎ শিশুনিকেতন' খোলার জন্য। অপরাধ যারা করবে সে সব শিশুদের শিশু নিকেতনে রেখে সংশোধন যাতে সরকার করতে পারেন। যারা অসহায় যাদের কিছু নেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা এবং অপরাধী হিসাবে তাদেরকে সরাসরি জেলখানায় পাঠিয়ে না দিয়ে বিচার সাব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চিলড্রেন হোম-কাম-অবজারভেশনে রাখা হয় সে ব্যবস্থা করার জন্য এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে এই বিলের মধ্যে, এই আইনের মধ্যে ব্যবস্থা আছে যে অপরাধী বলে যারা সাব্যস্ত হবে তাদেরকে সরাসরি জেলখানায় পাঠানোর পরি-বর্ত্তে এ রকম একটা আবাসে রেখে তাদের জন্য সব রকমের স্কুলের ব্যবস্থা করা যায় যাতে করে তারা তাদের অপরাধ শোধরিয়ে নিতে পারে সে ব্যবস্থা থাকবে। এ সমস্ত শিশুদের এখানেই রাখা হবে এবং তাদের সরকারী খরচে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং সে সমস্ত যাতে করা যায় সে ব্যবস্থা এ বিলে আছে। এরমধ্যে একটা রেস্ট্রিকশন আছে ১৮ বছরের বেশী বয়সের ছেলেদেরকে রাখা হবে না এবং মেয়েদেরকেও ১৬ বছরের বেশী বয়স্ক হলে রাখা হবে না। তাদেরকে ঐসব স্কুলে সংশোধন করার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। তাদেরকে ভোকেশনাল শিক্ষা, ট্রেইনিং এবং বিভিন্ন ধরনের হাতে কলমের শিক্ষা দেওয়া হবে যাতে করে ওরা পরবর্ত্তী সময়ে নিজেদের সংস্থান নিজেরা করতে পারে। এ ধরনের চিলড্রেন-কাম-অবজারভেশন হোম যেটা হবে যেখানে সব স্কুলের ব্যবস্থা করা হবে সেখানে এগুলি রক্ষার জন্য কেয়ার অর্গানাইজেশন করার জন্যও প্রভিশন রাখা হয়েছে। এই হচ্ছে এই বিলের লক্ষ্য। বোর্ড কি ভাবে গঠন করা হবে ইত্যাদি ধারাও এখানে রাখা হয়েছে। আমরা আইনটীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি এই কারণে যে এই আইনকে আশ্রয় করে যাতে কিছু ব্যবস্থা করা যায়। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা খুবই এলারমিং এবং ত্রিপুরায় এ রকম শিশুর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাই সমাজের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য সরকার নৈতিক ভাবে পালন করার জন্য ব্যবস্থা করছে। বর্ত্তমানে সমাজ ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে, বিক্ষিপ্তভাবে এটার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় তাই যতদিন সমাজের পরিবর্ত্তন না হচ্ছে না। কিন্তু তারজন্য ত বসে থাকা যায় না তাই এই চিলড্রেন বিল করার জন্য আমি হাউসের কাছে প্রস্তাব উৎথাপন করছি কিন্তু এই কঠিন এবং কঠোর সামাজিক দায়িত্ব একা ত্রিপুরা সর-কারের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং সাহায্য একান্ত প্রয়োজন কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদান ছাড়া এই ধরনের শিশু নিকেতন গড়ে তোলা এবং বেশীর ভাগ শিশুকে আশ্রয় দিয়ে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ত্রিপুরা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সব দিক থেকে সাহায্য আমাদের দরকার। কাজেই এই বিল পাশ হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারের হাতে অর্থ ইত্যাদি তুলে দিতে হবে এবং এই বিল পাশ করাতে গিয়ে আমি হাউসের কাছে এই বক্তব্য রাখব দীর্ঘদিন ধরে এ রকম একটা জিনিষের প্রয়ো-জন আমরা অনুভব করছি। তাই এই আইন পাশ করার জন্য হাউসের কাছে আমি উৎথাপন করছি। এই আইন পাশ করলেই শুধু হবে না, এই আইনের প্রভিশনগুলি যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে এবং তার জন্য সমাজের সামগিক অংশের লোকদের এগিয়ে আসতে হবে। তার জন্য সমাজের পরিবর্ত্তন ও প্রয়োজন। শুধু আইন করেই সমাজের সব কিছুর সংস্কার করা যায় না। এই সব অসহায় মানুষকে রক্ষা করা যায় না। সামগ্রিকভাবে সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে।

এবং সেই দিক থেকে আমি আশা করব যে এই আইনের খসড়া যেটি আমি এখানে উপস্থিত করছি তা সৰ্বসম্মতিক্রমে এই হাউসে গৃহীত হবে। কারণ এই সব অসহায় শিশুদের কথা চিন্তা করে কেউ কোন দিন কিছুই করেননি তা আমরা দেখেছি তাই আশা করছি এই বিলটি সৰ্বসম্মতিক্রমে পাশ হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষকেও বলব যে এই সদিচ্ছাপূর্ণ যে স্কীমটি বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন তা রূপায়ন করতে সকলেই তাদের সহযোগিতাপূর্ণ হাত প্রসারিত করবেন এই আশা করেই আমি এই বিলটি হাউসে উপস্থিত করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকারঃ আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে আলোচনার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দি ত্রিপুরা চিলড্রেন বিলটি আলোচনার জন্য উপস্থিত করেছেন সেই সম্পর্কে আমি-আলোচনা করছি।

এটা সত্যি কথা যে জন্মগতভাবে কোন শিশুই অপরাধ প্রবন হয়না এবং খুন ডাকাতি ইত্যাদি করে না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ফলে এই ধরণের অপরাধ সৃষ্টি হয়। কাজেই এটা একটা সামাজিক তথা জাতীয় দায়িত্ব এবং সেই দিক থেকে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিকদিয়ে আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে একমত। কিন্তু এই হাউসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা কতটুকু গুরুত্ব দেন তাদের এই ব্যাপারে কোন উদ্‌বেগই আমি লক্ষ্য করছি না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বয়সের অপরিনতির কথা চিন্তা করে একটা বিশেষ কনসিডারেশন এর কথা বলা হয়েছে। এটা ঠিক যে, যারা শিশু তাদের অপরাধটির প্রতি আমাদের একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। কিন্তু এখানে যে বয়স ধার্য্য করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের একটু সন্দেহ আছে। এটা অবশ্য মানসিক ব্যাপার যে ১৮ বৎসরের যুবক এবং ১৬ বৎসর বয়স্ক যুবতী তাদের শিশু বলে ধরে নেওয়াটা সংগত হবে এবং এর ফলে একটা উল্টো অপরাধ প্রবণতা প্রস্রয় পা[illegible] এবং তা যদি হয় তবে এই বিলের পুরা উদ্দেশ্যই ব্যথ হয়ে যাবে।

শ্রীদশরথ দেবঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে একটা কথা আরেকটু মাননীয় সদ্যসকে বুঝিয়ে বলা দরকার যে, ছেলেমেয়েরা যে কোন বয়সেই অপরাধ প্রবন হতে পারে। কিন্তু এখানে চিলড্রেনস্' হোমে থাকার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে যাদের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ বৎসর পার হয়ে যাবে তাদের আর চিলড্রেনস' হোম রাখা হচ্ছে না কারণ মেয়েরা ১৬ বৎসর এবং ছেলেরা ১৮ বৎসর হবার পর তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক বলে ধরা হয়।

আমিও তো সেই কথাই বলছি। এখানে বিলে যা বলা হয়েছে তাতে ১৮ বৎসর বয়স্ক একটা ছেলেকে এবং ১৬ বৎসর বয়স্কা একটা যুবতী মেয়েকে কখনই চিলড্রেনস্ করা যায় না। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুদের উপর যে নির্য্যাতন করা হয় তার শিশুদের মানসিকতাকে নষ্ট করে

দেয় এবং পরবর্তীকালে এটা সমাজের পক্ষে একটা আশংকাজনক হয়ে পড়ে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকেরা এমনভাবে ছাত্রদের উপর শারীরিক অত্যাচার করেন যে তাতে শিশুদের মানসিকতা নষ্ট করে দেওয়া হয়। এখানে আমরা একজন মাষ্টরামশাই আছেন তিনি অবশ্য এখন এখানে উপস্থিত নেই, কিন্তু আমি বলতে পারি মাষ্টারেরা যখন লাঠি হাতে নিয়ে ক্লাসে যেতেন তখন ছাত্রদের নজর থাকত সেই লাঠির উপর এবং তারা ভীষণ ভয় পেত। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যে এই বিলের আইনের এমন ধারা আসুক যে মাষ্টাররা ক্লাসে লাঠি নিয়ে যেতে না পারেন। তাহাতে শিশুদের উপর নির্য্যাতন বন্ধ হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক যে, কোন কোন সময় অখিক কারণে বালক বালিকাদের চরিত্র নষ্ট হয়। কিন্তু আমরা যাতে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি যাতে করে তাদের চরিত্র নষ্ট হবার পথকে বন্ধ করে দিতে পারি তাহলেই একমাত্র শিশু অপরাধ বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু এখানে যাদের নিয়ে অর্থাৎ ৯৭।১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক এবং ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক মহিলাকে নিয়ে চিলড্রেনস' হোম করার জন্য বিল আনা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই ধরনের শিশুদের হোমে যে ধরণের করাপশন হয় যেমন ইদানিংকালে আমরা দেখেছি দিল্লীর একটি চিলড্রেনস' হোমে এই রকম নানা ধরনের করাপশন হয়েছে। সুতরাং এই যদি হয় এবং এই ধরনের করাপসনের সম্ভাবনা যদি থাকে তবে এই বিলের দ্বরা সমাজের কোন উপকার হতে পারে না।

সুতরাং মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সে কারণে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা যাতে সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা হয়। এবং এই বিলের যে মূল লক্ষ্য সেটা যাতে সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপপ্রয়োগ না করেন সেই দিক দিয়ে তারা যেন বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত জুনের দাঙ্গার সময় ১২।১৪ বৎসরের ছেলেদের জেলখানার মধ্যে এমনভাবে নির্য্যাতন করা হয়েছিল যেটাকে একটা নারকিয় ঘটনা বলা যায় এই ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কাজেই এটা ঘটনার কারণে প্রতিক্রিয়া ঘটবে। সেই কারনে আমি আশা করব যে, এই বিল পাশ হবার পর জেলখানায় এইভাবে শিশুদের নির্য্যাতন করা যেন বন্ধ হয় এবং যারা এই ধরনের নির্য্যাতন করেছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আর বামফ্রন্ট সরকার এই বিলটিকে হাতিয়ার করে এই মকল অত্যাচারীদের শাস্তি দিবেন কিনা এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই ভাবে এই এস্যুর দিতে পারবেন কি না তাতে আমার সন্দেহ আছে।

সুতরাং আমি পুনরায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে তিনি যেন তা বিবেচনা করে দেখেন নতুবা এই বিল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে পারে। এবং এরফলে এটা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হতে পারে। এই টুকু বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দি ত্রিপুরা চিলড্রেন বিল ১৯৮২, **বিল নং ৩ অব ১৯৮২** যেটা হাউসে এসেছে বিবেচনার জন্য আমি তাকে **স্বাগত জানাই।**

স্যার, দেওয়ালটা তো পুরোপুরি ভাঙা যাচ্ছে না। তা কিছুটা আলোর ঝলক যদি নিয়ে আসা যায় তা হলেই বা মন্দ কি? কারণ এই আলো একদিন সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। এই বিলে অবজেক্ট অ্যাণ্ড রিজনে যেটা দেখানো হয়েছে তার মধ্যে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে কেন এই বিল আনা হয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শিশুদের অপরাধ প্রবণতার যে দিক রয়েছে সেগুলিকে ত্রুটিমুক্ত করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও কিছুটা যদি ত্রুটি দূর করা যায় এবং যে সমস্ত শিশু এই ধরণের অবস্থায় এসে পৌঁচেছে তাদের ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে সেই দিকটা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দেখছি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অতীতের যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে এবং ছোট পরিবারগুলির জন্ম নিচ্ছে। শুধু বাইরের পরিবেশ নয়, গৃহাঙ্গনের যে পরিবেশ সেটা সব সময়েই শিশুদের পক্ষে একটা অনুকুল পরিবেশ হিসাবে দেখা দেয়, তা নয়। মা, বাবা যেমন অবস্থায় বাস করেন, সেখানে শিশুদের প্রতি যত্ন এবং তাদের সঠিক বিকাশের জন্য যে ভাবনা রাখা প্রয়োজন তা অনেক সময় তারা রাখতে পারেন না। যার ফলে আমরা দেখি সেখানে অ্যাবনরম্যালিটি গ্রো করে। ফলে অপরাধ প্রবণতা বিভিন্ন দিক থেকেই তার মধ্যে জন্ম নেওয়া সম্ভবপর। সেই অপরাধের কিভাবে বিকাশ ঘটে, কি কি ধরণের অপরাধ করতে পারে শিশু মনস্তাত্তিকেরা সেটা ক্লাসিফাই করে দেখিয়েছেন। সিসেল বার্ড তা বিশ্লেষণ করেছেন। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস, বা অন্যান্য যে ধরণের অপরাধ, অন্যকে আঘাত করার প্রবণতা, এইগুলি জন্ম নেয়। অনেক সময় বিভিন্ন জিনিষকে সে গোপন করতে চায়। তার থেকেও অপরাধ প্রবণতা জন্ম নেয়। এ ধরণের অপরাধ বিভিন্ন কারণে জন্ম নিতে পারে। সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে শিশু যখন ৫ | ৬ বছর বয়স তখনি তার সামাজিক পরিবেশ, তার গৃহের পরিবেশ এমন কোন বোধ জন্ম দিতে পারে যার মধ্য দিয়ে অপরাধ প্রবণতা বাসা বাঁধে এবং সে ধরণের কাজকর্মগুলি করতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই তখন সমাজ সম্পর্কে একটা হতাশ দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয় এবং তাতে পরবর্তী সমাজে সে কিভাবে গড়ে উঠবে সেটা আমরা বুঝতে পারি। একটা শিশু যখন অপরাধ করে তখন তার গভীর মূলে কিছু আছে কিনা সেটা নিয়ে মনস্তাত্তি-কেরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। আমরা দেখেছি এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নেই। শিশু দিবস আমরা পালন করি। জওহরলাল নেহেরুর জন্ম দিবসকে আমরা শিশু দিবস বলি। তাঁকে চাচা নেহেরু বলা হয়। তিনি নাকি শিশুদের খুব ভালবাসতেন। সেদিন বিভিন্ন কথা শোনা যায় কিভাবে শিশুদের কল্যাণ হতে পারে। কিন্তু এর পরই দেখা যায় যে আমাদের দেশের শিশুরা যারা স্টলে কাজ করছে, অন্যের শোষণের শিকার হচ্ছে। বেশীর ভাগ শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে এবং চোখের রোগে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই বিলটি আনা হয়েছে যে সমস্ত শিশু কোন না কোন কারণে সেই মনোবৃত্তির শিকার হয়েছে তার থেকে তাদের উত্তোরণ করা যায় কিনা। বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে ছেলেদের বেলায় যতক্ষণ ১৮ বছর না হয়েছে এবং মেয়েদের বেলায় যতক্ষণ ১৬ বছর না হয়েছে। স্যার, শিশুত্ব কতদিন থাকে তা নিয়েও মনস্তাত্তিকেরা আলোচনা করেছেন। ১৮ পর্যন্ত তাঁরা স্থির করেছেন। এবং এরপর ২১ পর্যন্ত অ্যাডাল্ট। তার-পরেও বলেছেন যে বয়স দিয়েই এটা শুধু ঠিক করা যায় না। মানসিক বয়স এর উপরেও হতে পারে। তারুণ্যের একটা কাল অবধি রাখার প্রয়োজন আমাদের দেশে রয়েছে। যখন কোন কোন অপরাধ প্রবণতা একটা শিশুর মধ্যে দেখতে পাই, এই সময়ের

মধ্যে উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিচর্যার মধ্যে তাকে সমাজের উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজন দেখা যায়। ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি এমন শিশুকে রাখা হয়েছে, এটা সঠিক হয়েছে বলে আমার ধারণা। এই বিলে যেটা রাখা হয়েছে সেখানে শিশুদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের কিভাবে রাখা যেতে পারে তার পদ্ধতি এবং প্রয়োজন এবং সুযোগগুলির কথা এখানে বলা হয়েছে।

চাপ্টার টুতে চাইল্ড-ওয়েল-ফেয়ার বোর্ডের কন্‌স্টিটিউশান এবং ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে সেখানে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন রয়েছে। আর সেজন্য প্রভিশন রাখা হয়েছে যে "No person shall be appointed as a member of the Board or as a Judicial Magistrate in the Children's Court unless he has, in the opinion of the State Government, special knowledge of child psychology and child welfare." এতেই আমরা বুঝতে পারছি যে শিশু মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ যারা, তারই এই বোর্ডে থাকবেন এবং শিশুদের বিকাশ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, শিশুদের পরিচর্যার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তার ব্যবস্থা তারা করবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে চিলড্রেন হোম, অবজার্ভেশন হোম অথবা স্পেশাল স্কুলের মধ্যে রেখে সেইসব শিশুদের যাতে মানসিক বিকাশ গড়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থা করা যাবে। কাজেই এই দিক থেকে শিশু কল্যাণ যেটা এতদিন ধরে অবহেলিত ছিল, সেটাকে এই বিলের মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া নেগ্‌লক্‌টেড চিলড্রেন সম্পর্কে যে সংজ্ঞা, তাও এই বিলের মধ্যে নিরূপণ করা হয়েছে। আর বেগিং? এটা তো আমরা প্রত্যহ দেখ্‌ছি যে বাড়ী বাড়ী গিয়ে শিশুরা ভিক্ষা করছে, রাস্তাঘাটে, বাসে, বাসস্ট্যাণ্ডে বাচ্চা বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা ভিক্ষা করছে। অবশ্য কিছু কিছু শিশু যে লোকজনদের বাড়ী-ঘরে কাজ করছে না, তা নয়। কিন্তু বেশ কিছুসংখ্যক শিশু ভিক্ষা ভিত্তিতে নিযুক্ত রয়েছে। তারা কেন ভিক্ষা করছে, তাদের পারিবারিক অবস্থাটা কি, অথবা কারো দ্বারা ইনস্টিগেট হয়ে তারা ভিক্ষা করছে কিনা, এই সমস্ত দিকটা বিচার বিবেচনা করে শিশুদের নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থাই এই বিলের বিভিন্ন ধারার মধ্যে রাখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে যখনই পার্শ্ববর্তী থানার অফিসারকে কোন নেগলেক্‌টেড চাইলড সম্পর্কে খবরা-খবর দেওয়া হবে, তখন সেই অফিসার ঐ নেগলেক্‌টেড চাইলড সম্পর্কে একটা এনট্রি দিয়ে তার একটা কপি বোর্ডের কাছে ফর-ওয়ার্ড করে দেবে। এবং সেখানে ঐ নেগলেক্‌টেড চাইলড সম্পর্কে কিভাবে ইনকোয়েরী করা হবে, তার কথাও বলা হয়েছে। শিশুর পিতা-মাতা থাকলে কিভাবে ইনকোয়েরী করা হবে এবং না থাকলে কিভাবে ইনকোয়েরী করা হবে, তার কথাও বল আছে। কারণ শিশুর অপরাধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় যে তাদের যদি পেরেন্‌টস থাকে, তাহলে তাদের সংগে আলোচনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশুদের পেরেন্টস্‌রাও তাদের শিশুরা কি ধরণের অপরাধ করছে, তা তারা জানেন না এবং সেই ক্ষেত্রে অল্প সময়ের জন্য সেইসব শিশু অপরাধীকে চিল্‌ড্রেন হোম কাম অবজার্ভেশন হোমে এনে রাখা যেতে পারে। অথবা বোর্ড বা কোর্ট যদি মনে করেন শিশুর মাতাপিতার কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা ভাল, তাহলে শিশুর ভবিষ্যত স্বার্থে তাকে তার মাতা-পিতার কাছে দিয়ে দেওয়াই ভাল। কারণ শিশুর চারিদিকে তার পারিবারিক

পরিবেশ অথবা সামাজিক পরিবেশ নানা ধরণের থাকতে পারে এবং সেই পরিবেশের মধ্যেই শিশু গড়ে উঠে, যার সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু জানা সম্ভব নয়। আমরা দেখলাম যে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার অন্ততঃ সেই অবহেলিত শিশুদের কল্যাণের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা রেখে একটা বিল এই হাউসের সামনে নিয়ে এসেছেন। শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, ভারতের সমস্ত অংশেই একটা বিরাট সংখ্যক শিশু এভাবে অবহেলিত হয়ে আসছে, অথচ এইসব শিশুরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যত, তারাই আমাদের সমাজ গঠন করবে এবং আমাদের ভবিষ্যত সমাজ গঠনের ভার তাদের উপরই। কাজেই শিশুকে এখন থেকে যদি আমরা এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে রেখে দেই, তাহলে ভবিষ্যতে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সে কি রকম ভুমিকা গ্রহণ করবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আমরা এই বিলের মধ্যে আরও দেখছি যে ডিলিকুয়েন্ট চিলড্রেন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কোন বড় ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া যাবে না, তাদের জন্য ন্যূনতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমরা দেখছি যে বিভিন্ন সামাজিক বা পরিবেশ কারণে শিশু কি ধরণের অপরাধ করে, তার মধ্যে নিশ্চয় শিশুর পারিবারিক অথবা পারিপার্শ্বিক কারণও থাকতে পারে, সেজন্য এই বিলে বলা হয়েছে যে, শিশুদের অফেন্সের জন্য ডেথ সেন্টেন্স এর ব্যবস্থা যেন না করা হয়, এমনকি ইমপ্রিজনমেন্টের কোন ব্যবস্থা যেন রাখা না হয়। বরং তাদেরকে স্পেশাল স্কুলে পাঠিয়ে, তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলের কথা যেটা মাননীয় সদস্য নগেন বাবু এখানে উল্লেখ করেছেন, আমরা ১৯৭৫ সালে যখন জেলে ছিলাম, আমরা দেখেছি যে যারা ক্রিমিন্যাল, যারা নানা ধরণের ক্রাইম করে এসেছে, তাদের সংগে শিশুদেরও রাখা হয়েছে। ফলে ঐ শিশুরাও ক্রিমিন্যালদের সংগে থেকে ক্রিমিন্যাল হয়ে যাচ্ছে, তাদের কোন সংশোধনের ব্যবস্থা হচ্ছে না। সেই শিশু যখন ছাড়া পেল, তখন সে একজন ক্রিমিন্যাল হয়েই আত্মপ্রকাশ করবে, আর এটাই আমাদের সমাজের মধ্যে ভারতে এই জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, এই বিলের যে প্রভিশন, তাতে এই ধরণের জয়েন্ট ট্রায়েল হবে না, শিশুদের জন্য আলাদা ট্রায়েলের ব্যবস্থা আছে। এবং এর সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিভাবে কাজকর্ম করবে, তাও এই বিলের মধ্যে রয়েছে। শিশুদের ট্রায়েলের ক্ষেত্রে যাতে কোন রিপোর্ট বাইরে প্রকাশ না পায়, তারও ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রয়েছে। কারণ আমরা জানি যে, সেই রিপোর্ট প্রকাশ পেলে বাইরের সমাজ জীবনে শিশুদের উপর প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, সে জন্য এই বিলে প্রভিশন রাখা হয়েছে—"No legal practitioner shall be entitled to appear before the Board in any case or proceedings before it, except with the special permission of the Board." তবে শিশুদের স্বার্থে যদি প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ হয়, তাহলেই কেবল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে সেটা প্রকাশ করা যেতে পারে। তাছাড়া স্পেশাল কোর্ট অথবা বোর্ডের অর্ডারে যদি কেউ এগ্রিভড হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি হাইকোর্টে আপিল করতে পারেন এবং হাইকোর্ট নিম্ন আদালত বা স্পেশাল কোর্টের রেকর্ডপত্র দেখতে পারেন, তার ব্যবস্থাও এই বিলের মধ্যে রয়েছে। আমরা দেখছি যে শিশুদের বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা এই বিলের মধ্যে যুক্ত রয়েছে। সরকার যদি মনে করে যে কোন শিশুকে লাইসেন্স দিয়ে ছাড়া যায় কোন দায়িত্বপূর্ণ লোকের কাছে যিনি তাকে এডুকেশন দিবেন বা কোন কাজের জন্য ট্রেনিং দিবেন, তারও ব্যবস্থা

এই বিলের মধ্যে রয়েছে। অবশ্য শিশুদের সংশোধনের পর তাদের ভবিষ্যত জীবন গড়ে উঠার জন্য নানাবিধ পেশার মাধ্যমে যাতে তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তার জন্য প্রয়োজনবোধে একটা কাউন্সিলও গঠন করা যেতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সেই সুযোগ গড়ে উঠে নি। যেখানে চিলড্রেনসের গাইডেন্সের ব্যবস্থা নেই শিশুদের পরবর্তী জীবনের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার থেকে তারা দেখতে পায় নাই এবং শিশুদের অভিভাবকরাও আশা করেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম যারা অবহেলিত তাদের শিশুরাও আজকে অবহেলিতই রয়ে গেছে। এবং বামফ্রন্ট সরকারই শিশুদের জন্য সেই সুযোগ সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করছেন সেজন্যই এটা অভিনন্দনযোগ্য। এবং এই জন্য শুধু ঘরের ভিতরেই নয় আউটসাইডেও এরকম কোন সিচুয়েশান আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই। শিশুদের কল্যাণের জন্য কি ভাবে তাদের অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখা যায় সেই চিন্তা ভারত সরকার কখনও করেন নাই। এই জন্যই বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে বিল এনেছেন আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং সংগে সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছি এই বিল যাতে বামফ্রন্ট সরকার রূপায়িত করতে পারেন তার জন্য সহযোগিতা করবেন। নইলে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা সুস্থ ভাবে গড়ে তুলতে পারবেন না শ্রীমতী গান্ধী মুখে যতই বড় বড় কথা বলুন না কেন। এই বলে এই বিলকে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ--- এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল —

"The Tripura Children Bill, 1982
(Tripura Bill No. 3 of 1982). বিবেচনা করা হউক।"

প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল।

মাননীয় বিধায়ক মহোদয়দের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহোদয় আলোচ্য বিলের উপর কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবের কপি মাননীয় বিধায়কগণ পেয়েছেন। আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব উনার সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব—Mr. Dy. Speaker Sir, I hereby give notice of my intention to move the following amendments to the Tripura Children Bill, 1982 (Tripura Bill No. 3 of 1982) which has been introduced in the House on 18. 2. 1982, namely :—

AMENDMENTS

Amendment of Clause 4. 1. That in sub-clause (2) of clause 4 of the Tripura Children Bill, 1982 (hereinafter called the Bill) for the words "Chief Judicial Magistrate", the words "designated as the Senior Judicial Magistrate" shall be substituted.

Amendment of Clause 5.

2. That in sub-clause (1) of clause 5 of the Bill for the words "Chief Judicial Magistrate", the words "Senior Judicial Magistrate" shall be substituted.

Amendment of Clause 6.

3. That in clause 6 of the Bill ;—

(i) after sub-clause (1) the following shall be added namely :—

"Provided that a Board or a Children's Court may, if it is of opinion that it is necessry so to do having regard to the circumstances of the case, transfer any proceedings to any Children's Court or Board as the case may be :

Provided further that where there is any difference of opinion between a Board and a Children's Court regarding the transfer of any proceedings under the first proviso it shall be referred to the Chief Judicial Magistrate of the District for decision and in a case where the Magistrate is functioning as Chairman of a Member of the Board or, as the case may be, where the Chief Judicial Magistrate is functioning as a Member of the Children's Court such difference of opinion shall be referred to the Court of Session, and the decision of the Chief Judicial Magistrate or, as the case may be, the Court of Sessions, on such reference shall be final".

(ii) the existing sub-clause (2) shall be substituted by the following, namely :—

"(2) (a) Where no Board has been constituted for any area, the powers conferred on the Board by or under this Act, shall be exercised in that area by the District Magistrate or the sub-Divisional Magistrate as the State Government may appoint by notification in the official Gazette.

(b) Where no Children's Court has been constituted for any area, the power conferred on the Children's Court by or under this Act shall be exercised in that area by the Chief Judicial Magistrate or the Sub-Divisional Judical Magistrate."

Amendment of Clause 25.

4. That in sub-clause (2) of clause 25 of the Tripura Children Bill, 1982 :—

(i) for the words "Chief Judicial Magistrate" the word "authority" shall be substituted ,

(ii) for the figure "3" the figure "2" shall be substituted.

Mr. Dy. Speaker—এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব, তারপর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি এবং সর্বশেষে বিলের

অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দেব। বিলের ৪নং ধারার উপর আনীত সংশোধনীয় প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীয় প্রস্তাবটি হল ঃ

"That in sub-clause (2) of clause 4 of the Tripura Children Bill, 1982 (hereinafter called the Bill) for the words "Chief Judicial Magistrate", the words "designated as the Senior Judicial Magistrate" shall be substituted.

(ধ্বনিভোটে সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন আমি বিলের ৪নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ৪নং ধারাটি সংশোধীত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ৪নং ধারাটি ধ্বনিভোটে সংশোধনীত আকারে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

এখন আমি বিলের ৫নং ধারার উপর আনীত সংশোধীয় প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীয় প্রস্তাবটি হল ঃ—

"That in sub-clause (1) of clause 5 of the Bill for the words "Chief Judicial Magistrate", the words "Senior Judicial Magistrate" shall be substituted.

(ধ্বনিভোটে সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

এখন আমি বিলের ৫নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ৫নং ধারাটি সংশোধীত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ৫নং ধারাটি সংশোধীত আকারে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

এখন আমি বিলের ৬নং ধারার উপর আনীত সংশোধনীয় প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনীয় প্রস্তাবটি হল ঃ—

"That in clause 6 of the Bill (i) after sub-clause (1), the following shall be added namely :—

"Provided that a Board or a Children's Court may, if it is of opinion that it is necessary so to do having regard to the circumstances of the case, transfer any proceedings to any Children's Court or Board as the case may be :

Provided further that where there is any difference of opinion between a Board and a Children's Court regarding the transfer of any proceedings under the first provison it shall be referred to the Chief Judicial Magistrate of the District for decision and in a case where the District Magistrate is functioning as Chairman or a Member of the Board or, as the case may be, where the Chief Judicial Magistrate is functioning as a Member of the Children's Court such difference of opinion shall be referred to the Court of Sessions, and the decision of the Chief Judicial Magistrate or, as the case may be, the Court of Sessions, on such reference shall be final."

(ii) the existing sub-clause (2) shall be substituted by the following namely :—

"(2) (a) Where no Board has been constituted for any area, the powers conferred on the Board by or under this Act shall be exercised in that area by the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate as the State Government may appoint by notification in this official Gazette.

(b) Where no Children's Court has been constituted for any area, the power conferred on the Children's Court by or under this Act shall be exercised in that area by the Chief Judicial Magistrate or the Sub-Divisional Judicial Magistrate.

(সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

এখন আমি বিলের ৬নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ৬নং ধারাটি সংশোধীত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ৬নং ধারাটি ধ্বনিভোটে সংশোধীত আকারে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

আমি বিলের ২৫ নং ধারার উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। সংশোধনী প্রস্তাবটি হল—That in sub-clause 25 of the Tripura Children Bill 1982 :--(i) for the words "Chief Judicial Magistrate" the word "authority" shall be substituted ; (ii) for the figure "3" the figure "2" shall be substituted.

(তারপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া এবং সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

এখন আমি বিলের ২৫ নং ধারাটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২৫ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(তারপর সংশোধনীটি ধ্বনি ভোট দেওয়া হয় এবং বিলের ২৫ নং ধারাটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়)।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার—আমি বিলের অন্যান্য ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ২নং, ৩নং ৭নং হতে ২৪নং পর্যান্ত এবং ২৬নং হতে ৬০ নং পর্য্যন্ত। ধারাগুলি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোট দেওয়া হয় এবং ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল—বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হোক।

(তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোট দেওয়া হয় এবং বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ উপাধ্যক্ষ মহোদয়—সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল The Tripura Children Bill, 1982 (Tripura Bill No. 3 of 1982)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীদশরথ দেব—Mr. Deputy Speaker, Sir, The Tripura Children Bill, 1982 (Tripura Bill' No. 3 of 1982) as amended be passed.

মিঃ ডিপুটী স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রস্তাব হলোঃ—"The Tripura Children Bill 1982 (Tripura Bill No. 3 of 1982) as amended be passed."

(তারপর প্রস্তাবটি ভয়েস ভোটে দেওয়া হয় এবং আলোচ্য বিষয়টি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডিপুটি স্পীকারঃ---সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সভার সর্বশেষ যে কর্মসূচী সেটা প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশন। এই রিজিউলিশনের বিষয়বস্তু ছিল --- এই বিধান সভা অল ইণ্ডিয়া রেডিও, আগরতলা কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক ও উস্কানীমূলক সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর অসমাপ্ত আলোচনা এখন আরম্ভ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, গত দিনে আমার আলোচনার মধ্যে আমি উল্লেখ করেছিলাম যে আকাশবাণী আগরতলা শুধু অসত্য সংবাদ পরিবেশন করছে তা নয় এখানকার বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী শক্তিগুলিকেও উস্কানী দিচ্ছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকারের যে সমস্ত বিরোধী শক্তি আছে তাদের সমস্ত খবর এই আকাশবাণী প্রচার করে থাকেন। আজকে এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কাউনসিলের কাছে দৈনিক সংবাদ নে আবেদন করেছিল এবং তার উত্তরে প্রেস কাউন্সিল কি বলেছে সেটা এখানে উল্লেখ করছেন। দৈনিক সংবাদ এই সরকার বিরোধী তার কাজ কর্ম প্রচার করছে। প্রেস কাউন্সিল তার এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে। গত ৩১শে মার্চ ১৯৮১, দৈনিক সংবাদ তার সম্পাদকীয়তে লিখেছিল যে সরকার জোর করে শরণার্থীদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এবং মুখ্যসচিব সম্পর্কেও নানা আপত্তিকর সংবাদ এই সম্পাদকীয়তে রাখা হয়। রাজ্য সরকার তরা এপ্রিল সরকারের নীতি প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে যারা শরণার্থী তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা সেখানে দেখলাম আকাশবাণী কোন সংবাদ প্রচার করল না। কিন্তু দৈনিক সংবাদ যেটা প্রকাশ করার জন্য চেষ্টা করেছিল সেটাই আকাশবাণী প্রচার করল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত জুনের দাংগা হয়েছে। তারপর থেকে বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী শক্তিগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে যাতে এখানে আইনশৃঙ্খলার পতন ঘটানো যায় এবং এই সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করা যায় তারই চেষ্টা করে আসছে। আজকে সেই কাজে সবচাইতে বেশী অগ্রগন্য ভূমিকা নিয়েছে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র। আমি দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি--- গত ১৫।২।৮২ইং তারিখে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে যে বার বার ডিজেল, পেট্রোল ইত্যাদির দাম বাড়াতে গরীব মানুষের বিশেষ

ক্ষতি হচ্ছে। এই সভায় আলোচনা হয়েছে। এক বৎসরের মধ্যে চার বার এগুলির দাম বাড়ানো হয়েছে এবং তারফলে এখানে পরিবহন ব্যবস্থার উপর একটা চাপ এসে পড়েছে। যার ফলে রাজ্য সরকার বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। এটা প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে কেন বাসের ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু আকাশবাণী আগরতলা এই বাস ভাড়াকে কেন্দ্র করে যারা এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার পতন ঘটাতে চায় তাদেরকে উস্কানী দিয়েছে। শুধু তাহাই নয়, এখানে এই পরিপ্রেক্ষিতে যারা স্ট্রাইক ডাকার জন্য উদ্যোগী হলেন তাদের খবর আকাশবাণী প্রচার করেছে। কিন্তু সরকার কেন বাস ভাড়া বাড়ালেন তার কারণ কি সমস্ত প্রেস রিলিজে প্রকাশ করেছেন কিন্তু সেই খবর আকাশবাণী প্রকাশ করল না। এখানে আগরতলা শহরে রাস্তার উপর অসংখ্য দোকানঘর গজিয়ে উঠেছে। রাস্তা জাম হয়ে গেছে। বাস এবং টি, আর, টি, সির বাস চলাফেরা করতে পারে না। এখানে মানুষের জীবন নিরাপত্তা জড়িত। সেখানে রাজ্য সরকার প্রেস নোটে বলেছেন যে এই এই কারণে পৌরসভা এই ব্যবস্থা নিচ্ছে। কারণ এই ব্যাপারে মানুষের জীবন মরণের সমস্যা জড়িত। যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, আজকে একটা মানুষের জীবনমরণ সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে কোন সময়ে যে কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে সেটা আকাশবাণী প্রচার করবে না। কিন্তু যারা বে-আইনী দখলদার তাদের উস্কানী দেবে। এবং এই সব কাজের যারা উস্কানী দিচ্ছে সেই ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে শুরু করে তাদের খবর বেশী বেশী করে প্রচার করে। আমাদের সরকারের নীতি আছে এই সব জমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য, কিংবা বেকার সমস্যা দূর করতে দোকান দেওয়ার জন্য। কিন্তু এই সমস্ত কথা আকাশবাণী প্রচার করছে না বলে বেশীর ভাগ মানুষই বুঝতে পারছে না। যারা আইন শৃঙ্খলার পতন ঘটাতে চান তাদের কথা আকাশবাণী বলেন। সবচেয়ে বেশীই বলেন। শুধু এটাই নয়, গত ২০শে নভেম্বর বীরচন্দ্র মনুতে দুবৃত্ত দল বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা আক্রমণ করেছিল এতে একজন পুলিশ অফিসার আহত হয়েছেন এই ঘটনা আজকে সবাই জানে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, গণমুক্তি পরিষদ বিবৃতি দিয়েছিল এই ঘটনার নিন্দা করে যে তারা এই সমস্ত কাজ সমর্থন করেন না। কিন্তু আকাশবাণী অত্যন্ত সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে। যাতে ত্রিপুরার মানুষের কাছে এই ধারণা সৃষ্টি করা যায় যে, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদ এই সমস্ত উগ্রপন্থী কাজ সমর্থন করে। এর ফলে সাধারণ মানুষ ভুল বুঝছেন। বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী এসেছেন। কিন্তু এই শরণার্থীদের নিয়ে বিরোধীরা রাজনীতি করতে চাইছেন। কিন্তু সরকার সব সময়ই বলে আসছেন ১৯৭১ সালের পরে যারা এসেছে তারা যে কোন সম্প্রদায়েরই লোক হউক না কেন তাদের আমাদের রাজ্যে জায়গা দেওয়া যাবে না। যে সব শরণার্থী এসেছেন সরকার তাঁর ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তাদের রাখার ব্যবস্থা করেছেন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, তাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যতটুকু সম্ভব, আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে তা দিয়ে শরণার্থীদের দেখা হয়েছে। এই শরণার্থী শিবিরে ১৫০ জনের মত লোক মারা গেছে। এই খবরটা সরকারের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে সরকার সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন, মেডিক্যাল টীম সেখানে পাঠানো

হয়েছে কিন্তু আকাশবাণী ১৫০ জন লোক মারা গেছে এই খবর দিয়েই খালাশ। ডাক্তারদের যে টীম পাঠানো হয়েছিল, কিংবা প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এই সমস্ত খবর বেমালুম চেপে গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের, ফিক্সড স্কেলের কর্মীদের ১৫ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য কর্মচারীদের এক-কালীন মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়েছে তা সরকারী প্রেস নোটে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আকাশবাণী সে খবর প্রচার করেনি। একটা দিনের জন্যও বললেন না। বিশেষ করে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অন্যান্য কর্মচারী থেকেপিছিয়ে পড়ার মানুষ। এই শ্রেণীর কর্মচারীরা এর জন্য হতাশ হবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আকাশবাণী এই দিকটা একটুও চিন্তা করল না। তারা সেই খবর চেপে যেতে পারল। আমরা দেখেছি, দাঙ্গার সময় ১৪০০ এর মত লোক খুন হয়েছে, ৩৫ হাজার লোকের ঘর-বাড়ী পুড়ে গেছে, ৩ লক্ষের মত লোক শরণার্থী হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে, সরকারের ত্রাণ তহবিলে সাহায্য দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিপন্ন মানুষের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ সাহায্য করেছেন। কিন্তু আকাশবাণী এই সমস্ত সাহায্যের খবর প্রচার করেন নি। এই খবর প্রচার করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও করা হয় নি। যদি এই খবর প্রচার করতেন আকাশবাণী আগরতলা, তাহলে সাহায্যের পরিমাণ আরো বাড়ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। আজকে আমাদের সাহায্যের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কেন না, রাজ্যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে। এই ক্ষতির কাজে সাহায্য করার জন্য আকাশ বাণী সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তারা এই খবর প্রচার করলেন না। অসংখ্য মানুষের সাহায্যের দান ত্রিপুরার মানুষের মন থেকে এই ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। এক দেড় বছরের এই ভয়াবহ স্মৃতি আর কারো মনে নেই। কিন্তু এই কাজগুলির কথা আকাশবাণী এক দিনের জন্যও প্রচার করে নি। ৮. ৭. ৮১ আকাশবাণী আগরতলা খবর দিল মাননীয় "মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের শিল্পের রাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন"। অথচ মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্র মন্ত্রীর আলাপ হয় নি। এই বিধান সভার সময়ও দেখলাম ত্রিপুরী সংবাদ প্রকাশ করা হয় যে, মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন দাস গত শুক্রবার প্রস্তাব এনেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাব আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমরা জানি, এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নি। আজকে তারা সেটা প্রকাশ করল আমরা জানি আকাশবাণী আগরতলার যিনি সংবাদ পরিবেশন করেন, এখানকার আকাশবানীর সংবাদ দাতা শ্রীহেরম্ব ব্যাজ বড়ুয়া, তিনি কোন ধরণের লোক আমি জানিনা এইটুকু জানি যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির সংগে ইন্টার স্টেট পুলিশ ওয়্যারলেস-এর মাধ্যমে সমস্ত খবর আদান-প্রদান করে থাকেন। এখানকার ইন্টার স্টেট পুলিশ ওয়্যারলেসের যিনি ইনচার্জ তার কাছে উনি টেলিফোন করে সমস্ত খবর জেনে নেন। এটা শুধু আমার বক্তব্য নয়, অনেক সাংবাদিক বন্ধুর কাছে এই ব্যাজ বড়ুয়া গর্ব করে বলেছেন এই কথা বলেছেন। অথচ এই আই. এস. পি. ডাবলিউ, এমন একটি সংস্থা যেখান থেকে কোন কর্মচারী কোন খবর সংগ্রহ করতে পারবে না এবং এখানকার যিনি স্পেশাল ইনচার্জ তারও দায়িত্ব যাতে এখানকার কোন খবর প্রকাশিত হয়ে না পড়ে।

এই ব্যাজ বড়ুয়া এত বেশী উদ্ধ্যতপূর্ণ যে বিগত উপনির্বাচনে বিশালগড়ের একটা পুলিং বোথে ঢুকে পড়েন। সেই পুলিং বুথের প্রিসাইডিং অফিসার তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি বেশ বললেন---আমি আকাশবাণীর সংবাদ দাতা। কাজেই পুলিং বুথ দেখার অধিকার আমার আছে। সংবিধানের কোন্ ধারায় তিনি এই ক্ষমতা পেয়েছেন আমার জানা নেই। শুধু তাই নয়, এই বিধান সভায়ও একটা নিয়ম নীতি আছে। এই বিধান সভাতেও তিনি টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসেন বক্তৃতা রেকর্ড করার জন্য। স্যার, আজকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলছেন সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদেশীদের হাত আছে। এই সভাতেও অনেকবার আলোচনা হয়েছে যে থাইল্যাণ্ড অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখানে খৃষ্টান মিশনরীদের দ্বারা কাজ করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা স্বীকার করেছেন যে একজন সংবাদদাতার যতটুকু কাজ করার দরকার, তার বেশী যেন না করেন। আজকে উনি যে ভাবে গোয়েন্দাগিরি করছেন, সমস্ত খবর পাচার করার জন্য উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তার সংগে যদি সাম্রাজ্যবাদীদের কোন যোগাযোগ থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই কারণ আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখানে অত্যন্ত সুকৌশলে ভাতৃঘাতী দাঙ্গা ঘটিয়েছে। সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অশান্তির সৃষ্টি করছে, এখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে তারা নূতন নূতন ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে তুলছে। আজকে এই ধরনের একটা লোক যদি এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গার মধ্যে থাকে তাহলে ত্রিপুরার পক্ষে যে কোন সময় একটা মারাত্মক বিপদ হতে পারে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই এই জন্য যে তিনি আকাশবাণী আগরতলার সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কাজ করার জন্য, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে কাজ করার জন্য, জাতিতে জাতিতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ লাগানোর জন্য যে ধরনের কাজ করছে তার প্রতিবাদে তাঁর বক্তব্য রাখার যে উপস্থিতি সেটাকে বর্জন করেছেন। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মত নয়। এখানে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে যারা কাজ করছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের কোন মতেই মেনে নেবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদেরকে বরদাস্ত করবে না। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের চর, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উস্কানি দিচ্ছে, এই বিধান সভার মধ্যেও আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উগ্রপন্থীরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আকাশবাণী আগরতলা বিন্দু-মাত্র খবর প্রকাশ করে না, নিশ্চুপ থাকে, এখানকার মানুষদেরকে সতর্ক হতে সাহায্য করে না, এই আকাশবাণীকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কোন মতেই বরদাস্ত করবে না। আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আকাশবাণী বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর উপস্থিতি বর্জন করেছেন। তার কারণ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই আকাশবাণীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন, আকাশবাণীর এই কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন। সেই দিক থেকে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব বুঝে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য আমাদের হাতে সময় খুব কম, কাজেই আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় আজকে হাউসে আকাশবাণী আগরতলা সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন সে

সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আকাশবাণী আগরতলা কেন, যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই সমালোচনা করা যায়। কারণ কোন প্রতিষ্ঠানই সমালোচনা উদ্দেশ্য নয় এবং থাকাটাও উচিৎ নয়। কিন্তু হাউসে এই প্রস্তাব এনে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তাতে এটা স্পষ্ট যে ক্ষমতাসীন দল রাজ্য প্রশাসনের মসনদে বসে ত্রিপুরার সমস্ত প্রতিষ্ঠান, অটোনমাস প্রতিষ্ঠান গুলিতেও তারা তাদের দলীয় রাজনীতির অধিকার ভুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেরতন্ত্রের একটা চরম উদাহরন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে বামফ্রন্ট সরকার যদি বলতে চান যে এখানে যত প্রতিষ্ঠান থাকবে, যত সংবাদ দাতা থাকবে তাদের.ক বামফ্রন্ট সরকারের দলীয় মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতে হবে, দলীয় মুখপাত্রের মত কথা বলতে হবে তাহলে পরে এখানে কোন প্রতিষ্ঠানই থাকতে পারবে না। এই আকাশবাণী আগরতলার প্রতিষ্ঠানকে দলীয় মুখপাত্র হিসাবে ব্যবহার করার---জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে,, তাতে আমার মনে হচ্ছে এখানে আকাশ বাণীর প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এমনভাবে সমালোচনা করছে, এমনভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এই রেডিও স্টেশানের কাজকর্মের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে এটাকে সংকটের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মা, যিনি ত্রিপুরী ল্যাংগুয়েজে ট্রেনিং দিয়ে পাশ করে এসেছেন, তিনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, ত্রিপুরার এই পিছিয়ে পড়া সমাজের প্রতি তার দরদ অকৃত্রিম এবং তার তুলনা নেই। এই আকাশবাণী আগরতলা প্রতিষ্ঠানে প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে নিযুক্তির পর ত্রিপুরী ভাষায় যে বৈচিত্র এসেছে এবং আমাদের সংস্কৃতিতে অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলার মাধ্যমে যে বিকাশ ঘটেছে সেটাকে যুগান্তকারী বলা যায়। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই নরেন্দ্র দেববর্মার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন অভিযোগ তুলে তার বিরুদ্ধে ইনকোয়ারী করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর যদি সাহস থাকে তাহলে এই হাউসে তিনি সেই ইনকোয়ারী রিপোর্ট পেশ করুন। আমার মনে হয় না সেই রিপোর্ট তিনি এই হাউসে প্লেস করতে সাহস পাবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এমন করে আজকে নরেন্দ্র দেববর্মার মতো চারদিকে সমগ্র ত্রিপুরার রেডিও শ্রোতারা চেয়ে আছে একটা বিরাট আশঙ্কা নিয়ে। কিন্তু তাকে আজকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমি এর আগেও বলেছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার আপনারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, আপনারা মিস্ গাইড হচ্ছেন এই সরকারের দ্বারা। আমাদের ত্রিপুরার উপজাতিদের সর্বনাশ আপনারা করছেন, আপনারা আমাদের এই সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছেন কাজেই আমরা আহ্বান জানিয়েছিলাম যে শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মাকে কোন অবস্থাতেই যাতে সরানো না হয়। তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আছে সেগুলি ক্ষতিয়ে দেখতে হবে এবং সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে, যদি এমন কিছু অভিযোগ প্রমানিত হয়ে থাকে তাহলে এই হাউসে মিঃ স্পীকারের কাছে প্লেস করা হোক। দলীয় মুখপত্র হিসাবে এক একটা অভিযোগ এনে আমাদের হেস্তনেস্ত করার চেষ্টা করছেন। এইভাবে তারা একটা ক্ষুদ্র এবং পিছিয়ে পড়া এবং ডিপ্রাইভড্ জাতির সমস্যাকে কি করে বাতিল করা হচ্ছে তার চক্রান্তকারী হিসাবে এই চক্রান্তকারীরাই আজকে এই প্রস্তাব রাখছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এই আকাশবাণী সমালোচনার উর্ধে

থাকতে পারে। আমরা দেখেছি জেলা পরিষদ নির্বাচনের সময় আমরা বহু স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম কিন্তু আমাদের স্টেটমেন্ট সেখানে প্রচার করা হয়নি এবং আরও দেখেছি শ্রীজয়ন্ত কুমার দেববর্মার মৃত্যুর সময় এই শাসক দলের পক্ষ থেকে একটা প্রেস রিলিজ দিয়েছেন কিন্তু আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একটা প্রেস রিলিজ দিয়েছিলাম কিন্তু আকাশবানীতে সেটা প্রকাশ করা হয়নি। এইভাবে যখন আমরা বিরোধী দলরা ডিপ্রাইভড্ হচ্ছি তখন শাসক দল সমালোচনা করছেন বা অভিযোগ করছেন যে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এই সমস্ত করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের এই ক্ষমতাসীন দলের মানসিকতা সম্পর্কে পরিস্কার হয়েছে জনসাধারণ। তারা বলতে চান যে এই বিরোধী দলের কন্ঠস্বর এই আকাশবানীতে পৌছাতে পারবে না এবং এখানে সাধারণ মানুষের যে সমস্ত বাস্তব অভিযোগ এবং সমস্যা তুলে ধরা হয় সেগুলি সাংবাদিকরা অর্থাৎ শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্যের মতো লোক তাঁরা রেডিওতে গিয়ে বিধান সভার সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারবেন না। উপজাতি যুব সমিতি সম্পর্কে রেডিওতে যদি কোন খবর প্রকাশ করতে হয় তাহলে বলতে হবে এম, এল, এ শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বিধায়করা দাঙ্গা করছেন, তাঁরা মান্দাইয়ের হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছেন এবং আমরা নাকি দিল্লীতে গিয়ে পৌছতে পারি না কলিকাতায় গিয়ে কিছু বাজার করে নিয়ে আসি। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যখন এই সমস্ত আলোচনা করা হয় তখন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন কারণ মন্ত্রীর কথাতো বিশ্বাস করতেই হবে কাজেই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর উপর তারা যে ক্ষিপ্ত হবেন, এটাতে আর আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এমনি করে আজকে আমরা দেখেছি এই শিল্প মন্ত্রী এবং পাবলিসিটির মিনিষ্টার অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী আজকে এই বিধান সভায় একজন সাংবাদিককে বকাবকি করেছেন যে, এইভাবে দিতে পারবেন না, এই সমস্ত নিউজ রেডিওতে দিতে পারবেন না, এমনি করে সামনাসামনি অর্থাৎ মুখোমুখি আক্রমণ করেছেন তাই আমি বলছি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা হচ্ছে একটা স্বৈরতন্ত্রের প্রতিভু। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই আমি আহ্বান জানাচ্ছি এক একজনের বিরুদ্ধে আক্রমন করে আজকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর যে অবস্থা শাসকদল সৃষ্টি করতে চান সেটা এখানকার হাউসে হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই প্রস্তাব পাশ করতে পারবেন।

(রেড লাইট)

এবং হাউসের বাইরে তার প্রতিক্রিয়ার জন্য আপনারা দায়ী থাকবেন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানাবো এইভাবে তাঁরা বিভ্রান্ত না হয়ে শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মার ট্র্যান্সফার স্থগিত রাখুন এবং ত্রিপুরার উপজাতিদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন তার কর্মযজ্ঞকে সফল করে তোলার জন্য মাননীয় দেববর্মার ট্র্যান্সফার স্থগিত রেখে তাকে এইখানে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক এই আবেদন আমি জানাবো। এবং সেই সঙ্গে আকাশবানীকে বলবো উপজাতি যুব সমিতির অভিযোগ আপনারা কম করে তুলছেন। বামফ্রন্টের সমালোচনায় আপনারা বিভ্রান্ত হয়ে যে সমস্ত করছেন এটা করা ঠিক নয়। এটা আমাদের এই ৪।৫ জন বিধায়কদের অভিযোগ নয়, এটা ৬ লক্ষ উপজাতিদের একটা সমস্যা নিয়ে আমরা কথা বলছি, আমরা তাদের প্রতিনিধি শুধু তাই নয় এই

হাউসে আমরাই একমাত্র বিরোধী দলের সদস্য, আমরাই একমাত্র বিরোধী দল কাজেই আমাদের বক্তব্যকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে এই আকাশবানীতে প্রচার করতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিনহা—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এখানে অল ইণ্ডিয়া রেডিও সম্পর্কে যে প্রস্থাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা জানি যে বর্ত্তমানকালে সবচেয়ে বলিণ্ঠ প্রচার মাধ্যম হচ্ছে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে তিনটি প্রচার মাধ্যম, সেগুলি হলো রেডিও, টেলিভিশান, সিনেমা এই তিনটি মাধ্যমকেই সর্ব্বশ্রেণ্ঠ মাধ্যম বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু একটা শ্রেণী সামন্তের স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য সেই সমস্ত মাধ্যমগুলিকে যদি ব্যবহার করা হয় সেটা আজকের দিনের কোন নুতন ঘটনা নয়। কারণ হিটলারও একদিন তার ফ্যাসিবাদকে রক্ষার জন্য গুয়েভেলস্‌কে প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গুয়েভেলসীর কায়দায় আজকেও ভারতবর্ষের মধ্যে চলেছে। সমস্ত ভারতবর্ষে যখন অর্থনৈতিক সংকট চলছে তখন শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে বন্ধক দিতে যাচ্ছেন ঠিক এই সময় ভারতবর্ষের সর্বত্র এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। ভারতবর্ষের শ্রমিক, কৃষক এবং মেহনতী মানুষ এক সাথে লড়াই করছে। ইন্দিরা গান্ধী আজকে এই সমস্ত উল্টা-পাল্টা সংবাদ রেডিওতে পরিবেশন করছেন। সমস্ত শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রামে বিভ্রান্ত আনবার চেণ্টা করছেন কিন্তু তার ব্যাতিক্রম ত্রিপুরাতে কোন অংশে হবে এটা আশা করা যায় না তাই এই ত্রিপুরারাজ্যও আক্রান্ত হচ্ছে। রেডিওতে খবর প্রচার করার যে দায়িত্ব আছে সেটা পালন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। রেডিও খুললেই দেখা যায় ইন্দিরা গান্ধীর খবর শেষটা পর্য্যন্ত। এইভাবেই আজকাল রেডিওর কাজকর্ম পরিচালনা করা হয়। তার মধ্যেও কিছু কিছু সৎসাংবাদিক সঠিক সত্যটাকে পরিবেশন করতে চেণ্টা করছেন। আমি এই ব্যাপারে কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারি। যেমন কিছুদিন আগে দেখলাম ১৯ তারিখে সারা ভারতবর্ষব্যাপী যে ধর্মঘট হয়ে গেল তাতে অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরাতেও সমস্ত অফিস আদালত বন্ধ ছিল। গাড়ী, রিক্সা কিছুই চলেনি। কিন্তু আগরতলা রেডিও বলেছে যে বন্ধ কোথাও পালন হয়নি। এই বন্ধে দোকান পাট বন্ধ হওয়ার কথা না, কিন্তু দোকান পাটও বন্ধ ছিল সেই অবস্থায়ও তারা বলছেন যে কোথাও বন্ধ পালন হয়নি। কাজেই এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায়না। কাজে কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও যাতে এইভাবে ভুল খবর না জানিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত না করে। কিছুদিন আগে দেখলাম মহাবীর বাগানে টি স্ট্রাইক্ হয়ে গেল। অর্থাৎ চা বাগানের শ্রমিকরা স্ট্রাইক্ ডেকেছিল একদিন স্ট্রাইক হওয়ার পর মালিক পক্ষের সংগে তাদের ফয়শালা হয়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে অনবরত প্রচার করতে দেখলাম যে মহাবীর চা বাগানে ৪-৫ দিন সমানে স্ট্রাইক্ চলছে। এই খানকার প্রাইভেট সেক্রেটারী, অর্থাৎ মালিক

পক্ষের হয়ে তারা প্রচার করছেন। স্ট্রাইক শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাদের প্রচার শেষ হয়নি। অর্থাৎ অসত্য তথ্য তারা পরিবেশন করেছে। এইভাবে তারা অসত্য তথ্য পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আর একটা বিস্ময়কর জিনিষ হচ্ছে আপনার পি, টি, আই অর্থাৎ প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া যে সংবাদগুলি দেয় অর্থাৎ আপনার যে নিউজ রিলগুলি এখানে আসে সেইগুলি অল ইণ্ডিয়ার রেডিও অফিস থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গোপনে বিক্রী করে দেয়। অর্থাৎ পি, টি, আই যে সংবাদ গুলি এখানে পাঠাচ্ছে সেগুলি অল ইণ্ডিয়া রেডিও গোপনে বিক্রী করার এইখানে একটা ভাল ব্যবসা খুলে বসেছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর থেকে আর কোন বড় মাধ্যম ত্রিপুরাতে নেই। গত ১১ তারিখে অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি বসার আগের দিন ইংরেজী যে বুলেটিন দিল্লী থেকে রিলে করে শুনানো হয়, তা ২ মিনিট পরে শোনা গেল। দুই মিনিট পরে বলা হল যে দিল্লী কেন্দ্র থেকে ইংরাজী সংবাদ শুনানো হচ্ছে। এই সংবাদ ২ মিনিট পরে ক্যাচ্ করা হল। পরে খবর নিয়ে জানা গেল যে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর যিনি কর্তৃপক্ষ আছেন তিনি একটা বিশেষ রঙীন আসরে মত্ত ছিলেন, যার জন্য সংবাদটা ঠিকমত ক্যাচ্ করতে পারেনি। তারপর বলছি, নরেন বাবুর চোখ বা কান আছে কিনা জানি না, যিনি বাংলা সংবাদ পড়েন তার জন্য একটা আলাদা ডিক্‌শনারী খুলতে হবে, উনার প্রনান্‌সিয়েশনের জন্য শব্দবিজ্ঞান তৈরী করতে হবে, কেননা উনি যে ধরনের উচ্চারণ করেন তা কেউ বুঝতে পারেনা, অনেক সময় দেখা যায় সংবাদ পড়তে পড়তে তিনি হঠাৎ থেমে যান, থেমে গিয়ে হঠাৎ বোমার মত একটা শব্দ বের করেন। কিন্তু তাকেই প্রশংসা করেন নগেন বাবুরা। আকাশবাণী একটা তামাশার জায়গা ? কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম নিউজ চলাকালীন হঠাৎ বলা হল মোমটা কই ? যেখানে অল ইণ্ডিয়া রেডিও সংবাদ প্রচার হয় সেখানে হঠাৎ করে বলা হচ্ছে মোমটা কই ? এটা কি একটা তামাশার জায়গা ? আমরা সবাই অর্থাৎ জনগন যারা আছে তারা গিয়ে তাদের ড্রয়ার থেকে মোমটা বের করে দেবে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও একটা কি তামাশার জায়গা? এই ধরনের অপদার্থতা রেডিও সেন্টারে থাকলে আমরা কি করে তার উপর নির্ভর করে থাকতে পারি ? তারপর কয়দিন আগে দেখা গেল নিউজ প্রোগ্রামগুলি যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে পদার্থ বলে কোন জিনিষ নাই। আমাদের রেডিও সেন্টারে ৩জন প্রোগ্রাম এক্‌জিকিউটিভ আছেন। ১জন প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ আছেন যিনি বিশেষ কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী বলেছেন সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্ত এখানে কাজ করছেন। আমি সেটা প্রমান করে দিচ্ছি। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যিনি নিউজ এডিটর আছেন, তিনি বি, এস, এফ কামড়ায় পি, আই, জি বা আরমিদের বড় বড় অফিসারদের সাথে রাত্রি কাটান। তাদের হাত করে তাদের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করেন। ঠিক তেমনিভাবে কুঞ্জবন এম, এল, এ হোস্টেলের পাশে বাংলাদেশ ভিসা অফিসটা যেটা রয়েছে সেখানে তিনি নৈশ যাপন করেন। এখন তা সবাই বুঝতে পেরেছে। অরুন্ধতীনগর খৃষ্টান মিশনারীদের ঐখানে তিনি কি করেন ? এইভাবে বাংলাদেশ ভিসা অফিস, বি, এস, এফ, মিলিটারী এবং খৃষ্টান মিশনারীদের সংগে যোগাযোগ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত দিয়ে যাচ্ছে। তারা সারা ভারতবর্ষের সংহতিকে টুকরা টুকরা করার জন্য ব্যস্ত গোটা ভারতবর্ষের সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতীতে জাতীতে বিভেদ লাগাবার জন্য তারা ব্যস্ত। আর একটা জিনিস নগেনবাবু বলছেন নরেন্দ্রবাবু

খুব ভাল লোক। তিনি কক্‌বরক ভাষার উৎকর্ষে৷ সৃষ্টি করেছেন। কক্‌বরক ভাষা যদি এইটা হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আর যারা কক্‌বরকভাষী আছেন তারা কেউ কক্‌বরক জানেনা। অনেককে বলতে শুনেছি নরেন্দ্রবাবু কিতা কক্‌বরক্ ভাষায় খবর পড়ে। অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক কক্‌বরক। ইতা কিছু বুঝিঁনা। ত্রিপুরায় আর যার কক্‌বরক ভাষায় কথা বলেন তাদের ভাষা ঠিক না। তাদের আবার কোর্ট ল্যাংগুয়েজ আছে কিনা জানিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনার সময় হয়ে গেছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ---স্যার আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিতে হবে। আমি আসল প্রস্তাবটী নিয়েই ত এখন পর্য্যন্ত আলোচনা করতে পারিনি। দিল্লীতে মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস যখন প্রশ্ন তুললেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রোগ্রাম সম্পর্কে, আমরা বাঙালীর সংবাদ, উপজাতি যুবসমিতির দাংগার সংবাদ দাঙ্গা করবার জন্য যতগুলি সংবাদ সেখানে পরিবেশন করেছেন তাদের হয়ে এমন কোন সংবাদ পরিবেশন করা হয়নি। অজয় বিশ্বাস প্রশ্ন তুলেছিলেন এটা কি করে হবে? রুলিং পার্টি যে স্টেইটে থাকবে নিউজ এর মধ্যে তার একটা বিগার পারসেন্‌টিজ তাদের হবে আর বাকী পারসেন্‌টিজ বন্টন করে অন্য সংবাদ পরিবেশন করা হবে। লক্ষ্মী পূজার দিন লাউ, কলা, চাউল ইত্যোদি খাওয়া হল। আজকে মিঠা লাউ রান্না হবে, খাওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিকেল স্টেইটমেন্ট সেই মিঠা লাউ-এর সঙ্গে মিশে গেছে। পার্লামেন্ট সেই প্রশ্ন তোলার পর সংবাদের ভার এবং সম্পূর্ণ যে টাকাটা তার দায়িত্ব সি, আই, এর এজেন্টকে দেওয়া হল। সেই সি, আই, এর এজেন্ট সেখানে যে হিসাবটা দিলেন তাতে বামফ্রন্ট গভর্ণমেন্টর আইটেমই বেশী দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা তা দেখতে পাইনা। এখনও কোন একটা কেবিনেট মিটিংএ বা প্রেস মিটিং-এ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কোন মানুষকে আমরা দেখতে পাইনা। অর্থাৎ ইচ্ছা করেই তারা থাকে না। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতিকে গরীব মানুষের অগ্রগতিকে ইগ্‌নর করে ত্রিপুরার মধ্যে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে কক্‌বরক ভাষার প্রোগ্রাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, এখানে শহরের কিছু আধা কক্‌বরক আধা বাংলায় মিশানো সংবাদ পরিবেশন করা হয়। রামায়ন মহাভারতের মত ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক রূপকথা আছে, অলিখিত ভাবে এই ধরনের একটা বিরাট কালচার এর সম্ভার পরে রয়েছে সেটাকে খুজে এনে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে রেগুলার রূপকথা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন পোগ্রামের মধ্যে রেখে সেইটাকে পরিবেশন করার ন্যূনতম প্রচেষ্টাও করা হয় না। কেবল মাত্র আগরতলা শহরের কিছু কিছু দালাল ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে শিশুমেলা প্রোগ্রামটি প্রচার করা হচ্ছে, যারা কক্‌বরকের "ক" ও জানে না তাদেরকে নিয়ে। আজকে দেখা যায় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধ বৎসর পালন করা হচ্ছে। অথচ একমাত্র মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বেই এই আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বৎসর পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, একদিকে যেমন চলন্ত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা তেমনি অন্যদিকে চলছে তাদের সুবিধার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহন করা আর এই

আজ পর্য্যন্ত অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলার রাজবাড়ী থেকে দুই মিনিটের একটা পোগ্রামও তারা রাখেন নি। তারপর গত বছরের আগের বছর এই শিশু বৎসরকে উপলক্ষ করে যখন ত্রিপুরার মধ্যে দশটি চিল্ড্রেন হোম প্রত্যেকটি নোটিফাইড এরিয়ার আণ্ডারে করা হয়েছে এবং তার জন্য উপরন্তু কিছু টাকা খরচ করা হয়েছে এই সম্পর্কে আমি ব্যক্তি গতভাবে বার বার বলার পরেও কিছু প্রচার করা হয়নি, এমন কি চিল্ড্রেন হোম এর ডাইরেকটার শক্তি চক্রবর্ত্তী তিনি নিজেও এই ব্যপারে যোগাযাগ করেছেন, এইভাবে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা তাকে উপেক্ষা করে গেলেন। অথচ তারা ইচ্ছা করলেই কিন্তু এই পোগ্রামটা রাখতে পারতেন। তারপর কৃষি পোগ্রামের ব্যাপারে—সেটাকে এখন কিভাবে প্রকাশ করা হয়। সেটাকে সকাল বেলা প্রকাশ করা হয় যখন কৃষকগণ মাঠে থাকেন তখন তাদের মনের কথা রেডিওতে পরিবেশিত হয় এবং যখন কৃষকরা আউস ধান মাঠ থেকে ঘরে কেটে নিয়ে আসে, তখন বলা হয়, এখন আউস ধান রোপন করার ভাল সময়। আসলে কি জানেন কৃষকদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নাই। এই ধরনের সব পোগ্রাম তারা পরিবেশন করেন; তারপর আসুন উপনিবাচনের ব্যাপারে বিশালগড়ের নবীন নগর ভোট কেন্দ্রে যখন মহামান্য সি, আই এর এজেন্ট এসে ঢুকেছেন, তখন তাকে সেখানে বাঁধা দেওয়া হলো, তাকে বলা হলো যে, ইলেকশান কমিশনারের পারমিশান ছাড়া আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তখন তিনি তার টেপরেকডিংটা চালিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, আমাকে ঢুকতে দিতে হবে, না হলে আমি অসুবিধায় পরব। তখন তাকে বলা হয়েছে আপনি ওটাকে গুছিয়ে নিয়ে চলে যান, না হলে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবে, এই কথায় তিনি অশ্লীল ভাষায় নানা কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। আজকে শুধু এইটাই একটা ঘটনা নয় এই রকম আরও অনেক ঘটনা আছে সেগুলিকে ঠিকমত রিপ্রেজেক্ট করা হয় না। যেমন পল্লী গীতি ইত্যাদি ইত্যাদি এই ত্রিপুরা বিধানসভাতে আমরা এই জন্য বার বার লড়াই করেছি, এই ব্যাপারে রিজ লিউশ্যান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের মদের পোগ্রামের জন্য দুই মিনিট দেরী করতে পারে। আমাদের পূর্বতন মানব গোষ্ঠির বিকাশের জন্য একটা পোগ্রাম দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা তারা আজ পর্য্যন্ত পরিবেশন করেনি। তারপর রেডিওতে যে স্টেটমেন্টগুলি দেওয়া হয় তাতে দেখা যায় আগরতলার কোন গলির পেছনের দিকে কার বাড়ীর পেছনের বাড়ীর অমুক কংগ্রেস (ই) এর লোক মারা গেছে এবং তার সেখানে হাজার হাজার লোক আসা যাওয়া করছে। অথচ গিয়ে দেখুন সেই সামনের বাড়ীর মানুষ হয়তো জানেই না যে কে এই কংগ্রেস (ই) এর লোক। তারপর দেখুন কমিটি ফর্মেশানে ব্যাপারে কোন মার্শাল চক্রবর্ত্তী নাকি খোয়াইতে কি করেছেন, ঐ রেডিও সেন্টার তা জানে। অথচ কে এই মার্শাল চক্রবর্ত্তী আমরা কিন্তু জানি না। উপজাতি যুব সমিতির নিউজ, আমরা বাঙ্গালীর নিউজ, আনন্দ মার্গীদের নিউজ প্রভৃতি সমস্ত রকমের সম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম শক্তির মাধ্যম এই অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে ব্যবহার করা হয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে। আজকে আমরা এখানে দাবী রাখতে চাই যে, আমাদের ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি থেকে, মার্কসবাদী কমিনিস্ট পার্টি থেকে, বস, এফ-আই ইত্যাদি থেকে যদি কোন স্টেটমেন্ট দেওয়া হয় বা যদি কোন ঘটনা হয় তাহলে তারা সেটাকে তিন দিন পরে যখন খবরটা বাশী হয়ে যায় তখন সেটাকে কোন রকমে দায় সারাভাবে পরিবেশন করে।

তারপর ১৫ই অগেণ্ট, ৫ই জানুয়ারী বামফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা দিবস, ২৫শে জানুয়ারী সারা ভারতবর্ষের একটা মহান দিবস, এই দিবসগুলি সম্পর্কে রেডিওতে কোন পোগ্রাম থাকে না। কাজেই আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর আনীত এই প্রস্তাবকে আমি শুধু সমর্থনই করছি না সাথে সাথে এও আমরা ঘোষনা করতে চাই যে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত চলে, ইন্দিরা গান্ধী যদি তা দমনের ব্যবস্থা না করেন এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যদি ভারতবর্ষকে টুকরো করার চক্রান্ত চলে তাহলে ত্রিপুরার জনগন বলিষ্ঠ হাতে এগিয়ে আসবে। দরকার হলে সেখানে যে কয়জন সি, আই এর দালাল আছে তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার যদি বরদাস্ত না করেন তাহলে তাদেরকে যে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য জনগন প্রস্তুত হবে। তা ছাড়া আমরা দেখেছি ঐ উপজাতি যুব সমিতির লোকরা দালালী করে, ভারতবর্ষকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বিক্রি করে দেবার জন্য, কিন্তু তাদের এই ষড়যন্ত্রকে ত্রিপুরার জনগন সমর্থন করবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি আমাদেরকে দালাল বলেছেন। মাননীয় সদস্যকে এইটা উইড্রো করে নিতে বলুন। স্যার, এই হাউসের মান সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, কোন মেম্বারের নাম এখানে বলা হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, বলা হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতির লোকরা দালালী করে বলা হয়েছে।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—মাননীয় সদস্য এইটা কোন ব্যক্তির নামে বলা হয়নি, এইটা জেনারেল স্যান্সে বলা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটের দ্বারা আমরা এই বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে এসেছি। তাই ওনার এই বক্তব্য একস্‌পাঞ্জড করতে হবে। আপনি বলুন এ বক্তব্য একস্‌পাঞ্জড করতে পারবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব স্পীকার, ডেপুটি স্পীকারের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য যাতে ওনারা না করেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার যে রুলিং দিয়েছেন তা তাদের মানতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা ওনার কথা শুনতে রাজী নই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি যা বলেছেন তা সব একস্‌পাঞ্জড হবে কিনা বলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনারা আগে শান্ত হউন তারপরে বলব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে সব সময়ে আমাদের উঁপর দোষ দেওয়া হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য এভাবে ত হাউজ চলতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—-মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনি আগে রুলিং দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য লীডার অব দি হাউজ যিনি ওনাকে বলতে দিন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আদেশ অমান্য করলে এখানে কোন কাজ করা যাবেনা। স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার যে রুলিং দেন সেটা অমান্য ওনাদের এখানে থাকা উচিত না। আমি সব সদস্যদের কাছে অনুরোধ করছি কোন বক্তব্য একস্‌পাঞ্জড হয় এমন কোন বক্তব্য ওনারা যাতে না করেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনিই বলুন না, আপনিই ত বলতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা বসে পড়ুন। বসে পড়ুন, বসে পড়ুন, বসে পড়ুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ --মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের জোর বেশী হাউজে তারজন্য তারা জোর দেখাচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনারা বসে পড়ুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আরও ২টি প্রস্তাব আছে। অন্ততঃ প্রস্তাব ২টি যাতে তোলা যায়, লেপস্‌ না হয় তা দেখা দরকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—আমি সেজন্যই ত মাননীয় সদস্যদের সহযোগিতা চাইছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কারও যাতে বক্তব্য না থেকে যায় সেজন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করব যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য দ্রাউকুমার রিয়াংকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী অল ইণ্ডিয়া রেডিওর উপর যে প্রস্তাব এনেছেন সেটার জন্য আমি ওনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। উনি বিধানসভাকে একটা প্লেট ফরম হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি শিক্ষামন্ত্রী কোথায় গেল তা প্রচারের জন্য তিনি দাবী করছেন। এই নৃপেন বাবু যখন বিরোধী ছিলেন তখন দৈনিক সংবাদ তাদের কথা লিখতেন এবং তারজন্য দৈনিক সংবাদের উপর অনেক চাপ ও হামলা গেছে আর এখন এ সরকারের অপকর্মের কথা লিখছে বলে তাদের প্রধান শত্রু। সেজন্য এই প্রস্তাবে আমি অবাক হইনি। আজকে আসামে যা হচ্ছে তা প্রচার করে অল ইণ্ডিয়া রেডিও তার মর্যাদা বজায় রেখেছে। আজকে আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার যা গুছিয়ে বলে ডেইলি দেশের কথাতে সেসব মিথ্যা খবর পরিবেশিত হয়। তাই অল ইণ্ডিয়া রেডিওকে তারা পার্টির প্রচারে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করছেন আমাদের পাব্লিসিটি ডিপার্টমেন্ট যেমন করেন। বামফ্রন্ট সরকারের প্রচার মাধ্যম হিসাবে পাব্লিসিটি ডিপাটমেন্টকে পুরো ব্যবহার করা হয়। মাননীয় সদস্য নগেনবাবু যেটা বলেছেন যে ত্রিপুরী ভাষাকে শিশু অবস্থা থেকে কৈশরে

পরিণত করা হউক। এখানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে নরেন্দ্র দেববর্মা নামে একজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি ত্রিপুরী ভাষাকে নূতন সাহিত্যের আকার ধারণ করানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাই ওনার বিরুদ্ধে কথা উঠল যে ওনার এটা নাকি অপসংস্কৃতি আর নৃপেনবাবু, দশরথবাবু ও বিমলবাবু যেটা লিখবেন অর্থাৎ বামফ্রন্ট যেটা লিখবে বা বলবে সেটা হল সংস্কৃতি। সেটা শুধু ওনারাই স্বীকার করতে পারেন আর কেউ স্বীকার করবে না। তাই অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্মকর্তাদেরকে এবং সেসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব ত্রিপুরী ভাষাকে উন্নত করার জন্য নরেন্দ্র দেববর্মার ট্রেন্সপার অর্ডার কেনসেল করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীকে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। মাননীয় সদস্যগণ আপনারা চুপ করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ --মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশানের কাজকর্ম সম্পর্কে এখানে একটা প্রস্তাব আলোচনার জন্যে আনা হয়েছে আমি সে সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে চাই।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও এটা ভারতবর্ষের মানুষের একটা দাবী ছিল যে এটা একটা স্বতন্ত্র সংগঠন করা হোক এবং সেটা নিরপেক্ষভাবে তার ভূমিকা পালন করুক। কিন্তু কংগ্রেস (আই) সরকার সেটা নাকচ করে দিয়েছে। এই বিষয়ে যে শুধু আমাদেরই অভিযোগ আছে তা নয় সারা ভারতবর্ষে সব রাজ্য থেকে এই অভিযোগ এসেছে বিশেষ করে বিরোধী দলগুলো থেকে। এই দিক দিয়ে আমরা এটাকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও না বলে অল ইন্দিরা রেডিও বলা উচিত। কারণ মাত্র তিন চারটি লোকের কথা ছাড়া আর কিছুই এটা প্রচার করে না। কত বড় বড় ঘটনা ঘটে তারা সে সকল ঘটনাগুলিকে বিকৃত করে প্রচার করছে। বিশেষ করে গত ১৯শে জানুয়ারী সারা ভারতবর্ষে যে বিরাট শ্রমিক ধর্মঘট হয়ে গেল সেটাকে তারা যেভাবে উপেক্ষা করেছেন, বিকৃত করেছেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন, একমাত্র শ্রমিক ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তারা প্রচার করেছেন সেগুলি সমস্ত পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। কাজেই বিষয়টি শুধু যে ত্রিপুরা বিধানসভায় আলোচিত হচ্ছে তা নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে তা হচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে মাননীয় সদস্যরা হয়ত খুবই বিক্ষুব্দ, কিন্তু তাদের এটা মনে রাখা দরকার যে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংগঠন এবং রাজ্য সরকার তাঁর মতামতও সেখানে পাঠাতে পারেন। আজকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশন এর কাজকর্ম সম্পর্কে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

কিছুদিন আগে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনকে প্রায় ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হলো। যে নির্বাচনকে শুধু বামফ্রন্টই গুরুত্ব দেয়নি অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও দিয়েছে। বামফ্রন্ট যেমন সভা সমিতি করেছেন উপজাতি যুব সমিতিও তেমনি সভা সমাবেশ করেছেন কিন্তু এ সমস্তই অল ইণ্ডিয়া রেডিও প্রকাশ করেনি। যে স্বশাসিত জেলা পরিষদকে উপজাতি জনগণের কল্যাণের জন্য গঠন করা হয়েছে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটাকে সমর্থন করেছেন এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করল। আশ্চর্যের কথা যেখানে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হলো, যেখানে এত প্রচার অভিযান করা

হলো তার কিছুই তারা প্রকাশ করলেন না। যেখানে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন সেটা তারা প্রকাশ করলেন না। সংবাদকে তারা বারবার বিকৃত করে প্রকাশ করছেন। যা ঘটেনি তারা তা আমাদের মুখ দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। আমরা প্রতিবাদ আগে করেছি, কিন্তু এখন আর প্রতিবাদ করি না। কেবিনেট মিটিং-এ যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তারা তারও বিকৃত আকারে প্রকাশ করেন কারণ তারা তো আর সে মিটিংস-এ থাকেন না। এখানে যে অল ইণ্ডিয়া রেডিও ষ্টেশন আছে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব। এবং এই হাউসে আপনাদের যে মন্তব্য আছে সেগুলিও আমরা কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করব।

আমাদের আরতলায় যে সেন্টার আছে সেটি আরো বিস্তৃতি লাভ করুক। বিশেষ করে ত্রিপুরী প্রোগ্রাম, মণিপুরী প্রোগ্রাম ইত্যাদি। তবে ত্রিপুরী প্রোগ্রাম এখানে বলা ঠিক হবে না, কারণ এই প্রোগ্রাম ট্রাইবেলদের প্রোগ্রাম। সুতরাং ট্রাইবেলদের মধ্যে আর যারা আছেন তারাও চান যে তাদেরও একটা আলাদা প্রোগ্রাম থাকুক। মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহের দাবী অনুযায়ী মণিপুরী যে কালচার শত শত বৎসর ধরে চলে আসছে সেটার প্রচারের জন্য একটা আলাদা প্রোগ্রাম করা হোক। সুতরাং সেইসব দিক দিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আগরতলায় যে সেন্টার আছে সেখান থেকে যে খবর প্রচার করা হয় উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর গেলেই আর তা শুনা যায় না। ঠিক তেমনি সাউথ ত্রিপুরায় থেকেও আকাশবানী আগরতলার কোন প্রোগ্রাম ভালভাবে শুনা যায় না। আমরা বলেছিলাম যে এই সেন্টারের মত আরো না হয় তিন চারটা সেন্টার করা হোক অথবা একটা হাই পাওয়ারের একটা ষ্টেশন এখানে করা হোক। যাতে ত্রিপুরার সব জায়গা থেকে এর প্রচার কার্য্য শুনা যায়। এবং এমন একটা মাধ্যম রেডিও ষ্টেশন যার মাধ্যমে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার তাদের সকল প্রকার কর্মসূচী যাতে জনগণের নিকট প্রচার করতে পারেন। আমরা আমাদের সংগঠনমূলক প্রচার হিসাবে যাচ্ছি না। কিন্তু এখানকার সরকার যে কর্মসূচী নিয়েছেন সেই কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য যে সমস্ত কাজ করছেন তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব এই অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর। যদি তারা এই দায়িত্ব পালন না করেন তবে তারা জনগণের প্রতি তাদের কর্তব্যে অবহেলা বলে ধরা হবে। এই বলে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—আমি খুব খুশী যে এই সভার বেশীর ভাগ সদস্য এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করেছেন এবং মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং কিছু কিছু বিরোধীতা করেছেন। উপজাতি যুব সমিতির এটা আজকে নূতন ভূমিকা নয়। বিশেষ করে দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে ওঁরা সমস্ত রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিভাবে শ্রীমতী গান্ধীর কাছাকাছি আসা যায়। স্বাভাবিক কারণে ইন্দিরা কংগ্রেসের যখনি সমালোচনা করা হয় তখনি আমরা দেখেছি এই সভার মধ্যে তারা বিরক্ত হন এবং সেই কারণে যখন আকাশবানী সম্পর্কে আলোচনা হচ্চে এবং বিশেষ করে আকাশবানীর কর্তা-ব্যক্তিদের ভূমিকা সম্পর্কে যখন আলোচনা হচ্ছে সেই সময়ে যদি তাঁরা এই ভূমিকা নিয়ে থাকেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আকাশবানীর ভূমিকা সম্পর্কে আরও আলোচনা হয়েছে। যারা আলোচনা

করেছেন তাদের একাংশের বক্তব্যের মূল্য নেওয়া হয়নি এটা মাননীয় সদস্যরাও স্বীকার করেছেন। আকাশবাণীতে স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরা দরকার। কিন্তু আকাশবাণীর ভূমিকা থেকে এটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় সমস্যার উপর সংবাদ তাঁরা পরিবেশন করছেন না। শুধু ৫।১০ মিনিটের মধ্যে স্থানীয় সংবাদ সীমাবদ্ধ না রেখে আরও বেশী করে সকালে দুপুরে সংবাদ পরিবেশন করার জন্য আরও সময় দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখা দরকার। কিন্তু দেখা যায় যে, সময়টুকু তারা স্থানীয় সংবাদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন তাতেও সর্বভারতীয় সংবাদই প্রাধান্য লাভ করে। আমরা অনুরোধ রাখব যাতে তারা স্থানীয় সমস্যার উপর আরও বেশী সময় দিয়ে খবর প্রচার করতে পারেন।

দেখা যাচ্ছে যে নীরদ বরণ দাস এবং প্রদীপ দে, আই. এন. টি. ইউ. সি.এর তরফ থেকে সপ্তাহে দু'বার করে বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের সংবাদ বেশী করে প্রচার করা হচ্ছে। যাদের কোন সংগঠন নেই, যারা সাইনবোর্ড নিয়েই বেচে আছে, তাদের খবর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলা হচ্ছে। অথচ সমন্বয় কমিটির কর্মচারী সংস্থা যেটা বেশীর মানুষের আওয়াজ তুলে ধরে তাদের বক্তব্যকে সুকৌশলে চেপে যাচ্ছে। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরা একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য। এখানকার ঐক্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। আজকে আমরা ত্রিপুরার লোকেরা যে একটা ঐক্যবোধ দেখাচ্ছি, তার প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে না। একটা কর্মচারী যদি বদলী হয়ে থাকে তাহলে এইরকম হাজার কর্মচারী বদলী হয়, তাতে কি হলো? নরেন্দ্র দেববর্মা একটা বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে এসেছে। সেটা কি? এটা কি তৈদুতে বসে ষড়যন্ত্র করার? সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের যেখানে সম্মেলন বসে সেখানে নরেন্দ্র দেববর্মা প্রতি-নিধি হতে পারে। তাকে বদলী করলে কি দোষ হতে পারে বুঝতে পারি না। তার কারণ আজকে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সংগে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে যাদের সংগে বাইরের যোগাযোগ রয়েছে। সেজন্য হয়ত তাঁরা এটার বিরোধীতা করছেন। নিউজিল্যাণ্ড থেকে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে আজকে যুব সমিতির লোকেরা সেটা জানে। যারা সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে মিলে মিশে কাজ করে তাদের বাস্তব কথাটা বল্লে ক্ষুন্ন হতে পারেন। তাতে ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ লক্ষ মানুষের ভাষাকে চাপিয়ে রাখা যাবে না। আমি আশা করব এই হাউসে যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই এই প্রস্তাবটা সমর্থন করবেন। কারণ এখানকার যে কৃষ্টি, এখানকার যে সমস্যা সেটা যাতে আকাশবাণী ত্রিপুরা কেন্দ্র থেকে তুলে ধরতে পারেন সেই কারণে আমরা প্রস্তাব এনেছি। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা সেটা সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরীর প্রস্তাবটা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো—

"এই বিধানসভা অল ইণ্ডিয়া রেডিও আগরতলা কেন্দ্রের অসত্য, সাম্প্রদায়িক ও উস্কানিমূলক সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হচ্ছে প্রাইভেট মেমবার্স রিজলিশন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকারকে অনুরোধ করছি তাঁর রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করতে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী প্রাইভেট মেম্বারস রিজিলিউশান। আমি এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন তাঁর রিজলিউশানটি হাউসের সামনে পেশ করেন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মহোদয়, এই হাউসের সামনে ত্রিপুরায় একটা পৃথক হাইকোর্ট গঠনের জন্য যে রিজিলিউশানটি এনেছি, তার উপর আলোচনা করছি। আমার প্রস্তাবটি হল, "যেহেতু ত্রিপুরায় আলাদা হাইকোর্ট না থাকার ফলে দীর্ঘদিন হাইকোর্টের শত শত মামলা বিচার নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করছে, যেহেতু গৌহাটী হাইকোর্টে মামলা মোকদ্দমা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে বিরাট ব্যয়সাধ্য ;

যেহেতু গৌহাটী হাইকোর্টের পুরো বেঞ্চ অল্প সময়ের জন্য আগরতলায় কাজ করেন যার সুযোগ মামলাকারীরা কমই গ্রহণ করতে পারেন; তাই ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে যে, ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটি পৃথক হাইকোর্ট গঠন করা হউক'।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই যে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে নানাভাবে বৈষম্য দেখিয়ে আসছে। ত্রিপুরাতে একটি পৃথক হাইকোর্ট স্থাপনের ব্যাপারটাও কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বৈষম্য মূলক আচরণ বা দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। কারণ ত্রিপুরাতে পৃথক হাইকোর্ট গঠন না হওয়ার ফলে প্রচুর সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির জন্য পেণ্ডিং অবস্থায় পড়ে আছে। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা রাজ্য যখন পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা লাভ করলো, তখন হাইকোর্টে পেণ্ডিং মামলার সংখ্যা ছিল ৪৯২টি এবং সেই বছরই আরও ২৩৭টি নূতন মামলা এসে যোগ হয়, কিন্তু ঐ বছরে ডিসপোজড্ হয় মাত্র ৩১৪টি কিন্তু বছর শেষে দেখা গেল যে পেণ্ডিং মামলার সংখ্যা দাঁড়ালো ৪১৫টিতে। তেমনি ১৯৭৩ সালে ডিসপোজড হয় ২৬০টি এবং নূতন আরও মামলা যোগ হয়। এভাবে মামলার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৯৮১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় ১,৯৬২টি অর্থাৎ প্রায় ২ হাজারের কাছাকাছি। কাজেই এই যে মামলাগুলি জমে স্তূপীকৃত হচ্ছে, সেগুলির নিষ্পত্তি করতে গেলে ত্রিপুরাতে পৃথক হাইকোর্ট গঠন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগে যখন ত্রিপুরাতে জুডিসিয়েল কমিশনারের কোর্ট ছিল তখন সেই কোর্ট ত্রিপুরাতে ১৫ দিন এবং মণিপুরে ১৫ দিন কাজ করত। সেই জুডিসিয়েল কমিশনার কোর্টের মামলাগুলিও বর্তমানে গৌহাটী হাইকোর্ট করে থাকেন। কাজেই ত্রিপুরাতে একটি পৃথক হাইকোর্ট গঠন না করার পিছনে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। নর্থ ইস্টার্ণ এরিয়াজ রি-অর্গানিজেশন এ্যাক্ট যখন পাশ করা হল, তখন তার মধ্যেও পার্মানেন্ট বেঞ্চ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে ১৯৭২ সাল থেকে এখন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে কোন নটিফিকেশান জারী করা হল না। আমরা এও লক্ষ্য করছি যে মধ্যে মধ্যে এখানে

যে হাইকোর্টের বেঞ্চ বসে, তাতে খুব কম লোকই সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে কারণ এই বেঞ্চ এত অল্প সময়ের জন্য বসে যে কারো পক্ষে এর সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। ১৯৮০ সালে মাত্র ১১ দিনের জন্য ত্রিপুরাতে হাইকোর্টের বেঞ্চ বসেছিল। এইসব কারণে প্রচুর সংখ্যক কেইস নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে জমা পড়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই সত্ত্বেও হাইকোর্টের বেঞ্চ এখানে দীর্ঘ দিনের জন্য বসে না। ১৯৭৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ইউনিয়ন ল মিনিষ্ট্রির কাছে দাবী জানিয়েছিলেন যে সব সময়ের জন্য যাতে একজন বিচারককে এখানে রাখা যায়, অন্ততঃ তার একটা ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় সরকার বিচারকের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য এই সিদ্ধান্তও কার্য্যকর করা সম্ভব হয় নি। কাজেই গৌহাটী হাইকোর্টে বিচারকের সংখ্যা বাড়বে কিনা অথবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক থাকবে কিনা, তা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। আমরা দেখছি যে সেই রকম কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত করে উঠতে পারছে না। তা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থানটা যোগাযোগের দিক থেকে এমন ভয়াবহ যে গৌহাটীতে গিয়ে মামলা পরিচালনা করা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কারণ আগরতলা থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত সেই রকম কোন রেল লাইন হয় নি। তাই যদি কাউকে মামলার কারণে ত্রিপুরা থেকে গৌহাটী যেতে হয়, তাহলে তাকে সাতদিন আগে থেকে রওনা হতে হবে এবং গৌহাটীতে মামলার কাজ সেরে ফিরে আসতে তাকে আরও সাতদিন সময় নষ্ট করতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষদের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে শতকরা ৮০ ভাগ লোক গৌহাটীতে গিয়ে মামলা পরিচালনা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ আমরা দেখছি যে ভারতীয় সংবিধানের ৩৯(গ) ধারা অনুসারে গরীব অংশের মানুষকে আইনের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা আছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা যে শুধু কথার কথাই হয়ে রয়েছে, তা আমরা এখন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারছিযদি কোন রকম ইনজেকশান জারী বা স্থগিত করার প্রশ্ন উঠে, তখন তাড়াতাড়ি করে গৌহাটি গিয়ে কি ব্যক্তিগতভাবে বা সরকারের পক্ষেও সহজ সাধ্য হয়ে উঠে না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করেও ত্রিপুরাতে পৃথক হাইকোর্ট গঠন করার মতো যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে সিকিমে একটা পৃথক হাইকোর্ট রয়েছে, কিসের ভিত্তিতে সেটা করা হয়েছে, তা যদিও আমাদের জানা নাই তবু এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সিকিম-এর ভৌগোলিক অবস্থা যোগাযোগের দিক থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন এমন কি তার চারদিক বৈদেশিক রাষ্ট্র দ্বারা ঘেরাও যদিও লোকসংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যের চার ভাগের এক ভাগ হবে কিনা সন্দেহ। তবুও সেখানে একটা পৃথক হাইকোর্ট আছে। আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেই রকম একটা অবস্থা, বলতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যের তিনদিক থেকে বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ দ্বারা ঘেরাও এবং এখানকার জনসংখ্যা সিকিম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, মেঘালয় এবং মণিপুর থেকে অনেক অনেক বেশী এবং এখানকার শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের আর্থিক অবস্থা দারিদ্র্য সীমার অনেক নীচে রয়েছে, তা সত্বেও ত্রিপুরাতে কেন পৃথক হাইকোর্ট গঠন করা হবে না, তার কারণ স্বাভাবিক ভাবে আমরা খুঁজে পাই না। পৃথক হাইকোর্ট গঠন করতে হলে কি কি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে করতে হয়, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারই ভাল করে জানেন। বিচারকের স্বল্পতার জন্য পৃথক

হাইকোর্ট হতে পারে না, এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে হাইকোর্টের কাজকর্ম সর্বদাই সমালোচনার উর্ধে থাকাই উচিত। তবু আমাদের বলতে হয় যে, ১৯৭২ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত এখানে যে সব নিম্ন আদালতগুলি আছে, সেগুলির কাজকর্ম কেমন চলছে, তা হাইকোর্টের একজন বিচারক দিয়ে ইন্সপেক্শান করানো হয় নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার তার ফলে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে অনেক প্রশাসনিক অব্যবস্থা রয়েছে। এমনিতেই ত্রিপুরাতে বিচারকের সংখ্যা কম, অথচ আমরা দেখছি যে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অনেক হাকিম বা বিচারককে গৌহাটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন মহকুমাতে যেসব হাকিম আছে, তাদের অনেকে হয়তো ছুটি নিয়ে গিয়েছেন, ফলে মানুষ মহকুমান্তরে বিচারের কোন সুযোগই পাচ্ছে না। আমরা দেখছি যে খোয়াইতে অনেক দিন ধরে জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেট নাই, সাব্রুমে নাই, অমরপুরে নাই। আর উদয়পুরে এক জন মুন্সেফ একই সংগে মুন্সেফ আবার জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করছেন। কাজেই স্যার, বিচারের ঘর যদি এই ধরনের হয়, তাহলে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে জনসাধারণকে বিচার থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া, আর কিছুই হয় না। আমি এখানে যে সব তথ্য দিলাম, তা জুডিশিয়েল কোর্ট থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই দিয়েছি। শুধু কি তাই, এখানে হাইকোর্টের অন্তর্ভুক্ত যেসব কর্মচারী রয়েছেন, তাদের চাকুরী সর্তাবলী ঠিক ঠিক ভাবে মানা হচ্ছে কিনা বা কর্মচারীদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্যও কোন ব্যবস্থা নাই। তারপর আমরা দেখেছি যে এখানে কোর্টের যেসব বই-পত্র আছে, সেগুলি যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে সেগুলি বাঁধানোর জন্য গৌহাটিতে নিয়ে যেতে হয়, কারণ আগরতলায় নাকি সেগুলি বাঁধানো যাবে না। আবার কোর্টের প্রয়োজনে এখান থেকে যদি কোন বই গৌহাটিতে পাঠাতে হয়, তাহলেও একজনকে দিয়ে সেই বই গৌহাটিতে পাঠানো হয়ে থাকে।

এটাকে কি কোন বাস্তব বলে কেউ মনে করতে পারে? কিন্তু এই অবস্থাই এখানে চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ডেপুটি রেজিস্ট্রার রয়েছেন তাঁর কোন কিছু করার ক্ষমতা নাই। কোন জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা নাই। কোন জিনিষ যদি নষ্ট হয় সেগুলিকে হয় বিমানে অথবা রেল যোগে গৌহাটিতে পাঠাতে হবে তারপর সেগুলি মেরামত হয়ে আসবে। তাছাড়া এখানে বিচারকের সংখ্যাও কম আছে। এর ফলে ত্রিপুরার জনসাধারণ নানা ভাবে দিনের পর দিন অসুবিধা ভোগ করে আসছে। এর একমাত্র সমাধান হল এখানে একটি পৃথক হাই কোর্ট স্থাপন করা। যদিও আমরা জানি যে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করবে এটা সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি যে বিচার ব্যবস্থা যখন কোথাও কায়েমী স্বার্থের বিরোদ্ধে রায় দিয়েছেন তখনই দেখা গেছে যে বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। আমাদের মনে আছে জরুরী অবস্থার আগে যখন এলাহাবাদ হাই কোর্ট শ্রীমতী গান্ধীর বিরোদ্ধে রায় দিয়াছিলেন তখন বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। তবু ভারতবর্ষ এই বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যেও সাধারণ মানুষ যখন তাদের উপর অত্যাচার চলতে থাকে তখন তাদের কোর্টের নিকটই আশ্রয় নিতে হয়। সেজন্য ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে তাদের উপর যেসব অন্যায় অবিচার চলছে সেগুলির প্রতিবাদের জন্য ত্রিপুরায় হাই কোর্টের একটি পৃথক স্থায়ী ব্যাঞ্চ গঠন করার জন্য যে প্রস্তাব হাউসের সামনে পেশ

করেছি আমি আশা করি হাউস এটাকে সমর্থন জানাবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীমানিক সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার ত্রিপুরায় একটি পৃথক হাই কোর্ট স্থাপন করার জন্য দাবী উত্থাপন করে যে প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করেছে আমি তার উপর আলোচনা করতে গিয়ে ক'টি ব্যাপারে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের দেশের শাসন কাঠামোর অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ হচ্ছে এই বিচার ব্যবস্থা। আমরা শুনে আসছি ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে 'রুল অব দি পিপল' অর্থাৎ জনগণের শাসন এবং জনগণের জন্য শাসন। একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ কোন অধিকারের প্রশ্ন থাকে না। সবার সমান অধিকার। সেই প্রতিশ্রুতি বা স্বীকৃতি এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কতটা রক্ষিত হচ্ছে সেটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে বিচার ব্যবস্থার উপর। সেখানে যদি কোন নাগরিক মনে করেন যে তার অধিকার খর্বিত হচ্ছে তখন তিনি বিচার ব্যবস্থার নিকট আশ্রয় নিতে পারেন। আজকে কেউ যদি মনে করেন যে নিম্ন আদালতের একটা রায় তার বিপক্ষে গিয়েছে তখন তাকে উচ্চ আদালতের কাছে আশ্রয় নিতে হবে এই যেখানে অবস্থা সেখানে সেই আশ্রয় নিতে পারছে না। তাকে আজ হাই কোর্টের আশ্রয় নিতে হলে গৌহাটিতে গিয়ে সুবিচারের জন্য আবেদন করতে হবে। ত্রিপুরার খুব কম মানুষই আছেন যারা সেই সুযোগ পুরাপুরি ভোগ করতে পারেন। কারণ ত্রিপুরা ভারতের একটা প্রত্যন্ত রাজ্য যেখানে শতকরা ৮২ জনই দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করেন। সেজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তাব বার বার অগ্রাহ্য করেছেন। পরিণামে রাজ্য সরকার গরীব অংশের মানুষ যাতে স্বল্প খরচে আইনের সুযোগ নিতে পারে তার জন্য যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নিয়েছেন সেগুলির সুফল অনেকের পক্ষেই যথাযথ ভোগ করা সম্ভব হচ্ছেনা। এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যদি কোন বিচারক কোন প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয় সেখানে সেইসব বিচারকের বিরুদ্ধে পরোক্ষে ষড়যন্ত্র চলছে। বেছে বেছে অন্ধ অনুগতদের শ্রীমতী গান্ধীরা বিচারকের আসনে বসাচ্ছেন। এই অবস্থায় আজকে বিচার ব্যবস্থা একটা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন কাঠামোর জন্য এটা হয়েছে। তবু মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার যখনই খর্বিত হয় সাধ্য সামর্থ্য থাকলে তখনই সে আদালতের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ত্রিপুরার নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে পৃথক হাইকোর্ট গঠন করার প্রস্তাব হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক যে প্রস্তাবটা এখানে উপস্থিত করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। এই ধরনের প্রস্তাব আগেও আমরা এই হাউসে এনেছি। শুধু প্রস্তাব নয় এর আগে কেন্দ্রেজনতা সরকারের আমলে আমি তৎকালীন আইন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেছিলাম এবং অনেক চেষ্টার পর এখানে যাতে হাইকোর্টের একটা বেঞ্চ সব সময় থাকে তার একটা

ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এইসব মামলা একজন বিচারক দ্বারা সম্ভব নয় এবং তারজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হচ্ছে যাতে আমাদের গৌহাটীতে না যেতে হয়। একটা সামান্য আদেশের জন্য হলেও সাধারণ মানুষকে গৌহাটীতে যেতে হয়। অথচ সুপ্রীম কোর্ট বার বার বলছেন যে বিচার পাওয়া এটা মানুষের সংবিধানগত অধিকার। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশের ক্ষমতা নাই গৌহাটিতে গিয়ে মামলা তদ্বির করা। এই ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনার দরকার নেই। এটা মাননীয় সদস্যরা জানেন এবং আমরা যেটা লক্ষ করেছি যে গৌহাটী হাইকোর্টে সব সময় বিচারক থাকছেন। বিচারক পাওয়া যায় না। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। যার জন্য আজকে আমাদের এডভোকেট-দেরকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে হাইকোর্টের দাবী নিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। এটা কম দুঃখজনক ঘটনা নয়! মামলার ব্যাপারে ওরা বলছেন যে অনেক সময় জাসটিফাই করে না। মামলার সংখ্যা সম্পর্কে সর্বশেষ যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় ১৯৭৮ সনে গৌহাটীতে ৩২০টি মামলা, ১৯৭৯ সনে ৩৪৫টি মামলা, ১৯৮০ সনে ৫৬৩টি মামলা পড়ে রয়েছে এবং মোট ১৩৫০টি মামলা গৌহাটী হাইকোর্টে পরে রয়েছে। একটা ইনজেকশন ভেকেট করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কাজকর্মের ব্যাপারে যে কাজটা দুই একদিনের মধ্যে হতে পারত সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় গৌহাটীতে একটা আদেশ কে কোন সময় গিয়ে নালিশ করে একটা অর্ডার নিয়ে এসেছে এবং সেটার খোঁজ নিতে এক সপ্তাহ লেগে যায়। ওরা কিভাবে রাজ্য চালাচ্ছেন আমরা ভেবে পাচ্ছি না। এখানে সুপ্রীম কোর্ট নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে বিচারের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেইসব ক্ষেত্রেতে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সবগুলি রাজ্যের জন্য হাইকোর্ট তৈরী করা। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য নয়। এই এলাকার ৬টি রাজ্যের মধ্যে সব কয়টি রাজ্যের হাইকোর্ট আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করা দরকার। যতক্ষণ সেটা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনের একটা বেঞ্চ যাতে বরাবর এখানে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে বেঞ্চ হাইকোর্টের বিকল্প নেই। আমি এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং এই প্রস্তাব গৃহীত হলে এই প্রস্তাবটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে আমি কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের অভিমত জানাব। ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের দিকে লক্ষ রেখে এবং এডভোকেট যারা আন্দোলন করছেন তাদেরকে অনুরোধ করব তারা যেন আন্দোলন প্রত্যাহার করেন অথবা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখেন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পারি এই হাইকোর্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে তাদের মতামত কি? তাই আমি তাদের কাছে এ আবেদন রাখছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার : ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে দাবী এখানে উত্থাপন করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যরা এই দাবীর উপর যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তাতে আনন্দ প্রকাশ করছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরাও যে এটাকে সমর্থন করেছেন তাতে আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি। আমরা আশা প্রকাশ করব যে

ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবীকে মেনে নেবেন এই আবেদন রেখে আমি এই প্রস্তাবটা হাউসে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ঃ—যেহেতু ত্রিপুরায় আলাদা হাইকোর্ট না থাকার ফলে দীর্ঘদিন হাইকোর্টের শত শত মামলা বিচার নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করছে, যেহেতু গৌহাটী হাইকোর্টে মামলা মোকদ্দমা করা সাধারন মানুষের পক্ষে বিরাট ব্যয়সাধ্য, যেহেতু গৌহাটি হাই কোর্টের পুরো বেনচ খুব অলপ সময়ের জন্য আগরতলায় এসে কাজ করেন যার সুযোগ মামলাকারীরা খুব কমই গ্রহন করতে পারেন, তাই ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে যে ত্রিপুরায় অবিলম্বে একটি পৃথক হাইকোর্ট গঠন করা হোক।

তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং সবসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সভা অনিদিষ্টকালের জন্য মুলতবি রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 204

By—Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরায় পানিসাগর হইতে দামছড়া রোড ভায়া পল্ট্রিফার্ম রাস্তাটির ভূমির অধিগ্রহনের প্রস্তাব কোন বছরে পাঠানো হইয়াছে?

২) বর্তমানে প্রস্তাবটি কি অবস্থায় আছে, এবং

৩) রাস্তার প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহন করতে আর কত বছর সময় লাগবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) পানিসাগর পল্ট্রিফার্ম থেকে তিলথৈ দামছড়া রাস্তার ২ কি. মিটারের সংযোগস্থল পর্যন্ত পানিসাগর জলাবাসা নামক এই রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহনের বিশদ প্রস্তাব পূর্তদপ্তর হইতে ২৬-৮-৮১ ইং তারিখে পাঠানো হয়েছিল।

২) উক্ত রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাবটি জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত দপ্তরের পরীক্ষাধীন আছে।

৩) সাধারনতঃ জমি অধিগ্রহনের ১ থেকে দেড় ২ বৎসর সময় লাগে। এই ক্ষেত্রে যত তারাতাড়ি সম্ভব জমি অধিগ্রহন করার চেষ্টা করা হইবে।